প্রকাশকঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

ভাদ্র, ১৩৬০ জন্মাষ্টমী

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

'যিনি আমার প্রতি আন্তরিক বাৎসল্য-ভাব পোষণ করিতেন, যিনি বাঙ্গালার
ইতিহাস-রচয়িতৃগণের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন ও যিনি রাজসাহীর
বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির প্রতিষ্ঠায় প্রধান সহায়ক ছিলেন,
সেই শ্রেষ্ঠ বাগ্মী, লেখক ও ব্যবহারোপজীবী
স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়কে
স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে
এই গ্রন্থের উৎসর্গ
করিলাম।

মুখবন্ধ

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী কবি সন্ধ্যাকরনন্দি-কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত 'রামচরিত'-নামক ঐতিহাসিক জীবনচরিতবিষয়ক শ্লিষ্ট কাব্যখানির উৎকর্ষ ও মূল্যবত্তা ভারতীয়, বিশেষতঃ বাঙ্গালী, মনিষীরা সকলেই জানেন। এই গ্রন্থের আবিষ্কর্ত্তা ছিলেন স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। তিনি ইং ১৮৯৭ সালে এই গ্রন্থের তালপত্রে লিখিত একখানি মাত্র পাণ্ডুলিপি নেপাল হইতে ভারতে আনয়ন করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত তিনি ইহার পাণ্ডুলিপি হইতে মূল ও টীকার (প্রাপ্ত অংশের) পাঠোদ্ধার সাধন করিয়া, তাহা Memoirs of the Asiatic Society of Bengal Vol III, No. 1—নামক পুস্তিকায় ইং ১৯১০ সালে প্রকাশিত করেন। প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত শ্রীঅযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই গ্রন্থের একখানি ক্ষুদ্র বাঙ্গালা সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে পণ্ডিতগণ বড় বেশী আকৃষ্ট হইতে পারেন নাই ; কারণ, মূল পুস্তকের অটীক অংশে এই সংস্করণের কোন কৃতিত্ব স্বীকৃত হইতে পারে নাই। তাহার পরে আজ-প্রায় চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে (ইং ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে) রাজসাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি-হইতে এই গ্রন্থের অপর একখানি ইংরেজী-সংস্কৃত সংস্করণ বাহির হয়। সেই সংস্করণের রচয়িতা ছিলেন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, পণ্ডিত শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও এই মুখবন্ধ-লেখক। সেই সংস্করণের প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা ইহার ভূমিকা ও উপক্রমণিকায় ব্যক্ত করিয়াছি। সেই সংস্কৃত-ইংরেজী সংস্করণে, আমরা তিন জন মূল পাণ্ডুলিপি একত্র পাঠ করিয়া ৺শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঠের ভুলভ্রান্তি সম্ভবমত সংশোধন করিয়া, (প্রথম হইতে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩৫শ শ্লোক পর্য্যন্ত প্রাপ্ত) প্রাচীন সংস্কৃত টীকাটি

এবং আমাদের রচিত অবশিষ্টাংশের নূতন সংস্কৃত টীকা ও সমগ্র গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ ও অবতরণিকা প্রকাশ করিয়াছি। প্রাচীনটীকা-বিহীন অংশের যে নূতন সংস্কৃত টীকা আমরা রচনা করিয়াছি, তাহা যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও নির্ভুল হইয়াছে, তাহা স্পর্দ্ধাসহকারে বলা যায় না। কারণ, রামচরিতের মত দুরূহ শ্লিষ্টকাব্যের সমসাময়িক টীকাকার না থাকিলে, আমাদের মত সাত-আট শত বৎসরের পরবর্ত্তী কালের লোকের টীকাতে গ্রন্থের ব্যাখ্যা—বিশেষতঃ শ্লেষবলে প্রচ্ছন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা—যথাযথ হইয়াছে—এইরূপ উক্তি অত্যন্ত ন্যায়বিরুদ্ধ হইবে। আমরা বয়সে প্রাচীন হইয়াছি; যদি আমাদের অভিজ্ঞতার ব্যবহার করিয়া এইরূপ মূল্যবান্ ঐতিহাসিক কাব্যের যথাসম্ভব ব্যাখ্যা আমরা লিপিবদ্ধ না রাখিয়া যাই, তবে পরবর্ত্তী নব্যগণের গবেষণাকার্য্য অধিকতর ক্লেশবহুল থাকিয়া যাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্যই আমাদের সেই সংস্করণ প্রকাশের চেষ্টা ঘটিয়াছিল।

কিন্তু, বিগত ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে সমগ্র ভারতের দ্বিধাচ্ছেদ ঘটিবার পরে, সেই মুদ্রিত সংস্করণের পুস্তক পূর্ব্ব-পাকিস্থানে অন্তর্ভুক্ত রাজসাহী হইতে ভারতে আনিতে পারার পক্ষে অন্তরায় উপস্থিত হওয়ায়, আমার অনেক গণ্যমান্য সহৃদয় বিদ্বান্ বন্ধুগণের অনুরোধে, আমি বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞ ও অবিশেষজ্ঞ জ্ঞানপিপাসু পাঠকবর্গের উপযোগী করিয়া, বৃদ্ধবয়সে এই বাঙ্গালা সংস্করণখানির রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

এখন কবি সন্ধ্যাকরনন্দীর এই উপাদেয় সংস্কৃত শ্লিষ্ট কাব্যের এই বাঙ্গালা সংস্করণ পাঠ করিয়া, যদি পাঠকেরা একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ইতিহাস-সম্বন্ধে ও কবির কবিত্ব-বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞান সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলেই আমার সকল শ্রম সার্থক হইবে।

রামচরিতের প্রায় প্রত্যেকটি শ্লোকই দ্ব্যর্থবাচক। ইহাতে প্রথম রঘুপতি রামচন্দ্রের কথা ও দ্বিতীয় পক্ষে গৌড়াধিপ রামপালের কথা

আছে। তাই এই বাঙ্গালা সংস্করণে আমি আমাদের সংস্কৃত-ইংরেজী সংস্করণে উদ্ধৃত শ্লোকাবলীর মূল পাঠ অবলম্বন করিয়া উভয়পক্ষের অন্বয়, প্রয়োজনীয় শব্দনিচয়ের বাঙ্গালা অর্থ, উভয়পক্ষের (ব্যাখ্যামূলক) বঙ্গানুবাদ, পরিশিষ্টে ব্যাখ্যাপরিপোষক সংস্কৃত শব্দকোষসমূহ ও একটি শব্দনির্ঘণ্ট নিবদ্ধ করিয়াছি। শব্দব্যাখ্যায় ব্যবহৃত ১, ২, ৩, সংখ্যা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষের উপযোগী ব্যাখ্যা সূচনা করে।

এস্থলে একটি বিষয়ে একটু কৈফিয়ত করিতে হইতেছে। উভয় পক্ষের অন্বয় লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া, শ্লিষ্ট শব্দগুলিকে স্পষ্টভাবে দেখাইবার উদ্দেশ্যে, আমি তাহাতে সংস্কৃতসমাসবদ্ধ পদেও কখন কখন সন্ধি ভাঙ্গিয়া শব্দযোজনা করিয়াছি—যদিও ইহা ব্যাকরণ-সঙ্গত প্রণালী নহে।

এখন কৃতজ্ঞতার সহিত বলিতে হইতেছে যে, আমার পরমসুহৃৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে রামচরিতের এইরূপ একখানি বাঙ্গালা সংস্করণ প্রণয়ন করার জন্য আগ্রহসহকারে প্রণোদিত করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, আমার অন্যান্য গ্রন্থের মুদ্রাকর ও প্রকাশক আমার পূর্ব্বতন প্রিয় ছাত্র ও জেনারেল প্রিণ্টারস্ য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের অন্যতম সত্বাধিকারী শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র দাস, এম, এ, এই গ্রন্থখানিও ছাপিয়া প্রকাশ করার ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইতি—

কলিকাতা, ৬৯ নং বালিগঞ্জ গার্ডেন্স্,
বালিগঞ্জ, কলিকাতা—১৯
২৭শে শ্রাবণ, বাং ১৩৬০ সন,
১২ই আগষ্ট, ইং ১৯৫৩ সাল।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক

অবতরণিকা

গৌড়কবি সন্ধ্যাকরনন্দি-বিরচিত রামচরিত চতুঃপরিচ্ছেদাত্মক একখানি সংস্কৃত শ্লিষ্ট কাব্য। কবি ইহাতে পরিশিষ্টরূপে বিংশতি-শ্লোক-সমন্বিত একটি কবি-প্রশস্তিও সংযুক্ত করিয়াছেন। কাব্যখানির আবিষ্কার কাহিনী এইরূপ। ইং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাল-পাতায় লিখিত ইহার একখানিমাত্র পাণ্ডুলিপি নেপালে পাইয়াছিলেন। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর (প্রাচীন) বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। পাণ্ডুলিপিতে সমগ্র কাব্যখানির শ্লোকাবলী একজন লেখকদ্বারা লিখিত, এবং প্রথম পরিচ্ছেদের সব শ্লোকের ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম ৩৫টি শ্লোক পর্য্যন্ত কাব্যের (প্রাপ্ত) টীকার অংশখানি দ্বিতীয় একজন লেখকদ্বারা লিখিত বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়। সংস্কৃত মূল শ্লোকগুলি শীলচন্দ্র-নামক ব্যক্তিদ্বারা লিখিত। এই নামটি হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, শীলচন্দ্র বৌদ্ধ ছিলেন। গ্রন্থের নকল করা শেষ হইলে, তিনি "যথাদৃষ্টেত্যাদি। শ্রীশীলচন্দ্রস্য"—এই শব্দ কয়েকটি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। মূল শ্লোকগুলির প্রারম্ভে "ওঁ শ্রীঘনায় নমঃ সদা" ও টীকার প্রারম্ভে "ওঁ শ্রীঘনায় নমঃ"—এই বুদ্ধ-নমস্কার লিখিত দেখা গিয়াছে। খুব সম্ভবতঃ ইহা লিপিকরদিগেরই উক্তি; এবং তন্মধ্যে মূল শ্লোকগুলির লেখক শীলচন্দ্র যে বৌদ্ধ ছিলেন তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় লিপিকরও সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ছিলেন। আর যদি মূলের প্রারম্ভে প্রাপ্ত বুদ্ধ-নমস্কার কবি সন্ধ্যাকর নিজেই লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, তাঁহার পালবংশীয় নিজ রাজারা ধর্ম্মবিষয়ে পরমসৌগত বা পরমবৌদ্ধ ছিলেন বলিয়াই

হয় ত, কবি গ্রন্থারম্ভে বুদ্ধ-বন্দনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু, রামচরিতের মূলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে কবি শ্লেষমূলক রচনাদ্বারা একযোগে মহেশ্বর ও বাসুদেবের প্রতি ভক্তিময় নমস্কৃতি বিজ্ঞাপিত করিয়া, নিজের ধর্ম্মমতই প্রকাশ করিয়া থাকিবেন এবং তৃতীয় শ্লোকেও একযোগে তিনি সূর্য্য ও সমুদ্রের আশীর্ব্বচন কীর্ত্তন করিয়াছেন। কাজেই মনে হয়, কবি স্বয়ং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু, তাঁহার পক্ষে বুদ্ধ ও তদ্ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ সহানুভূতি রাখাও অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। আবার ইহাও বলা যাইতে পারে যে, অজ্ঞাতনামা পণ্ডিত টীকাকারটিও স্বয়ং বৌদ্ধ হইয়া থাকিলে, তিনি টীকা-প্রারম্ভের বুদ্ধ-নমস্কার লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। সে যাহাই হউক, মূল শ্লোকাবলীর পাণ্ডুলিপি-লেখক শীলচন্দ্রের বিদ্যাবত্তা ও সংস্কৃতভাষার জ্ঞান বড় বেশী ছিল না, কারণ, ইহাতে যথেষ্ট ভুলভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার অপেক্ষায় টীকা-অংশের লেখককে অধিকতর বিদ্বান্ বলা যাইতে পারে, কারণ, ইহাতে ভুলভ্রান্তি অনেকটা কম ছিল।

মূল-অংশের পুঁথি-লেখক শীলচন্দ্র স্বপ্রমাদে কয়েকটি (খুব সম্ভবতঃ পাঁচটিমাত্র) শ্লোক নকল করিতে বাদ দিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস সেই অলিখিত শ্লোক কয়েকটি চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৫ম শ্লোকের পরে স্থান লাভ করিত। এই শ্লোকহানির পরিমাণ জানিবার প্রকৃষ্ট উপায় শীলচন্দ্র নিজেই পাণ্ডুলিপিতে নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনিই সম্ভবতঃ কাব্যসমাপ্তির পরে, শ্লোকগুলির সংখ্যা গণনা করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন—"আর্য্যা ২২০"। কোন কবি স্বয়ং স্বরচিত শ্লোকাবলীর সংখ্যা এমন ভাবে লিখিয়া রাখেন— এইরূপ কথা আমাদের জানা নাই। বাস্তবিক পক্ষে আমরা সর্ব্বসমেত ২১৫টি শ্লোক শীলচন্দ্রের লিখিত পাণ্ডুলিপিতে পাইয়াছি। সুতরাং ইহাতে সর্ব্বসাকল্যে পাঁচটি শ্লোকই ছুটিয়া গিয়াছে। দুই এক স্থানে (৩।২৮, ৪।৫) আমরা খণ্ডিত শ্লোকও পাণ্ডুলিপিতে পাইয়াছি। আশা করি ভবিষ্যতে আমাদের

দেশে এই কাব্যের আরও হস্তলিখিত প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইবে এবং তৎসাহায্যে ইহার মূল শ্লোকগুলির পরিশুদ্ধ পাঠ নির্ণীত হইতে পারিবে।

অজ্ঞাতনামা টীকাকার সম্ভবতঃ সমগ্র কাব্যেরই টীকা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু, আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ পাণ্ডুলিপিতে কাব্যের ২২০ শ্লোকের মধ্যে মাত্র ৮৫টি শ্লোকের টীকা পাওয়া গিয়াছে। এই দুর্বোধ্য সমগ্র কাব্যের প্রাচীন টীকা না থাকায় যে, ইহার অর্থ-বোধে আমাদের খুব কষ্ট হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। আমাদের ব্যাখ্যা ভ্রান্তিবিহীন হইয়াছে—একথা বলাও ধৃষ্টতামাত্র। প্রাচীন টীকাকারটি যে, কবি সন্ধ্যাকরের বহু পরবর্ত্তী কালের লোক ছিলেন, এমন কথাও বলা যায় না। তিনি বাঙ্গালার ইতিহাসপক্ষের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বলিতে হয় যে, তিনি নিশ্চিতই কবির সমসাময়িক না হইলেও, খুব বেশী পরবর্ত্তী কালের লোক ছিলেন না। টীকাকারের নিজ সময়েও, রামপাল ও তৎপুত্র মদনপালদেবের রাজ্যকালের সংক্ষিপ্তভাবে ও ইঙ্গিতে কবিনির্দ্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কথা লোকেরা একবারে বিস্মৃত হইয়া যায় নাই। সেই কারণেই টীকাকার সেগুলিকে সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে এতটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। টীকাকার একস্থলে (১।১০) সম্ভবতঃ রামায়ণ ও অন্য একস্থলে (২।২৮) মহাকবি ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয় হইতে ব্যাক্যাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবার একস্থানে (১।২) কোষকার অমর ও অন্য একস্থানে (২।৩৩) কোষকার যাদবপ্রকাশের সংস্কৃত কোষ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা যায় যে, পণ্ডিতগণের বিশ্বাস—যাদবপ্রকাশ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক ছিলেন। রামচরিতে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীও একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর কথা বটে। তাই আগে বলা হইয়াছে যে, টীকাকারটি সন্ধ্যাকরের সময় হইতে নাতিদূরবর্ত্তী কালের লোক হইয়া থাকিবেন।

এতদিন কেহ কেহ মনে করিতেন যে, কবি সন্ধ্যাকরনন্দী নিজেই

রামচরিতের সেই টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই মত অত্যন্ত অসমীচীন, কারণ, অজ্ঞাতনামা টীকাকার একটি শ্লোকের (১।২২) ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, ইহাতে পাঠভেদের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তিনি স্থানে স্থানে একটি শব্দের একপক্ষেই একাধিকভাবে ব্যখ্যাও করিয়াছেন। কাব্যরচয়িতা ও তদ্‌ব্যাখ্যাকারী টীকাকার একই ব্যক্তি হইলে, এইরূপ কার্য্য সম্ভবপর হইতে পারিত না।

ঐতিহাসিক কাব্য রামচরিতের প্রায় সব শ্লোকই শ্লেষনামক অলঙ্কারের প্রভাবে দ্ব্যর্থবোধক। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে, এক পক্ষে ইহা রঘুপতি রামচন্দ্রের চরিত-কথা এবং অপর পক্ষে ইহার গৌড়াধিপ রামপালের চরিত-কথা। ভারতীয় সংস্কৃত ও প্রাকৃত-সাহিত্যে কথাবস্তুসম্বন্ধে এই কাব্যের স্থান হইতে পারে দণ্ডীর দশকুমার-চরিত, বাণের হর্ষচরিত, পদ্মগুপ্তের নবসাহসাঙ্কচরিত, বিহ্লণের বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত ও হেমচন্দ্রের কুমারপাল-চরিতের সহিত। অন্ততঃ ইহার দ্বিতীয় পক্ষের ঐতিহাসিক ঘটনা পর্য্যালোচনা করিলে, কহ্লণের রাজতরঙ্গিনীর সহিতও এই কাব্য স্থান পাইতে পারে।

শ্লেষবহুল রচনা-নৈপুণ্য-বিষয়ে এই রামচরিত কাব্যখানিকে আমরা মহাকবি শ্রীকবিরাজ-পণ্ডিত-বিরচিত প্রাচীনতর সংস্কৃত মহাকাব্য রাঘব-পাণ্ডবীয়ের প্রভাবে সবিশেষ প্রভাবান্বিত মনে করিতে পারি। রাঘব-পাণ্ডবীয় কাব্যে যেমন এক পক্ষে রামায়ণ-কথা ও অপর পক্ষে মহাভারত-কথা এক উক্তিদ্বারাই বোধগম্য হয়, তেমন রামচরিত কাব্যেও একপক্ষে রামায়ণ-কথা ও অপর পক্ষে রামপালের ইতিহাস-কথা একই উক্তিদ্বারা সূচিত হইয়াছে। কবিরাজ পণ্ডিত ও সন্ধ্যাকর নন্দী উভয়েই নানার্থবাচী পদসমূহের প্রয়োগ করিয়া ও রচনায় বক্রোক্তি-ভঙ্গি অবলম্বন করিয়া একযোগে দুই প্রকার ইতিহাস-কথা বর্ণনা করিয়াছেন। কবিরাজ পণ্ডিত রাঘব-পাণ্ডবীয়ে লিখিয়াছেন যে, তিনি গঙ্গারূপিণী রামায়ণ-কথা ও মহাসাগরোপম মহাভারতের কথা সংযোজিত করিয়া,

ভগীরথের কর্ম্ম সাধন করিয়াছেন এবং এইরূপ অসাধ্য-সাধনকারী কবির সংখ্যা যে ভারতে অতীব বিরল, তিনি তাহাও জানাইয়া এইরূপ একটি শ্লোক লিখিয়াছিলেন :—

"সুবন্ধুর্বাণভট্টশ্চ কবিরাজ ইতি ত্রয়ঃ।
বক্রোক্তি-মার্গনিপুণাশ্চতুর্থো বিদ্যতে ন বা" ॥ (১।৪১)

অর্থাৎ "(বাসবদত্তা-রচয়িতা) সুবন্ধু, (কাদম্বরী-হর্ষচরিত-রচয়িতা) বাণভট্ট ও (রাঘব-পাণ্ডবীয়-রচয়িতা) কবিরাজ স্বয়ং—এই তিন জনই বক্রোক্তিমার্গনিপুণ বা শ্লেষাদি-প্রয়োগদ্বারা উক্তিকুশল কবি ছিলেন। এই প্রকার চতুর্থ কোন কবি কেহ আছেন কি না, সন্দেহের কথা বটে।"

আমাদের মতে রামচরিত-রচয়িতা সন্ধ্যাকরনন্দী এইরূপ রচনা-কৌশলের প্রয়োগকারী চতুর্থ কবি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়ার যোগ্য। তিনিও কবিপ্রশস্তির এক শ্লোকে (১১শ শ্লোকে) লিখিয়াছেন :—

"অবদানং রঘুপরিবৃঢ়-গৌড়াধিপ-রামদেবয়োরেতৎ।
কলিযুগরামায়ণমিহ কবিরপি কলিকালবাল্মীকিঃ ॥"

"রঘুপতি রামদেব ও গৌড়াধিপ রামদেব (রামপাল)—এই উভয় রাজার এই অবদান বা প্রশস্তকর্ম্মের ইতিহাস-কাব্যখানি (অর্থাৎ এই রামচরিত-কাব্য) কলিযুগের রামায়ণ এবং কবিও (অর্থাৎ সন্ধ্যাকরনন্দী স্বয়ং) কলিকালের বাল্মীকিসদৃশ ছিলেন"।

তিনি এই কাব্যখানি কবিরাজকৃত রাঘব-পাণ্ডবীয়ের অনুকরণেই যেন লিখিয়াছেন—এইরূপই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। সে যাহা হউক, এই দ্ব্যর্থবাচক কাব্য ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক উভয়েরই অত্যন্ত সমাদরের বস্তু। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের বিখ্যাত উপাদান-সমূহের মধ্যে সমসাময়িক বৃত্তান্তের বিবরণদাতা এইরূপ কাব্যের মূল্যবত্তা ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের নিকট

অত্যন্ত বেশী। প্রাচীন তাম্রলিপি-প্রস্তরলিপি-প্রভৃতি সমসাময়িক ঐতিহাসিক নিদর্শনের সহিত যাঁহারা পরিচয় রাখেন, তাঁহারা ব্যতীত অন্যের পক্ষে এই প্রকার শ্লিষ্ট কাব্যের দ্বিতীয় পক্ষের ইতিহাস কথার ব্যাখ্যা বাহির করা কষ্টকর ব্যাপার। সেই জন্যই দেশীয় ও বিদেশীয় ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট প্রাচীন টীকাখানির দ্বিতীয় ব্যাখ্যার এতটা বেশী সমাদর। বাস্তবিকই গ্রন্থের যে অংশের প্রাচীন টীকা নাই, তাহা হইতে নিঃসংশয়ে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা কঠিন কার্য্য।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য-গ্রন্থের রচয়িতারা অধিকাংশ সময়েই নিজ নিজ কাব্যে নিজের জীবনচরিত-সম্বন্ধে বেশী কিছু পরিচয় প্রদান করেন নাই। সেই কারণে আমাদের পক্ষে প্রাচীন গ্রন্থগুলির কালনির্ণয় ও কবিপরিচয় নির্দ্ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে সন্ধ্যাকরনন্দী রামচরিতের চতুর্থ পরিচ্ছেদের পরে 'কবি-প্রশস্তি' নাম দিয়া কুড়িটি শ্লোকদ্বারা আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি (উত্তরবঙ্গে) বরেন্দ্রীর শ্রীপৌণ্ড্র-বর্দ্ধনপুরের সংলগ্ন 'বৃহদ্‌বটু'-নামক পুণ্যভূমির অধিবাসী ছিলেন। ইহাই তাঁহার কুলস্থান ছিল। সেই স্থানের সুপ্রসিদ্ধ নন্দিবংশ-গোত্রে পিনাকনন্দী নামধারী এক গুণনিধি ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। পিনাকনন্দীর পুত্র ছিলেন প্রজাপতি-নন্দী। করণ বা কায়স্থদিগের অগ্রণী নীতিবিৎ এই প্রজাপতি-নন্দী (সম্ভবতঃ রাজা রামপালেরই) সান্ধি বা সান্ধিবিগ্রহিক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দুর্জ্জন-পরাভবকারী ও সজ্জনানন্দী সন্ধ্যাকরনন্দী ছিলেন প্রজাপতি-নন্দীর পুত্র। তিনি যখন রামচরিত-কাব্যের রচনা শেষ করিয়াছিলেন তখন বরেন্দ্রীতে গৌড়াধিপ ছিলেন রামপাল-নন্দন মদনপালদেব। তিনি এই কাব্যের মুখ্যাংশের সর্ব্বশেষ শ্লোকে (৪।৪৮) মদনপালের রাজ্যের চিরস্থিতিকতা কামনা করিয়াছেন।

সন্ধ্যাকর রামচরিতের প্রথম পরিচ্ছেদ বা সর্গের নাম করিয়াছেন 'আরম্ভধাম' অর্থাৎ শত্রুঘ্ন প্রভৃতি রাজা রামের অভিধানাদির কার্য্যারম্ভ; দ্বিতীয়ের নাম

পাণ্ডুলিপিতে লুপ্ত হইলেও অনুমান করা যায় যে, ইহা শত্রুবধকারী রামের কথা-বিষয়ক ছিল; তৃতীয়ের নাম 'রামপ্রত্যাগমন' অর্থাৎ শত্রুবধান্তে রামের স্বরাষ্ট্রে ফিরিয়া আসার বর্ণনা; এবং চতুর্থের নাম 'রামোত্তর-চরিত' অর্থাৎ রামের জীবনের উত্তরাংশের বা শেষাংশের কথায় নিবদ্ধ। অতিসংক্ষেপে এই বলা যায় যে, রামচরিতের প্রথম তিন পরিচ্ছেদে রামপালের (আঃ ১০৭৭—১১২০ খৃষ্টাব্দ) ইতিহাস-কথা এবং চতুর্থে রামপাল-নন্দন কুমার পাল (আঃ ১১২০—১১২৫ খৃষ্টাব্দ), তৎপুত্র তৃতীয় গোপাল (আঃ ১১২৫—১১৪০ খৃষ্টাব্দ) ও রামপালের অপর পুত্র মদনপালদেবের (আঃ ১১৪০—১১৪৫ খৃষ্টাব্দ) ইতিহাসকথা লিপিবদ্ধ আছে।

আত্মপরিচয়ে কবি বলিয়াছেন যে, তিনি 'কাব্যকলার' কুলগৃহ-স্বরূপ, মনীষিগণের অধিপতিরূপ ও সাহিত্যবিদ্‌গণের চরমোৎকর্ষরূপী ছিলেন এবং তিনি 'অশেষ-ভাষাবিশারদ'-ও ছিলেন। স্বকাব্যের মহিমা বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন যে, এই রামচরিতে তিনি নিজের অনবদ্য শব্দবিদ্যায় পারদর্শিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তিনি এই শ্লিষ্ট কাব্যখানি অল্প-সংখ্যক শ্লোকদ্বারা রচনা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার নিজ মতে কাব্যের শ্লোকগুলিতে প্রযুক্ত শ্লেষ বুঝিতে পাঠকদিগের ক্লেশ বেশী হওয়ার কথা নহে। আমাদের মত ব্যক্তিদিগের পক্ষে শ্লোকগুলি 'অক্লেশন-শ্লেষ' না হইয়া সক্লেশন-শ্লেষই প্রতিভাত হয়। কবি আরও জানাইয়াছেন যে, তাঁহার কাব্য-ভারতীতে আলঙ্কারিক কাব্যগুণ, রূপ বা রূপক-অলঙ্কার ও জাতি বা স্বভাবোক্তি অলঙ্কার সবিশেষ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং রসের আধানে ও কলাভঙ্গিতে এই ভারতী সকলের হৃদ্যও হইয়াছে।

সন্ধ্যাকরের এই কাব্যরচনার কথা লোকমুখে প্রচারিত হইলে পর, অনেক খল ব্যক্তি দোষযুক্ত কাব্য বলিয়া ইহার তীব্র সমালোচনা করে। কবি খলের নিন্দাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি উচ্চহিত দীপ্তিমান্ চন্দ্রকে

উপর দিকে স্বহস্তস্থাপনপূর্ব্বক আবৃত রাখিতে চাহে, সেই অন্ধসদৃশ ব্যক্তি সেই প্রকার নির্ব্বোধ ক্রিয়াদ্বারা নিজকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তোলে। কাজেই খলজনের নয়নবিষয় হইতে তিনি কিছু কালপর্য্যন্ত স্বরচিত এই রমনিস্যন্দী কাব্যখানিকে প্রচ্ছন্ন বা গুপ্ত রাখিয়া দিয়াছিলেন। পরে ইহা সজ্জনগণের উদ্ধার-চেষ্টায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাঁহার এই শুদ্ধ, রুচির, ও বক্রিমকলা বা বক্রোক্তি-অলঙ্কার-বিশিষ্ট এবং শব্দগুণ ও শ্লেষোপমা, বিরোধাভাস প্রভৃতি অলঙ্কার-প্রয়োগদ্বারা অদ্ভুত কাব্যরত্ন গৌড়রাজ মদনপাল তদীয় কর্ণভূষণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি তাহা সাদরে শ্রবণ করিয়াছিলেন ; এবং তজ্জন্য সন্ধ্যাকর নিজে অত্যন্ত সুখীও হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যাকরনন্দী শ্লেষরচনায় স্থানে স্থানে বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব' এই দুইয়ের প্রভেদ রক্ষা করেন নাই—ইহাতেও তাঁহার বাঙ্গালী ভাব প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। রামচরিত বীররসপ্রধান কাব্য। ইহার নায়ক বিজিগীষু রাম (রামচন্দ্র ও রামপাল)। ইহার স্থায়ী ভাব উৎসাহ।

শ্লেষদ্বারা উভয়পক্ষের বিষয়বর্ণনার সুবিধার জন্য সন্ধ্যাকর এই কাব্যে কেবল 'আর্য্যা' ছন্দের ব্যবহার করিতে অভিলাষী হইয়া, ইহার নানাবিধ বিভাগের মধ্যে, (১) গীতি, (২) উপগীতি, (৩) উদ্‌গীতি ও (৪) আর্য্যাগীতি —এই চারি প্রকার ছন্দোভেদের অবতারণা করিয়াছেন। নিঃসংশয়ে বিশুদ্ধ পাঠ সর্ব্বত্র ধৃত হইতে না পারায়, আমাদের উদ্ধৃত শ্লোকপাঠেও অনেক স্থলে উক্ত ছন্দোগুলির নিয়মসঙ্গত মাত্রাদি সুরক্ষিত হইতে পারে নাই। ভবিষ্যতে যদি এই কাব্যের আরও কোন বিশুদ্ধ পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে সব শ্লোকেরই ছন্দঃসম্বন্ধে অধিকতর সুবিচার সম্ভবপর হইবে।

এই বাঙ্গালা সংস্করণের প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়া আমি এই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে, প্রাচীনতর অমরকোষ অপেক্ষায়, সন্ধ্যাকরের প্রায় সমসাময়িক যাদবপ্রকাশ, হেমচন্দ্র, শাশ্বত, বিশ্ব ও মেদিনীকর—এই কয়েকটি সংস্কৃতকোষ-

কর্ত্তাদিগের রচিত নানার্থক শব্দকোষের সাহায্যেই কবিব্যবহৃত শ্লিষ্ট শব্দনিচয়ের ব্যাখ্যাকার্য্য সুকর হইতে পারে।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে (আঃ ৭৫০ খৃষ্টাব্দে) গৌড়-মগধের যে পালসাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার ভিত্তিপত্তন হইয়াছিল, সেই সাম্রাজ্য অপ্রতিহত ভাবে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত চলিতে থাকিয়া মাঝে মাঝে ভাগ্য-পরিবর্ত্তনও দর্শন করিয়াছিল। বহু উন্নতি ও অবনতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া এই সাম্রাজ্য প্রায় চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ দ্বাদশশতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত টিকিয়া রহিয়াছিল। পালরাজগণের পৌর্ব্বাপর্য্য এস্থানে একটু জানিয়া লইলে রামচরিতে বর্ণিত ঘটনাবলির কথা সম্যগ্‌রূপে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায়।

পালসাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ যুগটিকে আমরা চারিভাগে বিভক্ত মনে করিতে পারি। পালবংশের প্রথম রাজা প্রথম গোপাল, তৎপুত্র প্রবলপরাক্রান্ত ধর্ম্মপাল, তৎপুত্র দেবপাল ও তৎপুত্র প্রথমবিগ্রহপাল এবং তাঁহার পুত্র নারায়ণপাল—এই পঞ্চ ভূপালের যুগকে (আঃ ৭৫০-৯০৮ খৃষ্টাব্দ) এইসাম্রাজ্যের প্রথম সমৃদ্ধির যুগ বলিয়া ধরা যায়। তৎপর নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপাল, তৎপুত্র দ্বিতীয় গোপাল ও তৎপুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপালের যুগকে (আঃ ৯০৮—৯৮৮ খৃষ্টাব্দ) অল্লাধিক একটি বিপ্লবের যুগ মনে করা যাইতে পারে; কারণ, এই সময়েই অনধিকারী কাম্বোজবংশীয় কোন নরপতি পালসাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া গৌড়রাষ্ট্রে অনেক অনেক অনর্থ উৎপাদন করেন। ইহার পরবর্ত্তী যুগে (আঃ ৯৮৮—১০৭০ খৃষ্টাব্দ) দ্বিতীয় বিগ্রহপালের উপযুক্ত পুত্র ইতিহাস-বিখ্যাত প্রথম মহীপাল পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া তৎপুত্র নয়পাল ও তৎপুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালকে রাজত্বসুখরূপ ফল উপভোগ করিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। তাহার পরে যে চতুর্থ বা শেষ যুগ (আঃ ১০৭০-১১৫৫ খৃষ্টাব্দ) উপস্থিত হয় তাহারই ইতিহাস আমরা কবি সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত-কাব্য

হইতে নিম্নে সংগ্রহ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। সর্ব্বসমেত সপ্তদশ (মতান্তরে, অষ্টাদশ) পাল-নরপালের রাজত্বের পরেই পালসাম্রাজ্যের অধঃপতনের যুগ আপতিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতের প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেরই দুইটি করিয়া ব্যাখ্যা হইতে পারে। একটি ব্যাখ্যাদ্বারা আমরা দশরথতনয় রামচন্দ্রের চরিতকথা এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যাদ্বারা তৃতীয় বিগ্রহপাল-নন্দন গৌড়াধিপ রামপালের চরিতকথা ও তৎসমসাময়িক বাঙ্গালার অন্যান্য ইতিহাসকথা জানিতে পারি। রামায়ণীয় কথা সকলের সুবিদিত বলিয়া প্রথম পক্ষের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কিছু বলা হইতেছে না। এখন আমরা এই কাব্য হইতে তাৎকালিক মগধ ও গৌড়-বঙ্গের যতখানি ঐতিহাসিক উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে, তাহাই একটু বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিতেছি। মনীষিগণ ও পুরাতত্ত্বানুসন্ধানকারী ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীগণ এই অদ্ভুত কাব্য হইতে লব্ধ বৃত্তান্তসমূহের সহিত প্রাচীন লিপিপ্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত অন্যান্য বৃত্তান্তের তুলনামূলক বিচার ও আলোচনা করিয়া দেশের লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধারে ব্রতী হইতে পারিবেন—এইরূপ আশা করা যায়।

পালরাজবংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাকারী, প্রকৃতিদ্বারা নির্ব্বাচিত রাজা প্রথম গোপালের অতিবীর পুত্র ধর্ম্মপাল রামচরিতে উল্লেখিত হইয়াছেন। সন্ধ্যাকর তাঁহাকে 'তৎকুলপ্রদীপ' অর্থাৎ সমুদ্রকুলের প্রদীপস্বরূপ প্রতাপশালী নরপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তদীয় শুভ্র কীর্ত্তি যে সমুদ্র পার হইয়াও বিরাজমান ছিল তিনি তাহাও বলিয়াছেন। কিন্তু বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপির একটি শ্লোক হইতে জানা যায় যে, তৃতীয় বিগ্রহপাল সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ("বংশে মিহিরস্য জাতবান্" ২য় শ্লোক)। পালরাজগণের জাতি কি ছিল, তাহা তাঁহাদের শাসনলিপিতে স্পষ্ট উল্লেখিত না হইলেও দেখা যায় যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষত্রিয়বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যাকরনন্দী কিন্তু একটি শ্লোকে (১।১৭) রামপালকে 'শ্রীপতিনাভি-সম্ভূত' অর্থাৎ রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় হইতে সমুদ্ভূত ছিলেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, 'পালান্বয়াবতংস' ধর্ম্মপাল আসমুদ্র উর্ব্বী পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশে অনেক কীর্ত্তিমান্ নরপাল জন্মগ্রহণ করিয়া ভূমিশাসন করিয়া গিয়াছেন। এই রাজারা সজ্জনগণের উন্নতি বিধান ও স্বভাবদোষে যাহারা কুলঘাতী সেই দুর্জ্জনগণের অবনতি সাধন করিয়া দেশ শাসন করিতেন। কোনও এক দূর ভবিষ্যৎকালে (অর্থাৎ ধর্ম্মপালের রাজত্ব সময়ের প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে) দশজন রাজার রাজত্ব শেষ হইলে, এই পালরাজবংশে সিংহ-পরাক্রম (তৃতীয়) বিগ্রহপাল-নামক এক নরপাল জন্ম গ্রহণ করেন—যাঁহার নিকট অন্যান্য নরপতিরা প্রণত থাকিতেন। এই ধর্ম্মানুরাগী রাজা নিজ বিক্রমে (ডাহলাধিপতি) কর্ণ-নামক রাজাকে রণে পরাজিত করিয়াও তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার যৌবনশ্রী-নাম্নী দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন (১।৯)। মনে হয় কর্ণ বিজেতাকে কন্যাদান করিয়া 'সন্তান-সন্ধি'-দ্বারা গৌড়াধিপের সহিত মিত্রতায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই কর্ণেরই বীরশ্রী-নাম্নী অপর এক কন্যাকে সার্ব্বভৌম-লক্ষ্মীর বিস্তারে প্রযত্নশীল বর্ম্মবংশীয় বঙ্গাধিপ জাতবর্ম্মা বিবাহ করিয়াছিলেন—এই তথ্য আমরা ভোজবর্ম্মার বেলাব তাম্রলিপিতে পাইয়াছি ("পরিণয়ন্ কর্ণস্য বীরশ্রিয়ং" ৮ম শ্লোক)। সুতরাং কলচুরিরাজ কর্ণ, গৌড়াধিপ তৃতীয় বিগ্রহপাল ও বঙ্গাধিপ জাতবর্ম্মা (একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের) সমসাময়িক রাজা ছিলেন।

উক্ত বিগ্রহপালের তিন পুত্র ছিল—প্রথমের নাম (দ্বিতীয়) মহীপাল, দ্বিতীয়ের নাম সুরপাল (প্রাচীন তাম্রলিপিতে তিনি শূরপাল-নামেও পরিচিত) এবং তৃতীয়ের নাম রামপাল। পিতার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় মহীপাল গৌড়সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। রামপালকে কবি 'জগদবনৈকধুরীণ' অর্থাৎ জগতের

রক্ষাকার্য্যে একমাত্র পটু ও শত্রুহননের লক্ষণযুক্ত বলিয়া উল্লেখিত করিয়াছেন। তিনি শক্তিতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া 'কেন-ভর-নিমগ্না' অর্থাৎ কুৎসিত (কৈবর্ত্ত) নৃপতির ভারে নিমগ্না ধরার 'উন্নমষিতা' বা উদ্ধারকর্ত্তা ছিলেন (১।১২)। রাজনীতিবিৎ রামপালের হস্তিঘটা, অশ্বসেনা ও পদাতিসেনা বহুলপরিমাণে ছিল এবং তাঁহার সপ্তাঙ্গ রাজ্য সমুচিত প্রভাববিশিষ্ট ছিল। দেশবিরোধী শত্রুগণকে তিনি বিনাশ করিবার ক্ষমতা ধারণ করিতেন। ধর্ম্মাচারী রামপাল প্রতিপক্ষদ্বারা প্রজাজনোপরি বিহিত মার বা আঘাতের প্রতীকার-করণে সমর্থ ছিলেন।

রামপাল ('তুরগাধিভূপচরিতঃ' ১।২০) কোন অশ্বপতি রাজার দ্বারা অনুনীত হইয়া অবনীর রক্ষাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন বলিয়া তিনি জগদ্রক্ষার উপযোগিনী শক্তি ধারণ করিতেন। সন্ধ্যাকরনন্দী একটি শ্লোকে (১।২২) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রামপালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পরলোকগত (দ্বিতীয়) মহীপাল জীবদ্দশায় দুর্নীতিপরায়ণ ('দুর্নয়ভাক্') হইয়া যুদ্ধব্যসনে রত হইয়াছিলেন এবং সেই জন্য রামপালকে তদীয় রাজ্যভূমিতে আপতিত অন্ধকার দূর করিতে হইয়াছিল। (রাজ্য-পালাদি) নিজ পুত্রগণের অস্ত্রশস্ত্রাভ্যাস পরিদর্শন করিয়া রামপাল আশায় আনন্দিত হইতেন। কবি বলিয়াছেন যে, রামপাল মহৎ রক্ষাব্রত ধারণ করিয়া, 'অনীক' অর্থাৎ অলক্ষীক বা অশুভ 'ধর্ম্মবিপ্লব' (১।২৪) অপনীত করিয়াছিলেন এবং সমস্ত মেদিনীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জগৎকে সজ্জনপ্রস্থিত মার্গে আরোহিত করিয়াছিলেন। তিনি মিত্ররাজগণকে স্বীকার করিয়া ও শত্রুনরপতিদিগকে বিক্ষিপ্ত করিয়া, অযাচিতদানদ্বারা পণ্ডিতজনদিগকে সংবর্দ্ধিত করিতেন। ভীমনামক (কৈবর্ত্ত) ভূমিপতির (১।২৬) জীবনাকর্ষণে রামপালের বিশাল ভুজ কণ্ডূয়মান হইতেছিল। তদীয় রাজ্যে জনপদবাসী জনেরা অত্যন্ত বিমৃষ্যকারী ছিল বলিয়া রামপাল আনন্দ অনুভব করিতেন।

প্রজারক্ষক ও অতুল ধনের অধিকারী রামপাল সংসারের আপদ্‌রূপ ডমর বা বিপ্লব (১।২৭) করপল্লবলীলায় খণ্ডিত করিয়া, শত্রুপক্ষীয় নিখিল নৃপতিবৃন্দকে পরাভূত করিয়াছিলেন। রাজা সুরপালের অনুজ ভ্রাতা এই রামপাল পিতৃসম্বন্ধীয় রাজ্যলক্ষ্মীকে বরণ করিয়া নিতে পারিয়াছিলেম এবং তদীয় পুত্রেরাও সামর্থ্যবিষয়ে পিতৃতুল্যই ছিলেন। রাজপ্রবর দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করিয়া ভূমণ্ডলের অধিকারী হইয়াছিলেন এক কৈবর্ত্তরাজ (১।২৯); কিন্তু, রামপাল তাঁহাকে (এই শত্রুকে) সুস্থতা ভোগ করিতে দেন নাই। খুব সম্ভবতঃ এই কৈবর্ত্তনৃপতি ছিলেন দিব্য বা দিব্বোক। দুর্জ্জনগণের ভৎর্সনে বা পরিভবে রত হইয়া রামপাল শূরতম পুত্র (রাজ্যপালকে) সঙ্গে লইয়া সামাদি উপায়চতুষ্টয়ের মধ্যে দণ্ডকেই প্রকৃষ্ট করণ বা সাধক বলিয়া এখন স্থির করিলেন।

উপরি উল্লিখিত ধর্ম্মবিপ্লবের কারণ ও প্রকার-সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, প্রথমতঃ পিতা তৃতীয় বিগ্রহপাল পরলোকগত হইলে পর (আঃ ১০৭০ খৃষ্টাব্দ,) দ্বিতীয় মহীপাল রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তিনি "অনীতিকারম্ভরত' (১।৩১) অর্থাৎ নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যকলাপে রত হইয়াছিলেন। প্রাচীন টীকাকার এই বিষয়টির এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন যে, মহীপাল ষাড়্‌গুণ্যবিৎ মন্ত্রীর পরামর্শ তুচ্ছ করিয়া, মিলিত সামন্তচক্রের চতুরঙ্গ (হস্তী, অশ্ব, তরণি বা নৌকা ও পদাতিকরূপ) সেনার উদ্যমদর্শনে ভীত-ত্রস্ত ও মুক্তকুন্তল হইয়া পলায়নপর, নিজের ক্ষয়াতিশয়প্রাপ্ত, সৈন্য লইয়াই তাহাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া বিপদে পড়িয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি তাঁহার এইরূপ অসমীচীন ক্রিয়াদ্বারা কারারুদ্ধ রামপালের মানসিক ব্যথা উৎপাদন করিয়াছিলেন। সামন্তচক্রের এই উত্থানে তাঁহার অনুজ দুই ভ্রাতা সুরপাল ও রামপাল সংশ্লিষ্ট আছেন এইরূপ ভ্রান্ত ধারণায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহীপাল তাঁহাদিগকে কারাগারে নিগড়াবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে, সামন্তগণের

এই বিপ্লবের সময়ে রামপাল বিচিত্র কূট বা মায়ার অবলম্বনকারী রাজা মহীপালের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু, দৈবদুর্বিপাকবশতঃ মহীপাল তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়া, অপর ভ্রাতা সুরপাল সহ তাঁহাকে বিপুল রক্ষণবিশিষ্ট 'কষ্টাগারে' অর্থাৎ কারাগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। রামপাল এই কষ্ট-বহুল বন্ধন-বিপত্তি সহ্য করিতে লাগিলেন এবং সেই কারাগার হইতেই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিল পালরাজ্যের অশুভকারী লোকদিগের উপর। কিন্তু, তখন রামপালের কোন অর্থবলই ছিল না। কবি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার তখন পাঁচ কপর্দ্দকের সংস্থানও ছিল না (১।৩৪)। কারাগৃহেও তাঁহার কষ্টের আর সীমা রহিল না। তিনি সেখানে খাদ্যাভাবে নিজ দেহের মাংস ও সার হারাইয়া দুঃসহ নিগ্রহ সহিতে লাগিলেন। সেই নির্জ্জন কারাবাসে তিনি চিন্তাশক্তি হারাইয়াও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহীপালকে সত্য ও নীতির অরক্ষণে প্রসক্ত জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। কারণ, মহীপাল খল জনদিগের কথা শুনিয়া আশঙ্কিত চিত্তে ভাবিয়াছিলেন যে, চঞ্চল রাজলক্ষ্মী সম্ভবতঃ গুণী ভ্রাতা রামপালেরই হস্তগত হইবে, সুতরাং তাঁহাকে তিনি শাঠ্যাবলম্বনদ্বারা কারাগারে আটক রাখাই দরকার মনে করিয়াছিলেন।

কিন্তু, ভ্রাতার প্রতি এরূপ কর্কশ ব্যবহারের ফলে, মহীপালের এমন এক প্রতিফল উপস্থিত হইল যে, তখন তাঁহারই এক 'মা-অংস-ভাক্' অর্থাৎ রাজলক্ষ্মীর অংশভাক্ বা রাজকর্ম্মচারী ও 'উচ্চৈর্দশক' অর্থাৎ অত্যুন্নত অবস্থাপন্ন দিব্য বা দিব্বোক-নামক 'উপধিব্রতী' বা ছদ্মব্যবহার-নিরত 'দস্যু' বা শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তি পালরাজগণের 'জনক-ভূ' বা জন্মভূমি, কৃষি ও বসতিবহুলা বরেন্দ্রী আক্রমণ-পূর্ব্বক অধিকার করিয়া বসিলেন (১।৩৮)। কত দিন পর্য্যন্ত এই কৈবর্ত্তজাতীয় দিব্য বরেন্দ্রীতে শাসন চালাইয়াছিলেন—তাহা ঠিক বুঝা যায় না;—তবে সম্ভবতঃ তিনি কোন প্রকারে শীঘ্রই প্রাণ হারাইয়াছিলেন। কারণ, কিছুকালের মধ্যেই বরেন্দ্রী দিব্যের অনুজ ভ্রাতা রুদোকের পুত্র,

বজ্রপ্রহারী ও ক্রিয়াক্ষম ভীমের রক্ষণীয়া হইয়া পড়িয়াছিল। রামচরিত হইতে আমরা তেমন কোন প্রমাণ পরিষ্কারভাবে পাই না, যদ্দারা বলা যায় যে, দিব্য বরেন্দ্রীর লোকগণদ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াই সিংহাসনে মহীপালের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক দিব্যের নির্বাচন মানিয়া লইয়া বরং রামচরিতে বর্ণিত তথ্যের উপযুক্ত সমাদর করিতে পারেন নাই। দিব্য রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন একথা ভুলিয়া গেলে ইতিহাসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে। বেলাব-লিপি হইতে জানা যায় যে, বঙ্গাধিপ জাতবর্ম্মা দিব্যের 'ভুজশ্রী'র নিন্দাই করিয়াছেন ("নিন্দন্ দিব্যভুজ-শ্রিয়ং")।

জন্মভূমির (বরেন্দ্রীর) এই বিপদের সময়ে রামপালের মাতৃকুলের বান্ধবেরাই তাঁহার মিত্ররূপে সহায়ক হইয়াছিলেন এবং আর সহায়ক ছিলেন তদীয় (রাজ্যপালাদি) পুত্রেরা। জন্মভূমির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া রামপাল অল্পমাত্রায়ও ভূমিপতিত্ব লাভ করিতে পারিবেন এইরূপ ভাবিতে পারেন নাই। তিনি সহায়ভূত অমাত্য ও নিজ পুত্রদিগের সহিত বিচার-বিবেচনা করিয়া দেশোদ্ধারার্থ উত্থাম বা উদ্যম অবলম্বন করিলেন। সম্ভবতঃ তিনি কারাগার হইতে কোন প্রকারে নির্গত হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রীর উদ্ধারকার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইয়া তিনি অত্যন্ত কষ্টস্বীকার-পূর্ব্বক বহু সামন্তরাজ-সমন্বিত ও আটবিকসামন্তসংশ্লিষ্ট বাঙ্গালার ভূভাগ-সমূহ পর্যটন করিতে লাগিলেন (১।৪৭)। এইভাবে তিনি স্বীকৃতসাহায্য নীতিরক্ষাকারী সানুচর সামন্তচক্রকে আদরসহকারে মিত্ররূপে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের হস্তী, অশ্ব ও পদাতিসেনা পাইয়া তিনি তাঁহাদিগকে ভূমি ও বিপুল ধন-প্রদান-দ্বারা অনুকূলিত রাখিলেন।

দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বসময়ের এই বিপ্লবটা কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহও নহে, কিংবা প্রজাবিদ্রোহও নহে। সামন্তচক্রের উত্থানের দমনবিষয়ে মহীপাল ঠিকমত ষাড্গুণ্য প্রয়োগ করিতে না পারিলে, তাঁহারই উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী

কৈবর্ত্তজাতীয় দিব্য সুযোগ পাইয়া, সম্ভবতঃ নিজ রাজার হত্যা সাধন করিয়া বরেন্দ্রী অধিকার করিয়া বসেন। (রামপাল স্বদেশের উদ্ধারকল্পে অগ্রসর হইলে পর, তদীয় মাতুল অঙ্গাধিপ মহণের ভ্রাতুষ্পুত্র রাষ্ট্রকূটমাণিক্য মহাপ্রতীহার শিবরাজ রামপালের হিতান্বেষী হইয়া) গজারূঢ় হইয়া অতিবেগে মহাতটিনী গঙ্গা পার হইলেন। অনুমিত হয় যে, তিনি দক্ষিণ দিক হইতে গঙ্গা পার হইয়া উত্তর বাঙ্গালায় উপনীত হইলেন। সিংহবিক্রমী শিবরাজের সঙ্গে পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনাও ছিল (১।৪৬-৪৭)। বরেন্দ্রীতে প্রবেশ করিয়া শিবরাজ নিজের খড়্গগত পরাক্রম-দ্বারা কৈবর্ত্তরাজ ভীমের দেশরক্ষাকার্য্য বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া তুলিলেন, এবং সেখানকার বিষয় বা জেলা ও গ্রামসমূহের দুঃস্থতা ও ত্রস্ততা বিদূরিত করিয়া বরেন্দ্রীর সর্ব্বত্র ভঙ্গ বা ভেদনীতির প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। রামপালের উপদেশে শিবরাজ প্রথমতঃ ভীমের রক্ষকব্যূহ সহ বরেন্দ্রী-ভূমিকে লণ্ডভণ্ড করিয়া তুলিলেন এবং সমস্ত বড় বড় পুরীকে নির্বসতি করিয়া উঠাইলেন। রামপালের আজ্ঞা পালন করিয়া, শিবরাজ তৎসমীপে প্রত্যাগত হইয়া, গোপনে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন যে, তদীয় জনক-ভূ (জন্মভূমি) বরেন্দ্রী সর্ব্বত্র তাঁহাদের সৈন্যদ্বারা পরিব্যপ্ত হইতে পারিয়াছে (১।৫০)। শিবরাজের গঙ্গা পার হইয়া বরেন্দ্রীতে প্রবেশ করার কথা কবি যেরূপ লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, রামপাল প্রথমতঃ গঙ্গার দক্ষিণপারে অবস্থিত তাৎকালিক রাঢ়াতে (বর্ত্তমান রাঢ়দেশে) থাকিয়াই বরেন্দ্রীর বিপ্লবীদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন।

বৈরিবিজয়ের উদ্যমে ব্রতী হইয়া, রামপাল ভূমি ও অর্থাদির দান-দ্বারা স্বদেশের সামন্ত নরবীরদিগকে নিজ হস্তগত করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও বিপুল-বিক্রমে হর্ষচিত্তে উচ্চনিনাদী যুদ্ধ-বাদ্যভাণ্ড-সহকারে হস্তিপ্রভৃতি সেনাঙ্গ সমূহ লইয়া রামপালকে আশ্রয় করিলেন। বরেন্দ্রীর উদ্ধার-কার্য্যে ধুরন্ধর এই যোদ্ধারা হস্তে অসি লইয়া যুদ্ধে উদ্যত হইলেন। এই শক্তিশালী বীরগণের মধ্যে

কয়েক জনের নাম অতিসংক্ষেপে (প্রায় নামের একদেশ-মাত্র উল্লেখ করিয়া) কয়েকটি শ্লোকে (২।৫, ৬, ৮) সন্ধ্যাকরনন্দী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। বাঙ্গালার (বিশেষতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গালার) স্ব-স্ব-প্রধান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজ্যের অধিপতিরা নামতঃ রামপালের বশ্যতা স্বীকার করিলেও, কার্য্যতঃ একরূপ স্বাধীন সামন্তরাজই ছিলেন। তাঁহারা কোন্ কোন্ দেশ বিভাগে নিজ ভূমি-পতিত্ব ভোগ করিতেন তাহার উল্লেখ রামচরিতে না থাকিলেও, ইহার প্রাচীন টীকাকার তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করাতে ঐতিহাসিকের বড়ই উপকার সাধিত হইয়াছে। এই মিত্র সামন্তগণের নামতালিকা এইরূপ :—

(১) বন্দ্য (ভীমযশাঃ), (২) গুণ (বীরগুণ), (৩) সিংহ (জয়সিংহ), (৪) বিক্রম (বিক্রমরাজ), (৫) শূর (লক্ষ্মীশূর) ও (৬) শূর (শূরপাল), (৭) শিখর (রুদ্রশিখর), (৮) ভাস্কর (ময়গলসীহ = মদকল-সিংহ), (৯) প্রতাপ (প্রতাপসীহ=প্রতাপসিংহ), (১০) অর্জ্জুন (নরসিংহার্জ্জুন) ও (১১) অর্জ্জুন (চণ্ডার্জ্জুন), (১২) বিজয় (বিজয়রাজ), (১৩) বর্দ্ধন (দ্বোরপবর্দ্ধন) ও (১৪) সোম। কিন্তু, এই যুদ্ধোত্তমে রামপালের প্রধান অবলম্বন ছিলেন তদীয় অনুরক্ত মাতুলপুত্রদিগের প্রবল ভুজবল। আগে বলা হইয়াছে যে, (রামপালের অতীব প্রিয় মাতুল ছিলেন অঙ্গাধিপ মথন বা মহণ। মহণের দুই পুত্র মহামাণ্ডলিক কাহ্নুরদেব ও সুবর্ণদেব এবং তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মহাপ্রতীহার শিবরাজ—এই তিন অনুগত রাষ্ট্রকূট-সুভটই যুদ্ধে রামপালের প্রধান সহায়ক ছিলেন।)

রামচরিতের প্রাচীন টীকাকার লিখিয়াছেন যে, রামপালের মাতৃকুলের বান্ধবেরা (বিশেষতঃ মাতুল মহণ) সিন্ধুরাজকে অর্থাৎ পীঠীপতি দেবরক্ষিতকে পরাজিত করিয়া তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিয়াছিলেন (২।৮)। পরে এই দেবরক্ষিতের হস্তে মহণ স্বকন্যা শঙ্করদেবীকে বিবাহার্থ সমর্পণ করিয়া দিয়া ভাগিনেয় রামপালের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন. কারণ. পীঠীপতি

গৌড়াধিপের অল্লাধিক অধীনতা অস্বীকার করিতে পারিবেন না—যদিও কার্য্যতঃ তিনি একরূপ স্বাধীনই ছিলেন। রামপালের সহায়ক সামন্তগণমধ্যে মূল-শ্লোকের 'বল্ল্যকে' টীকাকার মগধাধিপতি ও পীঠীপতি ভীমযশার নামান্তর-রূপে এবং তাঁহাকে কান্যকুব্জরাজসেনার গঞ্জনকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাগুক্ত পীঠীপতি দেবরক্ষিত ও পরোক্ত পীঠীপতি ভীমযশার পরস্পরসম্বন্ধবিষয়ে আমরা প্রায় অজ্ঞ। পীঠী যে দক্ষিণবিহারেরই বিভাগবিশেষের নাম ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অঙ্গাধিপ মহণ-কর্ত্তৃক মগধাধিপ-পীঠীপতি দেবরক্ষিতের পরাজয়কাহিনী অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক সত্য, কারণ, আমরা মহণের দৌহিত্রী (দেবরক্ষিতের দুহিতা) কুমারদেবীর সারনাথে প্রাপ্ত প্রস্তর-লিপির একটি শ্লোক (শ্লোক ৭) হইতে সেই তথ্য জানিতে পারি। শ্লোকটি এইরূপ :—

"গৌড়েদ্বৈতভটঃ সকাগুপটিকঃ ক্ষত্রৈকচূড়ামণিঃ
প্রখ্যাতো মহণাঙ্গপঃ ক্ষিতিভুজাম্মান্যোভবন্মাতুলঃ।
তং জিত্বা যুধি দেবরক্ষিতমধাৎ শ্রীরামপালস্য যো
লক্ষ্মীং নির্জ্জিতবৈরিরোধনতয়া দেদীপ্যমানোদয়াম্" ॥

অর্থাৎ "সমগ্র গৌড়-রাজ্যের অদ্বৈতভট ছিলেন ক্ষত্রকুলচূড়ামণি প্রখ্যাত অঙ্গাধিপ মহণ—যিনি ছিলেন গৌড়রাজগণের মহামান্য মাতুল। তিনি যুদ্ধে সেই দেবরক্ষিতকে পরাজিত করাতে, রামপালের বৈরিরোধন নির্জ্জিত হওয়ায়, তদীয় রাজ্য-লক্ষ্মীর উদয় বা উন্নতি দেদীপ্যমান করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন"। এই উক্তি হইতে এই অনুমান সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় যে, রামপালের গৌড়রাষ্ট্রে তখন অঙ্গদেশও (প্রায়শঃ বর্ত্তমান ভাগলপুর বিভাগ) অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং পীঠীপতি মগধাধিপ দেবরক্ষিত পরাজিত হওয়ায় ও রামপালের মাতুল মহণের কন্যা শঙ্করদেবীকে বিবাহ করায়, গৌড়রাজ্যের উন্নতি অনেকটা অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছিল।

টীকাকার রামপালের মিত্র সামন্ত-তালিকার রাজগণের যে বিবরণ দিয়াছেন, তদবলম্বনে তাঁহাদের কিছু পরিচয় এস্থলে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। বীরগুণকে টীকাকার দক্ষিণের কোটাটবী-নামক স্থানের 'কণ্ঠীরব' বা সিংহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, তাঁহাকে 'দক্ষিণসিংহাসনচক্রবর্ত্তী' বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। কোটাটবী সম্ভবতঃ উড়িষ্যার নিকটবর্ত্তী বাঙ্গালা-ভূভাগের কোন অটবীরাজ্য ছিল। টীকাকার জয়সিংহকে দণ্ডভুক্তির (মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমভাগের প্রাচীন নাম) ভূপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তিনি যে অদ্ভুতপরাক্রম উৎকলাধীশ কর্ণকেশরীকে পরাভূত করিয়াছিলেন, তাহাও বলিয়াছেন। বিক্রমরাজসম্বন্ধে টীকাকার লিখিয়াছেন যে, তিনি 'দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ বসুধাচক্রবালের বালবলভির তরঙ্গ-বল-বহুল ও গলহস্ত-প্রদানে প্রশস্ত হস্তবিক্রমবিশিষ্ট ছিলেন'। মনে হয় যে, এই বালবলভি দেবগ্রাম-সংলগ্ন ভূমির কোন নদীবিশেষের নাম ছিল। এই দেবগ্রাম যে ঠিক কোথায় অবস্থিত ছিল তাহা নির্ণীত হয় নাই। বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বরপ্রশস্তিতে তাঁহাকে 'বালবলভীভুজঙ্গ' উপাধিতে বিভূষিত পাওয়া যায়। উড়িষ্যা ও বাঙ্গালাদেশের সীমান্ত-সঙ্গমের নিকটবর্ত্তী কোন নদীবিশেষের নাম বালবলভী ছিল কি না, তাহা বিবেচ্য। উক্ত বিবরণ হইতে মনে করা যায় যে, জলতরঙ্গময় বালবলভি নিকটে অবস্থিত থাকায়, বিক্রমরাজের দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ রাজ্যভূমিতে অন্য কোন শত্রু নরপতি গলহস্ত বা অর্দ্ধচন্দ্রভোগের ভয়ে অগ্রসর হইতে সাহস পাইতেন না। তৎপর টীকাকার লক্ষ্মীশূর-নামক সামন্তকে অপরমন্দারের মধুসূদনরূপী ছিলেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তিনি সমস্ত আটবিক সামন্তচক্রের চূড়ামণি ছিলেন। মূলশ্লোকের 'শূর' এই নামৈকদেশ হইতে টীকাকার শূরপাল-নামক অপর একটি সামন্ত-রাজের উল্লেখও সূচিত করিয়া লিখিয়াছেন যে, তিনি কুঞ্জবটীর প্রতিভটরূপ গজঘটার বিমর্দ্দক সিংহতুল্য ছিলেন। 'অপর-মন্দার' হুগলী জেলায়

আরামবাগের পশ্চিমস্থ ভিতরগড় (প্রাচীন গড়-মন্দারণ) নামক স্থান বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে এবং কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে কুজবটী বর্ত্তমান ময়া-দুম্কার উত্তরদিকে অবস্থিত কোন৹স্থানবিশেষের নাম ছিল বলিয়া গৃহীত হইতেছে। রুদ্রশিখরকে তৈলকম্পীয় কল্পতরুসদৃশ বর্ণনা করিয়া টীকাকার লিখিয়াছেন যে, তিনি অরিকুলের গর্ব্বগহন দহন করিবার দাবানলতুল্য ছিলেন। এই তৈলকম্প বা তৈলকম্পি মানভূম জেলার তেলকুপি-নামক স্থানের প্রাচীন নাম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ভাস্কর (অপর নাম ময়গল-সীহ = মদকলসিংহ) ছিলেন উচ্ছাল-নামক স্থানের ভূপাল। উচ্ছাল প্রাচীন বাঙ্গালার কোন ভূভাগের নাম ছিল তাহা অপরিজ্ঞাত। কোন কোম ঐতিহাসিক ইহাকে বীরভূমজেলায় অবস্থিত বলিয়া ধরিয়াছেন, কিন্তু, বিশিষ্ট প্রমাণের অভাবে তাহা স্বীকার করা কঠিন। প্রতাপসিংহ ছিলেন ঢেকরীর রাজা। এই ঢেকরী বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার নিকটবর্ত্তী ঢেকরী-নামক স্থানেরই পূর্ব্ব সংজ্ঞা ছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। রামগঞ্জ-তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, (একাদশ শতাব্দীতে সম্ভবতঃ দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালের বিপ্লবের ফলে) ঈশ্বরঘোষ-নামক কোন ব্যক্তি ঢেকরীতে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। নরসিংহার্জ্জুন কযঙ্গল-মণ্ডলের অধিপতি ছিলেন। বর্ত্তমান রাজমহলের দক্ষিণ-দিগস্থ কঙ্কজোল-নামক স্থানটির পূর্ব্বনাম ছিল কযঙ্গল। এমন কি সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক ইউয়ান্-চোয়াঙের বিবরণেও পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির পশ্চিমে অবস্থিত কযঙ্গল-রাজ্যের নাম পাওয়া গিয়াছে। চণ্ডার্জ্জুন সঙ্কট-গ্রামের রাজা ছিলেন; কিন্তু, এই সঙ্কট গ্রামের অবস্থান অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত। নিদ্রাবল-নামক স্থানের সামন্ত রাজা বিজয় কে ছিলেন—তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। কাহারও মতে রামচরিতের এই রাজা বিজয় ও সেনবংশের প্রসিদ্ধ রাজা বিজয়সেন একই ব্যক্তি ছিলেন; কারণ, এই সেনবংশীয়েরা প্রথমতঃ বাঙ্গালার রাঢ়াতেই বসতি করিতেন। অক্ত

কাহারও মতে এই নিদ্রাবল বরেন্দ্রীরই কোন স্থানবিশেষের নাম ছিল। টীকাকার দ্বোরপবর্দ্ধনকে কৌশাম্বীর রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন মতে এই কৌশাম্বী বগুড়া জেলায় কিংবা রাজসাহী জেলায় অবস্থিত স্থানবিশেষের নাম ছিল। রাজা সোম পদুবন্বানামক পুরীর প্রতিবদ্ধ কোন মণ্ডলের অধিপতি ছিলেন। এই পদুবন্বার সহিত বর্ত্তমান পাবনা-নগরের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না—তাহা ঠিক বুঝা যায় না। টীকাকার-দ্বারা নির্দ্দিষ্টনামা উক্ত সামন্তসংঘ ব্যতীত আরও অনির্দ্দিষ্টনামা অনেক সামন্ত রামপালের 'জনক-ভূ' বরেন্দ্রীর উদ্ধারকার্য্যে তাঁহার সহিত একত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া কৈবর্ত্তরাজ ভীমকে পরাজিত করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। টীকাকার-বিহিত উক্তপ্রকার স্থান-নির্ণয় স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে, প্রায়শঃ অঙ্গ, মগধ ও বাঙ্গালার রাঢ় অঞ্চলের সামন্তেরাই রামপালের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন।

মিলিত সামন্তচক্রের সেনাবলে উপচিত-শক্তি হইয়া রামপাল গঙ্গানদী পার হইয়া বরেন্দ্রীতে প্রবেশ-পূর্ব্বক শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। নদীপার হওয়ার সময়ে রামপালের নৌ-বহর সমস্ত নদীটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল (২।১০) এবং সন্ধ্যাকর লিখিয়াছেন যে, নদীসমুত্তরণের কোলাহল সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। গঙ্গা পার হইয়া রামপালের সর্ব্বদিক্-প্রসারিণী সেনা সারা উত্তরকূল ভরিয়া ফেলিল। তৎপর রামপাল ও ভীম—এই দুই বীরের স্বস্বপক্ষস্থিত সেনামধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়া গেল। এই রণে উভয় পক্ষে ধনুর্দ্ধর, অশ্বারোহী ও গজারোহী সৈন্য ছিল এবং তাহাদের মধ্যে অসি, কুন্ত ও শঙ্কু-প্রভৃতি অস্ত্রের এবং এমন কি, শিলাঘাতের ব্যবহারও চলিয়াছিল। উভয় পক্ষের বহু বহু অশ্ব, হস্তী ও পদাতিসেনা হতাহত হইল। বিধির বিধানে রামপালের প্রধান শত্রু কৈবর্ত্তপতি ভীম জীবগ্রাহ অবস্থায় গৃহীত হইলেন। বরেন্দ্রীর সর্ব্বদিক্‌স্থিত জনগণকে নিজের অনুগত করিয়া

তুলিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে রামপাল ভয়-কাতর ভীমকে হস্তিপৃষ্ঠগত অবস্থায় বাঁধিয়া ফেলিলেন। তৎপর তিনি ভীমকে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতারণ করিলেন।

এই প্রসঙ্গে পালরাজ-পাদোপজীবী হইয়াও কবি সন্ধ্যাকর স্বরাজার শত্রু ভীমের চরিত্র যে-ভাবে অঙ্কণ করিয়াছেন তৎপাঠে বুঝা যায়—কৈবর্ত্তপতি ভীম কেমন উপযুক্ত, নীতিবিৎ ও ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। নিজ রাজার প্রতিপক্ষের এইরূপ বর্ণনা কবির পক্ষে প্রশংসনীয় কার্য্য। তিনি একটি বিস্তৃত কুলকদ্বারা (২।২১-২৮) ভীমকে সপক্ষীয় রাজগণের সুরক্ষক, বিপক্ষগণের সেনাবিমর্দ্দক, একযোগে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর নিবাসস্থল, সুশাসনকারী, অযাচিত দানের দাতা, নিষ্পাপ ও শিবভক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং বিশেষভাবে লিখিয়াছেন যে, ভীমের রাজত্ব-সময়ে তদীয় অনুজীবিবর্গ অস্খলিত অধিকারে অধিরোহণ করিয়া সমস্ত ভূভাগকে উজ্জীবিত রাখিতে পারিয়াছিলেন এবং ভীম স্বয়ং কখনও সমাজস্থিতি উল্লঙ্ঘন করিতেন না, লোভবিষয়ে কৃতোৎসাহ ছিলেন না এবং ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া, তিনি এক 'মহাশয়' ব্যক্তি ছিলেন। রামপালের সেনা সহ যুদ্ধ করিয়া ভীমের গজঘটা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গেল, অশ্বারোহীরা তাঁহাকে ত্যাগ করিল ও তাঁহার পদাতিক সৈন্য বিকম্পিত হইল—ভীমের বদন পরাভব-ভরে আনত হইয়া পড়িল। রণে পরাভূত ভীমের সপ্তাঙ্গোপচিত বরেন্দ্রীর রাজত্ব তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইয়া গেল—এমন কি, তদীয় কলত্রগণের পাদরক্ষার স্থানও আর সেখানে রহিল না। ভীমের সৈন্যের হাহাকার-নিনাদে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হইল। রণে পরাজিত ভীম স্বয়ং আতুর অবস্থায় অবসন্নহস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বংশাবসান আগত দেখিয়া তদীয় স্বর্গগত সুভটেরা স্বর্গে অত্যন্ত দুর্ম্মনায়মান হইয়াছিলেন—কবি এরূপ বর্ণনাও করিয়াছেন। এই যুদ্ধে রামপালপক্ষে যাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, রামপাল তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার মূল্যবান্ রত্নাদি নিধিদ্রব্য বিতরণ করিয়াছিলেন এবং শুভমুহূর্ত্তে অধিকৃত 'জনকভূ'

বরেন্দ্রীতে কৃষিপ্রভৃতি বার্ত্তা-বিস্তার প্রণয়নদ্বারা তিনি প্রজাগণের উৎসব বিধান করিলেন।

হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতারণের পর ভীমকে রামপাল নিজ পুত্র বিত্তপালের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দিলেন। কিন্তু, ভীম কিছুতেই নিজে মুক্তি লাভ করিতে পারিলেন না।• একটি শ্লোকের (২।৩৭) ব্যাখ্যাদ্বারা মনে করা যাইতে পারে যে, ভীম সম্ভবতঃ শক্রদিগের বন্ধন এড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা ত্যাগ করিয়া যমের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। তৎপর হরি-নামক তদীয় সুহৃৎ অতিশীঘ্র ভীমের পরাজিত] সৈন্তদিগকে একত্রিত করিয়া রামপালের রাজ-মণ্ডল অবরুদ্ধ করিলেন। শক্রভূমি বিক্ষুব্ধ করিতে পারিলেও ভীমের পুনর্ম্মিলিত চতুরঙ্গ সেনা অনায়ক অবস্থায় অবশেষে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল।

বিত্তপাল পিতার দেশরক্ষাকার্য্যে সাহায্যকারী সামন্তগণকে অত্যধিক অর্থদানদ্বারা সন্তোষিত: করিয়াছিলেন। কবি রামপালকে ধর্ম্মবিজয়ী বলিয়া বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন (২।৪৪) যে, তদীয় জগদ্‌বিজয়িনী শক্তি তাঁহার পুত্র বিত্তপালেও সংক্রান্ত হইয়াছিল এবং সেই পুত্র পৃথিবীতে নিজ প্রভাব স্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ ভীম স্বসুহৃৎ হরির পরাক্রমে জয়শীল হইলেও, পরে তিনি সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়াছিলেন। রামপালনন্দন বিত্তপাল শক্রপক্ষীয় সামন্তরাজগণকে স্বপদ হইতে উৎপাটিত করিয়া স্বপক্ষে আকৃষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন। অনন্তর বিত্তপাল ভীমকে বধ্যভূমিতে লইয়া গেলেন। ভীমের দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁহার নয়নসমক্ষে তদীয় অনেক স্বজনদিগকে শিরশ্ছেদরূপ হত্যা করা হইয়াছিল। শেষে রামপাল স্বহস্তে নিহতকুটুম্ব ভীমের বধ সাধন করিলেন।

রামপালের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র গৌড়াধিপ মদনপাল দেবের (আঃ ১১৪০-১১৫৫ খৃষ্টাব্দ) সমসাময়িক কবি সন্ধ্যাকর রাজা রামপালকে রঘুপতি রাজা রামচন্দ্রের সদৃশ মনে করিয়া যে শ্লিষ্টকাব্য রচনা করিয়া তাহাতে কৈবর্ত্তনায়ক ভীমকে

রাবণের সহিত ও 'জনক-ভূ' (জনকনন্দিনী) সীতাকে পালরাজগণের 'জনক-ভূ' বা জন্মভূমি বরেন্দ্রীর সহিত তুলিত করিয়াছেন, সেই চিত্রাঙ্কণের মূল উপাদান অন্বেষণ করিয়া আমরা পাঠকবর্গকে রামপালের অপর পুত্র রাজা কুমারপালের প্রধান সচিব বৈদ্যদেবের কমৌলিতে (বাণারস) প্রাপ্ত তাম্রশাসন-লিপির চতুর্থ শ্লোকটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহি। সেই শাসনে উক্ত রাজপ্রশস্তির রচয়িতা ছিলেন বরেন্দ্রীর খ্যাতনামা রাজকবি দ্বিজবর শ্রীমনোরথ। মনে হয়—সন্ধ্যাকরনন্দী মনোরথের সেই প্রশস্তি হইতেই নিজ অলৌকিক কাব্যের কথাবস্তুর আভাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে সেই শ্লোকটি এইরূপ :—

"তস্যোর্জস্বলপৌরুষস্য নৃপতেঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ
পুত্রঃ পালকুলাব্ধিশীতকিরণঃ সাম্রাজ্যবিখ্যাতিভাক্।
তেনে যেন জগত্রয়ে জনকভূ-লাভাদ্ যথাবদ্ যশঃ
ক্ষোণীনায়ক-ভীমরাবণবধাদ্ যুদ্ধার্ণবোল্লংঘনাৎ" ॥

প্রাচীন বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কর্ণধার পূজনীয় স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় 'গৌড়লেখমালায়' এই শ্লোকটির যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রদ্ধায় তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আমি এখানে সেই অনুবাদই উল্লেখ করিতেছি, যথা—"সেই প্রবলপরাক্রমশালী নরপালের রামপাল-নামক [এক] পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পালকুল-সমুদ্রোত্থিত [শীতকিরণ] চন্দ্র [রূপে প্রতিভাত], এবং সাম্রাজ্য-[লাভে] খ্যাতিভাজন হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র যেমন অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া, রাবণবধান্তে জনকনন্দিনী লাভ করিয়াছিলেন; রামপালদেবও [যথাবৎ] সেইরূপ যুদ্ধার্ণব সমুত্তীর্ণ হইয়া, ভীমনামক ক্ষোণীনায়কের বধ সাধন করিয়া, জনকভূমি, [বরেন্দ্রী]-লাভে, ত্রিজগতে [শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায়] আত্মযশঃ বিস্তৃত করিয়াছিলেন"। সন্ধ্যাকরের শ্লিষ্টকাব্য যাঁহারা পাঠ করিবেন, তাঁহারা কবি মনোরথের "জনকভূ-লাভাৎ",

"ভীমরাবণবধাৎ" ও "যুদ্ধার্ণবোল্লংঘনাৎ"—এই পদত্রয়ের প্রয়োগ দেখিয়া এগুলিকে সন্ধ্যাকরবর্ণিত ভীমবধান্তে রামপালের 'জনকভূ' বরেন্দ্রী লাভের মূল সূত্র বলিতে বেশী দ্বিধা বোধ করিবেন—এমন মনে হয় না।

সে যাহা হউক, এখন আমরা রামচরিতের অবশিষ্টাংশে বর্ণিত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। বহুকাল পরে রামপাল নিজের জয়লব্ধ ইষ্টতম জন্মভূমি বরেন্দ্রী পুনরায় অধিকার করিয়া তাহাতে রাজ্য-শাসনের সুব্যবস্থা করিলেন। বরেন্দ্রী এতদিন 'ক্রূরকরপীড়িতা' অর্থাৎ কৈবর্ত্তনায়কদের শাসনকালে অত্যধিক কর বা ভাগধেয়গ্রহণে উৎপীড়িত ছিল। রামপাল এখন মৃদুকর-গ্রহণের ব্যবস্থা করাতে প্রজারা কর্ষণদ্বারা দেশকে উপচিতশস্য করিতে পারিয়াছিল। কাজেই শত্রুকর্ত্তৃক মারণ ও দহনজনিত শোক আর বরেন্দ্রীতে এখন থাকিল না (৩।২৭)। এই প্রসঙ্গে সন্ধ্যাকরনন্দী বরেন্দ্রীর যে একটি উৎকৃষ্ট বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে সেখানকার ফল, পুষ্প, বৃক্ষরাজি, আরাম, উপবন, পশু, পক্ষী, নদী, পুষ্করিণী, নগর, পুর, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মীয় দেব-দেবী ও বৌদ্ধ দেব-দেবী-প্রভৃতি-সম্বন্ধে তাৎকালিক অনেক তথ্যপূর্ণ বিষয় অবগত হওয়া যায়। কবি বলিয়াছেন যে, বরেন্দ্রী একদিকে গঙ্গানদী ও অপর দিকে করতোয়ানদীর পুণ্যপ্রবাহদ্বারা প্রতিবদ্ধ ছিল এবং ইহাতে প্রসিদ্ধ অপুনর্ভব-নামক মহাতীর্থ (করতোয়া নদীর মহাজলাবতার বিশেষের নাম), বিদ্যমান ছিল (৩।১০)। এই দেশ হইতে বলভী ও কালীনাম্নী নদীদ্বয় উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। ঋষিকল্প বেদবিৎ বহু ব্রাহ্মণকুলের উদ্ভবভূমি ('ব্রহ্মকুলোদ্ভবা' ৩।৯) ছিল এই বরেন্দ্রী। সেখানে অবস্থিত স্কন্দ-নগর অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল এবং শোণিতপুর (প্রাচীন কোটীবর্ষ ও আধুনিক বাণগড়) দেববহুল স্থান ছিল। সেখানে জগদ্দল-মহাবিহার এবং লোকেশ-নামক (লোকনাথ) বোধিসত্ত্ব ও মহত্তারা-নাম্নী দেবী (অথবা, মহামঠাধ্যক্ষগণ ও তারামূর্ত্তিসমূহ) বর্ত্তমান থাকায়, বরেন্দ্রীমণ্ডলের মাহাত্ম্য অধিকতর কীর্ত্তিত হইত (৩।৭)। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, আদিত্য, স্কন্দ

(কার্ত্তিকেয়) ও বিনায়ক (গণেশ)—এই সব দেবতাদিগের জন্য বরেন্দ্রীতে অনেক প্রাংশু প্রাসাদ স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীহেত্বীশ্বর, চণ্ডেশ্বর ও ক্ষেমেশ্বর (৩।২)—এই তিনটি শব্দদ্বারা কবি শ্লেষ-খেলার মধ্য দিয়া কোন তিনটি সামন্তরাজার নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন কি না, তাহা বলা কঠিন। বরেন্দ্রীতে ফলপুষ্পবৃক্ষাদিশোভিত একটি নন্দনকাননবৎ চিত্তারামদায়ী আরামের (উপবন বা বাগানবাড়ীর) বর্ণনাও কবি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেখানে নানাবিধ কন্দ, লকুচ, শ্রীফল, লবলী, নাগরঙ্গ, প্রিয়াল প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতা বিরাজমান ছিল। এই আরামে নানাভাব-সমন্বিত ব্যক্তিগণ সমাগত হইত। এই প্রসঙ্গে বরেন্দ্রীর বহুবিধ ধান্য, উত্তম বেণু, প্রিয়ঙ্গু, এলা, সুধা (স্নুহী), অশন, পুগ, নারিকেল, মধুক, কেসর, কনক (ধুস্তূর), কেতক, অরবিন্দ, ইন্দীবর ও ইক্ষুলতাও উল্লিখিত হইয়াছে। বরেন্দ্রীর নগর-সৌন্দর্য্য ধবলপ্রাসাদশ্রেণীর শোভাসমৃদ্ধিতে কমনীয় ছিল এবং এই উচ্চ প্রাসাদসমূহের উপরিস্থিত কনককলশকলাপের প্রান্তভাবে মেঘরাজির বিস্তার পরিলক্ষিত হইত বলিয়া সন্ধ্যাকর বর্ণনা করিয়াছেন।

রামচরিতের একটি শ্লোকে (৩।২৪) কবি বরেন্দ্রী-সম্বন্ধে যে পাঁচটি শ্লেষমূলক বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা হইতে, অলঙ্কারের ভঙ্গী বাদ দিলে, আমরা বেশ মূল্যবান্ ঐতিহাসিক তথ্য জানিতে পারি। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, বরেন্দ্রী উত্তম শিল্পকলা সমূহদ্বারা কুন্তলদেশের রুচি দূর করিতে পারিত; ইহা লাটদেশের কান্তি আবিল করিয়া দিতে পারিত; ইহা অঙ্গদেশকে স্ববশে অবনত রাখিতে পারিত; ইহা কর্ণাটদেশের লোল দৃষ্টিভঙ্গী পরাভূত রাখিতে সমর্থ হইত; এবং ইহা মধ্যদেশের তনুতা বিধান করিতে পারিত। উক্তদেশগুলির মধ্যে কুন্তলদেশ বর্ত্তমান বোম্বাই ও নিজামরাজ্যেরঅংশ বিশেষ লইয়া গঠিত পশ্চিম ঘাটপর্য্যন্ত বিস্তৃত দাক্ষিণাত্যের দেশবিশেষ ছিল এবং লাটদেশ যে দক্ষিণগুজরাত দেশ তাহা সকলেরই সুবিদিত। অঙ্গদেশ বহুপূর্ব্ব হইতেই অঙ্গাধিপ (রামপাল-মাতুল) মহণের শাসনভুক্ত ছিল এবং ইহা বরেন্দ্রীর

মিত্র দেশ ছিল। দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটদেশীয় সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষেরা রাঢ়াতে আসিয়া নিজ প্রভাবে ক্রমশঃ বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া উঠিয়া, পরে পালরাজগণের রাজ্য-অধিকারপূর্ব্বক গৌড়াধিপ হইতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু, রামপাল বরেন্দ্রী উদ্ধার করিয়া কর্ণাটের দৃষ্টিভঙ্গী অধরিত রাখিতে পারিয়াছিলেন। মধ্যদেশে তখন গাহড়বালবংশীয় রাজারা কান্যকুব্জ হইতে রাজ্যশাসন করিতে-ছিলেন, এবং তাঁহারা মগধ ও গৌড়রাজ্যের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেছিলেন; কিন্তু, পীঠীপতিগণ গৌড়রাজপক্ষে দ্বাররক্ষকভাবে মগধে অবস্থিত থাকিয়া মধ্যদেশকে তনিমা বা কৃশতার অবস্থায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বরেন্দ্রীর উদ্ধার সাধনের পরে রামপাল সেখানে এক নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার নাম রাখা হইল রামাবতী। অমরাবতীর সমান এই সব রাজধানীতে অনেক পণ্ডিত ও সজ্জনের বাস ছিল; সেখানে সমুন্নত দেবকুল নির্ম্মিত হইয়াছিল; এবং সেখানে অসাধু ব্যবহার বা বিবাদপদের আলাপও শ্রুত হইত না। রাজধানীটি যেন দেবগণ ও আঢ্যজনের পুরী ছিল। রামপাল ইহাতে পূর্ব্বপ্রচলিত ভীষণ রাজশাসন উপশমিত করিলেন। রামপাল এই রাজধানীতেই ভীমের পূর্ব্ব সুহৃৎ হরি-নামক প্রভুশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে মহাপরাক্রমসংযুক্ত পদে আরোপিত করিলেন (৩।৩২)। বরেন্দ্রীর নূতন রাজধানী এই রামাবতী সম্ভবতঃ উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অবস্থিত ছিল। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সভ্যেরা 'আমৈর'-নামক একটি স্থানে প্রাপ্ত বহুসংখ্যক ঐতিহাসিক নিদর্শন লক্ষ্য করিয়া ইহাকেই প্রাচীন রামাবতী নগরী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গের অনেক স্থানে শব্দের আদ্য অক্ষর র-যুক্ত থাকিলে, সাধারণ লোকেরা সেই শব্দের র-ভাগ ত্যাগ করিয়া তৎসংযুক্ত স্বরবর্ণমাত্র আশ্রয় করিয়া ইহার উচ্চারণ করিয়া থাকে। 'আমৈর' নাম হইতে 'রামৈর' পাওয়া যাইতে পারে এবং এই 'রামৈর' রামাবতীর অপভ্রংশ হইতে পারে কিনা—তাহা বিবেচ্য।

রামাবতীর যে কাঞ্চনময় প্রাসাদে রামপাল ও হরি মিলিত হইয়া বহুকাল-পর্য্যন্ত শোভান্বিত ছিলেন—সন্ধ্যাকরনন্দী সেই প্রাসাদের একটি উজ্জ্বল বর্ণনা প্রদান করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাতে বহুমূল্য মণিমুক্তা-হীরকাদিখচিত আভরণ, সুবর্ণঘটিত উপকরণসামগ্রী, অতীব বিচিত্র শ্লক্ষ্ণ বস্ত্র, চন্দন-কুঙ্কুম-কর্পূরপ্রভৃতি গন্ধদ্রব্য, চতুর্ব্বিধ আতোদ্য বা বাদ্যসমূহের গম্ভীর ও মধুর ধ্বনি, বারবনিতাদির নৃত্যগীত, গোমহিষাদি পশুসংঘ ও অন্যান্য দ্রব্যনিচয় বিদ্যমান ছিল।

লঙ্করাজ্যের প্রশমনান্তে রামপালকর্ত্তৃক পর্ব্বতোপরি শিবালয় প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রামচরিতে পাওয়া যায় (৩।৪১)। তিনি সাগরতুল্য বিশাল জলাশয়-প্রতিষ্ঠারূপ পূর্ত্তকর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন (৩।৪২)। তৎপর পালসাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী অনেক দেশ জয় করিতে উদ্যত হইলেন।

তিনি নাক বা নাগবংশোদ্ভব একটি নৃপতিবিশেষকে পরাভূত করিয়া নাগপুর রাজধানী সহ ধরাকে লঘুভারযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু, এই নাগবংশের কোন ঐতিহাসিক পরিচয় এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

তাৎকালিক বঙ্গের রাজধানী বিক্রমপুর হইতে বর্ম্মবংশীয় যে নরপতিরা বাঙ্গালার পূর্ব্বাঞ্চলে তখন রাজত্ব করিতেছিলেন, তন্মধ্যে একটি নরপতি (সম্ভবতঃ ভোজবর্ম্মা বা হরিবর্ম্মা) নিজের পরিত্রাণজন্য নিজের রথ ও শ্রেষ্ঠ গজঘটা রামপালকে উপাহার দিয়া গৌড়াধিপকে আরাধিত বা প্রীণিত করিয়াছিলেন (৩।৪৪)। পূর্ব্ববঙ্গকে নিজ সার্ব্বভৌমত্বের ভিতর আনিতে রামপালকে সম্ভবতঃ বর্ম্মবংশীয় রাজার সহিত কোন যুদ্ধ করিতে হয় নাই।

রামপাল (সম্ভবতঃ গাঙ্গবংশীয়) কোন পরাজিত উৎকাল-রাজকে স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, দক্ষিণদিগস্থ কলিঙ্গরাজগণের আক্রমণভীতি দূর করিয়া উৎকল প্রদেশকে রক্ষা করিয়াছিলেন (৩।৪৬)।

তিমি কোন অশ্বপতি নরপতিকে সহায়ক মিত্ররূপে লাভ করিয়া, তাঁহার সাহায্যে কামরূপ দেশ জয় করিয়াছিলেন এবং পরে সেই মিত্র সেখান হইতে প্রত্যাগত হইলে, রামপাল তাঁহাকে সবিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন (৩।৪৭)।

উপরি বর্ণিত ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, গৌড়াধিপ রামপাল বরেন্দ্রীতে পালরাজগণের আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্রমশঃ (পূর্ব্ববঙ্গ ও রাঢ়া সহ) সমস্ত বাঙ্গালা, (অঙ্গদেশ সহ) মগধ, উড়িষ্যা ও কামরূপ পর্য্যন্ত স্বাধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন।

স্বরাজ্যের নানাস্থানে বিষয় (জেলা)-সন্নিবেশের পর রামপাল কান্তা সহ রামাবতী নগরীতেই সুখে বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু, রাজকার্য্যের ভার তিনি নিজ পুত্র রাজ্যপালের হস্তে সমর্পণ করিলেন। পিতার আজ্ঞা লইয়া রাজ্যপাল, অনতিকালপূর্ব্বে যে জন্মভূমি বরেন্দ্রী কৈবর্ত্তরাজ দিব্যের (৪।২) অধিকারভুক্ত ছিল, তাহার বিষয় বা জেলাসমূহে সুশাসন স্থাপিত করিলেন। সেখানে তখন লোকস্থিতি সুরক্ষিত হইতে লাগিল এবং দেশ সর্ব্বপ্রকারে সুসমৃদ্ধ হইতে লাগিল। রাজ্যপালের দমনকার্য্যে প্রজাবর্গ কোন ভয় অনুভব করিত না এবং রাজ্যের কোন স্থানে কোন বিলাপোক্তিও শ্রুত হইত না। এমন কি, তাঁহার শাসনমহিমা যুদ্ধবিজিত কামরূপ দেশপর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। শেষ বয়সে গৌড়াধিপ পুত্র রাজ্যপালকে তদীয় অনুজ (কুমারপাল) সহ নিজের বিশিষ্ট রক্ষার অধীন রাখিলেন (৪।৩)। শত্রুগণকে নির্জিত করিয়া রাজ্যপালও পিতাকে সতত আনন্দিত রাখিতেছিলেন।

দৈবদুর্বিপাকবশতঃ রামপালের প্রিয়সুহৃৎ মাতুল মহণ-অদ্রিসুতপুর-নামক স্থানে সর্ব্বপ্রকার ক্লেশের উপশমের উপায় বিধ্বস্ত দেখিয়া, গঙ্গানদীতে তনুত্যাগ করিলেন (৪।৮)। তাঁহার এই ক্লেশ শারীরিক বা অন্তর্বিধ ছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না। মহণের এই আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করিয়া পালনরপাল

রামপাল ব্রাহ্মণগণকে ডাকাইয়া তাহাদিগকে অর্থ বিতরণ করিলেন এবং মাতুলের মৃত্যুজনিত দুঃখ সহিতে না পারিয়া মরণে কৃতসংকল্প হইয়া, মুদ্গিরিতে (মুঙ্গিরে) প্রজাবর্গের সশোক রোদনধ্বনিমধ্যে গঙ্গানদীতে প্রবেশ করিয়া নিজেও তনুত্যাগ করিলেন (৪।৯-১০)। রামচরিতে বর্ণিত রাজা রামপালের এই আত্ম-বিসর্জ্জনের বিবরণ খুব সত্য ঘটনা; কারণ, আমরা সংস্কৃতভাষায় রচিত 'শেখ-শুভোদয়া' গ্রন্থের একটি শ্লোকার্দ্ধে তাঁহার গঙ্গাজল-মধ্যে মৃত্যুর কথা স্পষ্টতঃ উল্লিখিত পাইতেছি, যথা—

"জাহ্নব্যাং জলমধ্যতস্তনশনৈর্ধ্যাত্বা পদং চক্রিণো
হা পালম্বয়মৌলিমণ্ডনমণিঃ শ্রীরামপালো মৃতঃ" ॥

"হায়! পালবংশের শিরোভূষণমণিসদৃশ শ্রীরামপাল অনশনব্রত ধারণ করিয়া, চক্রধারী (বিষ্ণুর) চিন্তা করিতে করিতে, জাহ্নবীতে জলমধ্যে মৃত্যু বরণ করিয়া লইলেন"। প্রিয়-সুহৃৎ মাতুলের মরণ সহ্য করিতে না পারিয়া রামপাল গঙ্গাতেই দেহরক্ষা করিলেন।

রামপালের মৃত্যুর পরে শত্রুপ্রহর্ষখণ্ডনকারী তদীয় অপর পুত্র কুমারপাল কিছুকাল (আঃ ১১২০-১১২৫ খৃষ্টাব্দ) গৌড়রাজ্য ভোগ করিয়া দেহত্যাগান্তে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন (৪।১১)। সম্ভবতঃ রামপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যপাল পিতার জীবদ্দশায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। কমৌলির প্রাচীন তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে, কুমারপালের রাজত্বসময়ে অনুত্তরবঙ্গে (দক্ষিণবঙ্গে) ও কামরূপে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু, কুমারপালের 'চিন্তানুরূপ' প্রধান সচিব বৈদ্যদেবের রণকৌশলে ও মন্ত্রণাবলে সেই দুই স্থানেই পালরাজের জয় হইয়াছিল। দক্ষিণবঙ্গে তাঁহার বিজয় সম্পাদিত হইয়াছিল নৌযুদ্ধ-দ্বারা এবং বৈদ্যদেব স্বয়ং প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অভিযানে নির্গত হইয়া পূর্ব্বদিক্‌স্থিত কামরূপমণ্ডলের তিম্‌গ্যদেব-নামক রাজাকে যুদ্ধে

পরাভূত করিলে পর তিনিই (বৈদ্যদেবই) গৌড়াধিপ কুমারপালকর্ত্তৃক তৎস্থানের নরপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

কুমারপালের মৃত্যুর পরে তদীয় শিশু পুত্র (তৃতীয়) গোপাল (আঃ ১১২৫—১১৪০ খৃষ্টাব্দ) সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু, রামচরিত হইতে আভাসে এই অনুমিত হয় যে, তিনি শত্রুহননকারী উপায় অবলম্বন করিলে পর, তাঁহার অকালমৃত্যু উপস্থিত হইয়াছিল। কাব্যের বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, গোপাল সম্ভবতঃ কোন ব্যাল হস্তী কিংবা নক্রপতিদ্বারা হত হইয়াছিলেন ; অথবা, সর্পাঘাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

তৃতীয় গোপালের মৃত্যুর পরে রামপালের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র মদনপালদেব (আঃ ১১৪০—১১৫৫ খৃষ্টাব্দ) গৌড়ের সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। মনহলি-তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, মদনপাল রামপালের মহিষী মদনদেবীর গর্ভজাত পুত্র ছিলেন এবং গোপালদেবের 'অচরম-তাত' অর্থাৎ সর্ব্বকনিষ্ঠ খুল্লতাত ছিলেন। সন্ধ্যাকরনন্দী মদনপালকে 'নিখিলনৃপলক্ষণধর' ও 'বিধুত-জগদন্ধকার' বলিয়া বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, মদনপাল পিতা রামপালের তিরোভাবজনিত প্রজাদুঃখশঙ্কু দূর করিয়া সমুদ্রপরিবেষ্টিত ভূভাগের অধিপতি হইয়াছিলেন (৪।১৩-১৫)। তৎপর কবি একটি কুলকদ্বারা (৪।১৬—২১) মদনপালের রাজ্যাভিষেক চমৎকারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। গৌড়াধিপের সঙ্গে সঙ্গে তদীয় বান্ধব 'সুবর্ণ-জাত' অর্থাৎ সুবর্ণনামক অঙ্গাধিপের পুত্র মণ্ডলাধিপ চন্দ্রদেবও প্রশংসিত হইয়াছেন। এই সুবর্ণ ছিলেন রামপালের মাতুল মহণের দ্বিতীয় পুত্র, কাজেই চন্দ্রদেব ছিলেন মহণের পৌত্র। এই চন্দ্রদেবও যে 'অঙ্গেশ' (অঙ্গদেশের রাজা) ছিলেন কবি সন্ধ্যাকর একটি শ্লোকে (৪।২১) ইহা স্পষ্টভাবে সূচিত করিয়াছেন। এই চন্দ্রদেব যে গাহড়বালবংশের কোন নরপতি নহেন—তাহা এই লেখক অন্যত্র (Indian Historical Quarterly, Vol v. pp 35 ff.) যুক্তিপ্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহাকে অঙ্গাধিপ সুবর্ণের

পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মতটি বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। রামপাল-মাতুল অঙ্গাধিপ মহণ ও তাঁহার পুত্রদ্বয় ও ভ্রাতুষ্পুত্র, রামপালকে বরেন্দ্রীর উদ্ধারকার্য্যে সহায়তা প্রদান করিয়া গৌড়রাজ্যের পুনর্ব্বার স্থির-প্রতিষ্ঠায় গৌড়াধিপের প্রধান অবলম্বন ছিলেন এবং সেই বংশেরই মহণ-পৌত্র চন্দ্রদেবও মদনপালকে স্বকীয় রাজ্যলক্ষ্মী অক্ষুণ্ণ রাখিতে সহায়তা করিয়াছিলেন। সাম-গুণ অবলম্বন করিয়া এখন মদনপাল সমুদ্র-সমুৎপন্ন পালবংশীয় সন্তানদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টমান হইলেন (৪।২২)। কিন্তু, মদনপাল গৌড়রাষ্ট্রের চতুর্দ্দিকে ও ইহার অভ্যন্তরে নানারূপ শত্রুর আক্রমণ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, মদনপালের রাজত্বসময়ে দক্ষিণ দিক হইতে অনন্তবর্ম্ম-নামক চোড়গঙ্গ ও দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজগণ পশ্চিমবঙ্গের দিকে আক্রমণ চালান ও আরও পশ্চিমে মগধ আক্রমণ করেন গাহড়বালরাজগণ। এই সুযোগে রাঢ়দেশের সেনবংশীয়েরাও ক্রমশঃ শক্তিপ্রাবল্যে গৌড়ের সিংহাসনের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকেন। সেন-রাজ বিজয়সেন যে, একটি গৌড়েন্দ্রকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা তাঁহার দেবপাড়া-প্রশস্তিতে (২০শ শ্লোকে) উল্লিখিত পাই, তিনি খুব সম্ভবতঃ গৌড়াধিপ মদনপালই ছিলেন। মদনপাল এই সব বিপদের সময়ে কোন এক শ্রেষ্ঠ রাজার সহিত সংযুক্ত হইয়াছিলেন (৪।২৩)—রামচরিত তাহা সূচনা করিয়াছে। তিনি মিত্ররাজগণের ধর্ষণকারী শত্রুর অগ্রযোদ্ধ্‌বর্গকে কালিন্দী নদীপর্য্যন্ত বিতাড়িত করিয়াছিলেন (৪।২৭)। সম্ভবতঃ এই কালিন্দী বরেন্দ্রীর পশ্চিম ভাগে অবস্থিত কোন নদী-বিশেষের নাম ছিল। সন্ধ্যাকর নিজের আশ্রয়দাতা গৌড়াধিপ মদনপালের বহু সদ্‌গুণের পরিচয় তদীয় রামচরিতে প্রদান করিয়াছেন।

একটি শ্লোকে (৪।২৯) মদনপালকে অতীব দানশীল ও বিপক্ষবল-বিধ্বংসী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। গৌড়াধিপ যে জাতিনির্ব্বিশেষে

সমানভাবে সকল প্রজার নিকট হইতে করাদি সংগ্রহ করিতেন এবং তিনি যে মন্ত্রী ও চারবর্গের দৃষ্টিতে স্বয়ং যেন সহস্রাক্ষ হইয়া সর্ব্বত্র সুনীতি প্রসারিত করিয়া ইন্দ্র-পদ উপভোগ করিতেছিলেন—কবি তাহাও বর্ণনা করিয়াছেন। মদনপাল যে কখনই অরাতিরুধিরপাতনে পক্ষপাতী ছিলেন না ও ধর্ম্মরাজ যম বা যুধিষ্ঠিরের মত প্রজাদিগের প্রতি 'সমবর্ত্তী' বা পক্ষপাতশূন্য ব্যবহারে প্রবৃত্ত থাকিতেন, সন্ধ্যাকর তাহা শ্লেষ-দ্বারা সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কবি সাধুচরিত্র গৌড়াধিপ মদনপালের সুখ কামনা করিয়া (৪।৩২) বলিয়াছেন যে, তদীয় রাজত্বসময়ে গৌড়রাষ্ট্রে কবি-চক্রবর্ত্তীদিগের উদ্ভব ("কবিচক্রবর্ত্ত্যুদ্ভবভূঃ") সম্ভাবিত ছিল (৪।৩৩)। তাঁহার নিজের মত উচ্চশ্রেণীর কবি এই রাজার আশ্রয় ও অনুগ্রহ পাইতেন, সন্ধ্যাকর এই স্থানে সে কথারও যেন ইঙ্গিতে সূচনা করিয়াছেন। কবি আরও জানাইয়াছেন (৪।৩৪) যে, মদনপাল ধূর্ত্ত অরিগণকে পরাজিত ও ইতস্ততঃ সঞ্চালন-দ্বারা চঞ্চল করিয়া উঠাইয়াছিলেন। সেনবংশীয়গণই কি এই শত্রু ছিলেন—তাহা বিবেচনার বিষয় বটে। কবি ইহা বলিতে ত্রুটি করেন নাই যে, গৌড়াধিপ মদনপাল সার্ব্বভৌম রাজাদিগেরও স্কন্ধোপরি থাকিয়া বিরাজমান ছিলেন (৪।৩৫)। তিনি বহু অর্থব্যয় ও রোটিকা (খাদ্য)-প্রদানদ্বারা মহতী সেনা রক্ষা করিতেন। তাঁহার গজবাহিনীও ছিল। তিনি সকল প্রজারই আজীব বা জীবিকার বিধান করিতেন। অতি সংক্ষেপে কবি লিখিয়াছেন (৪।৪২) যে, পুরুষোত্তম রামপালের পুত্র মদনপালও পুরুষোত্তম বা শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন।

বিনতজনের আনন্দবর্দ্ধনকারী রাজা মদনপালের জয়গান করিয়া সন্ধ্যাকরনন্দী একটি শ্লোকে (৪।৪৭) সূচনা করিয়াছেন যে, গৌড়াধিপ মদনপাল গোবর্দ্ধননামক কোন ধরিত্রীভৃৎ বা রাজাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন এবং কলিঙ্গদেশীয় নাগবংশের কোন নরপতিকে তিনি সমূলে বিনাশ করিয়াছিলেন, কিংবা, তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ গোবর্দ্ধন বাঙ্গালা-

দেশের কোন ভূবিভাগে নিজে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া বসিয়াছিলেন। কলিঙ্গদেশের নরপতিটি কে ছিলেন তাহা বলা কঠিন। কবি সন্ধ্যাকরনন্দী নিজের আশ্রয়দাতা গৌড়াধিপ মদনপালের রাজ্যের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন (৪।৪৮)।

সর্ব্বশেষে কবি যে 'কবিপ্রশস্তি'-নাম দিয়া বিংশতিশ্লোকময় একটি নিবন্ধদ্বারা নিজের পরিচয় দিয়া স্বকাব্যের গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছি। ইতি—

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক

ওঁ শ্রীঘনায় নমঃ সদা।

[প্রথম পরিচ্ছেদ]

শ্রীঃ শ্রয়তি যস্য কণ্ঠং কৃষ্ণং তং বিভ্রতং ভুজেনাগম্।
দধতং কং দামজটালম্বং শশিখণ্ডমণ্ডনং বন্দে ॥১॥

অন্বয়—(ক) যস্য কৃষ্ণং কণ্ঠং শ্রীঃ শ্রয়তি, ভুজে নাগং বিভ্রতং, জটালম্বং কং দাম দধতং, শশিখণ্ড-মণ্ডনং তং বন্দে।

(খ) যস্য কণ্ঠং শ্রীঃ শ্রয়তি, ভুজেন অগং বিভ্রতং, দামজটালম্বং কং দধতং, বংশ-শিখণ্ড-মণ্ডনং তং কৃষ্ণং বন্দে।

শব্দার্থ—শ্রী—(১)—শোভা, (২) লক্ষ্মী। কৃষ্ণ—(১) কালবর্ণ, (২) বাসুদেব। ক—(১-২) মস্তক। অগ—(২) পর্ব্বত।

অনুবাদ—(ক) শোভা যাঁহার কাল কণ্ঠকে আশ্রয় করে, যিনি হস্তে (শেষ) নাগকে বহন করেন, যিনি জটা হইতে লম্বমানা শিরোমালা ধারণ করেন, এবং যিনি চন্দ্রকলাকে শিরোমণ্ডনরূপে ব্যবহার করেন, সেই (শিবকে) আমি নমস্কার করিতেছি।

(খ) লক্ষ্মী যাঁহার কণ্ঠকে অবলম্বন করেন, যিনি হস্ত দ্বারা (গোবর্দ্ধনাখ্য) পর্ব্বত উত্তোলন করিয়াছিলেন, যিনি রজ্জুদ্বারা নির্ম্মিত জটাযুক্ত মস্তক ধারণ করিয়াছিলেন, এবং যিনি বংশ (বাদ্যবেণু) ও ময়ূরপিচ্ছ অলঙ্কাররূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই (বাসুদেব) কৃষ্ণকে আমি নমস্কার করিতেছি।

কংসহরঃ কম্বলিদমনপাদঃ সহিমাবিভূ রচয়তাদ্বঃ।
যেন প্রাক্ সুরসেনা বিষমাশুগদাহতোপকৃতা ॥২॥

অন্বয়—(ক) যেন বিষমাশুগ-দাহতঃ সুরসেনা প্রাক্ অপকৃতা, কম্বলি-দমন-পাদঃ স-হিমাবি-ভূঃ সঃ হরঃ বঃ কং রচয়তাৎ।

(খ) যেন বিষমা প্রাক্সুর-সেনা গদাহতা (সতী) আশু উপকৃতা, সঃ হি বলি-দমন-পাদঃ মা-বিভুঃ কংস-হরঃ বঃ কং রচয়তাৎ।

শব্দার্থ—বিষমাশুগ—(১) বিষম(পঞ্চ)-বাণ কামদেব। কম্বলী—(১) বলীবর্দ্দ। অবি—(১) পর্ব্বত। প্রাক্সুর—(২) পূর্ব্বদেব, অসুর। মা-বিভু—(২) লক্ষ্মীপতি।

অনুবাদ—(ক) যে হর পঞ্চবাণ কামদেবকে দগ্ধ করিয়া প্রথমতঃ দেব-সেনার অপকার (পরে উপকারই) করিয়াছিলেন, স্ববাহন বলীবর্দ্দকে যিনি চরণদ্বারা দমিত রাখিয়াছিলেন এবং যিনি হিমালয় পর্ব্বতের নন্দিনী পার্ব্বতীদ্বারা সংযুক্ত থাকিতেন, সেই হর তোমাদিগের সুখ বিধান করুন।

(খ) যে কৃষ্ণ ক্রূর অসুরসেনাকে গদাদ্বারা আহত করিয়া শীঘ্রই ইহার উপকার সাধন করিয়াছিলেন (যে-হেতু, হরিহত দৈত্যগণ পরা গতি প্রাপ্ত হয়) এবং পাদ(ত্রয়ের) ক্রমণদ্বারা যিনি (অসুররাজ) বলিকে দমিত করিয়াছিলেন, লক্ষ্মীপতি কংসবিঘাতী (সেই বাসুদেব) তোমাদিগের সুখ বিধান করুন।

শ্রিয়মুন্মুদ্রিতলক্ষ্মী কঃ কমলানামিনঃ স বস্তনুতাম্।
কৃত্বালোকাহরণং মহাক্ষয়ে যং বিধুর্বিশতি ॥৩॥

অন্বয়—(ক) মহাক্ষয়ে আলোকাহরণং কৃত্বা বিধুঃ যং বিশতি, কমলানাং উন্মুদ্রিত-লক্ষ্মীকঃ সঃ ইনঃ বঃ শ্রিয়ং তনুতাম্।

•(খ) মহাক্ষয়ে লোকাহরণং কৃত্বা বিধুঃ যং বিশতি, সঃ উন্মুদ্রিত-লক্ষ্মীকঃ কমলানাং ইনঃ বঃ শ্রিয়ং তনুতাম্।

শব্দার্থ—মহাক্ষয়—(১) অত্যধিক (কলা-) ক্ষীণতা, (২) মহাপ্রলয়। বিধু—(১) চন্দ্র, (২) (হৃষীকেশ) বিষ্ণু। ইন—(১) সূর্য্য, (২) প্রভু। কমল—(১) পদ্ম, (২) জল।

অনুবাদ—(ক) (ক্রমশঃ কলাক্ষয়বশতঃ অমাবস্যা দিবসে) ক্ষীণতা ঘটিলে, চন্দ্র নিজের আলোক বা দ্যুতিসমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়া যে গ্রহে (সূর্য্যে) প্রবেশ করেন, এবং যে গ্রহ (সূর্য্য) কমলসমূহের লক্ষ্মী বা শোভা প্রকাশিত করেন, সেই সূর্য্যদেব তোমাদের শ্রী বা সম্পৎ বর্দ্ধিত করুন।

(খ) মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে, বিষ্ণু সমস্ত লোক একত্র সংগ্রহ করিয়া যে (সমুদ্রে) (বিশ্রাম-শয়নার্থ) প্রবেশ করেন এবং যে সমুদ্র লক্ষ্মীদেবীকে (নিজ হইতে তাঁহার প্রাদুর্ভাব ঘটাইয়া) প্রকাশিত করিয়াছিলেন, জলপতি সেই সমুদ্র তোমাদের সম্পৎ বিস্তৃত করুন।

তৎকুলদীপো নৃপতিরভূদ্ ধর্ম্মো ধামবানিবেক্ষ্বাকুঃ।
যস্যাব্ধিং তীর্ণাগ্রাবনৌ ররাজাপি কীর্ত্তিরবদাতা ॥৪॥

অন্বয়—(ক) তৎকুলদীপঃ ধামবান্ ধর্ম্মঃ ইব ইক্ষ্বাকুঃ (নাম) নৃপতিঃ অভূৎ, যস্য অগ্রা অবদাতা কীর্ত্তিঃ অব্ধিং তীর্ণা (সতী) অবনৌ অপি ররাজ।

(খ) তৎকুলদীপঃ ধামবান্ ধর্ম্মঃ (নাম) নৃপতিঃ অভূৎ, ইক্ষ্বাকুঃ ইব যস্য গ্রাবনৌঃ, অবদাতা কীর্ত্তিঃ অপি , অব্ধিং তীর্ণা (সতী) ররাজ।

শব্দার্থ—ধামবান্—(১) বিগ্রহধারী, (২) তেজস্বী বা প্রতাপযুক্ত। ইক্ষ্বাকু—(১) তন্নামা রাজা, (২) কটুতুম্বী (তিক্ত অলাবুবিশেষ)। গ্রাবনৌ—(২) শিলানৌকা।

অনুবাদ—(ক) শরীরধারী ধর্ম্মের ন্যায়, সেই (সূর্য্য) বংশের দীপস্বরূপ ইক্ষ্বাকুনামা এক নরপতি ছিলেন। যাঁহার উৎকৃষ্ট শুভ্র কীর্ত্তি সমুদ্র পার হইয়া সমস্ত অবনিতে বিরাজমান ছিল।

(খ) সেই (সমুদ্র-) কুলের প্রদীপস্বরূপ ধর্ম্ম বা ধর্ম্মপালনামক এক

প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন; কটুতুম্বীর ন্যায় যাঁহার শিলানৌকা (জলে ভাসিয়া) সাগর পার হইয়া শোভা পাইত এবং যাঁহার শুভ্র কীর্ত্তিও সমুদ্র পার হইয়া বিরাজমান ছিল।

যেন মহীধরসারেণোর্ব্বীপালান্বয়াবতংসেন।
লক্ষ্মীপতিনাম্বুনিধেরূহে ভূদাররূপেণ ॥৫॥

অন্বয়—(ক) ধর-সারেণ (ঈ-ধর-সারেণ বা) উর্ব্বীপাল-অন্বয়-অবতংসেন [অতএব] ভূদার-রূপেণ লক্ষ্মীপতিনা যেন মহী আ অাম্বুনিধেঃ উহে।

(খ) পালান্বয়-অবতংসেন মহীধর-সারেণ [অতএব] ভূদার-রূপেণ লক্ষ্মীপতিনা যেন উর্ব্বী উহে।

শব্দার্থ—ধর — (১) পর্ব্বত। ঈ — (১) লক্ষ্মী। ভূদার — (১) পৃথ্বীরূপিণী পত্নী, (২) বরাহ।

অনুবাদ—(ক) পর্ব্বতসারবিশিষ্ট (অথবা, লক্ষ্মীধর বিষ্ণুর সারবিশিষ্ট), রাজবংশাবতংস, পৃথ্বীরূপা ভার্য্যাসমন্বিত ও বহু সম্পদের অধিকারী এই (ইক্ষ্বাকু) আসমুদ্র মহী পালন করিতেন।

(খ) পালবংশের ভূষণস্বরূপ, পর্ব্বতসমানসারবিশিষ্ট (অথবা, আদি বরাহের সারবিশিষ্ট), পৃথ্বীরূপিণী পত্নীসমন্বিত, ও বহু সম্পদে আঢ্য এই (ধর্ম্মপাল) আসমুদ্র উর্ব্বী পালন করিয়াছিলেন।

[দ্রষ্টব্য:—এস্থলে লক্ষ্মীপতিশব্দদ্বারা বিষ্ণুকে বুঝাইলে শ্লেষোপমাদ্বারা বিশেষণগুলির এইরূপ অন্য একটি ব্যাখ্যাও সম্ভবপর হয়, যথা—বরাহরূপে বিষ্ণু সমুদ্রগর্ভ হইতে পৃথিবীকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। সেই বিষ্ণু পর্ব্বত-সারবিশিষ্ট হইয়া রামরূপে সূর্য্যবংশীয় রাজগণের ভূষণস্বরূপ ছিলেন। আবার সেই বিষ্ণুই গোবর্দ্ধনগিরিধারী হইয়া কৃষ্ণরূপে চন্দ্রবংশীয় রাজগণের ভূষণস্বরূপ ছিলেন।]

বংশে তস্য বভূবুর্ভর্ত্তুর্ভুবনস্য ভূপতয়ঃ।
কীর্ত্তিসুরসিন্ধুধবলোল্লঙ্ঘিতজলধিক্ষালিতত্রিভুবনাঃ ॥৬॥

অন্বয়—(ক-খ) ভুবনস্য ভর্ত্তুঃ তস্য বংশে কীর্ত্তি-সুরসিন্ধু-ধবল-উল্লঙ্ঘিত-জলধি-ক্ষালিত-ত্রিভুবনাঃ ভূপতয়ঃ বভূবুঃ।

শব্দার্থ—সুরসিন্ধু — (১) দেবনদী গঙ্গা।

অনুবাদ—(ক-খ) ভুবন-ভরণকারী এই রাজার (ইক্ষ্বাকু ও ধর্ম্মপালের) বংশে অনেক ভূপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা (ইক্ষ্বাকুর ভগীরথ-প্রভৃতি বংশধরেরা) কীর্ত্তি ও দেবনদী গঙ্গার ন্যায় শুভ্র ছিলেন, অথবা যাঁহারা ধর্ম্মপালের বংশধরেরা দেবনদী গঙ্গাসদৃশী কীর্ত্তিদ্বারা শুভ্র ছিলেন, যাঁহারা সাগর পর্য্যন্ত উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা ত্রিভুবনকে ক্ষালিত বা পাপমুক্ত করিয়াছিলেন।

যে বসুধাং গোত্রভিদং ঈশাহীনমুত্তোলয়িতারঃ।
দধুরধরয়ন্তঃ স্বরূপচিতদোষমবিভরুস্ত্রিদিবম্ ॥৭॥

অন্বয়—(ক-খ) যে ঈশ-অহীনং উত্তোলয়িতারঃ, (তথা) স্বরূপ-চিত-দোষং গোত্রভিদং অধরয়ন্তঃ, বসুধাং দধুঃ, ত্রিদিবং (চ) অবিভরুঃ।

[অর্থান্তরে অন্যরূপ অন্বয় হইতে পারে :—যে ঈশ-অহি-ইনং উত্তোলয়িতারঃ বসুধাং দধুঃ, স্বরু-উপচিত-দোষং গোত্রভিদং অধরয়ন্তঃ ত্রিদিবং অবিভরুঃ।]

শব্দার্থ—গোত্র—(১-২) কুল, (৩) পর্ব্বত। ইন—(৩) প্রভু। স্বরু—(৩) বজ্র। দোষ—(১-২) পাপ; (৩) দোষা—হস্ত।

অনুবাদ—(ক-খ) (ইক্ষ্বাকু ও ধর্ম্মপালের বংশধর) এই ভূপতিরা প্রভুদিগের (অনুজীবী) সজ্জনদিগের উন্নতি বিধান করিয়া এবং স্বভাব-বলে সঞ্চিত-দোষ কুলঘাতীদিগের অবনতি সাধন করিয়া পৃথিবী শাসন করিতেন, এবং (যজ্ঞসম্পাদনপূর্ব্বক) স্বর্গও পালন করিতেন।

[শব্দচ্ছলে প্রাপ্ত ব্যাখ্যান্তর :—এই ভূপতিগণ সর্পরাজ শেষকে মহেশ্বরের (ভূষণার্থ) (পাতাল হইতে) উত্তোলিত করিয়া, স্বয়ং বসুধা-ভার বহন করিয়াছিলেন এবং বজ্রদ্বারা বলোপেত বাহুধারী ইন্দ্রকে অধরিত করিয়া স্বর্গও পালন করিয়াছিলেন।]

হরিণোপাসিতধামাবিগ্রহপালঃ কিলাভবদ্রাজা।
নতভূভৃৎপংক্তিরথো গোত্রে রত্নাকরেঽমুষ্মিন্ ॥৮॥

অন্বয়—(ক) রত্নাকরে অমুষ্মিন্ গোত্রে হরিণা উপাসিত-ধামা বিগ্রহ-পালঃ নত-ভূভৃৎ পংক্তিরথঃ (নাম) রাজা অভবৎ।

(খ) অথো রত্নাকরে অমুষ্মিন্ গোত্রে হরিণা উপাসিত-ধামা নত-ভূভৃৎপংক্তিঃ বিগ্রহপালঃ (নাম) রাজা অভবৎ।

শব্দার্থ—হরি—(১) (রামরূপী) বিষ্ণু, ইন্দ্র, (২) সিংহ। বিগ্রহ—(১) দেহ, বা যুদ্ধ। পংক্তি—(১) দশ সংখ্যা, (২) রাজি। রাজা—(৩) চন্দ্র। অবিগ্রহ—(৩) অনঙ্গ (কামদেব)। রত্নাকর—(১-২) রত্ন বা শ্রেষ্ঠ-(পুরুষগণের) আধার, (৩) সমুদ্র। ধাম—(১) গৃহ, (২) প্রভাব। গোত্র—(৩) জলপতি।

অনুবাদ—(ক) পুরুষরত্নসমূহের আকর সেই (ইক্ষ্বাকু) বংশে দশরথ-নামা রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—যাঁহার গৃহ রামরূপী হরি বা বিষ্ণুদ্বারা আশ্রিত ছিল, যিনি (রামের) দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন, অথবা, ইন্দ্রদ্বারা পূজিতপ্রভাব হইয়া (একসঙ্গে) যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেন [অথবা, যিনি বিগত-রণোদ্যম ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিতেন], এবং যাহার কাছে অন্য নরপতিগণ প্রণত হইতেন।

(খ) অনন্তর, রাজরত্নসমূহের আকর সেই (পাল) বংশে বিগ্রহপাল (তৃতীয় বিগ্রহপাল)-নামা নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—যাঁহার পরাক্রম সিংহেরও উপাসিত ছিল, অর্থাৎ যিনি সিংহ হইতেও বলবত্তর ছিলেন এবং যাঁহার নিকট অন্যান্য রাজসমূহ প্রণত হইতেন।

[দ্রষ্টব্য :—রাজশব্দের 'চন্দ্র' অর্থ গ্রহণ করিয়া শ্লেষোপমা চিন্তা করিলে, শ্লোকটির অন্যরূপ একটি ব্যাখ্যা হইতে পারে :—সেই জলপতি সমুদ্রে চন্দ্র উদ্ভূত হইয়াছিলেন—যাঁহার শরীর হরিণ বা মৃগাঙ্ক দ্বারা আশ্রিত আছে, যিনি অনঙ্গ (কামদেবকে) উজ্জীবিত রাখেন, এবং যাঁহার রথ পর্ব্বতমালার উচ্চতাকে নত বা পরাভূত করিতে পারে।]

সহসাবিতরণজিতকর্ণঃ ক্ষোণীং যৌবনশ্রিয়োদূহে।
অশ্রান্তদানবারাতিশয়ো যোভূদ্‌বৃষানুচরঃ ॥৯॥

অন্বয়—(ক) সহসা-বিতরণ-জিত-কর্ণঃ অশ্রান্ত-দানব-অরাতি-শয়ঃ বৃষ-অনুচরঃ যঃ যৌবন-শ্রিয়া ক্ষোণীং উদূহে।

(খ) সহসা অবিত-জিত-কর্ণঃ অশ্রান্ত-দান-বার-অতিশয়ঃ বৃষ-অনুচরঃ যঃ যৌবনশ্রিয়া (সহ) ক্ষোণীং উদূহে।

শব্দার্থ—দানবারাতি—(১) দেব। শয়—(১) হস্ত। বৃষ—(১) ইন্দ্র, (২) ধর্ম্ম। বার—(২) সমুচ্চয়।

অনুবাদ—(ক) যিনি অবিলম্বিত বা সতত প্রবর্ত্তিত দানদ্বারা (দানবীর) কর্ণকে পরাস্ত করিতেন, যাঁহার (অসুরজয়ের) জন্য দেবতাদিগের হস্তকে (রণপ্রহরণ-ধারণের) শ্রম গ্রহণ করিতে হইত না, এবং যিনি (যুদ্ধাদিতে) ইন্দ্রের সহচর হইতেন—সেই (দশরথ) যৌবনসম্পত্তিবলে পৃথিবী ভরণ করিতেছিলেন।

(খ) যিনি স্বপরাক্রমে (ডাহলাধিপতি) কর্ণনামক রাজাকে রণে পরাজিত করিয়াও রক্ষা করিয়াছিলেন, যাঁহার নানাপ্রকার (ভূম্যাদি) দান অবিচ্ছিন্ন থাকিত, এবং যিনি ধর্ম্মানুগত ছিলেন, সেই (বিগ্রহপাল) যৌবনশ্রীনাম্নী (কর্ণদুহিতার) সহিত পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। [অথবা, যৌবনশ্রী সহ পৃথিবীরূপিণী দ্বিতীয় পত্নীকে স্বীকার করিয়াছিলেন।]

অথ তস্য মহীপালঃ সুরপালোপি পুরুষোত্তমঃ রামঃ।
স্ফুরদৃশ্যশৃঙ্গসম্ভাবিতরূপশ্চারুভাগ্যসম্পন্নঃ ॥১০॥
জগদবনৈকধুরীণঃ সাময়িকমহোমহানলো ভরতঃ।
অপি লক্ষ্মণোপি শত্রুঘ্নলক্ষ্মণো জজ্ঞিরে তনয়াঃ ॥১১॥

অন্বয়—(ক) অথ মহীপালঃ সুরপালঃ অপি পুরুষোত্তমঃ স্ফুরৎ-ঋশ্যশৃঙ্গ-সম্ভাবিত-রূপঃ চারু-ভাগ্য-সম্পন্নঃ রামঃ, জগৎ অবন-একধুরীণঃ সাময়িক-মহো-মহানলঃ ভরতঃ, অপি লক্ষ্মণঃ, অপি শত্রুঘ্ন-লক্ষ্মণঃ (ইতি চত্বারঃ) তস্য তনয়াঃ জজ্ঞিরে।

(খ) অথ মহীপালঃ, সুরপালঃ, স্ফুর-দৃশ্য-শৃঙ্গ-সম্ভাবিত-রূপঃ চারু-ভাগ্য-সম্পন্নঃ জগৎ-অবন-একধুরীণঃ সাময়িক-মহো-মহান্ অলোভ-রতঃ লক্ষ্মণঃ শত্রুঘ্ন-লক্ষ্মণঃ পুরুষোত্তমঃ রামঃ অপি (ইতি এয়ঃ) তস্য তনয়াঃ জজ্ঞিরে।

শব্দার্থ—পুরুষোত্তম—(১) অবতীর্ণ বিষ্ণু বা হরি, (২) পুরুষশ্রেষ্ঠ। চারুভাগ্য—(১) চরুভাগতা, (২) উৎকৃষ্ট ভাগ্য। মহঃ—(১-২) তেজঃ। লক্ষ্মণ (১) তন্নামা রামভ্রাতা, (২) চিহ্ন; শুভলক্ষণযুক্ত।

অনুবাদ—(ক) অনন্তর সেই দশরথের (চারিটি) পুত্র জন্মলাভ করেন—(প্রথম পুত্র) বিষ্ণুর অবতার রামভদ্র—যিনি মহী পালন করিয়াছিলেন, দেবগণকে পালন করিয়াছিলেন, (যজ্ঞসম্পাদনকারী) দীপ্তিমান্ ঋশ্যশৃঙ্গ মুনির জন্যই যাঁহার স্বরূপ বা আত্মভাব সম্ভাবিত হইয়াছিল, এবং যিনি (সেই ঋষির) চরুভাগ দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিলেন; (দ্বিতীয় পুত্র) ভরত যিনি জগতের রক্ষাভারগ্রহণে একমাত্র দক্ষ ছিলেন, এবং যাঁহার প্রতাবাগ্নি সময়োপযোগী হইয়া জ্বলিত হইত; (তৃতীয় পুত্র) লক্ষ্মণ; (এবং) (চতুর্থ পুত্র) শত্রুঘ্ন-নামে পরিচিত।

(খ)—অনন্তর সেই (বিগ্রহপাল রাজার) (তিনটি) পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—(প্রথম পুত্র) (দ্বিতীয়) মহীপাল; (দ্বিতীয় পুত্র) সুরপাল;

এবং (তৃতীয় পুত্র) পুরুষশ্রেষ্ঠ রামপাল—যিনি দীপ্তিযুক্ত ও দর্শনীয় প্রভাবে সমৃদ্ধ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি রমণীয় ভাগ্যসম্পন্ন ছিলেন, যিনি জগতের রক্ষণকার্য্যে একমাত্র পটু ব্যক্তি ছিলেন, যিনি সময়োচিত তেজে মহান্ ছিলেন, যিনি অলুব্ধ ছিলেন, যিনি শ্রীমান্ ছিলেন এবং যিনি শত্রুহননের উপযুক্ত চিহ্ন ধারণ করিতেন।

জ্যেষ্ঠস্তেষু বিরেজে রামো লঙ্কেনভরনিমগ্নায়াঃ।
উন্নময়িতা ধরায়া বলিধামক্ষিদিব কাদিষু মুখেষু॥ ১২ ॥

অন্বয়—(ক) মুখেষু কাদিষু বলি-ধামক্ষিৎ ইব, তেষু জ্যেষ্ঠঃ রামঃ লঙ্কা-ইন-ভর-নিমগ্নায়াঃ ধরায়াঃ উন্নময়িতা (সন্) বিরেজে।

(খ)····কা-ইন-ভরনিমগ্নায়াঃ ধরায়াঃ (অথবা, ভরনিমগ্নায়াঃ ধরায়াঃ কেন) উন্নময়িতা (সন্) অলং বিরেজে।

শব্দার্থ—মুখ—(১-২) শ্রেষ্ঠ। ধাম—(১-২) প্রভাব, (৩) গৃহ। ইন—(১-২) প্রভু। ক—(১-২) ব্রহ্মা, (২) সুখ, (৩) জল; মস্তক; বায়ু। জ্যেষ্ঠ—(১) অগ্রজ, (২) শ্রেষ্ঠ। অলং—(১) শক্ত, বা পর্য্যাপ্তভাবে।

অনুবাদ—(ক) ব্রহ্মাদি প্রধান দেবগণের মধ্যে, বলির প্রভাবক্ষয়কারী (বামনরূপী) বিষ্ণুর ন্যায়, সেই চারি ভ্রাতার মধ্যে অগ্রজ রামচন্দ্র লঙ্কাপতি (রাবণের) ভারে নিমগ্না পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা হইয়া বিরাজমান ছিলেন।

(খ) ব্রহ্মাদি প্রধান দেবগণের মধ্যে বলির প্রভাবক্ষয়কারী (বামনরূপী) বিষ্ণুর ন্যায় সেই তিন ভ্রাতার মধ্যে, শক্তিধারী (অলং) শ্রেষ্ঠ রামপাল সেই কুৎসিত (কৈবর্ত্ত নৃপতির) ভারে নিমগ্না পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা হইয়া, অথবা, (শত্রুর) ভারে অতিশয় নিমগ্না ধরার অতিসুখে উদ্ধারকারী হইয়া অতীব (অলং) বিরাজমান ছিলেন।

[দ্রষ্টব্য :—'বলিধামক্ষিৎ ইব' এই উপমাদ্বারা আরও দুইটি ব্যাখ্যা সূচিত হইতে পারে; যথা—(১) পবনাশন নাগদিগের মধ্যে পাতালবাসী শেষ নাগের

ন্যায়, জলপতি সমুদ্র মধ্যে নিমগ্না ধরার উদ্ধারকর্ত্তা। (২) বলবান্ অসুরের প্রভাবলোপী বরাহের মত, সমুদ্রগর্ভ হইতে ধরার উদ্ধারকারী।]

যং বহুশোনাগসমজমুচ্চৈর্বাজিব্রজং প্রজা দধতম্।

জ্ঞাতনয়ং স্ফুরদঙ্গং মাতানয়দেত্য কোশলাভাচ্চ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—(ক) বহুশঃ অনাগসং অজং উচ্চৈঃ-বাজি-ব্রজং প্রজাঃ দধতং যং তনয়ং এত্য জ্ঞা মাতা কোশলা স্ফুরৎ অঙ্গং অনয়ৎ, অভাৎ চ (সা)।

(খ) কোশলাভাৎ বহুশঃ নাগ-সমজং উচ্চৈঃ বাজিব্রজং, প্রজাঃ দধতং জ্ঞাত-নয়ং স্ফুরৎ-অঙ্গং যং এত্য মা অভানয়ৎ।

শব্দার্থ—আগঃ—(১) পাপ। বাজী—(১) পক্ষী, (২) অশ্ব। নাগ—(২) হস্তী। অঙ্গ—(১) গাত্র (এস্থলে ক্রোড়দেশ), (২) অমাত্যাদি (সপ্ত) রাজ্যাঙ্গ। উচ্চৈঃ—(১) প্রকাণ্ড উচ্চতাবিশিষ্ট, (২) মহান্।

(ক) বহুভাবেই নিষ্পাপ, জন্মবিহীন, অত্যুচ্চ (গুরুড়—) পক্ষিবাহন লোক-পালক (বিষ্ণুরূপী) পুত্র রামচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া বিদুষী (পুত্রকে বিষ্ণু বলিয়া পরিজ্ঞাত্রী) মাতা কোশলা (কৌশল্যা) তাঁহাকে নিজের হর্ষোৎফুল্ল অঙ্গ (ক্রোড়)-সমীপে আনিলেন এবং (তজ্জন্য তিনি) শোভা পাইতে লাগিলেন। (অথবা, কোশলানাম্নী নগরী তাঁহাকে পাইয়া শোভা প্রাপ্ত হইল)।

(খ) পৈতৃক কোশভাণ্ডার লাভ করাতে, যিনি (যে রামপাল) বহুসংখ্যক হস্তিঘটা, মহতী অশ্বসেনা ও প্রজা বা জনসেনা অধিকারে আনিয়াছিলেন, নীতিবিৎ ও (অমাত্যাদি সপ্ত) রাজ্যাঙ্গে সমুচিত-প্রভাব সেই রামপালকে পাইয়া (রাজ্য—) লক্ষ্মী (তদীয় সম্পদ্বৃদ্ধিবিষয়ে) সহায়তা দান করিয়াছিলেন।

ভর্ত্তা নাকস্য তরস্তৎ বিশ্ববিরোধিভূভৃতাং ভিন্দন্।

দানব্যগ্রকরার্পিতকুশতিলতোয়োয়মবলারিঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—(ক-খ) অয়ং অকস্য ন ভর্ত্তা, বিশ্ব-বিরোধি ভূভৃতাং তৎ তরঃ ভিন্দন্ দান-ব্যগ্র-কর-অর্পিত-কুশ-তিল-তোয়ঃ অবল-অরিঃ (আসীদিতি শেষঃ)।

(গ) অয়ং (ইন্দ্রঃ ইতিশেষঃ) নাকস্য ভর্ত্তা....দানবী-অগ্রকর-অর্পিত-কুশ-তিল-তোয়ঃ [অ-বলারিঃ] (বভূব ইতি শেষঃ)।

শব্দার্থ—অক—(১-২) পাপ বা দুঃখ। বিশ্ব—(১-২) সর্ব্ব, (৩) জগৎ। নাক—(৩) স্বর্গ। অবল—(১-২) অসমর্থ, (৩) যে বলনাম দানব নহে। তরঃ—(১-২) বল, (৩) বেগ। ভূভৃৎ—(১-২) রাজা, (৩) পর্ব্বত।

অনুবাদ—(ক-খ) তিনি (রাম ও রামপাল প্রত্যেকেই) পাপ বা দুঃখ বহন করিতেন না; তিনি অন্য রাজাদিগের সমস্ত জগতের বিরোধকারী পরাক্রম ভেদ করিতেন; তিনি দানকর্ম্মে আসক্ত নিজ করে কুশ, তিল ও জল (সর্ব্বদা) অর্পিত রাখিতেন; এবং তিনি অরিসমূহকে অসমর্থ করিয়া রাখিতে পারিতেন।

[দ্রষ্টব্য :—এই শ্লোকে বিরোধালঙ্কের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, বিশেষণগুলি 'বলারি' বা বলদানব-পরাজয়কারী ইন্দ্রেও প্রযোজ্য হইতে পারে। এইরূপ একটি ব্যাখ্যাও পাওয়া যাইতে পারে যে, এই উভয় রাজা (রাম ও রামপাল) তৎ-তৎ বিশেষণভূষিত হইলেও 'বলারি' বা 'ইন্দ্র' নহেন অর্থাৎ 'অ-বলারি'। ইন্দ্রপক্ষে বিশেষণগুলির অর্থ এইরূপ :—ইন্দ্র নাক বা স্বর্গের ভর্ত্তা; তিনি (পক্ষচ্ছেদ-বিধানপূর্ব্বক) জগদ্‌বিরোধী পর্ব্বতগুলির বেগ দূর করিয়াছিলেন; এবং তিনি দানবীগণের অগ্রহস্তে (করতলে) (তাহাদিগের বৈধব্যসূচক) কুশ, তিল ও জল অর্পণ করিতেন।]

অভিদুরকরোঽক্ষতবলোপ্যমরুত্বানপ্রভূতমন্যুরপি।
যোভূদগোত্রভিদপাকশাসনোপি চ সুনাসীরঃ ॥১৫॥

অন্বয়—(ক-খ) অভিদুরকরঃ অক্ষতবলঃ অপি, অমরুত্বান্ অপ্রভূতমন্যুঃ অপি, অগোত্রভিৎ অপাকশাসনঃ অপি, যঃ সুনাসীরঃ চ অভূৎ।

শব্দার্থ—ভিদুর—(১-২) বজ্র, (৩) ভঙ্গশীল। বল—(১-২) তন্নামক অসুর, (৩) সামর্থ্য, বা সেনা। মরুত্বান্—(১-২) ইন্দ্র, (৩) বায়ুগ্রস্ত বা বাতুল। প্রভূত—(১-২) প্রচুর, (৩) সঞ্জাত। মন্যু—(১-২) যজ্ঞ, (৩) শোক।

গোত্র—(১-২) শৈল, (৩) কুল। পাক—(১-২) তন্নামক দৈত্য, (৩) ভীতি বা ভীতিমূলক রাষ্ট্রভঙ্গ। নাসীর—সেনামুখ, বা সেনামধ্যে যাহারা অগ্রগামী।

অনুবাদ—(ক-খ) যিনি (রাম ও রামপাল প্রত্যেকে) সুনাসীর বা ইন্দ্ররূপী ছিলেন, যদিও তিনি ইন্দ্রের ন্যায় 'ভিদুর-কর' ছিলেন না, অর্থাৎ হস্তে বজ্র ধারণ করিতেন না, 'ক্ষত-বল' ছিলেন না, অর্থাৎ বলনামক দৈত্যকে বধ করেন নাই; 'মরুত্বান্' ছিলেন না, অর্থাৎ তন্নামধেয় ছিলেন না; 'প্রভূতমন্যু' ছিলেন না, অর্থাৎ অনেক যজ্ঞ সম্পাদন করেন নাই; 'গোত্রভিৎ' ছিলেন না, অর্থাৎ তন্নামধেয় ছিলেন না; এবং 'পাকশাসন' ছিলেন না, অর্থাৎ তন্নামধেয় ছিলেন না।

[দ্রষ্টব্য :—ইন্দ্রের নামপর্য্যায়ে দেখা যায় যে, তিনি ছিলেন 'বজ্রী', 'বলারাতি', 'শতমন্যু', 'গোত্রভিৎ', 'পাকশাসন', ও 'সুনাসীর'। এ-স্থলে বিরোধাভাস অলঙ্কারের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অবিরোধ পক্ষে ব্যাখ্যা এইরূপ হইতে পারে—রামচন্দ্র ও রামপাল উভয়েই ছিলেন—দানে বা সংগ্রামে 'অভিদুরকর', অর্থাৎ তাঁহাদের কর অভঙ্গুর ছিল; তাঁহারা 'অক্ষতবল' অর্থাৎ অক্ষত-সামর্থ্য বা অক্ষতসেনাবিশিষ্ট ছিলেন; তাঁহারা 'অমরুত্বান্', অর্থাৎ অমত্ত বা অবাতুল ছিলেন; তাঁহারা 'অপ্রভূতমন্যু' অর্থাৎ অসংজাত-শোক ছিলেন; তাঁহারা 'অগোত্রভিৎ' অর্থাৎ অকুলঘাতী ছিলেন; তাঁহারা 'অপাকশাসন' ছিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের শাসনে কোন প্রকার ভীতি বা তন্মূলক রাষ্ট্রভঙ্গের সম্ভাবনা ছিল না; এবং তাঁহারা 'সুনাসীর' ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাদের উত্তম সেনামুখ বা উত্তম সেনাগ্রগামী বীরবর্গ ছিল।]

জিষ্ণুশুচিজীবিতেশকলানিধিকমলেশপবনধনদেনম্।
যং বেধা ব্যধিত সমাহারং কিল লোকপালানাম্ ॥১৬॥

অন্বয়—(ক-খ) বেধাঃ জিষ্ণু-শুচি-জীবিতেশ-কলানিধি-কমলেশ-পবন-ধনদ-ইনম্ যং লোকপালানাং সমাহারং কিল ব্যধিত।

শব্দার্থ—জিষ্ণু—(১-২) ইন্দ্র, (৩) জয়শীল। শুচি—(১-২) অগ্নি, (৩) শুদ্ধ। জীবিতেশ—(১-২) যম, (৩) প্রাণিনাথ বা জীবনরক্ষক। কলানিধি—(১-২) চন্দ্র, (৩) চতুঃষষ্টি চারুকলার আধার। কমলেশ—(১-২) জলপতি বরুণ, (৩) লক্ষ্মী বা সম্পদের প্রভু। পবন—(১-২) বায়ু, (৩) লোকপবিত্রকারী। ধনদ—(১-২) কুবের, (৩) ধনদাতা। ইন—(১-২) সূর্য্য, (৩) প্রভু।

অনুবাদ—(ক-খ) এই রাজাকে (রামকে ও রামপালকে) সৃষ্টিকর্ত্তা সম্ভবতঃ ইন্দ্র, অগ্নি, যম, চন্দ্র, বরুণ, পবন, কুবের ও সূর্য্য—এই অষ্ট লোকপালের সমাহাররূপে বা একত্র সংগ্রহরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

দ্রষ্টব্য :—জিষ্ণু প্রভৃতি শব্দের অর্থান্তর গ্রহণ করিলে, অন্য একটি ব্যাখ্যাও হইতে পারে, যথা—এই উভয় রাজাই জয়শীল, শুদ্ধ, প্রাণিরক্ষণকারী, চারুকলাবিৎ, লক্ষ্মীযুক্ত বা সম্পদধিকারী, লোকপবিত্রকারী, ধনদায়ী ও প্রভাববিশিষ্ট ছিলেন।]

বদনগতভারতীকঃ কমলাসনতাং দধৎ প্রজানাথঃ।
বিধিরিব ধাতা জগতো যঃ শ্রীপতিনাভিসম্ভূতঃ ॥১৭॥

অন্বয়—(ক-খ) বদনগত-ভারতীকঃ, কমলাসনতাং দধৎ, প্রজানাথঃ, জগতঃ ধাতা, যঃ বিধিঃ ইব শ্রীপতিনাভি-সম্ভূতঃ (আসীদিতি শেষঃ)।

শব্দার্থ—শ্রীপতি—(১-২) রাজা, (৩) পুরুষোত্তম বিষ্ণু। নাভি—(১-২) ক্ষত্রিয়, (৩) প্রাণ্যঙ্গবিশেষ।

অনুবাদ—(ক-খ) যিনি (রাম ও রামপাল) বিধি বা ব্রহ্মার ন্যায় ভারতী বা সরস্বতীকে স্ববদনে ধারণ করিতেন; যিনি নিজের মধ্যে কমলা বা লক্ষ্মীর আসন বা আশ্রয় স্থাপন করিয়াছিলেন; যিনি প্রজাবর্গের পালনকারী প্রভু হইয়া জগৎ ধারণ করিতেন; যিনি রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় হইতে সম্ভূত ছিলেন।

[দ্রষ্টব্য :—বিধি বা ব্রহ্মার পক্ষে বিশেষণগুলির এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে, যথা—যিনি ভারতী বা সরস্বতীকে নিজ কণ্ঠে রক্ষা করিতেন, যিনি

কমল বা পদ্মকে আসনরূপে ব্যবহার করিতেন, যিনি প্রজা বা লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন, এবং যিনি বিষ্ণুর নাভি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন।]

যঃ শঙ্করো গিরীশঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমঙ্গলাধারঃ।
হর ইব মারহরোঽধাদ্ বৃষচারী রাজশেখরতাম্॥ ১৮॥

অন্বয়—যঃ হরঃ ইব শং-করঃ গির্+ঈশঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমঙ্গলাধারঃ মারহরঃ বৃষচারী (চ সন্) রাজ-শেখরতাং অধাৎ।

শব্দার্থ—শঙ্কর—(১-২) ক্ষেমবিধায়ী, (৩) মহাদেবের নাম। গিরীশ—(১-২) বাচস্পতি, (৩) মহাদেবের নাম। সর্ব্বজ্ঞ—(১–২) সর্ব্ববিৎ, (৩) মহাদেবের নাম। সর্ব্বমঙ্গলাধার—(১-২) সকল কল্যাণের নিধান, (৩) সর্ব্বমঙ্গলা বা গৌরীর ধারণকারী। মারহর—(১-২) আঘাতহরণকারী বা বিঘ্ননাশক, (৩) মদনবিধ্বংসী শিব। বৃষচারী—(১-২) ধর্ম্মানুসারে আচরণকারী, (৩) বৃষভবাহন শিব। রাজশেখর—(১-২) রাজগণের শিরোভূষণতুল্য, (৩) চন্দ্রশেখর (শিব)।

অনুবাদ—(ক-খ) যিনি (রাম ও রামপাল) হরের ন্যায়, 'শঙ্কর' বা মঙ্গলকারী, 'গিরীশ' বা বাগীশ্বর, 'সর্ব্বজ্ঞ' বা সর্ব্ববিৎ, 'সর্ব্বমঙ্গলাধার' বা সর্ব্বকল্যাণের নিধান, 'মারহর' বা (দৈব বা প্রতিপক্ষদ্বারা কৃত প্রজাজনের) আঘাত বা বিঘ্ননাশক, ও 'বৃষচারী' বা ধর্ম্মানুসারে আচরণকারী থাকিয়া, 'রাজশেখরতা' বা রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন।

[দ্রষ্টব্য :—শিবের—শঙ্কর, গিরীশ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বমঙ্গলাধার বা উমাপতি, মারহর বা স্মরহর, বৃষচর বা বৃষধ্বজ ও রাজশেখর বা চন্দ্রশেখর নাম প্রসিদ্ধ ও আভিধানিক বলিয়া পরিজ্ঞাত।]

কিং বহু হরিরবতীর্ণঃ স যশোদানন্দয়োরুচিত্রম্।
প্রৌঢ়ারিবারিজগদানন্দকমুচ্চদ্বিরাজি ধামাস্য॥ ১৯॥

অন্বয়—(ক-খ) কিং বহু, যৎ অস্য যশঃ দানং দয়া উরু-চিত্রং (আসীৎ),

(তথা) ধাম প্রৌঢ়-অরি-বারি জগৎ-আনন্দকং উত্তৎ বিরাজি (আসীৎ)—(অতঃ) স অবতীর্ণঃ হরিঃ (এব)।

[হরিপক্ষে পদচ্ছেদ এইরূপ :- প্রৌঢ়-অরি-বারিজ-গদা-নন্দকং উত্তৎ-বি রাজি (অতঃ) যশোদা-নন্দয়োঃ রুচিত্রং ধাম (আসীৎ)]

শব্দার্থ—ধাম—(১-২) তেজঃ, (৩) দেহ। অরি—(১-২) শত্রু, (৩) অর-যুক্ত দ্রব্য অর্থাৎ চক্র। বি—(৩) পক্ষী। বারিজ—(৩) শঙ্খ। নন্দক—(৩) হরির অসির নাম। প্রৌঢ়—(১-২) অঙ্গসংবৃদ্ধ, (৩) প্রকৃষ্টভাবে ধৃত। রুচিত্র—(৩) অভিলষিত বস্তুর সম্পাদক।

অনুবাদ—(ক-খ) অধিক বলা বাহুল্য—যেহেতু, এই ব্যক্তির (রাম ও রামপালের) কীর্ত্তি, দান ও দয়া মহৎ ও অদ্ভুত ছিল এবং তাঁহার তেজঃ বা প্রভাব সুসমৃদ্ধ শত্রুদিগকেও নিবারিত করিতে সমর্থ হইত ও ইহা জগতের আনন্দবিধানকারী হইয়া উদ্যোতিত ও শোভমান ছিল—অতএব, তিনি যেন হরিরই অবতার ছিলেন।

[দ্রষ্টব্য :—হরির পক্ষে 'ধাম' শব্দের বিশেষণগুলির এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে,যথা—হরির দেহে চক্র, শঙ্খ, গদা ও নন্দক অসি ধৃত ছিল, ইহা উর্দ্ধগামী (গরুড়) পক্ষীতে আরূঢ় ছিল এবং ইহা যশোদা ও নন্দের অভিলষিত বিষয় সম্পাদন করিয়া দিত।]

অস্ত্রী সমুৎকটভুজো ভীত্যাতুরগাধিভূপচরিতশ্চ।
অবহৎ পরংতপোবনমবনে রুচিমান্ স লক্ষ্মণোপেতঃ ॥২০॥

অন্বয় (ক) কটভুজঃ ভীতি-আতুর-গাধিভূ-উপচরিতঃ অস্ত্রী, স-মুৎ লক্ষ্মণ-উপেতঃ চ সঃ অবনে রুচিমান্ (সন্) পরং তপোবনং অবহৎ।

(খ) সমুৎকট-ভুজঃ, লক্ষ্মণ-উপেতঃ (অতএব) রুচিমান্ পরন্তপঃ সঃ ভীত্যা তুরগাধিভূ-উপচরিতঃ, অবনেঃ অবনং অবহৎ।

শব্দার্থ—কট—(১) শব। গাধিভূ—(১) গাধিসুত (কৌশিক) বিশ্বামিত্র।

মুৎ—(১) হর্ষ। লক্ষ্মণ—(১) তন্নামা রামভ্রাতা, (২) শুভ চিহ্ন। পর—(১) দূরবর্ত্তী, (২) শত্রু। উপচরিত—(১) উপগত, (২) সংকৃত। রুচি—(১) অভিলাষ, (২) দীপ্তি।

অনুবাদ—(ক) শবভক্ষক রাক্ষসের ভয়ে ব্যস্ত গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র দ্বারা উপগত হইয়া, সেই রামচন্দ্র অস্ত্রধারী হইয়া, লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া, সহর্ষে (মুনির) রক্ষাকার্য্যে অভিলাষী হইয়া, দূরবর্ত্তী তপোবনের দিকে অগ্রসর হইলেন।

(খ)—শত্রু-তাপন, ভীষণভুজধারী; (কনকদণ্ডাদি) শুভচিহ্নবিশিষ্ট, দীপ্তিমান্ সেই (রাজা রামপাল) অশ্বপতি রাজা দ্বারা সম্পূজিত বা অনুনীত হইয়া ভূমির (বা রাজ্যের) রক্ষণ-কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

রঞ্জিতবিশ্বামিত্রান্ মহৌজসোস্য বিদিতাস্ত্রবিদ্যস্য।
জগদভিরক্ষাদক্ষা শক্তিঃ শরদীর্ণতাড়কস্যাভূৎ ॥২১॥

অন্বয় (ক) রঞ্জিত-বিশ্বামিত্রাৎ বিদিত-অস্ত্র-বিদ্যস্য (অতএব) মহৌজসঃ, শরদীর্ণতাড়কস্য অস্য জগৎ-অভিরক্ষা-দক্ষা শক্তিঃ অভূৎ।

(খ) মিত্রাৎ মহৌজসঃ, বিদিত-অস্ত্রবিদ্যস্য শরদীর্ণ-তাড়কস্য অস্য জগৎ-অভিরক্ষা-দক্ষা রঞ্জিত-বিশ্বা শক্তিঃ অভূৎ।

শব্দার্থ—মিত্র—(২) সূর্য্য। তাড়ক—(২) তালবৃক্ষ। তাড়কা—তন্নাম্নী রাক্ষসী।

অনুবাদ (ক) যিনি (রামচন্দ্র) বিশ্বামিত্রকে সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে নানারূপ অস্ত্র ও (বলা ও অতিবলা নামে পরিচিত) বিদ্যা লাভ করিয়া মহাপরাক্রমশালী হইয়াছিলেন এবং তাড়কা রাক্ষসীকে শরদ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই (রামচন্দ্রের) জগতের রক্ষাকার্য্যে সমর্থা শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল।

(ক) সূর্য্য হইতেও অধিকতর তেজস্বী, অস্ত্রবিদ্যাবিৎ, বাণদ্বারা তালবৃক্ষ-বিদারণকারী সেই রাজা রামপালের এমন শক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, যদ্দ্বারা তিনি সমস্ত বিশ্বকে অনুরক্ত রাখিতে পারিতেন এবং যাহা জগতের রক্ষাকার্য্য-বিষয়ে সমর্থ ছিল।

লোকান্তরপ্রণয়িনো দুর্ন্নয়ভাজোগ্রজন্মনো ব্যসনাৎ।
পতিতান্ধকারবত্যনুভাবাদুদহারি গোতমী তেন ॥২২॥

অন্বয়—(ক)—লোকান্তর-প্রণয়িনঃ দুর্ন্নয়ভাজঃ অগ্রজন্মনঃ ব্যসনাৎ পতিতা অন্ধকারবতী গোতমী তেন অনুভাবাৎ উদহারি।

(খ)—·······পতিতা অন্ধকারবতী গো-তমী·········উদহারি।

শব্দার্থ—প্রণয়ী—(১) অনুরাগযুক্ত, (২) সুখে প্রস্থিত। গো—(২) পৃথিবী। তমী—(২) রাত্রি।

অনুবাদ—(ক) (হরিরূপী) সেই রামচন্দ্র স্বর্গানুরক্ত দুশ্চরিত্র-ভজনকারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (ইন্দ্রের) (কামজ) দোষে (স্বামিশাপে) অন্ধকার-প্রবিষ্টা গোতমীকে (অহল্যাকে) নিজ প্রভাবদ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন।

(খ) পরলোক-প্রস্থিত দুর্নীতি-পরায়ণ জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা (মহীপালের) যুদ্ধব্যসন জন্য আপতিত অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর রাত্রি সেই রাজা (রামপাল) তিরোহিত করিয়াছিলেন।

[দ্রষ্টব্য :—প্রাচীন টীকাকার শ্লোকের উত্তরার্দ্ধের একটি পাঠান্তর এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—"অস্তমপি গোতমো দারমহস্তদনেন পুনরূহে"। এই পাঠ অবলম্বিত হইলে উভয় পক্ষে এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে :—(১) সেই রামচন্দ্রদ্বারা (অহল্যাপতি) গোতম মুনি, সেই পূর্ব্বসিদ্ধ স্ত্রীভোগোৎসব ইন্দ্রের ব্যসনে লুপ্ত হইলেও, পুনরায় প্রাপিত হইয়াছিলেন ;—(২) পৃথিবীর অন্ধকার-দূরীকরণসমর্থ, (মহীপালের) ব্যসনে অস্তগত, রাজপ্রভাব (বা দিবস) সেই রামপাল পুনরায় উদ্ধার করিয়াছিলেন।]

পরিকলিতকুশিকনন্দনসদাশ্রমসমৃদ্ধসম্মদো রামঃ।
কৃততাড়কোদ্ভববিধূননশ্চ বর্দ্ধিতসুবাহুধামা চ ॥২৩॥

অন্বয়—(ক) পরিকলিত-কুশিকনন্দন-সৎ-আশ্রম-সমৃদ্ধ-সম্মদঃ রামঃ কৃত-তাড়কোদ্ভব-বিধূননঃ চ, বর্দ্ধিত-সুবাহু-ধামা চ (অভূদিতি শেষঃ)।

(খ)—পরিকলিতকুশিক-নন্দন-সদা-শ্রম-সমৃদ্ধ-সম্মদঃ রামঃ কৃত-তাড়ক-উদ্ভব-বিধূননঃ চ, বর্দ্ধিত-সু-বাহু-ধামা চ (অভূদিতি শেষঃ)।

শব্দার্থ—পরিকলিত—(১) পরিদৃষ্ট, (২) অভ্যস্ত। তাড়কোদ্ভব—(১) তাড়কানন্দন মারীচ, (২) আঘাতকারীদিগের উৎপত্তি। বর্দ্ধিত—(১) ছেদিত, (২) বৃদ্ধি-প্রাপ্ত। ধাম—(১) দেহ, (২) তেজঃ। কৃত—(২) উপকারের কার্য্য, সুকৃত।

অনুবাদ—(ক) রামচন্দ্র কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের পূজ্যমান আশ্রম দর্শন করিয়া নিজের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন; এবং তিনি তাড়কাসুত মারীচের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন; এবং তিনি সুবাহু-নামক রাক্ষসের দেহ ছিন্ন করিয়াছিলেন।

(খ) রামপাল (খড়্গাদি) লোহবিকারময় অস্ত্রের অভ্যাসকারী (রাজ্যপাল প্রভৃতি) নিজ পুত্রদিগের (অস্ত্রাভ্যাসজনিত) শ্রমদ্বারা সর্ব্বদা আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন; এবং তিনি উপকার-বিধ্বংসী জনদিগের উৎপত্তি-বিনাশক ছিলেন, এবং নিজের শোভমান বাহুদ্বয়ের তেজে বা প্রভাবে সমৃদ্ধও ছিলেন।

পৃথুরক্ষোনীকং ধর্ম্মবিপ্লবং বিপ্রহর্ষকোঽস্তৎ সঃ।
স তু সৎকৃতাধ্বরোহিতজগদ্দধদ্বলয়িতজ্যকোদণ্ডম্ ॥২৪॥

অন্বয়—(ক) সঃ বিপ্র-হর্ষকঃ (সন্) ধর্ম্মবিপ্লবং পৃথু রক্ষোনীকং অস্তৎ। স তু বলয়িতজ্য-কোদণ্ডং দধৎ সৎকৃতাধ্বরঃ হিত-জগৎ (আসীদিতি শেষঃ)।

(খ) সঃ বি-প্রহর্ষকঃ পৃথু-রক্ষঃ সন্ অন্-ঊকং ধর্ম্ম-বিপ্লবং অস্তৎ। স তু দণ্ডং দধৎ বলয়িত-জ্যকঃ (সন্) সৎ-কৃত-অধ্ব-রোহিত-জগৎ (বভূবেতি শেষঃ)।

শব্দার্থ—শ্রী—(২) লক্ষ্মী। জ্যা—(২) ধনুর্গুণ, (২) পৃথিবী।

অনুবাদ—(ক) বিপ্রগণের বা ঋত্বিগ্‌বর্গের হর্ষ উৎপাদন করিয়া সেই (রামচন্দ্র) ধর্ম্মাচরণে বিপ্লবকারী বিপুল রাক্ষস-সৈন্যকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি, কিন্তু, বলয়িত-গুণবিশিষ্ট ধনুঃ ধারণ-পূর্ব্বক যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিয়া জগৎ ভরণ করিয়াছিলেন।

(খ) তিনি (রামপাল) উৎকট হর্ষ পরিত্যাগ করিয়া, মহৎ রক্ষাব্রত অবলম্বন করিয়া, অলক্ষ্মীক বা অশুভ ধর্ম্ম-বিপ্লব অপনীত করিয়াছিলেন। তিনি, কিন্তু, রাজদণ্ডধারী হইয়া সমস্ত মেদিনী-পর্য্যটনপূর্ব্বক জগৎকে সজ্জন-বিহিত পথে আরোহিত বা উত্থাপিত করিয়াছিলেন।

ইতি তেন কৌশিকীয়া ক্রিয়া ব্যধায়ি দধতী বুধানমৃতৈঃ।
প্রৈষ্যসুমিত্রাপত্যা ক্ষিপ্তবিপক্ষেষ্টভূমিরক্ষেণ ॥২৫॥

অন্বয়—(ক) ইতি তেন প্রৈষ্য-সুমিত্রা-অপত্যা, ইষ্টভূমি-রক্ষেণ (সতা) ক্ষিপ্ত-বিপক্ষা কৌশিকীয়া ক্রিয়া অমৃতৈঃ বুধান্ দধতী (সতী) ব্যধায়ি।

(খ) ইতি পত্যা তেন ইষ্ট-ভূমি-রক্ষেণ প্রৈষ্য-সুমিত্রা ক্ষিপ্ত-বিপক্ষা অমৃতৈঃ বুধান্ দধতী কৌশিকীয়া ক্রিয়া ব্যধায়ি।

শব্দার্থ—ইষ্ট—(১) যজ্ঞ বা ক্রতুকর্ম্ম, (২) মিত্রাদি প্রিয়জন। প্রৈষ্য—(১) পরিচারক, (২) বিশেষভাবে অপেক্ষিত, প্রকৃষ্টভাবে এষণীয় বা বাঞ্ছনীয়। কৌশিকীয়া—(১) বিশ্বামিত্রসম্বন্ধিনী, (২) ইন্দ্রবিষয়া। অমৃত—(১) যজ্ঞশেষ, (২) অযাচিত দান। বুধ—(১) দেব, (২) পণ্ডিত।

অনুবাদ—(ক) এইভাবে রামচন্দ্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে পরিচারক লইয়া, বিশ্বামিত্রের যজ্ঞভূমির রক্ষক হইয়া, কৌশিক বা বিশ্বামিত্র ঋষির যজ্ঞক্রিয়া বিপক্ষভূত রাক্ষসগণের বিক্ষেপ-সহকারে নির্বর্ত্তিত বা সম্পাদিত করিলেন।

(খ) এইভাবে রাজা রামপাল প্রিয় (মিত্রগণের) ভূমিরক্ষক হইয়া, বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয় শোভন মিত্ররাজগণকে সঙ্গে লইয়া এবং শক্রসমরপতিগণকে বিদূরিত করিয়া, অযাচিত দানদ্বারা পণ্ডিতগণকে সংবর্দ্ধিত করিয়া, ইন্দ্র-করণীয় ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

[দ্রষ্টব্য :—ইন্দ্রপক্ষেও—'রামপালে' ও 'ক্রিয়াতে' প্রযুক্ত বিশেষণগুলি প্রযোজ্য হইতে পারে।]

ভীমজ্যাভৃজ্জীবাকর্ষণকণ্ডূয়মানভুজকাণ্ডঃ।
কৌশিকসেনোঽয়ং জনপদান্ বিদেহানবাপ্য মুদমূহে ॥২৬॥

অন্বয়—(ক) ভীম-জ্যাভৃৎ-জীবা-আকর্ষণ-কণ্ডূয়মান-ভুজকাণ্ডঃ কৌশিক-সেনঃ (স-ইনঃ) অয়ং বিদেহান্ জনপদান্ অবাপ্য মুদং উহে।

(খ) ভীম-জ্যাভৃৎ-জীব-আকর্ষণ-কণ্ডূয়মান-ভুজকাণ্ডঃ কৌশিক-সেনঃ অয়ং বিদা ঈহান্ জনপদান্ অবাপ্য মুদং উহে।

শব্দার্থ—ভীম—(১) হর। জ্যা—(১) মৌর্ব্বী বা ধনুর্গুণ, (২) পৃথিবী। জীবা—(১) ধনুর্গুণ। জীব—(২) জীবন। কৌশিক—(১) বিশ্বামিত্র, (২) কুশীসম্বন্ধীয় বা লোহময় অস্ত্রাদিযুক্ত। ইন্দ্রের একনামও কৌশিক। ঈহ—(২) চেষ্টমান (জন)। সেন—(স+ইন) সপ্রভু।

অনুবাদ—(ক) যাঁহার বিশাল ভুজ হরের ধনুর গুণ আকর্ষণের জন্য কণ্ডূয়মান হইতেছিল, সেই রাম কৌশিক বা বিশ্বামিত্র মুনিকে সঙ্গে লইয়া (তৎ-সনাথ হইয়া) বিদেহ জনপদে উপস্থিত হইয়া সুখানুভব করিতেছিলেন।

(খ) যাঁহার বিশাল ভুজ ভীম-নামক (কৈবর্ত্ত) রাজার জীবন আকর্ষণার্থ কণ্ডূয়মান হইতেছিল, সেই রামপাল ইন্দ্রের সেনার ন্যায় বিপুল সেনা সঙ্গে লইয়া জ্ঞানসহকারে কার্য্যকারী জনপদসমূহ (অর্থাৎ জনপদবাসীদিগকে) পাইয়া আনন্দ বোধ করিতেছিলেন।

অপি চাপদণ্ডমরমপ্রতিমদ্রবিণোঽবধূতনিখিলনৃপম্।
স ভবস্যাবিতজনকঃ করপল্লবলীলয়ালাবীৎ ॥২৭॥

অন্বয়—(ক) অপি (চ) অপ্রতিম-দ্রবিণঃ অবিত-জনকঃ সঃ ভবস্য চাপদণ্ডং অবধূত-নিখিল-নৃপং (যথা তথা) কর-পল্লব-লীলয়া অরং অলাবীৎ।

(খ) অপি (চ) অপ্রতিম-দ্রবিণঃ অবিত-জনকঃ সঃ ভবস্য আপদং ডমরং অবধূত-নিখিল-নৃপং (যথা তথা) কর-পল্লব-লীলয়া অলাবীৎ।

শব্দার্থ—দ্রবিণ—(১) বল, (২) ধন। অবিত—(১) প্রীণিত, (২) রক্ষিত। ভব—(১) হর, (২) সংসার। অর—(১) শীঘ্র। ডমর—(২) বিপ্লব।

অনুবাদ—(ক) কিঞ্চ, অতুলপরাক্রম সেই রাম, জনকরাজার প্রীতি উৎপাদন-সহকারে নিখিল নৃপতিসংঘকে লজ্জিত বা পরাভূত করিয়া করপল্লবের লীলা বা খেলাদ্বারা তৎক্ষণাৎ হরের প্রকাণ্ড ধনুঃ ভগ্ন করিলেন।

(খ) কিঞ্চ, অতুল ধনের অধিকারী সেই রামপাল, সকল প্রজা-জনকে রক্ষা করিয়া, সংসারের আপদ্রূপ বিপ্লব করপল্লবের (আয়ুধধারণ) লীলাদ্বারা খণ্ডিত বা বিদূরিত করিলেন এবং ইহা দ্বারা নিখিল নৃপতিরা পরাভূতও হইলেন। [বিপ্লবের সময়ে করপল্লবদ্বারা অজস্র ধনপ্রদান করিয়াও তিনি প্রজাজনকে সন্তোষিত করিয়াছিলেন—এইরূপ ব্যাখ্যাও হইতে পারে।]

অনুজঃ সুরপালস্য ক্ষমময়মুদবহজ্ জানকীং লক্ষ্মীম্।
সমহাস্তৎসূনূনাঞ্চ তৎস্বসারোঽভবঁল্ললিতজন্যঃ ॥২৮॥

অন্বয়—(ক) সুরপালস্য অনুজঃ অয়ং জানকীং লক্ষ্মীং উদবহৎ (ইতি) ক্ষমং (এতৎ) তৎ-স্বসারঃ তৎ-সূনূনাং সমহাঃ ললিত-জন্যঃ অভবন্ চ

(খ) সুরপালস্য অনুজঃ অয়ং জানকীং লক্ষ্মীং উদবহৎ (ইতি) ক্ষমং (এতৎ)। তৎ-সূনূনাং চ তৎ-স্ব-সারঃ সমহাঃ ললিতজন্যঃ অভবৎ।

শব্দার্থ—সুরপাল—(১) দেবরাজ ইন্দ্র, (২) তন্নামা রামপালের অগ্রজ ভ্রাতা। জানকী—(১) জনকনন্দিনী সীতাদেবী, (২) জনক বা পিতৃ-সম্বন্ধীয়। সূনু—(১) অনুজভ্রাতা, (২) পুত্র। মহ—(১) উৎসব। মহস্—(২) তেজঃ। জনী—(১) বধূ। জন্য—(২) যুদ্ধ। ললিত—(১) চারু, (২) ঈপ্সিত।

অনুবাদ—(ক) দেবরাজ ইন্দ্রের অনুজ (উপেন্দ্র বা বিষ্ণুর অবতার) এই (রামচন্দ্র) উপযুক্তভাবেই লক্ষ্মীরূপিণী জনকনন্দিনী সীতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই (সীতার) অন্যান্য ভগিনীরাও তাঁহার (রামের) অন্যান্য অনুজ ভ্রাতাদিগের বিবাহোৎসব-যুক্ত হইয়া চারু বা প্রিয় বধূ হইয়াছিলেন।

(খ) সুরপালের অনুজ ভ্রাতা (রামপাল) যথাশক্তি পৈত্রিক রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার (রামপালের) নিজের সামর্থ্য তাঁহার (রামপালের) পুত্রগণেও সংক্রান্ত হইয়া তেজোবহুল হইয়া যুদ্ধই যেন (সর্ব্বদা) অভিলাষ করিত।

হত্বা রাজপ্রবরং ভূয়ো ভূমণ্ডলং গৃহীতবতঃ।
স নিরাস্থদস্ত্রকলয়া সহস্রদোর্ব্বিদ্বিষঃ স্বাস্থ্যম্ ॥২৯॥

অন্বয়—(ক) সঃ রাজপ্রবরং হত্বা ভূমণ্ডলং ভূয়ঃ গৃহীতবতঃ সহস্রদোর্-বিদ্বিষঃ স্বাস্থ্যং অস্ত্রকলয়া নিরাস্থৎ।

(খ) সঃ অস্ত্র-কলয়া সহস্রদোঃ (সন্) রাজপ্রবরং হত্বা ভূয়ঃ ভূমণ্ডলং গৃহীতবতঃ দ্বিষঃ স্বাস্থ্যং নিরাস্থৎ।

শব্দার্থ—রাজন্—(১) ক্ষত্রিয়, (২) নৃপতি। ভূয়ঃ—(১) পুনঃ পুনঃ, (২) প্রচুর। স্বাস্থ্য—(১) স্বর্গস্থিতি, (২) সৌষ্ঠব।

অনুবাদ—(ক) সেই (রাঘব) ক্ষত্রিয়-সন্তানদিগকে হত করিয়া পুনঃ পুনঃ (একবিংশতিবার) ভূমণ্ডল অধিকারে আনয়নকারী সহস্রবাহু (কার্ত্তবীর্য্যের) শত্রু, পরশুরামের স্বর্গস্থিতি অস্ত্রকলা-কৌশলে নাশ করিয়াছিলেন।

(খ) সেই (রামপাল) অস্ত্রকলার ব্যবহারে সহস্র-বাহু-বিশিষ্টের ায় হইয়া, নৃপতি-শ্রেষ্ঠ (মহীপালকে) হত্যা করিয়া প্রচুর ভূমণ্ডলের অধিকারী াক্র (কৈবর্ত্ত রাজার) নিরাময়তা নষ্ট করিয়াছিলেন।

[দ্রষ্টব্য :—সম্ভবতঃ এই কৈবর্ত্তরাজ ছিলেন দিব্য বা দিব্বোক।]

দুর্জ্জননীকারপরোপ্যনুপালিতসজ্জনীকৃতশ্রীকঃ।
শূরতমসূনুসহিতোসাববহদ্দণ্ডকারণ্যম্ ॥৩০॥

অন্বয়—(ক) অসৌ দুর্জননী-কার-পরঃ অনুপালিত-সৎ-জনী-কৃত-শ্রীকঃ শূরতম-সূনু সহিতঃ (সন্) দণ্ডকারণ্যং অবহৎ।

(খ) অসৌ দুর্জ্জন-নীকার-পরঃ অনুপালিত-সজ্জনীকৃত-শ্রীকঃ শূরতম-সূনু-সহিতঃ (সন্) দণ্ড-কারণ্যং অবহৎ।

শব্দার্থ—কার—(১) নিয়ম বা সঙ্কল্প। জনী—(১) জায়া। শ্রী—(১) শোভা, (২) লক্ষ্মী। সূনু—(১) অনুজ ভ্রাতা, (২) পুত্র। কারণ্য—(২) করণতা, উপায়। নীকার—(২) অপকার, পরিভব।

অনুবাদ—(ক) তিনি (রাঘব) দুষ্টা বা নিন্দিতা জননী (কৈকেয়ীর) াঙ্কল্প (ভরতের রাজ্যাভিষেকাদি) সিদ্ধ করিতে তৎপর হইয়া, নিজের প্রতীক্ষা-কারিণী সাধ্বী জায়া (সীতার) সাহিত্যলাভে শোভমান হইয়া, শূরতম অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে) সঙ্গে নিয়া, দণ্ডকারণ্যের দিকে চলিলেন।

(খ) তিনি (রামপাল), দুর্জ্জনদিগের ভৎ'সনে বা পরিভবে তৎপর হইয়া (অথবা, দুর্জ্জনদিগের অপকারের শাতয়িতা হইয়া), নিজের লক্ষ্মী বা ম্পৎ সজ্জনদিগের উদ্দেশ্যে ব্যয় করিয়া, নিজের বীর পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া উপায়চতুষ্টয়ের মধ্যে) দণ্ডকে বা সেনাদ্বারা পরাক্রমপ্রদর্শনকে প্রকৃষ্ট করণ বা সাধক বলিয়া স্থির করিলেন।

প্রথমমুপরতে পিতরি মহীপালে ভ্রাতরি ক্ষমাভারম্।
বিভ্রত্যনীতিকারং ভরতে রামাধিকারিতাং দধতি ॥৩১॥

অন্বয়—(ক) প্রথমং মহীপালে পিতরি উপরতে (সতি), অন্-ঈতিকারং ক্ষমা-ভারং বিভ্রতি ভ্রাতরি ভরতে (চ) রাম-অধিকারিতাং দধতি (সতি)—[দশকেন সীতা অহারি-(৩৮ শ্লোক)।]

(খ) প্রথমং পিতরি উপরতে (সতি), অনীতিক-আরম্ভ-রতে ভ্রাতরি মহীপালে ক্ষমা-ভারং বিভ্রতি রাম-অধিকারিতাং দধতি (চ সতি), [দিব্যাহ্বয়েন জনকভূঃ অহারি—(৩৮ শ্লোক)।]

শব্দার্থ—মহীপাল—(১) পৃথ্বীপতি, (২) তন্নামা রামপাল-ভ্রাতা ঈতি—(১) ডিম্ব বা বিপ্লব। ক্ষমা—(১-২) পৃথ্বী। আধি—(২) মনোব্যথা।

অনুবাদ—(ক) প্রথমতঃ (রামের) পিতা রাজা (দশরথ) মৃত হইলে, এবং (তাঁহার) ভ্রাতা ভরত বিপ্লববিধায়ি-শূন্য পৃথিবীপালনভার গ্রহণ করিয়া রামচন্দ্রের অধিকার ব্রত অর্থাৎ রাজ্যশাসনকার্য্য ধারণ করিলে ;—

(খ) পূর্ব্বে (রামপালের) পিতা (বিগ্রহপাল) মৃত হইলে, এবং তদীয় ভ্রাতা (দ্বিতীয়) মহীপাল নীতিবিরুদ্ধকার্য্যে রত হইয়া পৃথিবী-শাসনভার গ্রহণ করিয়া রামের (নিগড়বদ্ধ রামপালের) মানসিক ব্যথা বা দুঃখ উৎপাদন করিলে ;—

রামে তু চিত্রকূটং বিকটোপলপটলকুট্টিমকঠোরম্।
ভূমীভৃতমাপতিতে তপস্বিনি মহাশয়ে সহনে ॥৩২॥

অন্বয়—(ক) তপস্বিনি মহাশয়ে সহনে রামে তু বিকট-উপল-পটল-কুট্টিম-কঠোরং ভূমীভৃতং চিত্রকূটং আপতিতে (সতি)—

(খ) মহাশয়ে সহনে তপস্বিনি রামে তু....চিত্রকূটং ভূমীভৃতং আপতিতে (সতি)—

শব্দার্থ—তপস্বী—(১) তপস্যাব্রতধারী (অর্থাৎ বানপ্রস্থব্রতধারী),

(২) অনুকম্পার্হ। ভূমী(মি)ভৃৎ—(১) পর্ব্বত, (২) রাজা। কূট—(১) শৈল-শৃঙ্গ, (২) মায়া।

অনুবাদ—(ক) কিন্তু, বানপ্রস্থব্রতধারী হইয়া মহাশয় সহনশীল রামচন্দ্র, বিষম প্রস্তরপটলের কুট্টিমধারণে কঠিন চিত্রকূট পর্ব্বতে (শীঘ্র) উপস্থিত হইলে ;—

(খ) কিন্তু, মহাশয় সহনশীল অনুকম্পার পাত্র রামপাল, বিষমপ্রস্তর-সমূহের কুট্টিমের ন্যায় কঠিন (-চিত্ত), বিচিত্র-মায়াকারী রাজা মহীপালের নিকট (দ্রুত) উপস্থিত হইলে ;—

অপরভ্রাত্রাধিবসতি কষ্টাগারং মহাবনং ঘোরম্।
হতবিধিবশেনবায়সকুশীলতাভেদ্যকুচজানৌ ॥৩৩॥

অন্বয়—(ক) হত-বিধিবশেন বায়স-কুশীলতা-ভেদ্য-কুচ-জানৌ (তস্মিন্) অপর-ভ্রাত্রা (সহ) কষ্টাগারং ঘোরং মহাবনং অধিবসতি (সতি)—

(খ) হত-বিধিবশো নব-আয়স-কুশী-লতা-ভেদি-অকুচ-জানৌ (তস্মিন্) অপর-ভ্রাত্রা সহ মহা-অবনং ঘোরং কষ্টাগারং অধিবসতি (সতি)—

শব্দার্থ—কষ্টাগার—(১) দুঃখের আবাসস্থান, অথবা, যাহাতে আগার-রচনা কষ্টকর, (২) কারাগৃহ। মহাবন—(১) বিশাল অরণ্য, (২) যাহাতে অবন বা রক্ষণের ব্যবস্থা বিপুল রহিয়াছে। বায়স—(১) কাক। জানি—(১) বহুব্রীহিসমাসে 'জায়া' শব্দে সমাসান্ত 'নিঙ্'-এর আদেশ হয়, পরে সমাসবদ্ধ পদটি অন্তে 'জানি'-রূপ ধারণ করে। কুশী—(২) লোহবিকারময় নিগড় বা শৃঙ্খল। অকুচ—সংকোচ-বিহীন, অসংকুচিত।

অনুবাদ—(ক) দুর্দৈববশতঃ যাঁহার জায়ার (সীতাদেবীর) স্তন কাকের দুঃশীলতায় বিদীর্ণ হইয়াছিল, সেই (রাম) অপর ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দুঃখের আগারস্বরূপ (অথবা, যাহাতে আগার রচনা কষ্টকর তেমন) ঘোর মহারণ্যে বাস করিতে থাকিলে,—

(খ) দুর্দ্দৈবের বলে নূতম আয়স (লৌহময়) কুশী বা শৃঙ্খলযন্ত্র-লতাদ্বারা বিদীর্ণ হইলেও যাঁহার জানুদ্বয় (কাহার নিকট) সংকুচিত বা আনত হয় নাই, সেই (রামপাল) অপর ভ্রাতা (সুরপালের) সহিত বিপুল-রক্ষণবিশিষ্ট ভয়ানক কারাগৃহে বাস করিতে থাকিলে ;—

শিষ্টারিষ্টৈকদৃশি বিরাধকবন্ধাপদঞ্চ দধমানে।
দক্ষিণকাষ্ঠাশ্রিত গতপঞ্চবটীসন্নিবেশে চ ॥৩৪॥

অন্বয়—(ক) শিষ্ট-অরিষ্ট-এক-দৃশি বিরাধ-কবন্ধ-আপদং চ দধমানে, দক্ষিণ-কাষ্ঠা-শ্রিতি গত-পঞ্চবটী-সন্নিবেশে (সতি) চ (তস্মিন্)—

(খ) বিরাধক-বন্ধ-আপদং চ দধমানে, শিষ্ট-অরিষ্ট-একদৃশি দক্ষিণ-কাষ্ঠা-আশ্রিতি গত-পঞ্চবটী-সন্নিবেশে (সতি) চ (তস্মিন্)—

শব্দার্থ—শিষ্ট—(১) শেষীকৃত, কৃতাবশেষ, (২) অনুশিষ্ট, কথিত। অরিষ্ট—(১) কাক, (২) অশুভ। দক্ষিণ—(১) দক্ষিণ (দিক্), (২) সরল। কাষ্ঠা—(১) দিক্, (২) উৎকর্ষ। বটী—(১) বটবৃক্ষ, (২) কপর্দ্দক (বরাটক)।

অনুবাদ—(ক) সেই কাকের এক চক্ষু অবশিষ্ট রাখিয়া, (রামচন্দ্র) বিরাধ ও কবন্ধ নামক রাক্ষসদ্বয়ের বিপত্তি বা মরণ ঘটাইয়া, দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিয়া, পঞ্চবটী আশ্রমে উপস্থিত হইলে ;—

(খ) কষ্টদায়ক বন্ধন-বিপত্তির ভোগকারী সেই (রামপাল) অশুভ বিধানেই একমাত্র দৃষ্টি-রক্ষাকারীদিগের (অর্থাৎ রাজ্যের অশুভবিধায়ক জনদিগের) কথা পরিজ্ঞাত হইয়া, সরলপ্রকৃতি লোকদিগের উৎকর্ষ আশ্রয় করিয়া, পাঁচটি কপর্দ্দকের সমাবেশও হারাইলে ;—

বিভ্রান্তয়াস্তবতি বহুস্বপলাদিস্বসারং চ।
খরনিগ্রহং দধানে বিদধানে দূষণত্রিকোচ্ছেদম্ ॥৩৫॥

অন্বয়—(ক) বিগ্র-আস্যতয়া (লক্ষিতাং) বহুস্ব-পলাদি-স্বসারং অন্তর্বতি চ, খর-নিগ্রহং দধানে দূষণ-ত্রিক-উচ্ছেদং বিদধানে (সতি) (চ) (তস্মিন্)—

(খ) বি-গ্রাস্যতয়া স্ব-পলাদি-স্ব-সারং চ বহু অন্তর্বতি খর-নিগ্রহং দধানে, দূষণ-ত্রিক-উচ্ছেদং বিদধানে (সতি) (চ) (তস্মিন্)—

শব্দার্থ—বিগ্র—(১) বিগতনাসিক। আস্য—(১) বদন। গ্রাস্য—(২) ভক্ষ্য (বস্তু)। স্ব—(১) জ্ঞাতি; (২) নিজ। পলাদি—(১) মাংস-ভক্ষক (রাক্ষস), (২) মাংস প্রভৃতি। খর—(১) তন্নামা রাক্ষস, (২) প্রচণ্ড বা দুঃসহ। দূষণ—(১) তন্নামা রাক্ষস, (২) রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষ ; অথবা, কায়িক, বাচিক ও মানসিক দোষ। ত্রিক—(১) ত্রিশিরাঃ রাক্ষস (ক=মস্তক), (২) তিন বস্তুর বর্গ।

অনুবাদ—(ক) (রামচন্দ্র) বহু জ্ঞাতিজনবিশিষ্টা মাংসাশী রাক্ষস রাবণের ভগিনীকে (সূর্পণখাকে) নাসিকাচ্ছেদে বদনশোভার লোপ দ্বারা অবমানিত করিয়া এবং খরনামক রাক্ষসের বধবিধানপূর্ব্বক (অপর রাক্ষসদ্বয়) দূষণ ও ত্রিশিরার বিনাশ সাধন করিলে ;—

(খ) রামপাল (কারাগারে) খাদ্যাভাবে নিজের মাংসাদি ও নিজের সামর্থ্য অত্যন্ত ক্ষয় করিয়া, দুঃসহ নিগ্রহ বা অপকার সহ্য করিয়া, (রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ, অথবা কায়িক, বাচিক ও মানসিক) দোষত্রয়ের উচ্ছেদ করিলে ;—

বিজনস্থানব্যূহে ভূতনয়াত্রাণযুক্তদায়াদে।
বিদ্যুদ্‌বিলাসচঞ্চলমায়ামৃগতৃষ্ণয়ান্তরিতে ॥২৬॥

অন্বয়—বি-জনস্থান-ব্যূহে ভূতনয়া-ত্রাণ-যুক্ত-দায়াদে বিদ্যুদ্-বিলাস-চঞ্চল-মায়ামৃগ-তৃষ্ণা-অন্তরিতে (তস্মিন্ সতি)—

(খ) বিজন-স্থান-ব্যূহে (বি+উহ) ভূত-নয়-অত্রাণ-যুক্ত-দায়াদে বিদ্যুদ্-বিলাস-চঞ্চল-মায়াঃ মৃগতৃষ্ণয়া অন্তরিতে (তস্মিন্ সতি)—

শব্দার্থ—ব্যূহ—(১) সেনাবিন্যাস, (২) যাঁহার তর্ক বা বিবেচনা শক্তি বিগত। ভূতনয়া—(১) পৃথ্বী-পুত্রী (সীতা)। দায়াদ—(১-২) সপিণ্ড বান্ধব (ভ্রাতা প্রভৃতি); এখানে ইহা পুত্রার্থক নহে। মা—(২) লক্ষ্মী। মৃগতৃষ্ণা—(২) মরীচিকা অর্থাৎ মুগ্ধতা। তৃষ্ণা—(১) স্পৃহা ও লিপ্সা। ভূত—(২) সত্য।

অনুবাদ—(ক) (রামচন্দ্র) জনস্থানে সন্নিবিষ্ট (রাবণের) সেনাব্যূহকে বিক্ষত করিয়া, পৃথ্বীপুত্রী সীতার রক্ষাকার্য্যে ভ্রাতা (লক্ষ্মণকে) নিযুক্ত করিয়া, বিদ্যুদ্-বিলাসের ন্যায় চঞ্চল মায়ামৃগধারী (মারীচকে) ধরিবার লিপ্সাদ্বারা অনেক ব্যবধানে বা দূরবর্ত্তী স্থানে (দৃষ্টিবহির্ভাগে) চলিয়া গেলে ;—

(খ) (রামপাল) নির্জ্জন স্থান (কারাগারে) বিলুপ্ত-চিন্তাশক্তিক হইয়া, ভ্রাতা (মহীপালকে) সত্য ও নীতির অরক্ষণে প্রসক্ত দেখিয়া, তাঁহার বিদ্যুৎ-প্রকাশের ন্যায় চঞ্চল মা বা রাজলক্ষ্মীর (অনুজভ্রাতার হস্তগত হইবার) মুগ্ধতায় তিরোহিত (অর্থাৎ মহীপালদ্বারা গুপ্তস্থানে ক্ষিপ্ত) হইলে ;—

মায়িধ্বনিনা শঙ্কিতবিপদো ভর্ত্তুর্ভুবঃ প্রভূতায়াঃ।
নিকৃতিপ্রযুক্তিতো রক্ষিতরি কনিষ্ঠে তথাপন্নে ॥৩১॥

অন্বয়—(ক) মায়ি-ধ্বনিনা ভর্ত্তুঃ শঙ্কিত-বিপদঃ, ভুবঃ প্রভূতায়াঃ নিকৃতি-প্রযুক্তিতঃ রক্ষিতরি কনিষ্ঠে তথা-আপন্নে (সতি তস্মিন্)—

(খ) মায়ি-ধ্বনিনা শঙ্কিত-বিপদঃ ভুবঃ ভর্ত্তুঃ প্রভূতায়াঃ নিকৃতি-প্রযুক্তিতঃ রক্ষিতরি কনিষ্ঠে তথা-আপন্নে (সতি তস্মিন্)—

শব্দার্থ—মায়ী—(১) মায়াধারী, (২) খলজন। প্রভূত—(১) উৎপন্ন, (২) বহুতর। নিকৃতি—(১) ভৎর্সন, (২) শাঠ্য। আপন্ন—(১) প্রাপ্ত, (২) আপদ্‌গ্রস্ত।

অনুবাদ—(ক) মায়াধারী মারীচের উচ্চারিত (লক্ষ্মণ, আমাকে ত্রাণ কর

এইরূপ) আর্ত্তনাদ শুনিয়া ভর্ত্তার (রামের) বিপদ আশঙ্কা করিয়া পৃথ্বী হইতে সমুদ্ভূতা (সীতা দেবী) লক্ষ্মণের প্রতি ভৎ'সনা প্রয়োগ করিলে পর, (ভ্রাতৃবধূর) রক্ষায় নিযুক্ত (রামের) কনিষ্ঠ ভ্রাতা (লক্ষ্মণ) (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার) সেই দিকেই অগ্রসর হইলে ;—

(খ) খলজনদিগের সূচনায় (নিজের রাজ্যচ্যুতিরূপ) বিপদ আশঙ্কা করিয়া ভূভর্ত্তা (রাজা) মহীপালের প্রভূত-পরিমাণে (ভ্রাতার বিরুদ্ধে) বহুল শাঠ্যপ্রয়োগ করাতে, (ভবিষ্যতের) রক্ষাকারী কনিষ্ঠ ভ্রাতা (রামপাল) দুর্গত বা আপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িলে ;—

মাংসভুজোচ্চৈর্দশকেন জনকভূর্দস্যুনোপধিব্রতিনা ।
দিব্যাহ্বয়েন সীতা বাসালংকৃতিরহারি কান্তাস্য ॥৩৮॥
[কুলকম্ ।]

অন্বয়—(ক) অস্য বাসালংকৃতিঃ দিব্যা জনক-ভূঃ, আহ্বয়েন সীতা, কান্তা উপধি-ব্রতিনা দস্যুনা উচ্চৈঃ মাংসভুজা দশ-কেন অহারি ।

(খ) অস্য সীতাবাস-অলংকৃতিঃ কান্তা জনকভূঃ, দিব্যাহ্বয়েন মা-অংসভুজা উচ্চৈঃ-দশকেন উপধিব্রতিনা দস্যুনা অহারি ।

শব্দার্থ—জনক-ভূ—(১) জনকই যাঁহার উৎপত্তিকারণ অর্থাৎ পিতা, অর্থাৎ সীতা, (২) জন্মভূমি । কান্তা—(১) প্রিয়া (স্ত্রী), (২) কমনীয়া । দস্যু—(১) চোর, (২) শত্রু । মাংস—(১) আমিষ, (২) মা বা লক্ষ্মীর অংশ । দশ-ক—(১) দশ-মস্তক রাবণ । সীতা—(১) জনক-নন্দিনী, (২) লাঙ্গলপদ্ধতি ।

অনুবাদ—(ক) তাঁহার (রামের) গৃহের অলঙ্কাররূপিণী দিব্যনাম্নিকা জনক-নন্দনী, সীতা-নামে পরিচিতা, প্রিয় ভার্য্যা ছল-তপস্বী চৌরতুল্য মহান্ রাক্ষস দশমস্তক রাবণ-কর্ত্তৃক অপহৃতা হইলেন ।

(খ) লাঙ্গল-পদ্ধতি ও বসতিদ্বারা অলংকৃতা (অর্থাৎ কৃষিজাত ও বসতি-বহুলা) রমণীয়া তাঁহার (রামপালের) পৈতৃকভূমি বা জন্মভূমি (বরেন্দ্রী), দিব্য বা

দিব্বোক-নামক রাজলক্ষ্মীভাক্ (রাজকর্ম্মচারী) অত্যুন্নত-দশাবস্থিত ছলব্রতধারী শত্রুদ্বারা গৃহীত হইয়াছিল।

ত্রস্তানুজতনুজস্যাস্য চ ভীমস্য বিবরপ্রহারকৃতঃ।
সাভিখ্যয়া বরেন্দ্রী ক্রিয়াক্ষমস্য খলু রক্ষণীয়াভূৎ ॥৩৯॥

অন্বয়—(ক) অভিখ্যয়া বরা সা, ত্রস্ত-অনুজ-তনুজস্য ভীমস্য বি-বর-প্রহার-কৃতঃ ইন্দ্রীক্রিয়া-ক্ষমস্য চ অস্য রক্ষণীয়া অভূৎ খলু।

(খ) অভিখ্যয়া বরেন্দ্রী সা ত্রস্তা (সতী) অস্য অনুজ-তনুজস্য বিবর-প্রহারকৃতঃ ক্রিয়া-ক্ষমস্য চ ভীমস্য রক্ষণীয়া অভূৎ খলু।

শব্দার্থ—অভিখ্যা—(১) শোভা, (২) নাম। ভীম—(১) ভয়ঙ্কর, (২) তন্নামা কৈবর্ত্তরাজ। বিবর—(১) পক্ষিশ্রেষ্ঠ (বি+বর), (২) রন্ধ্র।

অনুবাদ—(ক) শোভায় বা সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠা সেই (সীতাদেবী), পক্ষিশ্রেষ্ঠ (জটায়ুর) প্রহারকারী ও অনিন্দ্রকে ইন্দ্র করিতে সমর্থ, স্বভ্রাতৃবর্গ ও পুত্রবর্গের ত্রাসোৎপাদনকারী সেই ভয়ঙ্কর রাবণের রক্ষণের (ভোগের নহে) যোগ্যা হইলেন।

(খ) বরেন্দ্রী নামে প্রসিদ্ধা সেই ভূমি (এখন) ত্রাসযুক্তা হইয়া, তাঁহার (দিব্বোকের) অনুজ ভ্রাতা (রুদোকের) পুত্র রন্ধ্রপ্রহারী ও সর্ব্বকর্ম্মক্ষম ভীম-নামক (নায়কের) রক্ষণীয়া হইয়াছিল।

স বিনাশিতমারীচোপগতেষ্টতমো ভুজৌ দধদ্বিফলৌ।
ধাম নিজং পরিকলয়াংচকার শূন্যং সসূনুরথ রামঃ ॥৪০॥

অন্বয়—(ক) অথ বিনাশিত-মারীচঃ অপগত-ইষ্টতমঃ বিফলৌ ভুজৌ দধৎ স-সূনুঃ সঃ রামঃ নিজং ধাম শূন্যং পরিকলয়াংচকার।

(খ) অথ বিনাশিতম-অরী বিফলৌ ভুজৌ দধৎ, উপগত-ইষ্টতমঃ স-সূনুঃ চ (সন্ অপি) সঃ রামঃ নিজং ধাম শূন্যং পরিকলয়াংচকার।

শব্দার্থ—সূনু—(১) অনুজ ভ্রাতা, (২) পুত্র। ধাম—(১) গৃহ, (২) শৌর্য্য।

অনুবাদ—(ক) অনন্তর মারীচকে বিনাশিত করিয়া, প্রিয়তমা ভার্য্যাকে হারাইয়া বিফল ভুজদ্বয়ধারণপূর্ব্বক সেই রামচন্দ্র অনুজ ভ্রাতা (লক্ষ্মণের সহিত) নিজের গৃহ (পর্ণশালা) শূন্য মনে করিলেন।

(খ) অনন্তর (ভবিষ্যতে) অত্যন্ত শত্রুবিনাশ-বিধায়ী, (সম্প্রতি) বিফল-বল ভুজদ্বয় ধারণ করিয়া, ইষ্টতম (মাতৃবন্ধু) মিত্রগণকে প্রাপ্ত হইয়াও এবং পুত্রগণ সমন্বিত হইয়াও সেই রামপাল নিজের শৌর্য্যকে শূন্য মনে করিলেন।

অপি চেষ্টয়া বিমুক্তঃ ক্ষময়া গুরুমন্যুদহনদীপ্তোঽয়ম্।
অবনীপতিতাং তনুমপি ন তদা সম্ভাবয়ামাস ॥৩১॥

অন্বয়—(ক) অপি (চ) অয়ং চেষ্টয়া (সহ) ক্ষময়া বিমুক্তঃ, গুরু-মন্যু-দহন-দীপ্তঃ (সন্) অবনী-পতিতাং তনুং অপি তদা ন সম্ভাবয়ামাস।

(খ) অপি চ অয়ং ইষ্টয়া ক্ষময়া বিমুক্তঃ গুরু-মন্যু-দহন-দীপ্তঃ (সন্) তদা তনুং অপি অবনী-পতিতাং ন সম্ভাবয়ামাস।

শব্দার্থ—ক্ষমা—(১) তিতিক্ষা, (২) পৃথ্বী। মন্যু—(১) ক্রোধ, (২) শোক বা দুঃখ। অবনী-পতিতা—(১) ভূমিতে পতিতা, (২) ভূমি-পতিত্ব, রাজত্ব। তনু—(১) দেহ, (২) অল্প।

অনুবাদ—(ক) কিঞ্চ, সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার সহিত ধৈর্য্য হারাইয়া, অত্যধিক ক্রোধবহ্নিদ্বারা দীপ্ত হইয়া, সেই (রামচন্দ্র) তখন নিজের দেহ যে ভূমিতে পতিত হইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিলেন না।

(খ) কিঞ্চ, ইষ্টতম (জন্ম)-ভূমি হইতে বঞ্চিত হইয়া অত্যধিক দুঃখানলে দগ্ধ হইয়া, সেই (রামপাল) তখন স্বল্পপরিমিত ভূমিপতিত্ব বা রাজত্বও (নিজের জন্য) ভাবিতে পারিলেন না।

সখ্যা সহ বিপদুদয়েন বিনয়বিধিনা সূনুনা যত্নাৎ।
কৃতপরমোহাপোহোলব্ধ স্থিরসংবিদুত্থানম্ ॥৪২॥

অন্বয়—(ক) বিপদুদয়েন সহ বিনয়বিধিনা যত্নাৎ সখ্যা সূনুনা কৃত-পর-মোহ-অপোহঃ (সঃ) স্থির-সংবিৎ উত্থানং অলব্ধ।

(খ) বিপদুদয়েন (হেতুনা) সখ্যা সূনুনা (চ) সহ বিনয়-বিধিনা কৃত-পরম-উহা-অপোহঃ স্থির-সংবিৎ যত্নাৎ (সঃ) উত্থানং অলব্ধ।

শব্দার্থ—বিনয়বিধি—(১) নম্রভাব, (২) অর্থশাস্ত্রোক্ত বিনয় বা শিক্ষা-বিষয়ক বিধান। সখা—(১) দ্বিতীয় সহায়ক, (২) অমাত্য। সংবিৎ—(১) চেতনা, (২) নিশ্চয় বা সংকল্প। উত্থান—(১) দণ্ডায়মান অবস্থা, (২) উদ্যম। সূনু—(১) অনুজ ভ্রাতা, (২) পুত্র।

অনুবাদ—(ক) বিপদের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ প্রণতিবিধিতে যত্নসহকারে (জলসেচনাদিদ্বারা) তাঁহার মূর্চ্ছাতিশয়ের খণ্ডন করিলে পর, তিনি (রামচন্দ্র) স্থিরচেতন হইয়া উত্থান লাভ করিলেন (দাঁড়াইয়া উঠিলেন)।

(খ) বিপদের উদয়হেতু সহায়ভূত (অমাত্যাদি) ও নিজের পুত্রের সহিত (অর্থশাস্ত্রের) বিনয়াধিকারিক (প্রকরণোক্ত) বিধানানুসারে শ্রেষ্ঠপ্রকার বুদ্ধি-বিবেচনা বা তর্ক-বিতর্ক করিয়া, স্থিরপ্রতিজ্ঞ সেই (রামপাল) যত্নপূর্ব্বক উত্থান বা উদ্যম অবলম্বন করিলেন।

বিবিধবিশালব্যালাটবিকাকীর্ণাবনির্ব্বহূর্ব্বীভৃৎ।
ইষ্টার্থাভিনিবিষ্টেন ততস্তেনাটি কষ্টেন ॥৪৩॥

অন্বয়—(ক) ততঃ বিবিধ-বিশাল-ব্যাল-অটবিকা-আকীর্ণা বহু-উর্ব্বীভৃৎ অবনিঃ ইষ্টা-অর্থ-অভিনিবিষ্টেন তেন কষ্টেন আটি।

(খ) ......'আটবিকা' ইষ্ট-অর্থ-অভিনিবিষ্টেন তেন কষ্টেন আটি।

শব্দাথ—ব্যাল—(১) শ্বাপদ জন্তু, (২) শঠ ব্যক্তি। আটবিক—(২) অটবী-প্রদেশের সামন্ত। উর্ব্বীভৃৎ—(১) পর্ব্বত, (২) মহীধর রাজা। ইষ্টা—(১) প্রিয়া। ইষ্ট—(২)অভিলষিত।

অনুবাদ—(ক) প্রিয়া (সীতার) উদ্ধারার্থ অভিনিবিষ্ট হইয়া, তিনি (রামচন্দ্র) কষ্টসহকারে বহু পর্ব্বতসমন্বিত এমন সব ভূভাগ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন, যাহা বহুপ্রকার বিশাল শ্বাপদজন্তুবিশিষ্ট অটবীসমূহদ্বারা সমাকীর্ণ ছিল।

(খ) নিজের অভিলষিত (বরেন্দ্রীর উদ্ধারসাধনরূপ) বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া, তিনি (রামপাল) বহুরাজ-সমন্বিত এমন সব ভূভাগ অতিকষ্টে পর্য্যটন করিলেন, যাহা বিবিধ বিশাল শঠ আটবিক বা অটবিসংশ্লিষ্ট সামন্তগণদ্বারা সমাকীর্ণ ছিল।

অন্বয়ভবনং সহসামন্তব্রজমভ্যুপেতসাহায্যম্।
অনুমেনে স মহাদো রবিতনয়ং মিত্রভাবমাপন্নম্ ॥৪৪॥

অন্বয়—(ক) মহাদোঃ স সহসাং অন্বয়-ভবনং অন্ত-ব্রজং অভ্যুপেত-সাহায্যং মিত্রভাবং আপন্নং রবি-তনয়ং অনুমেনে।

(খ) মহাদোঃ স অন্বয়-ভবনং অভ্যুপেত-সাহায্যং মিত্রভাবং আপন্নং অবিত-নয়ং সহ-সামন্ত-চক্রং অনুমেনে।

শব্দার্থ—দোস্—(১-২) হস্ত। সহস্—(১) বল। সহ—(২) সহনশীল। অন্বয়—(১) কুল, (২) অনুচর। অবিত—(২) রক্ষিত।

অনুবাদ—(ক) মহাবাহু সেই (রামচন্দ্র) সামর্থ্যের কুলগৃহস্বরূপ, সমীপে আগত, স্বীকৃত-সাহায্য, মিত্রভাবাপন্ন রবিসুত (সুগ্রীবকে) সাদরে গ্রহণ করিলেন।

(খ) মহাবাহু সেই (রামপাল) অনুচর সংগ্রহের মূলস্বরূপ (অথবা, অভ্যুদয়ের হেতুভূত), স্বীকৃত-সাহায্য, মিত্র-কোটিতে প্রবিষ্ট, গূঢ়নীতি বা নীতিরক্ষাকারী, সবলার্থ বা সহনশীল সামন্তচক্রকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

দেবেনভুবো বিপুলদ্রবিণস্য চ দানতঃ সুখাচক্রে।
অমুনা হরিনাগপদাতিলব্ধবহলপ্রভাবোঽসৌ ॥৪৫॥

অন্বয়—(ক) অমুনা বিপুল-দ্রবিণস্ত দেবেন (দেব+ইন)-ভুবঃ দানতঃ চ হরিনাগ-পদ-অতিলব্ধ-বহল-প্রভাবঃ অসৌ সুখাচক্রে।

(খ) অমুনা দেবেন হরি-নাগ-পদাতি-লব্ধ-বহল-প্রভাবং অসৌ ভুবঃ বিপুল-দ্রবিণস্ত চ দানতঃ সুখাচক্রে।

শব্দার্থ—দ্রবিণ—(১) বল, (২) ধন। দেবেন (দেব+ইন)—(১) দেবরাজ (ইন্দ্র)। দান—(১) ছেদ, (২) ত্যাগ। হরি-নাগ—(১) বানরশ্রেষ্ঠ, (২) অশ্ব ও হস্তী।

অনুবাদ—(ক) বিপুলপরাক্রম ইন্দ্রসুত বালির ছেদনবশতঃ বানরশ্রেষ্ঠের পদে (বানরনায়কপদে) অত্যধিকভাবে লব্ধবিপুল-প্রভাব সেই (সুগ্রীব) সেই রামচন্দ্রকর্ত্তৃক অনুকূলিত হইয়াছিলেন।

(খ) সেই রাজা (রামপাল)-কর্ত্তৃক, অশ্ব, হস্তী, ও পদাতি সৈন্যদ্বারা লব্ধবিপুলপরাক্রম সেই (সামন্তচক্র), ভূমি ও বিপুল ধনদানদ্বারা অনুকূলিত হইয়াছিল।

✓অথ তরসাশিবরাজেনাস্ত হিতেষেষিণাজ্ঞয়া ভর্ত্তুঃ।
আশুগজেন বলবতা বাজিবরখ্যাতধাম্না চ ॥৪৬॥
✓খরগুরুচারণবিক্রমদীর্ণমহেন্দ্রেণ কেশরিসুতেন।
উদলঙ্ঘি মহাতটিনীশোভান্বীতেন দুস্তরমহোর্ম্মিঃ ॥৪৭॥ যুগ্মম্ ॥

অন্বয়—(ক) অথ তরসাশি-বর-অজেন, ভর্ত্তুঃ আজ্ঞয়া অস্ত হিতেষেষিণা, বলবতা বাজিবর-খ্যাত-ধাম্না চ খর-গুরু-চারণ-বিক্রম-দীর্ণ-মহেন্দ্রেণ কেশরি-সুতেন আশুগজেন শোভান্বীতেন (সতা) দুস্তর-মহোর্ম্মিঃ মহাতটিনীশঃ উদলঙ্ঘি।

(খ) অথ অস্ত ভর্ত্তুঃ আজ্ঞয়া হিতেষেষিণা, বলবতা, বাজিবর-খ্যাত-ধাম্না চ, খরগু-রুচা, রণবিক্রম-দীর্ণ-মহেন্দ্রেণ, কেশরি-সুতেন (ইব), শোভান্বীতেন শিবরাজেন দুস্তর-মহোর্ম্মিঃ মহাতটিনী যেগেন গজেন আশু উদলঙ্ঘি।

শব্দার্থ—ভরস্—(১) মাংস। ভরসাশী—(১) মাংসাশী রাক্ষস। ভরঃ—(২) বল বা বেগ। হিতা—(১) প্রিয়া। হিত—(২) শুভ। বল—(১) সামর্থ্য, (২) সেনা। বাজী—(১) পক্ষী, (২) অশ্ব। ধাম—(১) গৃহ, (২) বল। মহেন্দ্র—(১) তন্নামক পর্ব্বত, (২) দেবরাজ ইন্দ্র। কেশরী—(১) তন্নামা বানর (হনুমানের পিতা), (২) সিংহ। আশুগ—(১) বায়ু। তটিনীশঃ—(১) নদীপতি সমুদ্র। মহাতটিনী—(২) গঙ্গা। খ্যাত—(১) কথিত, (২) প্রসিদ্ধ। খরগু—(১) তীক্ষ্ণরশ্মি (সূর্য্য। দীর্ণ—(১) বিদারিত, (২) ভীত।

অনুবাদ—(ক) অনন্তর, যিনি মাংসভুক্ রাক্ষসদিগের ক্ষেপক ছিলেন, যিনি নিজ প্রভু সুগ্রীবের আজ্ঞায় সেই রামের প্রিয়ার (সীতাদেবীর) অন্বেষণকারী হইয়াছিলেন, মহাবল যাঁহার নিকট পক্ষিশেখর (সংপাতী) হইতে (সীতার) বাসস্থান কথিত হইয়াছিল, এবং যাঁহার দুঃসহ ভরযুক্ত চরণবিমর্দ্দে মহেন্দ্র পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়াছিল, সেই দীপ্তিমান্ কেশরী বানরের ক্ষেত্রজ পুত্র, বায়ুনন্দন (হনুমান) মহোর্ম্মিময় দুস্তর (নদীপতি) সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিলেন।

(খ) অনন্তর, যিনি সেই ভর্ত্তা (রামপালের) আজ্ঞায় হিতসাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন, যিনি (পদাতিক-) সেনা যুক্ত ছিলেন, উত্তম অশ্বারোহী সেনার জন্যই যাঁহার শৌর্য্য বিখ্যাত ছিল, এবং যিনি তীক্ষ্ণরশ্মি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত ছিলেন, যিনি রণবিক্রমপ্রদর্শনে দেবরাজ ইন্দ্রকেও ভীত করিয়াছিলেন, সিংহতনয়সদৃশ যিনি (তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ ও করণ-এই পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধিতে) শোভাযুক্ত ছিলেন, সেই (বান্ধব) শিবরাজ অতিবেগসহকারে গজারূঢ় হইয়া অতিশীঘ্র মহাতরঙ্গবতী দুস্তর গঙ্গা নদী পার হইলেন।

আপন্নভীমরক্ষা বিষয়গ্রামাকুলত্বদুস্থা যা।

ত্রস্তানুস্মৃতাবস্মুমত্যমুনাসীতেনতেজসাভাজি ॥৪৮॥

অন্বয়—(ক) ইন-তেজসা অমুনা অনুস্মৃতৌ আপন্ন-ভীম-রক্ষা বিষয়-গ্রাম-আকুলত্ব-দুস্থা ত্রস্তা অন্নমতী সীতা অভাজি।

(খ) অমুনা অসি-ঈতেন তেজসা আপন্ন-ভীম-রক্ষা বিষয়-গ্রাম-আকুলত্ব-দুস্থা ত্রস্তা অনুসৃতা (সতী) বসুমতী অভাজি।

শব্দার্থ—ইন—(১) সূর্য্য। অসীত (২) (অসি+ইত) খড়্গ-প্রাপ্ত। আপন্ন—(১) প্রাপ্ত, (২) আপদ্‌গ্রস্ত। বিষয়—(১) (রূপরসাদি) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, (২) (গ্রামসংঘভূত) দেশবিভাগ (বিষয়াধিপতি=জেলাপতি)। গ্রাম—(১) সমূহ, (২) গ্রাম-নামক ক্ষুদ্র দেশবিভাগ। আকুলত্ব—(১) ব্যাপ্তি, (২) ব্যস্ততা।

অনুবাদ—(ক) অন্বেষণ চলিতে থাকিলে, সূর্য্যের সমতেজাঃ সেই (হনুমান্), ভয়ঙ্কর রাক্ষসদিগের তত্ত্বাবধানে স্থিতা, (রূপাদি) বিষয় সমূহের ব্যাপকতায় দুর্গতা, ত্রস্তা সীতাদেবীকে কেবল জীবিতমাত্রাবশিষ্টা লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে পূজা প্রদর্শন করিলেন।

(খ) (কৈবর্ত্তপতি) ভীমের (দেশ-) রক্ষাকার্য্য আপদ্‌গ্রস্ত করিয়া, এবং (বরেন্দ্রীকে) বিষয়-নামক জনপদভাগ ও গ্রামসমূহের ব্যস্ততায় দুস্থ অবস্থায় পতিত দেখিয়া, তিনি (শিবরাজ) অনুসরণকালে (নিজের) খড়্গ-গত পরাক্রমদ্বারা সেই ত্রাসযুক্ত ভূমির (অর্থাৎ বরেন্দ্রীর) ভঙ্গ বা ভেদ বিধান করিলেন।

তস্যামাশ্বস্তায়াং সন্দিষ্টেন সহ রক্ষকব্যূহৈঃ।
ভগ্নং পরিতোবনমুষিতালঙ্কা নাম চাস্য পুর্দ্বিষতঃ ॥৪৯॥

অন্বয়—(ক) সন্দিষ্টেন তস্যাং আশ্বস্তায়াং (সত্যাং) (অমুনা) দ্বিষতঃ বনং পরিতঃ রক্ষক-ব্যূহৈঃ সহ ভগ্নম্, অস্য লঙ্কা নাম পুঃ উষিতা চ।

(খ) সন্দিষ্টেন (অমুনা) রক্ষক-ব্যূহৈঃ সহ তস্যাং আশু অস্তায়াং (সত্যাং), অস্ত দ্বিষতঃ অবনং পরিতঃ ভগ্নম্। কা নাম পুঃ চ অলং উষিতা ?

শব্দার্থ—অস্ত (২) ক্ষিপ্ত। উষিত—(১) দগ্ধ, (২) কৃতবসতি।

অবন—(২) রক্ষণ। দ্বিষৎ—(১-২) শত্রু ("দ্বিষোঽমিত্রে" ইতি শতৃপ্রত্যয়ঃ)। অলং—পর্য্যাপ্ত ভাবে বা যথেষ্টভাবে।

অনুবাদ—(ক) (রাম হইতে আনীত) বার্ত্তাদ্বারা তিনি (সীতা) আশ্বস্তা হইলে পর, (সেই হনুমান্) শত্রু (রাবণের) (ক্রীড়া-) বন ইহার রক্ষকবর্গ সহ সর্ব্বতোভাবে ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন; এবং তাঁহার (রাবণের) লঙ্কানাম্নী পুরীও তিনি দগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

(খ) রামপালদ্বারা উপদিষ্ট (সেই শিবরাজ), ভীমের নিযুক্ত) রক্ষকবর্গ সহ সেই (বরেন্দ্রী ভূমিকে) শীঘ্র ক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্ত (লণ্ডভণ্ড) করিয়া তুলিলে পর, তাঁহার শত্রু (ভীমের) রক্ষাবিধান তিনি সর্ব্বতোভাবে ভগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। কোন্ পুরী (এমত অবস্থায়) পর্য্যাপ্তভাবে কৃত-বসতি থাকিতে পারে?

ইতি কৃত্বাজ্ঞামাগত্য চিতাং ভূমিং স জানকীং নিজভর্ত্রে।
অক্ষান্তকরঃ প্রথিতাভিজ্ঞোঽচকথন্মিথস্তথাভূতদশাম্ ॥৫০॥

আরম্ভরামো নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অন্বয়—(ক) ইতি আজ্ঞাং কৃত্বা আগত্য অক্ষ-অন্তকরঃ প্রথিত-অভিজ্ঞঃ সঃ চিতাং ভূমিং জানকীং তথাভূত-দশাং নিজভর্ত্রে মিথঃ অচকথৎ।

(খ) ইতি আজ্ঞাং কৃত্বা আগত্য, অক্ষান্ত-করঃ প্রথিত-অভিজ্ঞঃ সঃ চিতাং জানকীং ভূমিং তথাভূত-দশাং নিজভর্ত্রে মিথঃ অচকথৎ।

শব্দার্থ—প্রথিত—(১) প্রকটিত, (২) খ্যাত। অভিজ্ঞা—(১) অভিজ্ঞান-চিহ্ন। চিৎ—(১) চেতনা। চিত—পরিচিত, ব্যাপ্ত। ভূমি—(১) স্থানমাত্র, (২) বসুন্ধরা। জানকী—(১) জনক-নন্দিনী সীতা, (২) জনক-সম্বন্ধিনী অর্থাৎ পৈতৃক।

অনুবাদ—(ক) এইভাবে (রামের) আজ্ঞা পালন করিয়া প্রত্যাগত হইয়া, অক্ষ-নামক রাবণপুত্রের বধকারী সেই (হনুমান্), (সীতার) অভিজ্ঞান

প্রকটিত করিয়া, চেতনার ভূমি বা স্থানমাত্ররূপিণী (অর্থাৎ কেবলমাত্র প্রাণধারিণী) জানকীকে (সীতাকে) সেইরূপ দুরবস্থায় পতিতা বলিয়া তাঁহার ভর্ত্তা (স্বামী) রামের নিকট গোপনে নিবেদন করিলেন।

(খ) এইভাবে (রামপালের) আজ্ঞা পালন করিয়া প্রত্যাগত হইয়া, (অন্যের পক্ষে) যাঁহার করবল সহ্য করা কঠিন হইত, বিখ্যাত ও অভিজ্ঞ সেই (শিবরাজ), পরিচিত বা পরিব্যাপ্ত জন্মভূমি (বরেন্দ্রীকে) তথাভূতদশা প্রাপ্ত (অর্থাৎ নিজের অধিকৃত) বলিয়া নিজের প্রভুকে (রামপালকে) গোপনে জানাইলেন।

কার্য্যারম্ভী রাম-নামক প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

[দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ]

অথ ধৃত্যমর্ষগর্ব্বোচ্ছলদুৎসাহোয়মুন্মিলৎপুলকঃ।
রামো মহানুভাবোপি বৈরিবিজয়োদ্যমঞ্চক্রে ॥১॥

অন্বয়—(ক-খ) অথ মহানুভাবঃ ধৃতি-অমর্ষ-গর্ব্ব-উচ্ছলৎ-উৎসাহঃ অপি উন্মিলৎ-পুলকঃ অয়ং রামঃ বৈরি-বিজয়-উদ্যমং চক্রে।

শব্দার্থ—উৎসাহ—(১-২) বীররসের স্থায়ী ভাবের নাম। অনুভাব—(১-২) অলঙ্কারশাস্ত্রে বর্ণিত 'বিভাব', 'অনুভাব' ও 'ব্যভিচারিভাব' এই ভাবত্রয়ের অন্যতম। ধৃত্যাদি—(১-২) এগুলি ব্যভিচারিভাব। পুলক (১ ২)— সাত্ত্বিক-ভাব-বিশেষ।

অনুবাদ—(ক-খ)—অনন্তর মহানুভাব বা রাজকীয়-প্রভাব-বিশিষ্ট রাম (রামচন্দ্র ও রামপাল) উন্মিলিত পুলকদ্বারা কণ্টকিতাঙ্গ হইয়াও, ধৈর্য্যে, ক্রোধে বা 'অসহনশীলতায়, ও গর্ব্বে নিজ উৎসাহ-ভাব উচ্ছলিত বা সংবর্দ্ধিত

করিয়া, শত্রুর (রামচন্দ্র পক্ষে রাবণের, রামপালপক্ষে ভীমের) বিজয়ের জন্য উদ্যম করিতেছিলেন।

স্পর্শনজোৎসাহাদ্ দ্বিগুণিতপ্রভা বানরপ্রবীরাস্তে।
সমহা নীলাঙ্গদবলয়ামলিতাঃ কুমুদমাদধতঃ ॥২॥

অন্বয়—(ক)—স্পর্শনজ-উৎসাহাৎ দ্বিগুণিত-প্রভাঃ তে বানর-প্রবীরাঃ সমহাঃ নীল-অঙ্গদ-বলয়-যামলিতাঃ কুমুদং আদধতঃ (সন্তঃ তং ন্যবিশন্ত ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ)।

(খ) স্পর্শনজ-উৎসাহাৎ দ্বিগুণিত-প্রভাবাঃ তে নর-প্রবীরাঃ সমহানীল-অঙ্গদ-বলয়-অমলিতাঃ কু-মুদং আদধতঃ (সন্তঃ তং ন্যবিশন্ত ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ)।

শব্দার্থ—স্পর্শনজ—(১) স্পর্শন বা বায়ু হইতে জাত, পবননন্দন হনুমান্, (২) স্পর্শন বা দান হইতে উদ্ভূত। যামলিত—(১) সংমিলিত। অমলিত—(২) মলবিহীন অর্থাৎ প্রকৃষ্টভাবে উজ্জ্বলিত। মহ—(১) উৎসব। বল—(১) সেনা।

অনুবাদ—(ক) সেই বানরপ্রবীরগণ, বায়ুনন্দন (হনুমানের) উৎসাহে দ্বিগুণিত দীপ্তি লাভ করিয়া, উৎসব বা আনন্দচিত্তে, নীল ও অঙ্গদ-নামক (বানরযূথপতি-দ্বয়ের) বল বা সেনার সহিত সংমিলিত হইয়া, এবং কুমুদের (তন্নামক কপিসেনাপতির) আনুকূল্য বিধান করিয়া, রঘুপতি রামকে আশ্রয় করিয়াছিল।

(খ) সেই নরপ্রবীরগণ (বড় বড় যোদ্ধারা), (ধনাদি) দান হইতে উদ্ভূত উৎসাহে দ্বিগুণিত প্রভাব লাভ করিয়া, মহানীল (অর্থাৎ নীলমণি)-খচিত অঙ্গদ (কেয়ুর) ও বলয় (কঙ্কণ)-দ্বারা প্রোজ্জ্বলিত হইয়া, পৃথিবীর হর্ষ সংবর্দ্ধিত করিয়া, রামপালকে আশ্রয় করিয়াছিলেন।

উরুতরসোনলসহিতাঃ পৃথুনারম্ভেণ সহ রভসমেতাঃ।
সহতারপুষ্করগজাদিবলাঃ সাংরাবিণং দধত উত্তালাঃ ॥৩॥

অন্বয়—(ক) (তে বানরপ্রবীরাঃ) উরু-তরসঃ নল-সহিতাঃ পৃথুনা আরম্ভেণ (চ) সহ রভসং এতাঃ, সহ-তার-পুষ্কর-গজ-আদি-বলাঃ সাংরাবিণং দধতঃ উৎ-তালাঃ (সন্তঃ তং ন্যবিশন্ত)।

(খ) (তে নরপ্রবীরাঃ) উরু তরসঃ অনলস-হিতাঃ পৃথুনা আরম্ভেণ সহ রভসং এতাঃ, সহ-তারপুষ্কর-গজাদি-বলাঃ সাংরাবিণং দধতঃ উত্তালাঃ (সন্তঃ তং ন্যবিশন্ত)

শব্দার্থ—তরস্—(১) বেগ, (২) বল। রভস—(১) তন্নামক বানর, (২) হর্ষ বা বেগ। উত্তাল—(১)উদ্গত-করতাল, (২) উদগ্র।

অনুবাদ—(ক) (সেই বানরপ্রবীরেরা), প্রচণ্ডবেগে নল-নামক বানর-পতি, পৃথু-নামক ও আরম্ভ-নামক বানরের সহিত, রভস-নামক কপির নিকট যাইয়া, তার-নামক পুষ্কর-নামক ও গজাদি-নামক বানর সৈনিকের সহিত, করতালি দিতে দিতে সকলে মিলিয়া কোলাহল উত্থাপন-পূর্ব্বক (রামকে আশ্রয় করিয়াছিল)।

(খ) বিপুলসামর্থ্য-বিশিষ্ট (সেই নরপ্রবীরেরা) আলস্য পরিহার করিয়া, (প্রভুর) হিতকারী হইয়া, মহারম্ভে বেগান্বিত বা হর্ষান্বিত হইয়া, উচ্চনিনাদী বাদ্যভাণ্ডসমন্বিত হস্তিপ্রভৃতি সেনাঙ্গসমূহ সঙ্গে লইয়া, উত্তাল বা উদগ্র অবস্থায়, কোলাহলধ্বনি উত্থাপন করিয়া (রামপালকে আশ্রয়-করিয়াছিলেন)।

ক্রূরকরবালধীরাঃ কুলিশসমাননখরায়ুধপ্রকরাঃ।
স্ফুরদৃক্ষপতিমুখাস্তং ন্যবিশন্ত ধুরন্ধরা ধরোদ্ধরণে ॥ ৪ ॥

অন্বয়—(ক) ক্রূর-কর-বালধি-ঈরাঃ কুলিশ-সমান-নখর-আয়ুধ-প্রকরাঃ স্ফুরৎ-ঋক্ষপতি-মুখাঃ ধর-উদ্ধরণে ধুরন্ধরাঃ (তে বানরপ্রবীরাঃ তং ন্যবিশন্ত)।

(খ) ক্রূর-করবাল-ধীরাঃ কুলিশ-সম-আনন-খর-আয়ুধ-প্রকরাঃ স্ফুরৎ-ঋক্ষপতি-মুখাঃ ধরা-উদ্ধরণে ধুরন্ধরাঃ (তে নরপ্রবীরাঃ তং ন্যবিশন্ত)।

শব্দার্থ—ঋক্ষপতি—(১) জাম্ববান্, (২) নক্ষত্রপতি চন্দ্র। ধর—(১) পর্ব্বত। ধরা—(২) পৃথ্বী।

অনুবাদ—(ক) পর্ব্বতোত্তলনে ধুরন্ধর (সেই বানরপ্রবীরগণ), তাহাদের খর হস্ত ও লাঙ্গুল কম্পিত করিয়া, তাহাদের বজ্রসদৃশ (কঠিন) নখগুলিকে আয়ুধ-সমূহরূপে ব্যবহার করিয়া, এবং দীপ্যমান ঋক্ষপতি (জাম্ববানকে) রণাগ্রে নায়ক রাখিয়া, (রামচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াছিল)।

(খ) (বরেন্দ্রী-) ভূমির উদ্ধারকার্য্যে ধুরন্ধর (সেই নরপ্রবীরগণ) নির্দ্দয় অসি হস্তে ধারণপূর্ব্বক ধীরভাবে অবস্থিত হইয়া, বজ্রসদৃশ (কঠিন) মুখসমন্বিত হইয়া তীক্ষ্ণ আয়ুধসমূহ অবলম্বন করিয়া, স্ফুরৎ-চন্দ্রের মত বদন ধারণ করিয়া (রামপালকে আশ্রয় করিয়াছিলেন)।

বন্দ্যগুণসিংহবিক্রমশূরশিখরভাস্করপ্রতাপৈস্তৈঃ।
স মহাবলৈরুপেতো জেতুং জগতীমলম্ভূষ্ণুঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—(ক) বন্দ্যগুণ-সিংহবিক্রম-শূরশিখর-ভাস্করপ্রতাপৈঃ মহাবলৈঃ তৈঃ উপেতঃ (সন্) সঃ জগতীং জেতুং অলম্ভূষ্ণুঃ।

(খ) মহাবলৈঃ তৈঃ বন্দ্য-গুণ-সিংহ-বিক্রম-শূর-ভাস্কর-প্রতাপৈঃ উপেতঃ (সন্) সঃ জগতীং জেতুং অলম্ভূষ্ণুঃ।

শব্দার্থ—বল—(১) সামর্থ্য, (২) সেনা। অলম্ভূষ্ণু-(১-২) অত্যন্ত সমর্থ-ভূত।

অনুবাদ—(ক) সেই (রামচন্দ্র) বন্দনীয়-(শৌর্য্যাদি-) গুণবিশিষ্ট, সিংহ-সমান-বিক্রমধারী, শূরাগ্রস্থানীয়, সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপান্বিত, মহাবলশালী সেই বানরসৈন্যের সহিত যুক্ত হইয়া, সমস্ত জগৎ জয় করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ ছিলেন।

(খ) সেই (রামপাল) প্রকাণ্ড বল বা সেনাযুক্ত বন্দ্য (ভীমযশাঃ), গুণ (বীরগুণ), সিংহ (জয়সিংহ), বিক্রম (বিক্রমরাজ), শূর (লক্ষ্মীশূর ও শূরপাল), শিখর (রুদ্রশিখর), ভাস্কর (ময়গলসীহ=মদকলসিংহ) ও প্রতাপ (প্রতাপসীহ=

প্রতাপসিংহ)—নামক বীরশ্রেষ্ঠ (সামন্তগণের) সহিত মিলিত হইয়া, সমস্ত জগৎ জয় করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ ছিলেন।

প্রাপ্তপ্রবর্দ্ধিতার্জ্জুনবিজয়োঽর্থিতবর্দ্ধনঃ সোমমুখশ্চ।
অনুগতমাতুলসূনুপ্রবলভুজালম্বনো রামঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—(ক) প্রাপ্ত-প্রবর্দ্ধিত-অর্জ্জুন-বিজয়ঃ, অর্থিত-বর্দ্ধনঃ, সোম-মুখঃ, অনুগতম-অতুল-সূনু-প্রবল-ভুজাবলম্বনঃ রামঃ (বভূবেতি শেষঃ)।

(খ)···অনুগত-মাতুল-সূনু-প্রবল-ভুজাবলম্বনঃ রামঃ (বভূবেতি শেষঃ)।

শব্দার্থ—প্রবর্দ্ধিত—(১) প্রচ্ছিন্ন, (২) স্ফীতীকৃত, উন্নমিত। অর্থিত—(১) যাচিত বিষয়, (২) সাহায্য জন্য প্রার্থিত। অনুগতম—(১) প্রধানতম অনুগমনকারী। সূনু—(১) অনুজ ভ্রাতা, (২) পুত্র। মুখ—(১) বদন, (২) প্রধান।

(ক) যিনি (কার্ত্তবীর্য্য) অর্জ্জুনের প্রচ্ছেদনকারী (পরশুরামের) উপর বিজয় লাভ করিয়াছিলেন, যিনি (প্রার্থী লোকের) অভিলষিত বস্তু বাড়াইয়া দিতেন, সেই চন্দ্রানন রামচন্দ্র তদীয় অত্যন্ত অনুগত ও অতুলনীয় অনুজ ভ্রাতা (লক্ষ্মণের) প্রবল ভুজ (বলের) উপর নির্ভর করিয়াছিলেন।

(খ) যিনি অর্জ্জুন (নরসিংহার্জ্জুন ও চণ্ডার্জ্জুন) ও বিজয় (বিজয়রাজকে) মিত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া (দেশ-কোষাদিদ্বারা) তাঁহাদিগকে সংবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, যিমি বর্দ্ধনের (দ্বোরপবর্দ্ধনের) সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যিনি সোমকে (সামন্তপ্রধানভাবে) সঙ্গে লইয়াছিলেন, সেই রামপাল অনুরক্ত মাতুলপুত্রদিগের প্রবল বাহুবলকে অবলম্বন করিয়াছিলেন।

অপি চণ্ডধামনন্দনবিরচিতহরিকুঞ্জরব্যূহঃ।
তুমুলমতুলরণরঙ্গচতুরঙ্গঞ্জয়দরীন্ বলং কলয়ন্ ॥৭॥

অন্বয়—(ক) চণ্ডধাম-নন্দন-বিরচিত-হরিকুঞ্জর-ব্যূহঃ (রামঃ) অরীন্ গঞ্জয়ৎ। তুমুলং, অতুল-রণ-রঙ্গ-চতুরং বলং কলয়ন্ (অজীগণৎ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)।

(খ) চণ্ডধাম-নন্দন-বিরচিত-হরি-কুঞ্জর-ব্যূহঃ (রামঃ), অরীন্ জয়ৎ, অতুল-রণ-রঙ্গ-চতুরঙ্গং তুমুলং বলং কলয়ন্ (অজীগণৎ ইত্যনেন সম্বন্ধঃ)।

শব্দার্থ—চণ্ডধামা—(১) সূর্য্য, (২) উগ্রপ্রভাব। হরিকুঞ্জর—(১) বানরশ্রেষ্ঠ, (২) অশ্ব ও হস্তী (সেনাঙ্গদ্বয়)। রণরঙ্গ—(১) রণক্ষেত্র, (২) রণ-রাগ।

অনুবাদ—(ক) যাঁহার জন্য (উষ্ণরশ্মি) সূর্য্যের নন্দন (সুগ্রীব) শ্রেষ্ঠ বানর-সেনার বূ্যহ রচনা করিয়াছিলেন, সেই (রামচন্দ্র) রণক্ষেত্রে দক্ষ ও অতুলনীয় শত্রুর লজ্জাবিধানকারী, তুমুল (রণব্যাকুল) সৈন্য নিবেশিত করিয়াছিলেন।

(খ) যাঁহার জন্য উগ্রস্বভাববিশিষ্ট (রাজ্যপালাদি) নিজ পুত্রগণ অশ্ব ও হস্তিসেনার বূ্যহ রচনা করিয়াছিলেন, সেই (রামপাল) শত্রুজয়কারী, রণোৎসবে অতুলনীয়ভাবে উন্মত্ত, তুমুল (রণ-ব্যাকুল) (অশ্ব, হস্তী, পদাতি ও নৌবহর—এই) চতুরঙ্গ সেনা নিবেশিত করিয়াছিলেন।

স তু দুগ্ধসিন্ধুরাজমথনগোত্রপ্রভবমুভয়ভুজদণ্ডম্।
পররাষ্ট্রকূটসুভটং জেতারমজীগণন্নিজং বন্ধুম্ ॥৮॥ কুলকম্।

অন্বয়—(ক) সঃ তু পর-রাষ্ট্র-কূট-সুভটং জেতারং দুগ্ধ-সিন্ধুরাজ-মথন-গোত্র-প্রভবং উভয়-ভুজ-দণ্ডং নিজং বন্ধুং অজীগণৎ।

(খ) সঃ তু দুগ্ধ-সিন্ধুরাজ-মথন-গোত্র-প্রভবং পর-রাষ্ট্রকূট-সুভটং উভয়-ভুজ-দণ্ডং চ নিজং বন্ধুং জেতারং অজীগণৎ।

শব্দার্থ—প্রভব—(১) পরাক্রম বা প্রভাব, (২) উৎপত্তি স্থান। গোত্র—(১) পর্ব্বত, (২)কুল বা বংশ। পর—(১) শত্রু, (২) শ্রেষ্ঠ। বন্ধু—(১) সহায়ক, (২) বান্ধব।

অনুবাদ—(ক) কিন্তু, সেই (রামচন্দ্র), শত্রুরাজ্যের (লঙ্কার) সেই কূট (ছলকারী, তুচ্ছ বা ঘৃণিত) সুযোদ্ধা রাবণের জয়কারী ও বিশাল দুগ্ধসাগরের মন্থনদণ্ডরূপী মন্দরপর্ব্বতের প্রভাব বা পরাক্রমবিশিষ্ট নিজ উভয় ভুজদণ্ডকে (নির্ভরশীল) বন্ধু বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।

(খ)—কিন্তু, সেই (রামপাল), যাঁহারা (পীঠীপতি দেবরক্ষিত) সিন্ধুরাজকে নিষ্পিষ্ট বা নির্গলিত-গর্ব্ব করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা মথনের (বা প্রসিদ্ধনামা মহণের) বংশোদ্ভব ছিলেন সেই শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রকূট-বংশীয় সুভট (নিজ মাতুল কুলের) বান্ধবকে (কাহ্নুরদেব, সুবর্ণদেব ও শিবরাজকে) এবং [বিশাল দুগ্ধ সাগরের মন্থনদণ্ডরূপী মন্দরপর্ব্বতের প্রভাব বা পরাক্রমবিশিষ্ট] নিজ ভুজদণ্ডদ্বয়কে (যুদ্ধে) জয়শীল বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।

গময়ন্ স মহাসেনামেনামতিচিত্রবিক্রমো বিভ্রৎ।
শক্তিমথ তারকারী রামঃ শুশুভেঽভ্যমিত্রীণঃ ॥৯॥

অন্বয়—(ক-খ) এনাং মহাসেনাং গময়ন্, শক্তিং বিভ্রৎ(চ) অতিচিত্র-বিক্রমঃ তারকারী সঃ রামঃ অভ্যমিত্রীণঃ (সন্) শুশুভে।

শব্দার্থ—বিক্রম—(১-২) পরাক্রম, (৩) (কার্ত্তিকেয়-পক্ষে) বি=পক্ষী, তদীয় বাহন ময়ূর। শক্তি—(১-২) সামর্থ্য, (৩) কার্ত্তিকেয়ের অস্ত্রবিশেষ।

অনুবাদ—(ক-খ) অনন্তর অত্যদ্ভুত-বিক্রমশালী সেই (রামচন্দ্র ও রামপাল) এই মহাসেনা পরিচালিত করিয়া, শক্তিধারণপূর্ব্বক (রামপক্ষে, সমুদ্র ও রামপাল পক্ষে গঙ্গা নদী) তরণ করিয়া, শত্রুর সম্মুখীন হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

[দ্রষ্টব্য :—এই শ্লোকে শ্লেষোপমা দ্বারা রাম ও রামপাল—উভয়েই শক্তিনামক অস্ত্রধারী বিচিত্রবর্ণ ময়ূরবাহন তারকাসুর-বধকারী কার্ত্তিকেয়ের সহিত তুলিত হইয়াছেন—ইহা বুঝিতে হইবে।]

তস্যা মহাবাহিন্যাং গুপ্তায়াং তরণিসম্ভবেনাভূৎ।
দ্বিষমভিষেণয়তো মুখরিতদিক্‌কোলাহলঃ সমুত্তারঃ ॥১০॥

অন্বয়—(ক) দ্বিষং অভিষেণয়তঃ তস্য মহাবাহিন্যাং তরণিসম্ভবেন গুপ্তায়াং (সত্যাং), স-মুৎ তারঃ কোলাহলঃ মুখরিত-দিক্ অভূৎ।

(খ)……..মুখরিত-দিক্-কোলাহলঃ সমুত্তারঃ অভূৎ।

শব্দার্থ—মহাবাহিনী—(১) বিপুল সেনা, (২) গঙ্গা নদী। তরণি-(১) সূর্য্য, (২) নৌকা। গুপ্ত—(১) রক্ষিত, (২) ছন্ন।

অনুবাদ—(ক) শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার জন্য অগ্রসর রামচন্দ্রের সেই বিপুল সেনা সূর্য্য-নন্দন (সুগ্রীবের) দ্বারা রক্ষিত হইলে পর, তাহাদিগের উচ্চ হর্ষসমন্বিত কোলাহল সমস্ত দিক্‌গুলিকে মুখরিত করিয়াছিল।

(খ) শত্রুর সম্মুখীন হইয়া অগ্রসর রামপালের নৌকাবহরদ্বারা গঙ্গানদী আচ্ছন্ন হইলে পর, তাঁহার (নদী-) সমুত্তরণের কোলাহল সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডলকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল।

আবাসয়ন্ স বিষ্বদ্রীচীরুচ্চৈশ্চমূরমূর্ব্বিরচয়ন্।
উত্তরকূলং পরিতস্তরে তরস্বী মহাসিন্ধোঃ ॥১১॥

অন্বয়—(ক-খ) তরস্বী সঃ বিষ্বদ্রীচীঃ উচ্চৈঃ অমূঃ চমূঃ বিরচয়ন্ আবাসয়ন্ (চ) মহাসিন্ধোঃ উত্তরকূলং পরিতস্তরে।

শব্দার্থ—মহাসিন্ধু—(১) মহাসাগর, (২) মহাসরিৎ গঙ্গা। বিষ্বদ্র্যঙ্—(১-২) সর্ব্বত্র গমনশীল।

অনুবাদ—(ক-খ) বলশালী বা বেগবান্ সেই (রাম ও রামপাল) তাঁহার সর্ব্বদিক্-প্রসারিণী উচ্চশ্রেণীভুক্ত সেই সেনাকে (ব্যূহাকারে) রচিত করিয়া নিবেশিত করিলেন এবং (রামপক্ষে) মহাসাগরের (রামপাল-পক্ষে, মহা-প্রবাহিনী গঙ্গার) উভয় পার আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

প্রবরকরকুলিশকন্দলনিষ্কন্দোদস্তবিপুলপরগোত্রৈঃ।
কঠিনজ্যাধরকর্ষণনীরোষিতনির্জ্জরপ্রকোষ্ঠতটৈঃ ॥১২॥
ধুতনাগবলালোকাবরণৈরাশ্বাহিতপ্রযত্নতরৈঃ।
সুবিহিতরক্ষোপায়ৈরারব্ধং তৈর্ম্মহাবীরৈঃ ॥১৩॥

অন্বয়—(ক-খ) প্রবর-করকুলিশ-কন্দল-নিষ্কন্দ-উদস্ত-বিপুল-পর-গোত্রৈঃ কঠিন-জ্যাধর-কর্ষণ-নীরোষিত-নির্জ্জর-প্রকোষ্ঠ-তটৈঃ ধুত-নাগবল-আলোকাবরণৈঃ আশু-আহিত-প্রযত্নতরৈঃ সু-বিহিত-রক্ষঃ-অপায়ৈঃ (°রক্ষা-উপায়ৈঃ) তৈঃ মহা-বীরৈঃ আরব্ধং ('অগস্ত্যোরণং', দ্বিতীয়পক্ষে 'রণং' ২০শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

শব্দার্থ—পর—(১) ব্যবহিত, (২) শত্রু। গোত্র—(১) পর্ব্বত, (২) কুল বা বংশ। জ্যাধর—(১) পৃথ্বীধর পর্ব্বত, (২) ধনুঃ। নাগবল—(১) সর্পকুল, (২) হস্তিঘটা। আশ্ব—(২) অশ্বসমুহ।

অনুবাদ—(ক) যে মহাবীরেরা (হনুমান্-প্রভৃতি বানরপ্রবীরেরা) (সেতু-রচনাকার্য্য) আরম্ভ করিয়াছিল—তাহারা তাহাদের শ্রেষ্ঠ বজ্রকঠিন করপল্লব দ্বারা বিপুলায়তন অসন্নিহিত (সমুদ্রের উদরবর্ত্তী) পর্ব্বতগুলিকে আমূল উঠাইয়া আনিয়াছিল; তাহারা কঠিন পর্ব্বতকর্ষণকার্য্যে তাহাদের অক্ষীণ বা সবল ও বিশাল বাহুপ্রকোষ্ঠগুলিকে বিশেষভাবে রোষিত বা ক্ষোভিত করিয়াছিল; তাহারা (পাতালস্থ) নাগসেনার আলোকাবরণ দূরীভূত করিয়াছিল; এবং তাহারা আশু (শীঘ্র) প্রযত্নাতিশয় অবলম্বনপূর্ব্বক রাক্ষসদিগের নাশের সুবিধান করিয়াছিল।

(খ) যে বীরপুরুষেরা (রামপালের পক্ষে রণক্রিয়া) আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা শত্রুদিগের বিপুল বংশ নিজ শ্রেষ্ঠ বজ্রসদৃশ করপল্লবের সাহায্যে নির্মূলিত করিয়াছিলেন; তাঁহারা কঠিন ধনুগুলির আকর্ষণকার্য্যে তাঁহাদের সবল ও বিশাল বাহুপ্রকোষ্ঠগুলিকে ক্লিষ্ট করিয়াছিলেন; তাঁহারা (যুদ্ধকালে) নিজ হস্তিঘটার দৃষ্টিরোধকারী আলোকাবরণ বা অন্ধপট বিদূরিত করিয়াছিলেন; এবং তাঁহারা তাঁহাদের অশ্বসেনার প্রতি সবিশেষ যত্ন নিয়াছিলেন ও আত্মরক্ষার সর্ব্বপ্রকার উপায়ের সুবিধান করিয়াছিলেন।

দ্রষ্টব্য :—১৩শ শ্লোকের দ্বিতীয় বিশেষণটির অপর একটি ব্যাখ্যা এইরূপ হইতে পারে কি না তাহা বিবেচ্য :—"কঠিন পর্ব্বতগুলির আকর্ষণদ্বারা তাহারা

(পর্ব্বতস্থ) দেবগণের বিশাল (গৃহ-) প্রকোষ্ঠগুলিকে জলে নিমজ্জিত করিয়া ফেলিয়াছিল।]

অবিদূরান্দোলিতভূমীনং তরসাপতন্মহাসত্ত্বম্।
ক্ষিপ্তখগাবলিসংকুলমবিরলশঙ্কুপ্রহারঞ্চ ॥১৪॥

অন্বয়—(ক) অবি-দূরান্দোলিত-ভূ-মীনং, তরসা পতৎ-মহাসত্ত্বং, ক্ষিপ্ত-খগাবলি-সংকুলং, অবিরল-শঙ্কু-প্রহারং চ (অগতোরণম্)।

(খ) অবিদূর-আন্দোলিত-ভূমি-ইনং,..............(রণম্)।

শব্দার্থ—অবি—(১) পর্ব্বত। ভূ—(১) স্থান। ইন—(২) প্রভু। মহাসত্ত্ব—(১) জলনিবাসী বড় জন্তু, (২) মহাবলান্বিত। খগাবলি—(১) পক্ষিসমূহ, (২) বাণসমূহ। শঙ্কু—(১) জলজন্তুবিশেষ, (২) শল্য, প্রহরণবিশেষ।

অনুবাদ—(ক) সেই সেতু (জলমধ্যবর্ত্তী) মৎস্যসমূহের বাসস্থানগুলিকে অত্যন্ত আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল; ইহার জন্যই (জলস্থিত) মহাপ্রাণীরা অতিবেগে সঞ্চলন করিতেছিল; ইহা বিক্ষিপ্ত (জলচর) পক্ষিসমূহদ্বারা সংকুল হইয়াছিল; এবং ইহা শঙ্কুনামক জলচর প্রাণিবিশেষগুলিকে অবিরলভাবে প্রহার করিতেছিল।

(খ) সেই রণে উভয় ভূমিপতি (রামপাল ও ভীম) নিকটবর্ত্তী থাকিয়া পরস্পর আন্দোলিত-চিত্ত হইতেছিলেন; ইহাতে মহাবলান্বিত (ভটেরা) বেগে ঘুরিতেছিল; ইহা নিক্ষিপ্ত বাণাবলীর জন্য বিপৎসংকুল হইয়া পড়িয়াছিল; এবং ইহাতে শঙ্কুনামক অস্ত্রবিশেষের অবিরল প্রহার চলিতেছিল।

বিকটাস্যাড়ম্বরচলনক্রমকরপালিঘোরসজ্ঘট্টম্।
উল্লাসিতকুস্তীর্ণাস্কন্দিতসৈন্ধবমহোর্ম্মিভরম্॥ ১৫ ॥

অন্বয়—(ক) বিকট-আস্য-আড়ম্বর-চল-নক্র-মকর-পালি-ঘোর-সজ্ঘট্টং, উল্লাসিত-কুং, তীর্ণ-আস্কন্দিত-সৈন্ধব-উর্ম্মি-ভরং (অগতোরণম্)।

(খ) বিকট-অসি-আড়ম্বর-চলন-ক্রম-করপালি-ঘোর-সঙ্ঘট্টং, উল্লাসিত-কুন্তি-ঈর্ণ-আস্কন্দিত-সৈন্ধব-উর্ম্মি-ভরং (রণম্)।

শব্দার্থ—কু—(১) পৃথিবী। সৈন্ধব—(১) সিন্ধু বা সমুদ্রসম্বন্ধী, (২) সিন্ধুদেশীয় ঘোটক। করপালী—(২) করপাল বা খড়্গধারী।

অনুবাদ—(ক) সেই সেতুতে বিকট ও ভীষণবদনবিশিষ্ট চঞ্চল নক্র ও মকর পংক্তিসমূহের ঘোর সংঘট্ট বা বিমর্দ্দ চলিতেছিল; (রাবণবধোপায় বলিয়া) ইহা দ্বারা পৃথিবী উল্লাসিত হইতেছিল; এবং সমুদ্রের উর্ম্মিসমূহ ইহা দ্বারা তীর্ণ হইলেও যন্ত্রিত হইয়া পড়িয়াছিল।

(খ) সেই রণে ভয়ঙ্কর অসির আড়ম্বর, কম্পন ও সঞ্চালন প্রদর্শন করিয়া খড়্গধারী পুরুষেরা পরস্পরের সঙ্গে ঘোর সংঘট্টন চালাইতেছিলেন; এবং (রণোত্তমে) উল্লাসিত কুন্তধারিগণদ্বারা সিন্ধুদেশীয় ঘোটকসমূহের উর্ম্মিনামক গতিবিশেষ অভিযুক্ত ও তিরস্কৃত হইতেছিল।

বিদিতজিতানিলরংহোহরিবলমাহতপদাতিসন্দোহম্।
দলিতগলদ্দানজলদ্বিরদং নির্ভিন্নবহুবীরম্ ॥১৬॥

অন্বয়—(ক) বিদিত-জিতানিলরংহো-হরিবলং, আহত-পদ-আতি-সন্দোহং, দলিত-গলদ্দান-জলদ্বিরদং, নির্ভিন্ন-বহু-বি-ইরং (অগতোরণম্)।

(খ) বি-দিত-জিতানিলরংহো-হরিবলং, আহত-পদাতি-সন্দোহং, দলিত-গলৎ-দানজল-দ্বিরদং, নির্ভিন্ন-বহুবীরং (রণম্)।

শব্দার্থ—বিদিত—(১) জ্ঞাত, (২) বিচ্ছিন্ন। হরি—(১) বানর, (২) অশ্ব। পদ—(১) স্থান, (২) চরণ। দান—(১-২) হস্তিমদ। আতি—(১) শরালিপক্ষী। বি—(১) পক্ষী। ইরা—(১) জল। বল—(১) সামর্থ্য, (২) সেনা।

অনুবাদ—(ক)—সেই সেতুর (নির্ম্মাণ কার্য্যে) পবনবেগজয়কারী বানরগণের সামর্থ্য সুজ্ঞাত ছিল, ইহা দ্বারা আতি-নামক(জলচর) পক্ষিসমূহের

বাস-স্থান ব্যাহত হইয়াছিল; ইহা দ্বারা মদবর্ষী জলহস্তিগণ দলিত হইয়াছিল; এবং ইহা দ্বারা বহুপক্ষিসমন্বিত জলরাশি নির্ভিন্ন হইয়াছিল।

(খ)—সেই রণে পবনবেগাতিক্রমী অশ্বসেনা বিশেষভাবে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছিল; ইহাতে পদাতিসেনাসমূহ আহত হইয়াছিল; ইহাতে মদজলবর্ষী হস্তিসমূহ দলিত হইয়াছিল; এবং ইহাতে বহু বীরপুরুষ নির্ভিন্ন হইয়াছিল।

সহসাবিঘটনয়া জীবগ্রাহগ্রাহিতাহিতপ্রবরম্।
স্ফুরদসমধামসম্পত্তিমীয়মানবলসম্বাধম্ ॥১৭॥

অন্বয়—(ক) সহসা অবি-ঘটনয়া অজীব গ্রাহ-গ্রাহিত-অহিত-প্রবরং, স্ফুরৎ-অসম-ধাম-সম্পৎ-তিমি-ঈয়মান-বল-সংবাধং (অগতোরণং)।

(খ) সহসা বিঘটনয়া জীব-গ্রাহ-গ্রাহিত-অহিত-প্রবরং, স্ফুরৎ-অসম-ধাম-সম্পত্তি-মীয়মান-বল-সংবাধং (রণম্)।

শব্দার্থ—সহসা—(১) অবিলম্বে, (২) বলসহকারে। অবি—(১) পর্বত। অহিত—(১-২) শত্রু। ধাম—(১) দেহ, (২) প্রভাব বা পরাক্রম। বল—(১) সামর্থ্য; (২) সেনা। ঈয়মান—(১)গম্যমান। মীয়মান—(২) হন্যমান বা ক্ষীয়মাণ।

অনুবাদ—(ক) সেই সেতু অবিলম্বে শৈলদ্বারা নির্মিত হওয়ায়, ইহা দ্বারা গ্রাহ বা জলজন্তুগণ নির্জীবতা বা জীবনশূন্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ও ইহাদ্বারাই শত্রুপ্রবর (রাক্ষসাধিপতি রাবণের) ধরা-পড়ার পথ হইয়াছিল; এবং ইহা হইতে অধ্যবসায়-সমন্বিত অতুল দেহ-সম্পদ্‌ধারণকারী তিমিসমূহ স্বসামর্থ্যে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(খ) সেই রণে বিধির বিঘটনে শত্রুপ্রবর (ভীম) বলপূর্বক জীবনসহ গৃহীত হইয়াছিল বা ধরা পড়িয়াছিল; এবং ইহা অতুল প্রভাবসম্পদ্‌বিশিষ্ট হন্যমান সৈন্যসমূহদ্বারা সঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছিল।

সংক্ষুণ্ণং চ পর্বতাঘাতবিঘট্টিতশঙ্খকন্ধরম্।
শৈলাস্ফালসমুচ্ছলন্নাটিতককবন্ধকীলালম্ ॥১৮॥

অন্বয়—(ক) সংক্ষুণ্ণং পর্বতাঘাত-বিঘট্টিত-শঙ্খ-কন্ধরং শৈলাস্ফাল-সমুচ্ছলৎ-নাটিতক-কবন্ধ-কীলালং চ (অগতরণং)।

(খ)······শৈলাস্ফাল-সমুচ্ছলৎ-নাটিত-ক-কবন্ধকীলালং চ (রণং)।

শব্দার্থ—শঙ্খ—(১) কম্বু (শাঁখ), (২) ললাটের অস্থি। কন্ধর—(১) বারিবাহ বা মেঘ। কন্ধরা—(২) গ্রীবা। কবন্ধ—(১) বিকট বন্ধ, (২) ছিন্নমস্তক দেহ। কীলাল—(১) জল, (২) শোণিত। ক—(২) মস্তক।

অনুবাদ—(ক) বিশেষযাতায়াতে ক্ষুণ্ণপথ সেই সেতুতে পর্বতের আঘাতে শঙ্খসকল ও মেঘসকল বিচূর্ণিত হইতেছিল; এবং ইহার বিকটবন্ধ জলরাশি শৈলসমূহের আস্ফালনে উচ্ছলিত হইয়া নৃত্য করিতেছিল।

(খ) সেই সংক্ষোভযুক্ত রণে শৈলাঘাতে (যোদ্ধৃবর্গের) ললাটাস্থি ও গ্রীবাসমূহ সংচূর্ণিত বা সংভগ্ন হইতেছিল; এবং ইহাতে (হত সৈনিকদিগের) মস্তক ও কবন্ধগুলির শোণিতপ্রবাহ শৈলাস্ফালনে উচ্ছলিত হইয়া বেগে নৃত্য করিতেছিল।

কৃতবিশ্বশিবাবৃত্তিং সুলভবসুমেরুমুপনতরজতগিরিম্।
হরহূতরত্নাকরং বৃষোপকল্পিতাপ্সরোদত্তকামম্ ॥১৯॥

অন্বয়—(ক) কৃত-বিশ্ব-শিব-আবৃত্তিং, সুলভবসু-মেরুং, উপনত-রজতগিরিং, হর-আহূত-রত্নাকরং বৃষ-উপকল্পিত-অপ্সরো-দত্ত-কামং (অগতরণং)।

(খ) কৃত-বি-শ্ব-শিবা-বৃত্তিং, সুলভবসু-মেরুং, উপনত-রজত-গিরিং, হর-আহূত-রত্নাকরং, বৃষ-উপকল্পিত-অপ্সরো-দত্ত-কামং (রণং)।

শব্দার্থ—বিশ্ব—(১) জগৎ। বি—(২) পক্ষী। বৃষ—(১) ইন্দ্র, (২) ধর্ম।

অনুবাদ—(ক) সেই সেতু (রাবণবধের কারণ হইয়া) জগতের কল্যাণের

আবর্তন আনিয়াছিল ; ইহা (রত্নাদি) ধনের সুলভপ্রাপ্তির আধার সুমেরু পর্বতের তুল্য ছিল ; ইহা যেন স্বয়ং উপস্থিত রজতগিরি (কৈলাস-পর্বত) ; ইহা যেন মহাদেবকর্তৃক আহূত স্বয়ং রত্নাকর (বা সাগর)-দেবতুল্য ছিল ; এবং ইহা ইন্দ্রকে (রাবণ-বন্দীকৃত) দেবসুন্দরীগণের প্রদত্ত রতি-সম্ভোগ ব্যবস্থা করিতে সহায়ক হইয়াছিল ।

(খ) সেই রণ পক্ষী, কুক্কুর ও শৃগালসমূহের খাদ্যবৃত্তি সম্পাদন করিয়াছিল ; ইহা মেরুপর্বত-স্থানীয় হইয়া (সকলের পক্ষে) (রত্নাদি) ধনপ্রাপ্তি সুলভ করিয়াছিল ; (যুদ্ধবিজয়ী শূরগণের পক্ষে) ইহা রজতগিরিতুল্য হইয়াছিল ; (সমুদ্র পালরাজগণের জন্মকারণ বলিয়া) ইহাতে রত্নাকরকে (সমুদ্রকে) মহাদেব আহ্বান করিয়াছিলেন ; ইহাতে (হত সৈনিকগণের পক্ষে) স্বর্গরমণীগণের প্রদত্ত রতিভোগ ধর্মশাস্ত্রমতে অনুমোদিত ছিল ।

[দ্রষ্টব্য—ধর্মশাস্ত্রে বিহিত আছে যে, যুদ্ধে হত বীরপুরুষগণ স্বর্গে দেবযোষিদ্‌গণের সঙ্গসুখ লাভ করিতে অধিকারী হয় ।]

সম্যগনুগতরসাশেনাপ্রথমসহোদরেণ রামেণ ।
ভীমঃ স সিন্ধুরগতোরণং রচয়তা কিলাবন্ধি ॥ [কু] ॥২০॥

অন্বয়—সম্যক্ অনুগ-তরসাশ-ইন-অপ্রথম-সহোদরেণ রামেণ অগ-তোরণং রচয়তা (সতা) স ভীমঃ সিন্ধুঃ অবন্ধি কিল ।

(খ) সম্যক্-অনুগত-রসা-আশেন রণং রচয়তা রামেণ সঃ ভীমঃ অপ্রথং (যথা তথা) দরেণ অসহঃ সিন্ধুর-গতঃ কিল অবন্ধি ।

শব্দার্থ—প্রথা—(২) খ্যাতি বা প্রশংসা । আশা—(২) দিক্ । ইন—(১) পতি বা প্রভু । তরসাশ—(১) মাংসভুক্ । অগ—(১) শৈল । ভীম—(১) ভয়ঙ্কর, (২) তন্নামা কৈবর্তপতি । রসা—(২) পৃথিবী । সিন্ধুর—(২) হস্তী ।

অনুবাদ—(ক) মাংসভুক্ রাক্ষসগণের পতি (রাবণের) দ্বিতীয় সহোদর (বিভীষণকে) সম্যগ্ভাবে (বিশ্বস্তভাবে) অনুগত (সেবকরূপে) পাইয়া, রামচন্দ্র পর্বতশিলা দ্বারা সেতু নির্মাণ করিয়া সেই ভয়ঙ্কর সমুদ্র বাঁধিয়াছিলেন, ইহা শুনা যায়।

(খ) পৃথিবীর সর্বদিক্স্থিত জনগণকে সম্যগ্ভাবে প্রাপ্ত হইয়া (অথবা, পৃথিবীর সর্বদিক্ সম্যগ্রূপে নিজের অনুগত করিয়া বা জয় করিয়া লইয়া), রামপাল অখ্যাতির সহিত ভয়কাতর সেই ভীমনামক (কৈবর্তপতিকে) হস্তি-(পৃষ্ঠ) গত অবস্থায়ই বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন।

যমনুপ্রবিশ্য পানীয়ানাং পাতারমেকমাত্মীয়াম্।
ক্ষোণীভৃতঃ সপক্ষা রক্ষাং জিষ্ণোরধুর্দ্বিষতঃ ॥২১॥

অন্বয়—(ক) পানীয়ানাং পাতারং একং যং অনুপ্রবিশ্য সপক্ষাঃ ক্ষোণীভৃতঃ দ্বিষতঃ জিষ্ণোঃ আত্মীয়াং রক্ষাং অধুঃ।

(খ) ......জিষ্ণোঃ দ্বিষতঃ............।

শব্দার্থ—পানীয়—(১) জল, (২) রক্ষণীয়। পাতা—(২) পতি, (২) রক্ষক। জিষ্ণু—(১) ইন্দ্র, (২) জয়শীল। পক্ষ—(১) পাখা, (২) নিজপক্ষীয় লোক। ক্ষোণীভৃৎ—(১) পর্বত, (২) ভূমিপাল বা রাজা।

অনুবাদ—(ক) যে জলপতি সিন্ধুতে (বা সাগরে) প্রবেশ করিয়া, পক্ষযুক্ত (মৈনাকাদি) পর্বতসমূহ শত্রুরূপী (আক্রমণকারী) ইন্দ্র হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল।

(খ) রক্ষাযোগ্য (রাজগণের) রক্ষক বলিয়া যে (ভীমকে) আশ্রয় করিয়া স্বপক্ষীয় রাজগণ জয়শীল শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করিতেন।

যত্র বিপক্ষাণামপি ভূমিভৃতাং বাহিনীসহস্রাণি।
নিরমজ্জন্ দুর্বারাণ্যভিতঃ সর্বৌঘমিলিতানি ॥২২॥

অন্বয়—(ক-খ) যত্র বিপক্ষাণাং ভূমিভৃতাং দুর্বারাণি বাহিনী-সহস্রাণি অপি সর্বৌঘ-মিলিতানি (সন্তি) অভিতঃ নিরমজ্জন্।

শব্দার্থ—বিপক্ষ—(১) বিগত-পক্ষ (পাখা-হীন), (২) শত্রু। ভূমিভৃৎ—(১) পর্বত, (২) রাজা। বাহিনী—(১) নদী, (২) চমূ (সেনা)। ওঘ—(১) প্রবাহ, (২) সন্নাহ (অস্ত্র-শস্ত্রের সরঞ্জাম)।

অনুবাদ—(ক) যাহাতে (যে সিন্ধুতে) পক্ষবিহীন পর্বতসমূহ হইতে উদ্ভূত দুর্বার প্রবাহে প্রবহমান নদী-সহস্র সর্বপ্রকার জলপ্রবাহ লইয়া চতুর্দিক হইতে নিমগ্ন হইত।

(খ) যাঁহাতে (যাঁহার সহিত রণে) শত্রুপক্ষীয় রাজগণের দুর্বার সেনা-সমূহ সর্বপ্রকার সন্নাহ-সমন্বিত হইয়াও নিরুদ্দেশ হইয়া যাইত অর্থাৎ পরাজিত অবস্থায় বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

যস্মিন্ রত্নানামাশ্রয়ে সরস্বত্যপি স্বয়ং লক্ষ্মীঃ।
তে পারিজাতবাজিপ্রবরকরীন্দ্রাদয়োঽপ্যাসন্ ॥২৩॥

অন্বয়—(ক) রত্নানাং আশ্রয়ে যস্মিন্ সরস্বতি স্বয়ং লক্ষ্মীঃ অপি, তে পারিজাত-বাজিপ্রবর-করীন্দ্রাদয়ঃ অপি আসন্।

(খ) রত্নানাং আশ্রয়ে যস্মিন্ সরস্বতী স্বয়ং লক্ষ্মীঃ অপি, তে অপ-অরিজাত-বাজিপ্রবর-করীন্দ্রাদয়ঃ অপি আসন্।

শব্দার্থ—সরস্বান্—(১) সমুদ্র। স্বরস্বতী (১-২) ভারতী। অপারিজাত—যাহাদের অরিসমূহ অপগত হইয়াছে তাহারা।

অনুবাদ—(ক) সর্বপ্রকার রত্নের আলয় যে জলময় সমুদ্রে, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী ও পারিজাত (দ্রুম), শ্রেষ্ঠ অশ্ব (উচ্চৈঃশ্রবাঃ), গজরাজ (ঐরাবত) প্রভৃতি সেই সেই বস্তুসমূহ বাস করিতেন।

(খ) সর্বপ্রকার (ধন) রত্নের আধার যে ভীমের মধ্যে স্বয়ং

সরস্বতীও লক্ষ্মীদেবী আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং যাঁহার অধিকারে (সেনাঙ্গরূপে) শ্রেষ্ঠ অশ্ব ও হস্তী প্রভৃতি সহ সেই সেই (সুভট) জনেরাও অপগতশঙ্ক হইয়া অবস্থান করিত।

বিশ্বম্ভরেণ লক্ষ্মীর্লেভেমৃতমলম্ভি সুমনোভিঃ।
কিঞ্চ লভতে স্ম শম্ভু রাজানং যং সমাসাদ্য ॥২৪॥

অন্বয়—(ক) যং সমাসাদ্য বিশ্বম্ভরেণ লক্ষ্মীঃ লেভে, সুমনোভিঃ অমৃতং অলম্ভি, কিঞ্চ শম্ভুঃ রাজানং লভতে স্ম।

(খ) যং রাজানং সমাসাদ্য বিশ্বং ভরেণ লক্ষ্মীঃ লেভে, সুমনোভিঃ অমৃতং অলম্ভি, কিঞ্চ ভূঃ শং লভতে স্ম।

শব্দার্থ—সুমনস্—(১) দেব, (২) সজ্জন। অমৃত (১) পীযূষ, (২) অযাচিতদান। রাজা—(১) চন্দ্র, (২) ভূপতি।

অনুবাদ—(ক) যাঁহাকে (যে সমুদ্রকে) পাইয়া বিশ্বম্ভর (বিষ্ণু) লক্ষ্মীকে লাভ করিয়াছিলেন, দেবতারা অমৃত পাইয়াছিলেন এবং শম্ভু (শিব) চন্দ্রকে পাইয়াছিলেন।

(খ) যাঁহাকে (যে ভীমকে) রাজরূপে পাইয়া, সমস্ত জগৎ অত্যধিকভাবে সম্পৎ লাভ করিয়াছিল, সজ্জনেরা অযাচিত দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পৃথ্বী কল্যাণ লাভ করিয়াছিল।

অজীজিবন্ জগদখিলং দধতঃ পারার্থ্যমর্থিনো ঘনাঃ।
অচ্যুতপদমধিরুহ্য যস্য চ কল্পদ্রুমপ্রকৃতেঃ ॥২৫॥

অন্বয়—(ক) কল্পদ্রুম-প্রকৃতেঃ যস্য অর্থিনঃ পারার্থ্যং দধতঃ ঘনাঃ অচ্যুত-পদং অধিরুহ্য অখিলং জগৎ অজীজিবন্।

(খ) কল্পদ্রুম-প্রকৃতেঃ যস্য পারার্থ্যং দধতঃ ঘনাঃ অর্থিনঃ অচ্যুত-পদং অধিরুহ্য...............।

শব্দার্থ—প্রকৃতি—(১) উৎপত্তিস্থান, (২) স্বভাব। অচ্যুতপদ—(১) বিষ্ণুপদ অর্থাৎ আকাশ, (২) অস্খলিতপদ। ঘন—(১) মেঘ, (২) অবিরল (বহুসংখ্যক)। অর্থী—(১) নির্ভরশীল, (২) যাচক, সেবক।

অনুবাদ—(ক) কল্পবৃক্ষের উৎপত্তিস্থান যে (সমুদ্রের) নিকট (জলার্থ) নির্ভরশীল হইয়া মেঘসমূহ, পরের উপকারব্রত অবলম্বনপূর্বক আকাশে উত্থিত হইয়া, সমস্ত জগৎকে উজ্জীবিত রাখিয়াছে।

(খ) কল্পবৃক্ষের ন্যায় দানস্বভাববিশিষ্ট যে (ভীমের) (বহুসংখ্যক) যাচক (ও অনুজীবী সেবক) জনেরা, পরার্থপরতা আশ্রয় করিয়া, (নিজদের) অস্খলিত পদে বা অধিকারে অধিরোহণ করিয়া, সমস্ত জগৎ বা ভূভাগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন।

স ভবানীসমুপেতো ভুজঙ্গমবিভূষিতঃ স্বয়ং দেবঃ।
দ্বিজরাজকেতুরাসীন্মুক্তাপুণ্যান্ত যস্যান্তঃ ॥২৬॥

অন্বয়—(ক) মুক্তা-পুণ্যস্য যস্য অন্তঃ সভবান্ দ্বিজরাজ-কেতুঃ দেবঃ স্বয়ং ঈ-সমুপেতঃ ভুজঙ্গম-বিভু-উষিতঃ (আসীদিতি শেষঃ)।

(খ) মুক্ত-অপুণ্যস্য যস্য অন্তঃ স্বয়ং দ্বিজরাজ-কেতুঃ ভুজঙ্গম-বিভূষিতঃ দেবঃ ভবানী-সমুপেতঃ (আসীদিতি শেষঃ)।

শব্দার্থ—পুণ্য—(১) চারু, (২) সুকৃত। ঈ—(১) লক্ষ্মী। দ্বিজরাজ—(১) পক্ষিরাজ (গরুড়), (২) শশধর (চন্দ্র)।

অনুবাদ—(ক) মুক্তাবলীদ্বারা চারু বা মনোজ্ঞ যে (সমুদ্রের) মধ্যে পক্ষিরাজ (গরুড়)-ধ্বজ পূজনীয় দেব (বিষ্ণু) স্বয়ং লক্ষ্মীসহিত সর্পরাজ (শেষনাগের) উপর বাস করিতেন।

(খ) সর্বপ্রকার পাপ বা দুষ্কৃত মুক্ত যে (ভীমের) অন্তঃকরণে সর্পালঙ্কৃত চন্দ্রশেখর দেব (শিব) স্বয়ং গৌরী-সহিত অবস্থান করিতেন।

যোঽত্যন্ততোয়শোভী রাজিতদিগ্‌ভিত্তিরহতমর্যাদঃ।
সুকৃতপদব্যালোভেন কৃতোৎসাহোবহন্‌ মহাশয়তাম্‌॥২৭॥ [কুলকম্‌]।

অন্বয়—(ক) অত্যন্ত-তোয়-শোভী ঈরা-জিত-দিগ্‌-ভিত্তিঃ অহত-মর্যাদঃ সু-কৃতপদ-ব্যালঃ যঃ ভেন-কৃত-উৎসাহঃ মহাশয়তাং অবহৎ।

(খ) অত্যন্ততঃ যশোভিঃ রাজিত-দিগ্‌-ভিত্তিঃ অহত-মর্যাদঃ লোভে ন-কৃত-উৎসাহঃ যঃ সুকৃত-পদব্যা মহাশয়তাং লেভে।

শব্দার্থ—মহাশয়—(১) মহাধার (২) মহাভিলাষ। ঈরা—(১) জল ভেন—(ভ+ইন) নক্ষত্রের অধিপতি (চন্দ্র)। মর্যাদা—(১) সীমা, (২) ন্যায়পথে স্থিতি।

অনুবাদ—(ক) যে (সমুদ্র) অত্যন্ত জলশোভাময়, যাহা জলদ্বারা দিক্‌প্রাচীরগুলিকেও অতিক্রম করে, যাহা স্বসীমা লঙ্ঘন করে না, যাহাতে (সর্পাদি) ব্যালজন্তুগণ সুষ্ঠুভাবে নিবাস রচনা করিয়া থাকে, এবং যাহা চন্দ্রদ্বারা উদ্বেলিত হয়—এইভাবে যাহা মহাশয়তা' (মহাশ্রয়তা বা মহাধারতা) প্রাপ্ত হইয়াছে।

(খ) যে (ভীম) অতিমাত্রায় যশোরাশিদ্বারা সমস্ত দিগ্‌ভিত্তিগুলিকে শোভিত করিয়াছিলেন, যিনি (সমাজ-) স্থিতি উল্লঙ্ঘন করিতেন না, লোভবিষয়ে যাঁহার উৎসাহ ধাবিত হইত না, এবং যিনি ধর্মমার্গ অবলম্বন করিয়া মহাশয়তা (মহাভিলাষতা বা মহেচ্ছতা) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তেনাবলম্বি পরোবিতীর্ণরত্ননিধিনা ধরিত্রীভৃৎ।
স সুবেলোপগতায়া জনকভুবো বার্তয়োৎসবং দধতা॥২৮॥

(ক) **অন্বয়**—অবি-তীর্ণ-রত্ননিধিনা, অপগতায়াঃ জনক-ভুবঃ বার্তয়া উৎসবং দধতা, তেন পরঃ ধরিত্রী-ভৃৎ সঃ সুবেলঃ অবালম্বি।

(খ) বিতীর্ণ-রত্ন-নিধিনা সু-বেলা-উপগতায়াঃ জনক-ভুবঃ উৎসবং বার্ত্তয়া দধতা তেন ধরিত্রীভৃৎ সঃ পরঃ অবালম্বি।

শব্দার্থ—অদ্রি—(১) শৈল। রত্ননিধি—(১) রত্নাকর (সমুদ্র) (২) রত্ন ও (কোশাদি) নিধি। জনক-ভূ—(১) জনক যাঁহার উৎপত্তিকারণ পিতা অর্থাৎ জনকনন্দিনী সীতা, (২) পিতৃভূমি বা জন্মভূমি (বরেন্দ্রী)। ধরিত্রী-ভৃৎ —(১) পর্বত। (২) রাজা। বার্তা—(১) সমাচার, (২) কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য—এই তিনের নাম বার্তা (কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র ১।৪ দ্রষ্টব্য)। পর—(১) পরপারস্থ, দূরবর্ত্তী, (২) শত্রু।

অনুবাদ—(ক) শৈল-রচিত সেতুদ্বারা সমুদ্র পার হইয়া, তিনি (রামচন্দ্র) শুভ সমাচার যোগে (একাকিনী) বিমুক্তা জনকনন্দিনী সীতার আনন্দ বিধান করিয়া, সেই পরপারস্থ সুবেল পর্বতে অধ্যাসিত হইলেন।

(খ) (কৃতকার্য্য সেবকজনদিগকে যুদ্ধান্তে) রত্নসমূহ ও নানাপ্রকার (পদ্মাদি) নিধি বিতরণ করিয়া, (কৃষ্যাদি) বার্তাবিস্তার প্রণয়নদ্বারা শুভক্ষণে প্রাপ্ত বা অধিকৃত জন্মভূমি (বরেন্দ্রীর) সমৃদ্ধি বর্ধন করিয়া, তিনি (রামপাল) সেই শত্রুকে (রাজা ভীমকে) (হস্তিপৃষ্ঠ হইতে) অবতরণ করাইলেন।

উদ্দামরামসৈনিকসংঘট্টোৎপিষ্টবিকটকটকস্থ।

অপসরশরণচরণচারভটীকাঃ করেণবো যস্য ॥২৯॥

অন্বয়—(ক-খ) উদ্দাম-রাম-সৈনিক-সংঘট্ট-উৎপিষ্ট-বিকট-কটকস্থ যস্য করেণবঃ অপসর-শরণ-চরণ-চারভটীকাঃ (বভূবুঃ ইতি শেষঃ)।

শব্দার্থ—বিকট—(১) বিষম, (২) রমণীয়। কটক (১) পর্বতের নিতম্ব, (২) স্কন্ধাবার। চারভটী—(১) বেগশক্তি।

অনুবাদ—(ক) যে (সুবেল পর্বতের) বিষম নিতম্বপ্রদেশগুলি রামসৈনিকদিগের উদ্দাম সংঘর্ষে চূর্ণিত হইয়াছিল, সেই পর্বতের করিযূথগণের পাদবেগশক্তি পলায়নের আশ্রয় লইয়াছিল।

(খ) যে (ভীমের) স্কন্ধাবার বা সেনানিবেশস্থান রামপালের সৈনিকগণের উদ্দাম সংঘর্ষে উৎপিষ্ট বা সংচূর্ণিত হইয়াছিল, সেই ভীমের গজঘটা দ্রুতগতিতে চরণক্ষেপ করিয়া পলায়ন-শরণ হইয়াছিল।

হরিপরিহৃতোপমহিষোবিধূতপাদাবিকোভিহতশৃঙ্গঃ।
যঃ পরিভবভরভঙ্গুরবিগতশ্রীকাননাভোগঃ ॥৩০॥

অন্বয়—(ক) যঃ হরি-পরিহৃতঃ অপ-মহিষঃ বিধুত-পাদ-অবিকঃ অভিহত-শৃঙ্গঃ পরিভব-ভর-ভঙ্গুর-বিগত-শ্রী-কানন-আভোগঃ (চ অভূদিতি শেষঃ)।

(খ) যঃ.........শ্রীক-আনন-আভোগঃ (চ অভূদিতি শেষঃ)।

শব্দার্থ—হরি—(১) সিংহ, (২) অশ্ব। শৃঙ্গ—(১) শিখর, (২) প্রাধান্য বা প্রভুত্ব। পাদাবিক—(১) পাদ-পর্বত, (২) পদাতি সৈনিক।

অনুবাদ—(ক) যে (সুবেল পর্বত) সিংহগণদ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল, যাহা হইতে মহিষদল পলাইয়া গিয়াছিল, যাহার পাদপর্বতের অংশগুলি বিকম্পিত হইয়াছিল এবং যাহার শিখরসমূহ অভিঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই পর্বতের বিস্তৃত বনবিভাগগুলি (রামসেনাপ্রদত্ত) পরিভব-ভারে ভঙ্গুর হইয়া পড়িয়া লুপ্তশোভ হইয়াছিল।

(খ) যে (ভীম) অশ্বারোহী সৈন্যদ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, যাঁহার (রণসম্ভারবাহী) মহিষসকল পলাইয়া গিয়াছিল, যাঁহার পদাতি সৈন্য বিকম্পিত হইয়াছিল এবং যাঁহার প্রাধান্য বা প্রভুত্ব অভিহত হইয়া পড়িয়াছিল, (তখন) সেই ভীমের বিস্তৃত বদন (শত্রুবিহিত) পরাভবভরে আনত হইয়া বিগত-শোভ বা মলিন হইয়া গিয়াছিল।

ঝগিতি বিকুরঙ্গসঙ্গতিরহিতো বিহতেক্ষণশ্রবণঃ।
বিশ্বাপদাশ্রয়োঽভূদ্বিকীর্ণখড়্গাদিরপদভূভারঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়—(ক) ঝগিতি বি-কুরঙ্গ-সঙ্গতি-রহিতঃ বিহত-ঈক্ষণশ্রবণঃ বি-শ্বাপদ-আশ্রয়ঃ বিকীর্ণ-খড্‌গাদিঃ (সঃ) অ-পদ-ভূদারঃ অভূৎ।

(খ) ঝগিতি বি-কুঃ অঙ্গ-সঙ্গতি-রহিতঃ বিহত-ঈক্ষণ-শ্রবণঃ বিশ্ব-আপদ্-আশ্রয়ঃ বিকীর্ণ-খড্‌গাদিঃ (সঃ) অ-পদভূ-দারঃ অভূৎ।

শব্দার্থ—ঝগিতি—(১-২) তৎক্ষণাৎ। বি—(১) পক্ষী। ঈক্ষণশ্রবণ—(১) চক্ষুশ্রবাঃ (সর্প), (২) চক্ষু ও কর্ণ। খড্‌গ—(১) গণ্ডার, (২) অসি। ভূদার—(১) শূকর। দার—(২) কলত্র।

অনুবাদ—(ক) সেই (সুবেল পর্বত) তৎক্ষণাৎ পক্ষী ও মৃগসমূহের সঙ্গতি বা একত্রবাস হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, ইহাতে সর্পসমূহ বিহত হইয়াছিল, ইহাতে শ্বাপদকুলের আশ্রয় বা গৃহ বিগত হইয়াছিল, ইহাতে গণ্ডার প্রভৃতি জন্তুসমূহ ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং ইহাতে শূকরসমূহের বাসস্থান আর রহিয়াছিল না।

(খ) সেই (ভীমের) তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর অধিকার (রাজত্ব) বিগত হইল; তিনি রাজ্যের (অমাত্যাদি) সপ্তাঙ্গ বা সপ্ত প্রকৃতির সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইলেন; (বিকলেন্দ্রিয়) হওয়ায় তাঁহার চক্ষু ও কর্ণ বিহত (অর্থাৎ বিষয়গ্রহণে অসমর্থ) হইল; তিনি সর্বপ্রকার বিপদের আশ্রয় হইলেন; তাঁহার অসি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র অপাস্ত হইল, এবং তাঁহার কলত্র বা স্ত্রীর জন্য পাদরক্ষার স্থান রহিল না।

বিহিতগুরুগণ্ডমণ্ডলনির্ঝরভরকুঞ্জরাজিবৈতথ্যঃ।
মুখরিতগুহাবলিবলন্নির্ঘোষোঽধিকন্দরক্ষুভিতঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়—(ক) (যঃ) বিহিত গুরু-গণ্ডমণ্ডল-নির্ঝর-ভর-কুঞ্জ-রাজি-বৈতথ্যঃ মুখরিত-গুহাবলি-বলন্-নির্ঘোষঃ (তথা) অধিকন্দর-ক্ষুভিতঃ (অভূদিতি শেষঃ)।

(খ) (যঃ)……°কুঞ্জর-আজি-বৈতথ্যঃ, মুখরিত-গু-হাবলি-বলন্-নির্ঘোষঃ (তথা) অধিকং দর-ক্ষুভিতঃ (অভূদিতি শেষঃ)।

শব্দার্থ—গণ্ড—(১) গণ্ডশৈল, (২) কপোল। বৈতথ্য—(১) অন্যথাভাব, (২) বিফল ভাব। হাবলি—(২) হাহাকার। দর—(২) ভয়।

অনুবাদ—(ক) যে (সুবেল পর্বতে) প্রকাণ্ড গণ্ডশৈলসমূহ, নির্ঝর-সম্ভার ও কুঞ্জরাজির অন্যথাভাব বিহিত হইয়াছিল (অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল), যাহাতে (বানর সেনার) নির্ঘোষ বা নিনাদ (প্রতিধ্বনি-) মুখরিত গুহাবলিতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এবং যাহার কন্দরসমূহে অত্যন্ত ক্ষোভ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল।

(খ) যে (ভীম) বিশাল গণ্ডস্থলবাহী মদনির্ঝরপ্রবাহ সিঞ্চনকারী গজঘটার সাহায্যে সম্পাদিত যুদ্ধে বৈফল্য লাভ করিয়াছিলেন, যাঁহার (সৈন্যের) নির্ঘোষ প্রতিধ্বনিমুখরিত দিক্‌সমূহে হাহাকারসহকারে বর্ধিত হইয়াছিল, এবং যিনি ভয়ে অত্যন্ত ক্ষুভিত হইয়াছিলেন।

অপি বিফলপত্রপল্লবকাণ্ডাভ্যাসগহনমদ্রাক্ষীৎ।
বহুধাতুরঞ্জিতং যমবসন্ননানাকরং লোকঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—(ক) অপি যং লোকঃ বিফল-পত্র-পল্লব-কাণ্ডাভ্যাস-গহনং বহু-ধাতু-রঞ্জিতং অবসন্ন-নানা-আকরং অদ্রাক্ষীৎ।

(খ) অপি যং লোকঃ......বহুধা আতুরং জিতং অবসন্ন-নানা-করং অদ্রাক্ষীৎ।

শব্দার্থ—অভ্যাস—(১) নিকটবর্তিতা বা সান্নিধ্য। (২) পুনঃ পুনঃ কৃত ক্রিয়া বা চেষ্টা। নানা—(১) অনেক, (২) উভয়। পত্র—(১) বৃক্ষাদির পর্ণ, (২) (অশ্বাদি) বাহন। কাণ্ড—(১) বৃক্ষস্কন্ধ, (২) বাণ। পল্লব—(১) কিসলয়, (২) বিস্তর। গহন—(১) কানন, (২) দুঃখ।

অনুবাদ—(ক) লোকেরাও দেখিল যে এই (সুবেল) পর্বতের নিকটবর্তী উপবনসমূহে (বৃক্ষাদিতে) ফল, পত্র, পল্লব, কাণ্ড প্রভৃতি সবই বিনষ্ট হইয়াছে;

ইহা বহুপ্রকার (গৈরিকাদি) ধাতুদ্বারা রঞ্জিত দৃষ্ট হইয়াছে, এবং ইহাতে অনেক আকর বা খনি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

(খ) লোকেরাও দেখিল যে, এই (রাজা ভীমের) সমস্ত (অশ্বাদি) যানবাহনসমূহ এবং তাঁহার বাণাদি অস্ত্রসমূহের অভ্যাসকষ্ট সব বিফল হইয়া গিয়াছিল; তিনি বহুপ্রকারে আতুর হইয়া পরাজিত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার উভয় হস্ত অবসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কূটপ্রস্থবিভাগৈঃ সৌবর্ণৈ রাজতৈর্মণিময়ৈর্যঃ।
দ্রাগদয়াটিকপীনপরিগ্রহবিহতৈর্বিহীনশ্রীঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়—(ক) দ্রাক্ অদয়-আটি-কপি-ইন-পরিগ্রহ-বিহতৈঃ সৌবর্ণৈঃ রাজতৈঃ মণিময়ৈঃ কূট-প্রস্থ-বিভাগৈঃ (যঃ) বিহীন-শ্রীঃ (অভূদিতি শেষঃ)।

(খ) দ্রাক্ অদয়-আটিক-পীন-পরিগ্রহ-বিহতৈঃ......(অভূদিতি শেষঃ)।

শব্দার্থ—কূট—(১) শিখর, (২) রাশি। প্রস্থ—(১) সানু, (২) পরিমাণ বিশেষ। শ্রী—(১) শোভা, (১) সম্পত্তি। পরিগ্রহ—(১) পরিজন, (২) স্বীকার বা গ্রহণ।

অনুবাদ—(ক) যে (সুবেল) পর্বত অতিশীঘ্র শোভা-রহিত হইয়া উঠিয়াছিল, যে হেতু বানরপতিদিগের পরিজনেরা নির্দয়ভাবে ইহাতে বেড়াইয়া, ইহার শিখরস্থিত ও সানুস্থিত সুবর্ণময়, রৌপ্যময়, ও মণিময় বিভাগগুলিকে বিহত করিয়াছিল।

(খ) যে (ভীম) অতিশীঘ্র সম্পদ্-বিহীন হইয়া পড়িলেন, যে-হেতু নির্দয় পথচারী পথিকদিগের স্থূল গ্রহণদ্বারা তাঁহার রাশি-রাশিতে ও প্রস্থে-প্রস্থে পরিমিত সুবর্ণ, রজত ও মণি সকলের বিভাগগুলি বিলুপ্ত হইয়াছিল।

ইতি যত্র বিকধবিদ্যাধরগন্ধর্বাঙ্গনাভুজঙ্গাস্তে।
কল্পাগুমারধারিতসুরতা অপি তুরমনায়স্ত ॥৩৫॥

অন্বয়—(ক) ইতি যত্র বিবুধ-বিদ্যাধর-গন্ধর্বাঙ্গনা-ভুজঙ্গাঃ তে কল্যা-আপ্ত-মার-ধারিত-সুরতাঃ অপি দুরমনায়ন্ত।

(খ) ....°কল্প আপ্ত°....... ....দুরমমায়ন্ত।

শব্দার্থ—কল্যা—(১) মদিরা। কল্প—(১) ধর্মশাস্ত্রোক্ত বিধি।

অনুবাদ—(ক) এইভাবে যে (সুবেল) পর্বতে তাহারা (বিবুধ-প্রভৃতিরা বা বানর প্রভৃতিরা) দেব, বিদ্যাধর ও গন্ধর্বদিগের রমণীগণের প্রতি জাররূপে অনুরক্ত হইয়া, কল্যানামক মদিরাপানে উদ্রিক্ত রতিভাবদ্বারা সুরতধারণ করিয়াও (শীঘ্র শত্রুদের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ আসিতেছে এই মনে করিয়া) দুঃখিতমনাঃ হইয়াছিল।

(খ) এইভাবে যে (ভীমসম্বন্ধে) তাঁহারা (তৎসহায়ক সুভটেরা) (যুদ্ধে মরণ ঘটিলে স্বর্গসুখের অধিকারী হইলে পর) দেব, বিদ্যাধর ও গন্ধর্ব-রমণী-গণের ভুজঙ্গ বা উপপতি হইয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানে প্রাপ্ত কামভাবদ্বারা সুরত-ভোগ অবলম্বন করিয়াও (ভীমের বংশাবসান লক্ষ্য করিয়া) দুঃখ বোধ করিয়াছিলেন।

[অতঃপর কাব্যের শেষপর্যন্ত শ্লোকাবলীর কোন টীকা মূল পুঁথিতে পাওয়া যায় নাই। আমাদের ইংরেজী-সংস্কৃত সংস্করণ অবলম্বন করিয়া এই অংশের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। পূর্বাংশের অনুবাদ প্রাচীন টীকার উপর নির্ভর করিয়া রচিত।]

অথ বহুতরসাদৃত্যা যুক্তো রামেণ বিত্তপালস্য।
সূনোরভ্যাসে সহসা সৌরশিতনয়ঃ প্রৈষি ॥৩৬॥

অন্বয়—(ক) অথ বহুতরসা রামেণ আদৃত্যা যুক্তঃ সৌরেশি-তনয়ঃ বিত্তপালস্য সূনোঃ অভ্যাসে সহসা প্রৈষি।

(খ) অথ বহুতরসা রামেণ দৃত্যা[১] যুক্তঃ রেশিত-নয়ঃ অসৌ সূনোঃ বিত্তপালস্য অভ্যাসে সহসা প্রৈষি।

(১) দৃতি শব্দের একটি অর্থ চর্মপুট হইতে পারে "দৃতিশ্চর্মপুটে মৎস্যে না" ইতি মেদিনী। "বহুতরসাদৃত্যাযুক্তঃ" 'অতি দৃঢ় চর্মপুট দ্বারা আবদ্ধ (ভীম)।'—এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে কি না, তাহা বিবেচ্য।

শব্দার্থ—তরঃ—(১) পরাক্রম; (২) বেগ। দৃতি—(২) দর বা ভয়। সৌরেশি—(১) সুরেশ বা ইন্দ্রের পুত্র (বালি)। রেশিত-নয়—(২) যিনি নীতি বিধ্বংসিত করিয়াছেন। সূনু—(১) অনুজ (ভ্রাতা), (২) পুত্র। বিত্তপাল—(১) ধনাধিপ কুবের, (২) তন্নামা রামপাল-পুত্র। সহসা—(১)হঠাৎ, (২) বলপূর্বক।

অনুবাদ—(ক) অনন্তর (সুবেল পর্বতে অধ্যাসনের পর) প্রবল পরাক্রমশালী রামচন্দ্র ইন্দ্রনন্দন বালির পুত্র (অঙ্গদকে) আদর দ্বারা সংবর্ধিত করিয়া ধনাধিপ কুবেরের অনুজ ভ্রাতা (রাবণের) নিকট হঠাৎ প্রেরণ করিলেন।

(খ) অনন্তর (হস্তিপৃষ্ঠ হইতে ভীমের অবতারণের পর) বেগবান্ রামপাল নয় বা নীতির বিধ্বংসকারী ভয়-সমন্বিত সেই (ভীমকে) সেই বিত্তপাল-নামক নিজপুত্রের অন্তিকে বলপূর্বক প্রেরণ করিলেন।

অয়মাতিথ্যকৃতার্থোলভতাভিমতং ন পুণ্যজনতোস্মাৎ।
সপরিণতিরঙ্গদোরীহিতমস্তন্ কমবহদর্কভুবঃ ॥৩৭॥

অন্বয়—(ক) আতিথ্য-কৃতার্থঃ অয়ং অস্মাৎ পুণ্যজণতঃ অভিমতং ন অলভত। অরি-ঈহিতং অস্তন্ সপরিণতিঃ অঙ্গদঃ অর্কভুবঃ কং অবহৎ।
(খ) ……সপরিণতিঃ অঙ্গদঃ অরি-ঈহিতং (অথবা, অঙ্গ-দোঃ-ঈহিতং) অস্তন্ (স)……।

শব্দার্থ—পুণ্যজন—(১) রাক্ষস, (২) সজ্জন। পরিণতি—(১) প্রণাম, (২) পরিণাম বা অন্তিম অবস্থা। অঙ্গদ—(১) তন্নামা বানর, (২) অঙ্গ-প্রদানকারী, অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী। অর্কভূ—(১) সূর্যনন্দন সুগ্রীব, (২) সূর্যসুত যম অথবা, অর্ক বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র।

অনুবাদ—(ক) আতিথ্য দ্বারা কৃতার্থ হইলেও এই (অঙ্গদ) সেই রাক্ষস

(রাবণ) হইতে (সীতাপ্রত্যর্পণরূপ) অভিমত বস্তু প্রাপ্ত হইলেন না। (বরং) শত্রুর (বধবন্ধনরূপ) চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, অঙ্গদ (প্রত্যাবৃত্ত হইয়া) প্রণতিসহকারে সূর্যতনয় (সুগ্রীবের) সুখ উৎপাদন করিলেন।

(খ) আতিথ্যলাভে কৃতার্থ হইয়াও এই ভীম সেই সজ্জন (রামপালনন্দন বিত্তপাল) হইতে স্বীয় (মু'ক্তরূপ) অভীষ্ট বস্তু লাভ করিলেন না। (বরং) প্রাপ্তকাল হইয়া (তিনি) (শত্রুর নিকট) নিজ অঙ্গ প্রদান (অর্থাৎ আত্ম-সমর্পণ) করিলেন এবং শত্রুদের উদ্যোগ এড়াইয়া (অথবা, নিজের অঙ্গ ও বাহু-দ্বয়ের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া) (পলায়নপূর্বক) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রের (হরির ?) (অথবা, সূর্যপুত্র যমের) আনন্দবর্ধন করিলেন।*

অথ ভীমানীকং তেন মহাতরসাশনৈরমেয়বলম্।
সমচীয়ত হরিসুহৃদা সুবিহিতপরমণ্ডলাবরোধেন ॥৩৮॥

অন্বয়—(ক) অথ হরি-সুহৃদা তেন সুবিহিত-পরমণ্ডলাবরোধেন (সতা) মহাতরসাশনৈঃ অমেয়বলং ভীমানীকং সমচীয়ত।

(খ) অথ সুবিহিত-পরমণ্ডলাবরোধেন মহাতরসা তেন হরিসুহৃদা শনৈঃ অশনৈঃ বা অমেয়বলং ভীমানীকং সমচীয়ত।

শব্দার্থ—হরি—(১) বানর (সুগ্রীব), (২) তন্নামা ভীমের সুহৃৎ। মণ্ডল—(১) দেশ-বিভাগ, (২) দ্বাদশরাজকাত্মক চক্র। তরসাশন—(১) মাংসভুক্ রাক্ষস। ভীম—(১) ভয়ঙ্কর, (২) তন্নামা কৈবর্তরাজ।

(ক) অনন্তর সেই (রামচন্দ্র) কপিরাজ (সুগ্রীবকে) সহায়ক পাইয়া, সুষ্ঠুভাবে শত্রুর দেশ (লঙ্কা-রাজ্য) অবরুদ্ধ করিয়া, মহারাক্ষসগণ দ্বারা অপরিমিত-সামর্থ্য ভয়ঙ্কর একটি সেনা সংগ্রহ করিলেন।

* 'অর্কভূ' শব্দের 'যম' অর্থ গ্রহণ করিলে—ভীম পলাইবার চেষ্টা ত্যাগ করিয়া যমের সুখ উৎপাদন করিলেন, কারণ, তিনি পরে শত্রু দ্বারা হত হইয়াছিলেন।

(খ) অনন্তর মহাপরাক্রমশালী সেই হরি-নামক (ভীমের) সুহৃৎ ধীরে ধীরে (অথবা, অতিশীঘ্র) শত্রুর (রামপালের) রাজমণ্ডল (অথবা, শত্রুভূত 'রাজমণ্ডল') অবরুদ্ধ করিয়া, ভীমের অতুল-শক্তি অনীক বা সৈন্যসমূহ একত্রিত করিলেন।

ক্ষিপ্তবিপক্ষাবনিনা কীশবলেনেৎসিতং মহোৎসাহাৎ।
উন্মূলিতেরিতপরস্পরকৃতসংঘট্টনাগচয়ম্ ॥৩৯॥

অন্বয়—(ক) মহোৎসাহাৎ ক্ষিপ্ত-বিপক্ষ-অবনিনা কীশ-বলেন ঈৎসিতং (তথা) উন্মূলিত-ঈরিত-পরস্পরকৃতসংঘট্টন-অগচয়ং (ভীমানীকং)।

(খ) ....°কৃতসংঘট্টন-অগচয়ং (ভীমানীকং)।

শব্দার্থ—বিপক্ষ -(১) পর্বত, (২) শত্রু। কীশ—(১) বানর, (২) নগ্ন। অগ—(১) পর্বত। নাগ—(২) হস্তী।

অনুবাদ—(ক) (রামচন্দ্রের এই ভয়ঙ্কর সেনা) কপিসৈন্যদ্বারা বর্ধিত হইতে বাঞ্ছনীয় ছিল; ইহা অত্যন্ত উৎসাহবশে পর্বত ভূভাগকে অবজ্ঞাত মনে করিতেছিল; এবং ইহা শৈলসমূহকে উন্মূলিত, ইতস্ততঃ ক্ষিপ্ত ও পরস্পর সংঘট্টিত করিতেছিল।

(খ) (ভীমের এই সেনা) (উপযুক্ত সন্নাহের অভাবে) নগ্ন বা স্বল্পসন্নাহ সৈনিকগণদ্বারা সংবর্ধিত হইতে বাঞ্ছনীয় ছিল; ইহা অত্যন্ত উৎসাহে শত্রুর ভূমিবিভাগ বিক্ষোভযুক্ত করিয়াছিল; এবং ইহার হস্তিব্যূহ বিধ্বস্ত, ইতস্ততঃ চালিত ও অন্যোন্য-বিমর্দদ্বারা সংঘট্টিত হইতেছিল।

সম্ভ্রমদক্ষরক্ষোভিরুচিতমুরুবাজিরাজিদীর্ণধরম্।
ব্যস্তদশমস্তকাপত্যসার্থমীরিততরোত্থিতমনোরথকম্ ॥৪০॥

অন্বয়—(ক) সম্ভ্রমদক্ষরক্ষঃ অভিরুচিতং উরুবাজিরাজি-দীর্ণ-ধরং ব্যস্ত-দশমস্তক-অপত্য-সার্থং ঈরিততর-উত্থিত-মনোরথকং (ভীমানীকং)।

(খ) সম্ভ্রমদং করক্ষোভিত-রুচিতং উরু-বাজিরাজি-দীর্ণ-ধরং ব্যস্ত-দশং অস্ত-ক-অপতি অসার্থং ঊরিততর-উত্থিত-মনঃ[1] অরথকং (ভীমানীকং)।

শব্দার্থ—বাজী—(১) শর বা বাণ, (২) অশ্ব। ধর—(১) পর্বত। ক—(২) সুখ। সার্থ—(১) সমূহ, (২) অর্থযুক্ত অর্থাৎ সার্থক।

(ক) (রামের এই ভয়ঙ্কর সেনার) নিকট সমীপস্থ রাক্ষসগণ ব্যস্ততা-সহকারে ঘুরিতেছিল; ইহা অত্যন্ত দীপ্তিমৎ ছিল; ইহার প্রকাণ্ড শরাবলিদ্বারা পর্বতসকল বিদীর্ণ হইতেছিল; ইহা দশমস্তক রাবণের অপত্যসমূহকে ব্যস্ত করিয়া দিয়াছিল; এবং ইহার মনে অত্যন্ত প্রকট হইয়া (উচ্চ) মনোরথ উত্থিত হইয়াছিল।

(খ) (ভীমের এই সেনা) ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল; ইহা (পালরাজগণের?) রাজকরভারে ক্ষোভিতচিত্ত জনগণের পক্ষে মনোজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইল; ইহার অশ্বসমূহদ্বারা ভূমি বিদীর্ণ হইতে লাগিল; ইহার সুখ অবসিত হইয়া পড়িল; ইহা পতি বা নায়কবিহীন ছিল; ইহা সার্থক হইতে পারিল না ইহার মন অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উত্থিত হইল; এবং ইহা রথ-শূন্য ছিল।

দৈবেনেব জীবিতমভিজিঘাংসুনাপত্যপত্তিপটলেন।
বিহিতান্যোন্যপ্রতিবন্ধেনোপর্যুপরি সম্বাধম্ ॥৪১॥

অন্বয়—(ক-খ) জীবিতং অভিজিঘাংসুনা দৈবেন ইব বিহিতান্যোন্য-প্রতিবন্ধেন অপত্য-পত্তিপটলেন উপর্যুপরি সম্বাধং (ভীমানীকং)।

শব্দার্থ—সংবাধ—(১) সংকট বা তুমুল, (২) সংকীর্ণ। উপর্যুপরি—(১) বারংবার, (২) উপর উপর।

(১) "ঊরিততরোত্থিতং অনোরথকং" এইরূপ পদচ্ছেদ স্বীকার করিলে 'অনোরথকং' পদের অর্থ হইবে—'যাহাতে অনঃ বা শকটবিশেষই রথ বলিয়া গণ্য হইত।"

অনুবাদ—(ক) (রামের এই ভয়ঙ্কর সেনা) প্রাণ-হননে ইচ্ছুক দৈবের ন্যায় বারংবার পরস্পরের প্রতিবন্ধ উৎপাদনকারী অপত্যস্থানীয় পদাতিক পুরুষগণদ্বারা সৈনিকগণ দ্বারা সংকট বা তুমুল ছিল।

(খ) (ভীমের এই সেনা) যেন জীবনঘাতে উদ্যোগী দৈবদ্বারা পরস্পরের প্রতিবন্ধ বা প্রাতিকূল্য বিহিত হওয়ায়, (হরির ?) অপত্যাদিগের পদাতিক উপর উপর সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল।

বদ্ধরুধিরস্রোতোবহমবধূতকবন্ধমূর্ধ্বচয়চিতম্।
কাসরবাহনকবলক্ষিপ্তমহাশরকলাপমিতি ॥৪২॥ কু(লকম্)

অন্বয়—(ক) বদ্ধ-রুধিরস্রোতোবহং অবধূত-কবন্ধ-মূর্ধচয়-চিতং কাসরবাহন-কবল-ক্ষিপ্ত-মহাশর-কলাপং (ভামানীকং) ইতি।

(খ) ....কাসরবাহনক-বল-ক্ষিপ্তং............(ভীমানীকং) ইতি।

শব্দার্থ—অবধূত—(১) পরাভূত। (২) কম্পিত। কাসরবাহন—(১) মহিষবাহন যম। কাসরবাহনক—(২) যাহা মহিষকে বাহনরূপে ব্যবহার করিত।

অনুবাদ—(ক) (রামের এই ভয়ঙ্কর সেনাতে) রক্তনদী প্রবর্তিত হইতে লাগিল; ইহা পরাভূত (বীরদিগের) কবন্ধ (শিরঃশূন্য দেহ) ও মস্তকসমূহ-দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল; এবং ইহাতে মহাবাণধারী (বীর-) বর্গ মহিষবাহন যমের কবলে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল।

(খ) (ভীমের এই সেনাতে) রক্তনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল; ইহা (যুদ্ধহত বীরদিগের) কম্পিত কবন্ধ ও মস্তকসমূহদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল; এবং ইহাতে মহিষারূঢ় সৈনিকগণ প্রকাণ্ড বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতেছিল।

বিগ্রহদানপ্রাবিতমহাদ্রবিণকুম্ভকর্ণমহিমাসৌ।
শুশুভে শুভংযুসূনুর্বিশ্বাহিতরক্ষসামন্তঃ ॥৪৩॥

অন্বয়—(ক) বিগ্রহ-দান-প্রাবিত-মহাদ্রবিণ-কুম্ভকর্ণ-মহিমা শুভংযু-সূনুঃ অসৌ বিশ্ব-অহিত-রক্ষসাং অন্তঃ শুশুভে।

(খ) বিগ্রহদান-প্রাবিত-মহাদ্রবিণকুম্ভ-কর্ণমহিমা শুভংযু-সূনুঃ অসৌ বিশ্ব-অহিতরক্ষ-সামন্তঃ (সন্) শুশুভে।

শব্দার্থ—বিগ্রহ—(১) দেহ, (২) যুদ্ধ। দ্রবিণ—(১) পরাক্রম, (২) কাঞ্চন। সূনু—(১) অনুজ ভ্রাতা, (২) পুত্র। অহিত—(১) শত্রু (২) অকল্যাণ। আহিত—(২) ধৃত বা অবলম্বিত।

অনুবাদ—(ক) শুভবিধায়ী (রামচন্দ্রের) সেই অনুজ ভ্রাতা (লক্ষ্মণ), শরীরচ্ছেদপূর্বক মহাপরাক্রম কুম্ভকর্ণের মহিমা বা গৌরব খণ্ডিত করিয়া বিশ্বের শত্রুভূত রাক্ষসগণের মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন।

(খ) যাঁহার সামন্তগণ বিশ্বের অহিত বা অকল্যাণ দূরীকরণে সমর্থ ছিলেন, (অথবা, যাঁহার সামন্তগণ বিশ্বে রক্ষাব্রত ধারণ করিয়াছিলেন) সেই শুভান্বিত (রামপালের) পুত্র (বিত্তপাল), যুদ্ধকালীন (অর্থাদির) দানদ্বারা প্রকাণ্ড কনককলশগুলিকে শূন্য করিয়া দিয়া (দানবীর) কর্ণের মহিমা ক্ষীণ করিয়া দিয়া শোভমান ছিলেন।

শক্তির্জগদ্‌বিজয়িনী বৃষজয়িনস্তস্য সূনুমপ্যসজত।
স চ মূর্ছিতোয়মনয়া ধাম ধরায়ান্নিবেশয়ামাস ॥৪৪॥

অন্বয়—(ক-খ) বৃষজয়িনঃ জগদ্‌-বিজয়িনী শক্তিঃ তস্য সূনুং অসজত অপি। অনয়া মূর্ছিতঃ চ সঃ অয়ং ধরায়াং ধাম নিবেশয়ামাস।

শব্দার্থ—বৃষ—(১) ইন্দ্র, (২) ধর্ম। শক্তি—(১) অস্ত্রবিশেষ, (২) রাজশক্তিত্রয় (প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও উৎসাহশক্তি)। মূর্ছিত—(১) মূর্ছাপ্রাপ্ত, (২) সমুচ্ছ্রিত বা বর্ধিত। ধাম—(১) শরীর, (২) প্রভাব। ধরা—(১) ভূমি, (২) পৃথিবী।

অনুবাদ—(ক) ইন্দ্রবিজয়ীর (রাবণের) জগদ্‌বিজয়সমর্থ শক্তি-নামক অস্ত্রবিশেষ তাঁহার (রামের) অনুজ-ভ্রাতা (লক্ষ্মণের হৃদয়ে) সংলগ্ন হইল। সেই শক্তিনামক অস্ত্রদ্বারা মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া সেই (লক্ষ্মণও) ভূমিতে দেহ নিবেশিত করিলেন।

(খ) ধর্মবিজয়ী (রামপালের) জগদ্‌বিজয়সমর্থা রাজশক্তি তাঁহার পুত্র (বিত্তপালে) সংক্রান্ত হইয়াছিল। সেই (বিত্তপাল) সেই শক্তিদ্বারা সংবর্ধিত হইয়া পৃথিবীতে (নিজের) প্রভাব স্থাপিত করিয়াছিলেন।

উরুতরতরসোপক্রম্যোৎপাট্যাকৃষ্টবিপুলভূমিভৃতা।
তদনু জগৎপ্রাণভুবা সংপাদিতপরমহৌষধীকেন ॥৪৫॥
তেন প্রতিহতমোহেন লক্ষ্মণেনারিরাকলিতমায়ঃ।
নিন্যে মৃত্যুস্থানং জেতা স পরাক্রমেণ হরেঃ ॥৪৬॥ যুগ্ম ॥

অন্বয়—(ক) তদনু উরুতরতরসা উপক্রম্য উৎপাট্য আকৃষ্ট-বিপুল-ভূমিভৃতা জগৎপ্রাণভুবা সংপাদিত-পর-মহৌষধীকেন (অতএব) প্রতিহত-মোহেন সপরা-ক্রমেণ তেন লক্ষ্মণেন আকলিত-মায়ঃ হরেঃ জেতা অরিঃ মৃত্যুস্থানং নিন্যে।

(খ) তদনু……লক্ষ্মণেন তেন আকলিত-মায়ঃ হরেঃ পরাক্রমেণ জেতা স অরিঃ মৃত্যুস্থানং নিন্যে।

শব্দার্থ—তরস্—(১) বেগ, (২) পরাক্রম। ভূমিভৃৎ—(১) পর্বত, (২) রাজা। জগৎপ্রাণ—(১) বায়ু, (২) জগজ্জীবন। পর—(১) শ্রেষ্ঠ, (২) শত্রু। হরি—(১) ইন্দ্র, (২) তন্নামক ভীমসুহৃৎ। মৃত্যুস্থান—(১) যমালয়, (২) বধ্যভূমি। লক্ষ্মণ—(১) তন্নামা রামানুজ, (২) সুলক্ষণযুক্ত।

অনুবাদ—(ক) তৎপর (লক্ষ্মণের মোহপ্রাপ্তির পরে) প্রবলতরবেগে দীর্ঘপদবিক্ষেপে গমন করিয়া বিপুল (গন্ধমাদন) পর্বত উন্মূলিত করিয়া আকর্ষণ করিয়া আনিয়া বায়ুনন্দন (হনুমান্) তাঁহার জন্য শ্রেষ্ঠ (বিশল্যকরণাখ্য) মহৌষধের

ব্যবস্থা করাতে, পরাক্রমশালী সেই লক্ষ্মণ বিগতমূর্ছ হইয়া মায়াজালধারী (ইন্দ্রজালিক) শত্রু ইন্দ্রজিৎকে যমসদনে পাঠাইলেন (অর্থাৎ তাঁহাকে নিহত করিলেন)।

(খ) তৎপর প্রবলপরাক্রমে (অথবা, প্রবলতর পরাক্রমশালী—'তেন' শব্দের বিশেষণ) (কার্য্য) আরম্ভ করিয়া প্রকাণ্ড রাজগণকে স্বপদ হইতে বিচ্যুত করিয়া এবং তাঁহাদিগকে (স্বপক্ষে) আকৃষ্ট করিয়া শত্রুদিগের প্রতীকাররূপ মহৌষধের ব্যবস্থা করিয়া, জগতের জীবন-কারণরূপ সেই (বিত্তপাল) হরিসুহৃদের পরাক্রমে (প্রথমতঃ) বিজয়শীল সেই শত্রু (ভীমকে) বধ্যভূমিতে লইয়া গেলেন।

রামেণোচিতরূপা কাপি দশাস্যোহিতা বিপদ্‌ঘোরা।
স্বশিরশ্ছেদব্যতিকরমদর্শদেষ স্বয়ং হি দৃশা ॥৪৭॥

অন্বয়—(ক) রামেণ উচিতরূপা দশাস্য-উহিতা কা অপি বিপৎ ঘোরা (জাতা ইতি শেষঃ)। এষ হি দৃশা স্বশিরশ্ছেদ-ব্যতিকরং অদর্শৎ।

(খ) রামেণ অস্য কা অপি বিপদ্-ঘোরা দশা উহিতা। এষ হি স্বয়ং দৃশা স্ব-শিরশ্ছেদ-ব্যতিকরং অদর্শৎ।

শব্দার্থ—উচিত—(১) জ্ঞাত, (২) উপযুক্ত বা সমঞ্জস। ব্যতিকর—(১) বিপৎ, (২) ঘটনা।

অনুবাদ—(ক) রামকর্তৃক অত্যন্ত সুবিদিত এবং দশানন (রাবণ) কর্তৃকও বিতর্কিত কি এক (অন্যের অচিন্তিতপূর্ব) বিপৎ ঘোর বা ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইল। কারণ, এই (দশানন রাবণ) নিজের (একৈক) শিরশ্ছেদরূপ বিপৎ নিজনয়নদ্বারা স্বয়ং দেখিলেন।

(খ) রামপালকর্তৃক এই ভীমের কি এক বিপদ্-বহুল অবস্থা চিন্তিত হইয়াছিল। কারণ, এই (ভীম) নিজনেত্রদ্বারা আত্মীয়গণের শিরশ্ছেদরূপ ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

অথ তেন গগনখেলৎখগমণ্ডলিকাবিলাসবিষয়স্য।
উৎকৃত্তকণ্ঠকাণ্ডব্রজনির্যদসৃগ্জটাজটালস্য ॥ ৪৮ ॥
নিহতকুটুম্বস্য পুরো দারুণমাস্কন্দনং কিমপি দধতঃ
ধৃতচন্দ্রহাসধাম্নো লঙ্কারাজঃ কৃতোঽস্য বধঃ ॥ ৪৯ ॥ যুগ্ম ॥
ইতি রামচরিতে……নামকো দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

অন্বয়—(ক) অথ তেন গগন-খেলৎ-খগ--মণ্ডলিকা-বিলাসবিষয়স্য উৎকৃত্ত-কণ্ঠ-কাণ্ড-ব্রজ-নির্যৎ-অসৃগ্-জটা-জটালস্য পুরঃ নিহত-কুটুম্বস্য, কিং অপি দারুণং আস্কন্দনং দধতঃ, ধৃত-চন্দ্রহাস-ধাম্নঃ অস্য লঙ্কারাজঃ বধঃ কৃতঃ।

(খ) অথ……অস্য কারাজঃ বধঃ অলং কৃতঃ।

শব্দার্থ—খগ—(১) দেবতা, অথবা, পক্ষী, (২) বাণ। বিলাস—(১) উৎসব বা আনন্দ, (২) দীপ্তি। ব্রজ—(১) সমূহ, (২) পথ। পুরস্—(১) পূর্বে, (২) সম্মুখে। আস্কন্দন—(১) যুদ্ধ, (২) আক্রমণ বা তিরস্কার। চন্দ্রহাস—(১) রাবণের অসির নাম, (২) অসিমাত্র।

(ক) অনন্তর রামচন্দ্র, যে লঙ্কারাজ রাবণ আকাশে ক্রীড়নশীল দেবমণ্ডলী বা (গৃধ্রাদি) পক্ষিকুলের মহোৎসবের বা মহানন্দের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন, যিনি নিজের ছিন্ন কণ্ঠনলসমূহ হইতে নির্গত শোণিত-ঘন-ধারাদ্বারা জটাযুক্ত হইয়াছিলেন, যাঁহার কুটুম্বগণ পূর্বেই নিহত হইয়াছিল, যিনি কি প্রকার দারুণ যুদ্ধ করিতেছিলেন, এবং যিনি নিজের চন্দ্রহাস-নামক করবালের বলে বলান্বিত ছিলেন, সেই লঙ্কারাজ রাবণকে বধ করিলেন।

(খ) অনন্তর রামপাল, যে ক্ষুদ্র নৃপতি ভীম আকাশে চলন্ত বাণাবলীর দীপ্তির লক্ষ্যস্থান ছিলেন, যিনি নিজের ছিন্ন কণ্ঠনলরূপ পথ হইতে নির্গত শোণিতঘনধারায় জটাযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, যাঁহার কুটুম্বগণ সম্মুখেই নিহত হইয়াছিল, যিনি কিরূপ ভয়ঙ্কর আক্রমণ বা তিরস্কার করিতেছিলেন এবং

যিনি নিজ প্রতাপান্বিত অসি (স্বহস্তে) ধারণ করিতেছিলেন, সেই ভীমকে সম্যক্‌ভাবে বধ করিয়াছিলেন।

ইতি রামচরিতে (শত্রুবধ)-নামক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

(পুঁথিতে পরিচ্ছেদের নামটি লুপ্ত।)

[তৃতীয় পরিচ্ছেদ]

কর্ষন্ ধনঞ্জয়াপ্তাং তাঞ্চ শুচিমযোনিজাং প্রজাজননীম্।
স চিরায় চরিতরক্ষোভুবমিষ্টতমামুরীচক্রে ॥ ১ ॥

অন্বয়—(ক) সঃ চিরায় চরিত-রক্ষো-ভুবং ধনঞ্জয়-আপ্তাং শুচিং অযোনিজাং চ প্রজা-জননীং ইষ্টতমাং তাং কর্ষন্ উরীচক্রে।

(খ) শুচিময়ঃ সঃ চরিত-রক্ষঃ (সন্) ধনং কর্ষন্ জয়-আপ্তাং প্রজা-জননীং নিজাং ইষ্টতমাং তাং ভুবং চিরায় উরীচক্রে।

শব্দার্থ—ধনঞ্জয়—(১) অগ্নি। শুচি—(১) শুদ্ধ, (২) উপধা-শুদ্ধ মন্ত্রী। প্রজা—(১) সন্তান, (২) লোক। ইষ্টতম—(১) প্রিয়তম, (২) বাঞ্ছিততম।

অনুবাদ—(ক) যিনি বহুকাল রাক্ষসভূমিতে বাস করিয়াছিলেন, যিনি অগ্নির নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিলেন, যিনি মানুষযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই, সেই শুদ্ধচরিত্রা (ভবিষ্যতের) সন্তান-জননী প্রিয়তমা সীতাকে তিনি (রামচন্দ্র) আত্মসমীপে টানিয়া আনিয়া স্বীকার করিলেন।

(খ) শুদ্ধচরিত্র (অথবা, স-সচিব) সেই (রামপাল), (সর্বত্র) রক্ষাবিধির প্রবর্তন করিয়া (শত্রুর) ধন আহরণপূর্বক জয়-লব্ধা, প্রজা-লোকের জননীতুল্যা, নিজের বাঞ্ছিততমা সেই ভূমি (বরেন্দ্রী) বহুকাল পরে অধিকার করিলেন।

কুর্বদ্ভিঃ শং দেবেন শ্রীহেত্বীশ্বরেণ দেবেন।
চণ্ডেশ্বরাভিধানেন কিল ক্ষেমেশ্বরেণ চ সনাথৈঃ ॥ ২ ॥
স্ফুরদুচ্চদেবমুখ্যৈঃ সক্ষেত্রদ্বাদশাদিত্যৈঃ।
সাক্ষাৎ সংপ্রত্যয়বিধিপরমাধিষ্ঠানমান্যতমৈঃ ॥ ৩ ॥
স্কন্দেন তেন সবিনায়কেন মিলিতৈঃ প্রকাশরূপৈস্তৈঃ।
রুদ্রৈরেকাদশভির্বসুভির্বিততাস্পদৈর্বিশ্বৈঃ ॥ ৪ ॥
অকুতোভয়সদ্মপুরপ্রাংশুপ্রাসাদবেদিবাস্তব্যৈঃ।
উপনমদাশাপালৈর্দেবৈঃ সম্ভাবিতাকলুষভাবাম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—(ক-খ) শং কুর্বদ্ভিঃ শ্রীহেত্বীশ্বরেণ দেবেন চণ্ডেশ্বরাভিধানেন কিল দেবেন ক্ষেমেশ্বরেণ চ সনাথৈঃ, স্ফুরৎ-উচ্চদেব-মুখ্যৈঃ সক্ষেত্র-দ্বাদশাদিত্যৈঃ সাক্ষাৎ সংপ্রত্যয়-বিধি-পরম-অধিষ্ঠান-মান্যতমৈঃ, সবিনায়কেন তেন স্কন্দেন (সহ) মিলিতৈঃ তৈঃ প্রকাশ-রূপৈঃ একাদশভিঃ রুদ্রৈঃ বসুভিঃ বিততাস্পদৈঃ বিশ্বৈঃ, অকুতোভয়-সদ্ম-পুর-প্রাংশু-প্রাসাদ-বেদি-বাস্তব্যৈঃ উপনমৎ-আশাপালৈঃ দেবৈঃ, সম্ভাবিত-অকলুষভাবাং (তাং উরীচক্রে ইতি পূর্বেণ অন্বয়ঃ)।

শব্দার্থ—শ—(১) মঙ্গল, (২) মঙ্গল, শস্ত্র। শ্রী—(১) লক্ষ্মী বা সরস্বতী। ক্ষেত্র—(১) গৃহ, (২) স্ত্রী, শরীর। সাক্ষাৎ—(১) প্রত্যক্ষ, (২) তুল্য। সংপ্রত্যয়—(১) প্রত্যক্ষ প্রতীতি, (২) সম্যক্ বিশ্বাস। বিনায়ক—(১) গণেশ, বা বুদ্ধ, (২) বিশিষ্ট নেতা। বিশ্ব—(১) তন্নামক দেব, (২) সকল। উপনমৎ—(১) উপস্থিত, (২) নম্র যাচনকারী (জন)। আশাপাল—(১) দিক্‌পাল, (২) প্রার্থনা-পূরক।

অনুবাদ—(ক) (রাম যে সীতাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন সেই) (সীতার) চিত্তবৃত্তি যে অকলুষ বা অনাবিল ছিল তাহা সকল মঙ্গল-বিধায়ী দেবগণই মানিয়া নিয়াছিলেন—এই দেবগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন—সরস্বতীর ভর্তা (ব্রহ্মা), চণ্ডেশ্বর (শিব) ও ক্ষেমেশ্বর (রক্ষামঙ্গলকারী বিষ্ণু)। তন্মধ্যে আরও

ছিলেন ক্ষেত্র-স্থিত (অথবা, দেবীগণ সহিত, অথবা, বিগ্রহবান্) দ্বাদশ আদিত্য—যাঁহারা ঊর্ধ্বে অবস্থান করিয়া দেবশ্রেষ্ঠভাবে দীপ্যমান, এবং যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে লোকের (চক্ষুরূপে) প্রতীতি-ব্যাপারের পরমাশ্রয়ভূত ও তজ্জন্য মান্যতম। তন্মধ্যে আরও ছিলেন প্রসিদ্ধ প্রকাশাত্মক একদশসংখ্যক রুদ্রদেবগন ও তাঁহারাও সঙ্গে রাখিয়াছিলেন গণেশ সহ কার্তিকেয়কে; এবং আরও ছিলেন (অষ্ট) বসুগণ ও সর্বব্যাপী (দশ) বিশ্বদেবগণ। সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন (ইন্দ্রাদি) দিক্‌পাল দেবগণ এবং তাঁহারা (রাবণবধের পরে) ভয়লেশশূন্য গৃহযুক্ত (লঙ্কা) পুরীর অত্যুচ্চ দেব-মন্দিরসমূহের বেদিতে বসতি ধার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন।

(খ) (রামপাল যে বরেন্দ্রীকে অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন), সেই বরেন্দ্রীর স্বরূপ যে অনাবিল বা বিপ্লবরহিত ছিল—তাহা (প্রজাজনের) মঙ্গলকামী বা শস্ত্রধারী রাজগণ কর্তৃকই বিহিত হইয়াছিল। এই রাজগণ মধ্যে ছিলেন শ্রীহেত্বীশ্বর, চণ্ডেশ্বর ও ক্ষেমেশ্বর-নামক নরপতিত্রয়। এই সব দীপ্তিমান্ বা তেজস্বী, উন্নত রাজশ্রেষ্ঠগণ (প্রজাজনের) সম্যক্‌বিশ্বাসের পরমাধার ছিলেম এবং তাঁহারা ক্ষেত্রস্থিত দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় (স্বস্থানস্থিত) থাকিয়া দেদীপ্যমান থাকায় (সকলের নিকট) মান্যতম ছিলেন। তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে ছিলেন একাদশসংখ্যক ব্যক্তপ্রকাশক রুদ্র বা ভয়ঙ্কর রাজগণ এবং তাঁহারা সেনানায়ক সহিত স্কন্দ-নামক অপর এক রাজার সহিত মিলিত ছিলেন; এবং সর্বপ্রকার ধনরত্ন দ্বারা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা বিস্তীর্ণ ছিল। এই সমস্ত রাজারা (ভীমের বধের পরে) অকুতোভয় গৃহযুক্ত রাজপুরীতে বা রাজধানীতে রাজভবনের অলঙ্কৃত ভূতলে বসতি করিতেছিলেন এবং যাচকগণের প্রর্থনা পূরণ করিতেছিলেন।

[দ্রষ্টব্য :—বরেন্দ্রীতে সে-কালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, আদিত্য, বিনায়ক (গণেশ বা বুদ্ধদেব), কার্তিকেয় প্রভৃতি দেবগণের মূর্তি দেবালয়ে স্থাপিত ছিল।]

ভগবদ্ভিরপি বিপ্রবরৈরপি প্রশান্তভমৈরপি চ।
অনুচানৈঃ পরমর্ষিভিরুপপাদিতব্রতোৎকর্ষাম্॥ ৬॥

অন্বয়—(ক) ভগবদ্ভিঃ অপি প্রশান্ততমৈঃ অপি বিপ্রবরৈঃ, অপি চ অনূচানৈঃ পরমর্ষিভিঃ উপপাদিত-ব্রত-উৎকর্ষাং (সীতাং উরীচক্রে)।

(খ) পরমর্ষিভিঃ অনূচানৈঃ অপি, ভগবদ্ভিঃ অপি, প্রশান্ততমৈঃ অপি চ বিপ্রবরৈঃ উপপাদিত-ব্রত-উৎকর্ষাং (বরেন্দ্রীং উরীচক্রে)।

শব্দার্থ—অনূচান—(১-২) বিনীত বা শিক্ষাপ্রাপ্ত, অথবা সাঙ্গবেদসমূহের অধ্যাপয়িতা। ব্রত—(১) পাতিব্রত্যাদি নিয়ম, (২) সত্যাদি পুণ্যকর্ম।

অনুবাদ—(ক) ষড়ৈশ্বর্যশালী ও শমপ্রধান ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ দ্বারা এবং সাঙ্গবেদ-বিচক্ষণ পরম ঋষিগণ দ্বারা এই (সীতার) (পাতিব্রত্যরূপ) ব্রতের উৎকর্ষ প্রতিপাদিত বা প্রমাণিত হইয়াছিল।

(খ) পরম ঋষিগণের তুল্য বেদবিৎ ষড়ৈশ্বর্যশালী শমপ্রধান বিপ্রবরগণ দ্বারা এই (বরেন্দ্রীতে) সত্যাদি পুণ্য ব্রতের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

মন্দ্রাণাং স্থিতিমূঢ়াং জগদ্দলমহাবিহারচিতরাগাম্।
দধতীং লোকেশমপি মহত্তারোদীরিতোরুমহিমানম্ ॥৭॥

অন্বয়—(ক) স্থিতি-মূঢ়াং জগৎ-দল-মহাবিহার-চিত-রাগাং, লোকে মহৎ শং দধতীং অপি মন্দ্রাণাং তার-উদীরিত-উরু-মহিমানং (সীতাং উরীচক্রে)।

(খ) মন্দ্রাণাং স্থিতিং উঢ়াং জগদ্দল-মহাবিহার-চিত-রাগাং লোকেশং অপি দধতীং মহৎ-তারা-উদীরিত-উরু-মহিমানং (বরেন্দ্রীং উরীচক্রে)।

শব্দার্থ—স্থিতি—(১) দশা, (২) অবস্থান। দল—(১) দলন, বা ভাগ। মন্দ্র—(১) বাদ্যবিশেষ, (২) গজবিশেষ। তার—(১) উচ্চ-স্বর। তারা—(২) তারানাম্নী বুদ্ধদেবী। বিহার—ক্রীড়া, (২) বৌদ্ধমঠ।

(ক) (যে সীতাকে রাম স্বীকার করিয়া লইলেন) সেই (সীতা) (তখন) নিজ দশাবিষয়ে মোহগ্রস্তা ছিলেন; জগতের দলন কার্যকে বড় ক্রীড়ারূপে গণনাকারী (রাক্ষস রাবণের) অনুরাগ তাঁহার প্রতি বর্ধিত ছিল [অথবা,

জগতের ভাগবিশেষে সুখবিচরণদ্বারা তাঁহার অনুরাগ বর্ধিত হইয়াছিল]; তিনি পৃথিবীতে মহৎ কল্যাণ বিধান করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার বিপুল মহিমা মন্দ্র বা বাদ্যবিশেষের উচ্চ ধ্বনিতে কীর্তিত হইয়াছিল।

(খ) (যে বরেন্দ্রীকে রামপাল অধিকার করিয়াছিলেন) সেই (বরেন্দ্রী) মন্দ্র-নামক গজগণের নিবাস বহন করিত (অর্থাৎ সেখানে তন্নামক গজগণের বাসস্থান ছিল); তাহাতে অবস্থিত জগদ্দল-নামক মহাবিহারে (বৌদ্ধমঠে) (সর্বজীবের প্রতি) অনুরাগ পুঞ্জিত হইত; তাহা লোকেশনামক বোধিসত্ত্ব-বিশেষকে ধারণ করিত; এবং সেখানে মহত্তর মঠাধ্যক্ষগণ ও তারাদেবী-মূর্তি থাকায় তাহার বিপুল মাহাত্ম্য উদ্রিক্ত ছিল।

দ্রষ্টব্য :—এই শ্লোকের প্রথম শব্দটি 'মন্ত্রাণাং' হইয়া থাকিলে—(সীতাপক্ষে অর্থ)—দেবাদিসাধনরূপ মন্ত্রের বিধি যিনি আচরণ করিতেন; (বরেন্দ্রীপক্ষে অর্থ)—যাহা বেদবিদ্যার স্থিতি বা অবস্থান রক্ষা করিত। "মন্ত্রো বেদপ্রভেদে স্যাদ্ দেবাদীনাং সাধনে গুপ্তবাদে" ইতি বিশ্বঃ। শ্লোকের, দেবীমূর্তিটির নাম মহত্তারাও হইতে পারে। প্রথম পক্ষে তারা সুগ্রীবপত্নী হইতে পারেন কি না, তাহাও বিবেচ্য।]

অপরিমিতপুণ্যভূমিং সত্যাচারৈককেতনমভেদ্যম্।
বিপুলতরপুণ্যকীর্তিভিরভিহিতশুচিভাবমুপজাতাম্ ॥৮॥

অন্বয়—(ক) অপরিমিত-পুণ্যভূমিং বিপুলতর-পুণ্য-কীর্তিভিঃ অভিহিত-শুচি-ভাবং অভেদ্যং সত্যাচার-এক-কেতনং উপজাতাং (সীতাং উরীচক্রে)।

(খ) অপরিচিত-পুণ্য-ভূমিং......উপজাতাং (বরেন্দ্রীং উরীচক্রে)।

শব্দার্থ—পুণ্য—(১) সুকৃত বা ধর্ম, (২) চারু বা মনোজ্ঞ। কেতন—(১) কেতু বা ধ্বজা, (২) গৃহ বা নিবাস।

অনুবাদ—(ক) সেই (সীতা) অগণিত সুকৃত বা ধর্মক্রিয়ার আধার ছিলেন এবং বিপুলতর পুণ্য ও কীর্তির অধিকারী (ঋষি ও ব্রাহ্মণ জনগণ দ্বারা)

তদীয় শুদ্ধাশয়তা কীর্তিত হওয়াতে, তিনি সত্যাচরণের এক অভেদ্য কেতু হইয়া উঠিয়াছিলেন।

(খ) সেই (বরেন্দ্রী) এক বিশাল ও চারু বা মনোজ্ঞ ভূমি ছিল এবং ইহা বিপুলতর পুণ্যকীর্তিবিশিষ্ট তত্রত্য জনগণদ্বারা ইহার শৌচ ভাব সূচিত হওয়ায়, ইহা সত্য ও আচারের একমাত্র অভেদ্য নিবাস বা গৃহরূপে পুনরায় পরিগণিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মকুলোদ্ভবাং স্কন্দনগরেণ মূর্ছিতামিতাপচিতিম্।
তৈরতিগুরূৎপলাবাসৈরস্বপ্নৈর্ভরিতশোণিতপুরাঞ্চ ॥৯॥

অন্বয়—(ক) ব্রহ্ম-কুল-উদ্ভবাং, স্কন্দন-গরেণ মূর্চ্ছিতাং, ইত-অপচিতিং, (অথবা, মূর্ছিত-অমিত-অপচিতিং), তৈঃ অস্বপ্নৈঃ অতি-গুরু-উৎ-পল-আবাসৈঃ ভরিত-শোণিত-পুরাং চ (সীতাং উরীচক্রে)।

(খ) ব্রহ্ম-কুল-উদ্ভবাং, স্কন্দ-নগরেণ-মূর্ছিতাং, ইত-অপচিতিং, (অথবা, মূর্ছিত-অমিত-অপচিতিং), তৈঃ অতি-গুরু-উৎপল-আবাসৈঃ অস্বপ্নৈঃ ভরিত-শোণিতপুরাং চ (বরেন্দ্রীং উরীচক্রে)।

শব্দার্থ—ব্রহ্মকুল—(১) ব্রহ্মতত্ত্বের ভবন, (২) ব্রাহ্মণবংশ। স্কন্দন—(১) অবস্কন্দন বা পরাভব। গর—(১) বিষ। মূর্ছিত—(১) মোহগ্রস্ত, (২) বর্ধিত, সমৃদ্ধ। অপচিতি—(১) প্রক্ষয়, (২) পূজা। উৎপল—(১) উৎক্রামিত-মাংস, (২) পদ্ম। অস্বপ্ন—(১) স্বপ্নশূন্য, বিনিদ্র (২) দেবতা। পুর—(১) দেহ, (২) নগর। শোণিত—(১) রক্তবর্ণ, লাল; রুধির। শোণিতপুর—কোটিবর্ষ নগরের নামান্তর। ভরিত—(১) ভারযুক্ত, (২) পরিপূর্ণ।

অনুবাদ—(ক) সেই (সীতা) ব্রহ্মবিদ্যার স্থান (বিদেহদেশে) উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি (শত্রুর) অবস্কন্দন বা পরাভবজনিত (অপমানাত্মক) বিষদ্বারা মূর্ছাগ্রস্ত ছিলেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (অথবা,

তিনি মূর্ছিতা ও অপরিমিত ক্ষয়যুক্তা হইয়াছিলেন); এবং তাঁহার শোণিত ও দেহ (অথবা রক্তবর্ণাভ বা কোকনদচ্ছবি দেহ) সেই অতি ভীষণ মাংসক্ষয়কর ও স্বপ্নবিহীন বা বিনিদ্র রাক্ষসনিবাসদ্বারা ভারযুক্ত বোধ হইত।

(খ) সেই (বরেন্দ্রী) ব্রাহ্মণবংশের জন্মস্থান ছিল; ইহা স্কন্দনগরের সমৃদ্ধিতে সমৃদ্ধিযুক্ত ছিল; ইহা (সকলের) পূজাপ্রাপ্তির স্থান ছিল (অথবা, ইহা সমৃদ্ধ ও অপরিমিত পূজার-যোগ্য স্থান ছিল); এবং ইহার শোণিতপুর-নামক নগরে অতি প্রধান পদ্মবহুল মন্দিরসমূহ দেবগণদ্বারা আকীর্ণ বা পরিপূর্ণ ছিল।

অপ্যভিতো গঙ্গাকরতোয়ানর্ঘপ্রবাহপুণ্যতমাম্।
অপুনর্ভবাহ্বয়মহাতীর্থবিকলুষোজ্জ্বলামন্তঃ ॥১০॥

অন্বয়—(ক) অপি (চ) অভিতঃ গঙ্গা-আকর-তোয়-অনর্ঘ-প্রবাহ-পুণ্যতমাং অন্তঃ অপুনর্ভব-আহ্বয়-মহা-তীর্থ-বিকলুষ-উজ্জ্বলাম্ (সীতাং উরীচক্রে)।

(খ) অপি (চ) অভিতঃ গঙ্গা-করতোয়া-অনর্ঘ-প্রবাহ-পুণ্যতমাং অন্তঃ অপুন-র্ভব-আহ্বয়-মহাতীর্থ-বিকলুষ- উজ্জ্বলতমাং (বরেন্দ্রীং উরীচক্রে)।

শব্দার্থ—অভিতঃ—(১)সর্বতোভাবে, (২)উভয়দিকে। অপুনর্ভব—(১) মোক্ষ বা জন্মান্তররাহিত্য, (২) বরেন্দ্রীর একটি তীর্থের নাম। তীর্থ—(১) উপায় বা যজ্ঞ, (২) পুণ্যক্ষেত্র বা জলাবতার (ঘাট)।

অনুবাদ—(ক) কিঞ্চ, সেই (সীতা) গঙ্গানদীর উৎপত্তিস্থানের জলের অমূল্য প্রবাহের ন্যায় সর্বতোভাবে পবিত্রতমা ছিলেন এবং তত্ত্বজ্ঞাননামক মহাযজ্ঞ, বা মহান্ উপায়দ্বারা অন্তরে কলুষশূন্যা হইয়া দীপ্তিমতী ছিলেন।

(খ) কিঞ্চ, সেই (বরেন্দ্রী) উভয়তঃ গঙ্গানদী ও করতোয়ানদীর অমূল্য প্রবাহ বর্তমান থাকায় পুণ্যতমা ছিল এবং মধ্যে অপুনর্ভব-নামক মহাতীর্থ মহাপুণ্যক্ষেত্র বা (করতোয়া নদীর) মহাজলাবতার থাকায়, ইহা পাপশূন্য বা বিগতকল্মষ ও উজ্জ্বল ছিল।

অপি পৃথুকচ্ছবলভীকৃশতরকালীকৃতোত্থানাম্।
অপি বিশ্রুতপলাশিবৃতামশোকবন্যাপ্তাম্ ॥১১॥

অন্বয়—(ক) অপি (চ) পৃথুকচ্ছ-বল-ভী-কৃশতরক-আলী-কৃত-উত্থানাং, বিশ্রুত-পলাশি-বৃতাং অশোকবনী-আপ্তাং অপি (সীতাং উরীচক্রে)।

(খ) অপি (চ) পৃথুকচ্ছ-বলভী-কৃশতর-কালী-কৃত-উত্থানাং, বিশ্রুত-পলাশি-বৃতাং, অশোকবনী-আপ্তাম্ অপি (বরেন্দ্রীং উরীচক্রে)।

শব্দার্থ—কচ্ছ—(১) পার্শ্ব, (২) তট, অনুপদেশ। আলী—(১) সখী, বয়স্যা। পলাশী—(১) রাক্ষস, (২) বৃক্ষ।

অনুবাদ—(ক) কিঞ্চ, সেই (সীতা) বিপুলপার্শ্ব (রাক্ষস) সৈন্যের ভয়ে অত্যন্ত কৃশ হওয়ায়, বয়স্যা (সরমার) সাহায্যে উত্থানলাভ করিয়াছিলেন, তিনি বিখ্যাত (অথবা শ্রুতি বা জ্ঞানবিহীন) মাংসভোজী রাক্ষসগণদ্বারা পরিবেষ্টিতা ছিলেন এবং (হনুমান্ কর্তৃক) অশোকবনীতে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(খ) কিঞ্চ, সেই (বরেন্দ্রী) বিপুলজলপ্রায়দেশযুক্ত ছিল, এবং ইহাতে বলভী-নাম্নী নদী ও কৃশতরা কালী-নাম্নী নদী (অথবা, বিপুল-তটা বলভী-নাম্নী নদী ও কৃশতরা কালীনাম্নী নদী) উত্থান বা উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল ; এবং ইহা বিখ্যাত বৃক্ষসমূহদ্বারা আকীর্ণ ছিল এবং ইহা অশোকবৃক্ষসমূহের বনী বা কানন ধারণ করিত।

পরমবিরলকন্দাবলিময়মবিরলকলকণ্ঠকূজন্মুখম্।
পৃথুলকুচশ্রীফলকম্পনসহিতং লোলমঞ্জুলবলীকম্ ॥১২॥

অন্বয়—(ক) পরং অবিরল-কন্দ-আবলিময়ং, অবিরল-কল-কণ্ঠ-কূজৎ-মুখং, লোল-মঞ্জুল-বলীকং পৃথুল-কুচ-শ্রীফল-কম্পনসহিতং (যথাতথা) (রামং সদা দধতীং সীতাং উরীচক্রে ২।১৬ দ্রষ্টব্য)।

(খ) পরং অবিরল-কন্দ-আবলিময়ং অবিরল-কলকণ্ঠ-কূজৎ-মুখং, লোল-মঞ্জু-লবলীকং, পৃথু-লকুচ-শ্রীফল-কম্পন-সহিতং (অথবা পৃথু-লকুচ-শ্রীফলকং পনস-হিতং) (সদারামং দধতীং বরেন্দ্রীং উরীচক্রে ২।১৬ দ্রষ্টব্য) ।

শব্দার্থ—পর—(১) শ্রেষ্ঠ, (পরমপুরুষ), (২) উত্তম। কন্দ—(১) মেঘ, (২) শূরণনামক মূল। কল—(১) মধুরাস্ফুট। কলকণ্ঠ—(২) কোকিল। মুখ—(১) বদন, (২) দ্বার। বলি—(২) জঠরাবয়ববিশেষ (মধ্যগরেখা)।

অনুবাদ—(ক) (সেই সীতা সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ রামকে সর্বদা ধ্যান করিতেছিলেন)—যিনি নিবিড় জলধর শ্রেণীর ন্যায় শ্যামল ছিলেন, যিনি (অবিরল মধুরকণ্ঠস্বরে মুখ কূজিত রাখিতেন, এবং যাঁহার (উদরপ্রদেশে) লাবণ্যময় মনোজ্ঞ মধ্যগরেখা বা বলিরেখা বিরাজ করিত—তাঁহার (সীতার) এই ধ্যানকার্য্যে তদীয় শ্রীফল বা বিল্ববৎ প্রতীয়মান বিপুল স্তনদ্বয়ের কম্পন লক্ষিত হইতেছিল।

(খ) (সেই বরেন্দ্রী সেই উত্তম আরাম বা উপবন ধারণ করিতেছিল)—যাহা ঘনসন্নিবিষ্ট কন্দ বা শূরণ-মূল-বহুল ছিল, যাহার প্রবেশদ্বারে অবিরলভাবে কোকিল কূজন করিত, যাহা বিপুল লকুচ ও শ্রীফল বৃক্ষের কম্পনে যুক্ত থাকিত (অথবা, যাহাতে বিপুল লকুচ ও শ্রীফল বৃক্ষ থাকিত, এবং যাহা পনসবৃক্ষযুক্তও থাকিত) এবং যাহাতে চঞ্চল ও মনোজ্ঞ লবলীলতা বিদ্যমান থাকিত।

প্রবলদ্বিক্রমকন্দলশোভাধরমীক্ষণামৃতৌঘমুচম্।
তরলভ্রমরকমুরুগন্ধবহানিললহরীলীনম্ ॥
কিঞ্চ বহুনাগরঙ্গজ্জিতবস্তুং বাসবোদ্যানম্ ॥১৩॥

অন্বয়—(ক) প্রবলৎ-বিক্রমকং দল-শোভ-অধরং ঈক্ষণ-অমৃত ওঘ-মুচং তরল-ভ্রমরকং উরু-গন্ধবহা-অনিল-লহরী-লীনং কিঞ্চ বহু-নাগ-রঙ্গং জিতবস্তুং বাসব-উদ্যানং (রামং সদা দধতীং সীতাং উরীচক্রে)।

(খ) প্রবলৎ-বি-ক্রমকং দল-শোভা-ধরং (অথবা, প্রবলৎ-বি-ক্রম-কন্দল-শোভাধরং) ঈক্ষণ-অমৃত-ওঘ-মুচং, তরল-ভ্রমরকং উরু-গন্ধবহ-অনিল-লহরী-লীনং, কিঞ্চ বহু-নাগরঙ্গং বাসব-উদ্যানং জিতবন্তং (অথবা, বহুনাগরং বাসব-উদ্যানং গঞ্জিতবন্তং) (সদারামং দধতীং বরেন্দ্রীং উরীচক্রে)।

শব্দার্থ—দল—(১-২) পত্র। ভ্রমরক—(১) ললাটস্থ চূর্ণকুন্তল। গন্ধবহা—(১) নাসিকা। গন্ধবহ—(২) গন্ধবহনকারী। নাগরঙ্গ—(১) হস্তিযুদ্ধ, (২) নারঙ্গাখ্য দ্রুমভেদ। উদ্যান—(১) উদ্‌গতি বা উদ্যম, (২) উপবন, বাগান। বি—(২) পক্ষী। ক্রম—(২) পদক্ষেপ, পরিপাটী। কন্দল—(১) নবাঙ্কুর, (২) 'কন্দর'—মৃগভেদ।

(ক) সেই (সীতা) সেই রামকে সর্বদা চিন্তা করিতেছিলেন—যিনি প্রবর্ধমান বিক্রমধারী ছিলেন, যাঁহার অধর পত্র বা কিশলয়সদৃশ শোভমান ছিল, যিনি নয়নদ্বয় হইতে অমৃত বা জলপ্রবাহ মোচন করিতেছিলেন, যাঁহার (ললাটদেশে) চূর্ণকুন্তল চঞ্চল লক্ষিত হইতেছিল, যিনি বিশাল নাসিকা হইতে উদ্গত শ্বাসবায়ুতেই মগ্ন ছিলেন, যিনি বহু হস্তীর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন. এবং যিনি বাসব বা ইন্দ্রের উদ্যমের মত উদ্যমশীল ছিলেন (অথবা, যিনি বহু হস্তীর সঙ্গে রণ করিতেন এবং ইন্দ্রের উদ্যমকেও পরাজিত করিতেন)।

(খ) সেই (বরেন্দ্রী) সেই উত্তম আরাম বা উপবন ধারণ করিতেছিল—যেখানে পক্ষীদিগের ক্রম বা পদক্ষেপ লক্ষিত হইত, যাহা (বৃক্ষ) পত্রের শোভা ধারণ করিত (অথবা, যাহা সদা চলন্ত বিহগকুলপূর্ণ ছিল এবং যাহা যথোচিত সন্নিবেশবশতঃ কন্দল বা কদলীবৃক্ষের শোভা ধারণ করিত ; অথবা, যাহা অত্যন্ত বিক্রমশালী কন্দল বা কন্দর-নামক মৃগ দ্বারা শোভিত ছিল), যাহা জনমেত্রে অমৃতপ্রবাহ বর্ষণ করিত, যাহাতে ভ্রমরকুল চঞ্চল ছিল, যাহা (পুষ্পাদির) বহুধা বিস্তীর্ণ গন্ধ-বহনকারী বায়ুহিল্লোলে আশ্লিষ্ট ছিল. যাহাতে বহু নাগরঙ্গ বৃক্ষ ছিল, এবং যাহা ইন্দ্রের নন্দন-কাননকেও (শোভাদিদ্বারা)

পরাজিত করিয়াছিল (অথবা, যাহা বহু-নাগরবিশিষ্ট ইন্দ্রোদ্যানকেও নিন্দা করিতে পারিত)।

ব্যভিচারিভিরালস্যগ্লানিশ্রমদীনতাবিষাদযুতৈঃ।
উন্মাদমোহচিন্তোৎসুকতানির্বেদনাদিভির্ভাবৈঃ ॥ ১৪ ॥
অঘসংসূচকচেতোবুদ্ধিব্যাহারবিগ্রহারম্ভৈঃ।
বিপুলকসাত্ত্বিকভাবৈরুপাদিতসংপ্রয়োগঞ্চ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—(ক) আলস্য-গ্লানি-শ্রম-দীনতা-বিষাদ-যুতৈঃ উন্মাদ-মোহ-চিন্তা-উৎ-সুকতা-নির্বেদনাদিভিঃ ব্যভিচারিভিঃ ভাবৈঃ, (তথা) অঘ-সংসূচক-চেতঃ-বুদ্ধি-ব্যাহার-বিগ্রহ-আরম্ভৈঃ বিপুলক-সাত্ত্বিকভাবৈঃ চ উপপাদিত-সংপ্রযোগং (রামং সদা দধতীং সীতাং উরীচক্রে)।

(খ)·······ব্যভিচারিভিঃ (জনৈঃ) ···নির্বেদন-আদিভিঃ ভাবৈঃ, (তথা) অঘ-সংসূচক-চেতঃ-বুদ্ধি-ব্যাহার-বিগ্রহ-আরম্ভৈঃ বিপুলক-সাত্ত্বিকভাবৈঃ (জনৈঃ) চ, উপপাদিত-সংপ্রয়োগং (সদারামং দধতীং বরেন্দ্রীং উরীচক্রে)।

শব্দার্থ—ব্যভিচারী—(১) অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত রসাঙ্গবিশেষ, (২) ব্যভিচার-শীল, ইন্দ্রিয়-সুখাসক্ত। অঘ—(১) ব্যসন, (২) পাপ। বিগ্রহ—(১-২) শরীর। সংপ্রয়োগ—(১) রতি, (২) সংযোগ, অন্বয়, বা সমাগম।

অনুবাদ—(ক) সেই (সীতা) সেই রামকে সর্বদা চিন্তা করিতেছিলেন, যাঁহার সহিত তদীয় রতিভাব প্রমাণিত হইতেছিল তদীয় আলস্য, নিষ্প্রাণতা, ক্লান্তি, দৈন্য ও বিষাদযুক্ত উন্মাদ, মোহ, চিন্তা, ঔৎসুক্য (কালাক্ষমতা), নির্বেদ বা স্বাবমাননা প্রভৃতি ব্যভিচারি-নামক (রসশাস্ত্রোক্ত) ভাবসমূহদ্বারা, এবং ব্যসনবিজ্ঞাপক চিত্ত, বুদ্ধি, বাক্য ও শরীরের ক্রিয়াসমন্বিত ও বিশিষ্ট রোমাঞ্চপূর্ণ (স্তম্ভস্বেদকম্পাদি রসশাস্ত্রোক্ত) সাত্ত্বিকভাবদ্বারা।

(খ) সেই (বরেন্দ্রী) সেই উত্তম আরাম বা উপবন ধারণ করিতে-

ছিল—যাহা আলস্য, গ্লানি, ক্লান্তি, দীনতা ও বিষাদযুক্ত ব্যভিচারী বা ইন্দ্রিয়-সুখাসক্ত জনদ্বারা ও উন্মাদ, মোহ, চিন্তা, ঔৎসুক্য ও নির্বেদ-নাশকারী ভাব বা বুধজন দ্বারা বা পদার্থ দ্বারা, এবং যাঁহারা চিত্ত, বুদ্ধি, বাক্য ও শরীরের ক্রিয়া দ্বারা পাপ বা দুঃখ বিদূরিত করিতে পারেন তাঁহাদিগের দ্বারা এবং যাঁহাদের সত্ত্ব-গুণজাত ভাব বা আশয়সমূহ বিপুল ছিল তাঁহাদিগের দ্বারা (অর্থাৎ তেমন সৎপুরুষ দ্বারা) যাহা প্রাপিত-সমাগম ছিল (অর্থাৎ যাহাতে তাঁহারা সমাগত হইতেন)।

নিদধানং মনসি প্রিয়মমৃতাদিভিরর্ঘিতং সদারামম্।
করুণমহিতমগন্ধং প্রিয়ালয়াবদ্ধজীবনং দধতীম্॥ ১৬॥

অন্বয়—(ক) অমৃতাদিভিঃ অর্ঘিতং করুণং অগন্ধং অহিতং প্রিয়া-আলয়-আবদ্ধ-জীবনং নিদধানং প্রিয়ং রামং সদা মনসি দধতীং (সীতাং উরীচক্রে)।

(খ) মনসি প্রিয়ং নিদধানং, অমৃতাদিভিঃ অর্ঘিতং, করুণ-মহিতং, প্রিয়ালয়া বদ্ধ-জীবনং, অগন্ধং সৎ-আরামং দধতীং (বরেন্দ্রীং উরীচক্রে)।

শব্দার্থ—(১) অমৃতাদী—অমৃতাশী দেবগণ; অথবা, অমৃতাদি—(১) অমৃত বা দেবপ্রভৃতি। অমৃতা—আমলকী প্রভৃতি বৃক্ষ। গন্ধ—(১) গর্ব, (২) সম্বন্ধ। করুণ—(১) শোচনীয়, (২) তদাখ্য বৃক্ষ। জীবন—(১) প্রাণধারণ, (২) জল। প্রিয়—(১) স্বামী, (২) হৃদ্য অবস্থা বা সুখ।

অনুবাদ—(ক) সেই (সীতা), দেবপ্রভৃতিদ্বারা পূজিত, (প্রিয়া বিরহে) শোচ্য, গর্বরহিত, প্রিয়ার (সীতার) আলয়ে আবদ্ধ জীবন-ধারণকারী নিজ স্বামী রামকে সর্বদা মনে ধ্যান করিতেছিলেন।

(খ) সেই (বরেন্দ্রী) (দর্শকের) মনে আনন্দ নিধানকারী, অমৃতা বা আমলকী প্রভৃতি বৃক্ষ দ্বারা মূল্যবান্, করুণ বৃক্ষ দ্বারা শোভিত, প্রিয়ালা বা দ্রাক্ষালতা দ্বারা বেষ্টিত জল, অগন্ধ (গন্ধবিহীন অর্থাৎ অপরসম্বন্ধরহিত), সুন্দর আরাম বা উপবন ধারণ করিতেছিল।

বহুধান্যরাজসংহতিসংভাবিতকাম্যরূপয়া লক্ষ্ম্যা।
সদ্বংশাস্তারিতয়া প্রস্ফুরদিক্ষ্বাকুশেখরাভরণম্ ॥১৭॥

অন্বয়—(ক) বহুধা অন্য-রাজ-সংহতি-সংভাবিত-কাম্য-রূপয়া সৎ-বংশ-আস্তারিতয়া লক্ষ্ম্যা প্রস্ফুরৎ ইক্ষ্বাকু-শেখর- আভরণং (সীতাং উরীচক্রে)।

(খ) বহু-ধান্য-রাজ-সংহতি-সংভাবিত-কাম্য-রূপয়া সৎ-বংশ-আস্তারিতয়া প্রস্ফুরৎ-ইক্ষ্বা লক্ষ্ম্যা কু-শেখর-আভরণং (বরেন্দ্রীং উরীচক্রে)।

শব্দার্থ—বংশ—(১) কুল, (২) বেণু। ইক্ষ্বাকু—(১) সূর্য্যবংশীয় এক রাজার নাম। কু—(২) পৃথিবী। শেখর-(১) শ্রেষ্ঠ, (২) শিরোমাল্য।

অনুবাদ—(ক) সেই সীতা শ্রেষ্ঠ ইক্ষ্বাকুবংশধর (রামের) দীপ্তিমৎ আভরণতুল্য ছিলেন—কারণ, তদীয় শোভার কমনীয় স্বরূপ (স্বয়ংবরে) অন্য রাজসংঘ দ্বারা বহুপ্রকারে সম্মানিত হইয়াছিল এবং ইহা তদীয় কৌলীন্যদ্বারা সংবর্ধিত হইয়াছিল।

(খ) সেই (বরেন্দ্রী) পৃথিবীর শিরোভূষণরূপে বিরাজ করিতেছিল—কারণ, ইহার সম্পত্তির কমনীয় স্বরূপ বহুবিধ শ্রেষ্ঠ ধান্যরাশিতে উৎপ্রেক্ষিত ছিল এবং ইহা উত্তম বেণুসমূহদ্বারা প্রসারিত ছিল, কিন্তু ইহা দীপ্তিযুক্ত ইক্ষুলতায় শোভিত ছিল।

প্রবলবলজাক্রমসমুদ্ভবধনলাভামাপন্নোর্বীম্।
ধাত্রীমপি প্রিয়ঙ্গোরতনু সদেলোদ্ভবক্ষেত্রাম্ ॥১৮॥

অন্বয়—(ক) প্রবল-বলজ-আক্রম-সমুদ্ভব-ধনলাভাং, আপন্ন-উর্বীং, সদা গোঃ অতনু প্রিয়ং অপি ধাত্রীং, ইলা-উদ্ভব-ক্ষেত্রাং (সীতাং উরীচক্রে)।

(খ) প্রবল-বলজ-আক্রম-সমুদ্ভব-ধনলাভাং, প্রিয়ঙ্গোঃ অতনু ধাত্রীং অপি, সৎ-এলা-উদ্ভব-ক্ষেত্রাং অপন্ন-উর্বীং (বরেন্দ্রীং উরীচক্রে)।

শব্দার্থ—বলজ—(১) কাক হইতে সঞ্জাত, (২) যুদ্ধ ; শস্য। আক্রম—(১) আক্রমণ (২) ব্যাপ্তি। আপন্ন—(১) প্রাপ্ত, (২) আপদ্‌গ্রস্ত। গো—(১) পৃথিবী। ইলা—(১) পৃথিবী।

অনুবাদ—(ক) সেই (সীতা) প্রবল কাক-সঞ্জাত আক্রমণ হইতে সমুদ্ভূত (চূড়ামণিরূপ) ধন লাভ করিয়াছিলেন, যিনি ভূমিতে পতিত হইয়াছিলেন, যিনি সর্বদা পৃথিবীর বিপুল প্রিয় উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং পৃথিবীই যাঁহার উৎপত্তিস্থান (অথবা, যাঁহার দেহ পৃথিবী হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিল)।

(খ) সেই (বরেন্দ্রী) প্রবল যুদ্ধের আক্রমণ হইতেই ধনলাভ করিত (অথবা, প্রকৃষ্ট বলযুক্ত ধান্যাদি শস্যের ব্যাপ্তি হইতেই যাহা ধন লাভ করিত), যাহা বিপুলভাবে প্রিয়মঙ্গলতা উৎপাদন করিত, যাহাতে উত্তম এলালতার উদ্ভব-ক্ষেত্র বিদ্যমান ছিল এবং যাহা (যুদ্ধে) আপদ্‌গ্রস্তছিল।

ফলরসামিতসুধাশনপূগোদ্যানপ্রসাধনৈকদিশম্।
ফলিতাঞ্চ নারিকেলাবাসিন্যেষেতি জগতি সাদ্র´মুখাম্॥১৯॥

অন্বয়—(ক) ফল-রসা-অমিত-সুধাশন-পূগ-উদ্‌যান-প্রসাধন-এক-দিশং, সা এষা জগতি ন অরিক-ইলা-বাসিনী ইতি আর্দ্রমুখাং (অতএব) ফলিতাং চ (সীতাং উরীচক্রে)।

(খ) ফল-রস-অমিত-সুধা-অশন-পূগ-উদ্যান-প্রসাধন-এক-দিশং, জগতি এষা নারিকেল-বাসিনী ইতি স-আর্দ্রমুখাং, ফলিতাং চ (বরেন্দ্রীং উরীচক্রে)।

শব্দার্থ—ফল—(১) সমৃদ্ধি বা লাভ, (২) সাধারণ বৃক্ষাদির ফল বা শস্য। রসা-(১) পৃথিবী। রস—(১) জল বা দ্রব। পূগ—(১) সংঘ, (২) গুবাক। ইলা—(১) পৃথিবী, ভূমি। উদ্যান—(১) উদ্যম, (২) উপবন। সুধা—(১) অমৃত, (২) স্নুহীবৃক্ষ। প্রসাধন—(১) সিদ্ধি, (২) অলঙ্করণ।

(ক) সেই (সীতা) সফলতায় পৃথিবীতে অতুলিত অমৃতভোজী দেবসংঘের

উদ্যমের সিদ্ধি বিধানের একমাত্র উপায়ভূতা ছিলেন ; "জগতে এই তিনি ক্ষুদ্র অরিগণের ভূমিতে (চিরকাল) বাস করিবেন" এই হেতু যিনি অশ্রুসিক্ত-বদনা ছিলেন ; (কিন্তু,) যিনি সফলা বা কৃতার্থা হইয়াছিলেন।

(খ) সেই (বরেন্দ্রীর) মুখ্য দিগ্‌বিভাগ বা ভূবিভাগ সুধা (বা সুহ্মী), অশন (অসন) বৃক্ষ ও গুবাকের উদ্যানসমূহদ্বারা অলঙ্কৃত ও শস্য ও জলদ্বারা অপরিমিত ছিল এবং জগতে 'এই ভূমিই নারিকেলবৃক্ষের বাসস্থলী ছিল' বলিয়া ইহার লোকেরা আর্দ্রমুখযুক্ত বা সরসবদন ছিল এবং এই সব কারণে যাহা সুফলা ছিল।

পৃথুসুমনঃপরনাগাপরকেসরমালভারিণীন্দধতীম্।
প্রবলমধুপারিজাতলবঙ্গমিতামোদসংপত্তিম্ ॥২০॥

অন্বয়—(ক) পৃথু-সুমনঃ-পরনাগ-অপরকেসর-মালভারিণীং, প্রবল-মধুপ-অরিজাত-লবং দধতীং, গমিত-আমোদ-সংপত্তিং (সীতাং উরীচক্রে)।

(খ) পৃথু-সুমনঃ-পরনাগ-অপরকেসর-মাল-ভারিণীং, প্রবল-মধু-পারিজাত-লবঙ্গ-মিত-আমোদ-সংপত্তিং (বরেন্দ্রীং উরীচক্রে)।

শব্দার্থ—সুমনস্—(১) পুষ্প, (১-২) মালতী লতা। মালভারিণী—(১) মালাধারিণী, (২) মাল (উন্নতস্থল বা ক্ষেত্র)-ধারিণী। মধুপ—(১) মদ্যপায়ী। আমোদ—(১) হর্ষ, (২) সৌরভ। লব—(১) ছেদ। মধু—(২) বৃক্ষবিশেষ (অশোক বৃক্ষ)।

অনুবাদ—(ক) সেই (সীতা) বৃহৎ মালতী ফুল, শ্রেষ্ঠ নাগকেসর ও সুন্দর বকুল ফুলের মালাধারিণী ছিলেন, প্রবল পরাক্রমশালী মদ্যপায়ী অরিসমূহের (রাক্ষসসমূহের) ছেদ-জনয়িত্রী ছিলেন (অর্থাৎ রাক্ষসকুলের ধ্বংসবিধান-কারিণী ছিলেন) এবং (লোকমধ্যে) যিনি হর্ষাতিশয় আনয়ন করিয়াছিলেন।

(খ) সেই (বরেন্দ্রী) বৃহৎ মালতী, শ্রেষ্ঠ নাগকেসর ও রমণীয় বকুল বৃক্ষসমূহ ও মালভূমি (উন্নতভূমি বা ক্ষেত্রভূমি) ধারণ করিত, এবং ইহা পল্লববহুল মধু (অশোক)-বৃক্ষ, পারিজাত বৃক্ষ ও লবঙ্গলতার সৌরভসম্পদে আকীর্ণ ছিল।

করকমলাপাটলমতিসুরভিতয়া কেসরং নদদ্ভ্রমরম্।
দধতীং মধুরাণাং বাচামেয়ানাং যথাক্রমাদ্রেখাম্ ॥২১॥

অন্বয়—(ক) অতিসুরভিতয়া নদৎ-ভ্রমরং কর-কমল-আপাটলং কেসরং দধতীং, (কিঞ্চ) বাচা অমেয়ানাং মধুরাণাং যথাক্রমাৎ রেখাম্ (সীতাং উরীচক্রে)।

(খ) .... (কিঞ্চ) বাচা অমেয়ানাং মধুরাণাং যথাক্রমাৎ রেখাং দধতীং (বরেন্দ্রীং উরীচক্রে)।

শব্দার্থ—কেসর—(১) বকুলপুষ্প. (২) বকুলবৃক্ষ। মধুর—(১) রসবৎ বস্তু, (২) আম্রবৃক্ষ। রেখা—(১) অল্পমাত্র, (২) রাজী বা পংক্তি।

অনুবাদ—(ক) সেই (সীতা) অতিসুগন্ধিতার জন্য স্বকীয় করকমলবৎ ঈষৎ শ্বেতরক্ত, গুঞ্জনকারী ভ্রমরসমূহযুক্ত বকুলপুষ্প (হস্তে) ধারণ করিতেছিলেন এবং তিনি পারিপাট্যে বাক্যের অপরিচ্ছেদ্য লাবণ্যময় (অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি) বস্তুসমূহের রেখামাত্রে পরিণত হইয়াছিলেন।

(খ) সেই (বরেন্দ্রী) অতিসুগন্ধিতার জন্য গুঞ্জদ্-ভ্রমর করপদ্মশ্বেতরক্তাভ নাগকেসর বৃক্ষ (ষট্পদপ্রিয়াখ্য বৃক্ষ) ধারণ করিতেছিল এবং যাহা বাক্যের অগণ্য মধুরবৃক্ষ (বা আম্রবৃক্ষ)-সমূহের শ্রেণী পৌর্বাপর্যে ধারণ করিতেছিল।

দরদলিতকনককেতককান্তিমপ্যশেষকুসুমহিতাম্।
অরবিন্দেন্দীবরময়সলিলসুরভিশীতলশ্বসনাম্ ॥২২॥

অন্বয়—(ক-খ) দর-দলিত-কনক-কেতক-কান্তিং অপি অশেষ-কু-সুমহিতাং, অরবিন্দ-ইন্দীবরময়-সলিল-সুরভি-শীতল-শ্বসনাং (সীতাং বরেন্দ্রীং চ উরীচক্রে)।

শব্দার্থ—দর—(১) ভয়, (২) ঈষৎ। কনক—(১) কাঞ্চন, (২) ধস্তূর বা চম্পক বৃক্ষ। শ্বসন—(১) শ্বাস, (২) বায়ু।

অনুবাদ—(ক) সেই (সীতার) কনকময় কেতকের কান্তি ভয়ে বাধিত বা অন্যথাভাব প্রাপ্ত হইতেছিল; তিনি সমগ্র পৃথিবীতে পূজিতা ছিলেন এবং তাঁহার শ্বাস অরবিন্দ ও ইন্দীবরময় সলিলের ন্যায় সুগন্ধী ও শীতল ছিল।

(খ) সেই (বরেন্দ্রীতে) ঈষৎ বিকসিত কনকনামক ও কেতক-নামক পুষ্পের কান্তি বর্তমান ছিল, ইহা অশেষ প্রকার কুসুমের উৎপত্তিবিষয়ে অনুকূল ভূমি ছিল, এবং ইহাতে বায়ু অরবিন্দ ও ইন্দীবরময় সলিলদ্বারা সুরভি ও শীতল ছিল।

অপি ধবলধামলেখালক্ষ্মীভারাভিরামপুরলীলাম্।
নিরুপরিকনককলশমেলকারপীবরপয়োধরাভোগাম্॥২৩॥

অন্বয়—(ক-খ) অপি (চ) ধবলধাম-লেখা-লক্ষ্মীভার-অভিরাম-পুর-লীলাং নিরুপরি-কনক-কলশ-মেলকার-(দ্বিতীয় পক্ষে° মেলক-আর°) পীবর-পয়োধর-আভোগাং (সীতাং বরেন্দ্রীং চ উরীচক্রে)।

শব্দার্থ—ধাম—(১) রশ্মি। (২) গৃহ। লীলা—(১) বিলাস, (২) শোভা। পয়োধর—(১) স্তন, (২) মেঘ। আর—(২) প্রান্তভাগ।

অনুবাদ—(ক) কিঞ্চ, এই (সীতার) দেহবিলাস শুভ্ররশ্মি চন্দ্রের রেখার শোভাতিশয়ে রমণীয় ছিল এবং তাঁহার বিস্তৃত পীবর বা স্ফীত স্তনদ্বয় অত্যুচ্চ কনককলশদ্বয়ের সংযোগশোভা ধারণ করিতেছিল।

(খ) কিঞ্চ, এই (বরেন্দ্রীর) নগর-সৌন্দর্য শুভ্র গৃহ বা প্রাসাদরাজীর

শোভাসমৃদ্ধিতে কমনীয় ছিল, এবং ইহার (প্রাসাদসমূহের) উপরিভাগে অবস্থিত কনক-কলশগুলির প্রান্তভাগে বিশাল মেঘের বিস্তার পরিলক্ষিত হইত।

স্থকলাপায়িতকুন্তলরুচিমাবিললাটকান্তিমবনমদঙ্গাম্।
অধরিতকর্ণাটেক্ষণলীলাং ধৃতমধ্যদেশতনিমানপি ॥২৪॥

অন্বয়—(ক) অপি (চ) স্থ-কলাপায়িত কুন্তল-রুচিং, ম-অবি-ললাট-কান্তিং, অবনমৎ-অঙ্গাং, অধরিত-কর্ণাট-ঈক্ষণ-লীলাং, ধৃত-মধ্যদেশ-তনিমানং (সীতাং উরীচক্রে)।

(খ) অপি (চ) স্থ-কলা-অপায়িত-কুন্তল-রুচিং, আবিল-লাট-কান্তিং, অবনমৎ-অঙ্গাং, অধরিত-কর্ণাট-ঈক্ষণ-লীলাং ধৃত-মধ্যদেশ-তনিমানং (বরেন্দ্রীং উরীচক্রে)।

শব্দার্থ—কলাপ—(১) বর্হ বা ময়ূরপিচ্ছ। কলা—(২) শিল্প। কুন্তল—(১) কেশ, (২) তন্নামক দেশ। ম—(১) চন্দ্র, বা মা—(১) লক্ষ্মী। অবি—(১) ভা বা দীপ্তি। অঙ্গ—(১) শরীর, (২) অঙ্গদেশ। কর্ণাট—(১) কর্ণ-পর্যন্ত বিসারী, (২) তন্নামক দেশ। ঈক্ষণ—(১) নয়ন, (২) দৃষ্টি। মধ্যদেশ—(১) মধ্যভাগ, (২) তন্নামক দেশ। অধরিত—(১) নিম্নদিকে প্রেরিত, (২) পরাভূত।

অনুবাদ—(ক) কিঞ্চ সেই (সীতার) কেশকান্তি ময়ূরপিচ্ছের ন্যায় শোভমানা ছিল, যাঁহার ললাটকান্তি চন্দ্র বা লক্ষ্মীর কান্তির ন্যায় ছিল, যাঁহার অঙ্গসমূহ অবনত বা আনত ছিল, যাঁহার কর্ণপর্যন্তবিসারী নয়নদ্বয়ের লীলা নিম্নদিকে প্রেরিত ছিল, এবং যিনি শরীরের মধ্যভাগে কৃশতা ধারণ করিতেন।

(খ) কিঞ্চ, সেই (বরেন্দ্রীর) উত্তম শিল্পসমূহদ্বারা বা উত্তম বিত্তবুদ্ধিদ্বারা কুন্তলদেশের রুচি (বা স্পৃহা, অভিলাষ) নাশিত হইত, ইহা

হইতে লাট দেশের শোভা মলিনিত হইত, ইহা অঙ্গদেশকে অবনত রাখিতে পারিত, ইহা কর্ণাট দেশের দৃষ্টিভঙ্গি বা লোল দৃষ্টিপাত পরাভূত করিয়াছিল এবং ইহা মধ্যদেশের তনিমা বা তনুতা বিধান করিয়াছিল।

সদ্রুচিরোমাবলিমহিতামব্যস্তা বলীর্দ্দধতীম্।
দোষং বিসংদধানাং বহলতরারোহপরিণাহাম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—(ক) সৎ-রুচি-রোমাবলি-মহিতাং, অব্যস্তাঃ বলীঃ দধতীম্, বিসং (ইব) দোষং দধানাং, বহলতর-আরোহ-পরিণাহাং (সীতাং উরীচক্রে)।

(খ) সৎ-রুচির-উমা-বলি-মহিতাং, অব্যস্তাঃ বলীঃ দধতীম্, দোষং বিসং-দধানাং, বহলতর-আরোহ-পরিণাহাং (বরেন্দ্রীং উরীচক্রে)।

শব্দার্থ—বলি—(২) পূজোপহার। বলি—(১) উদরাবয়ববিশেষ (২) গৃহদারুবিশেষ। দোস্—(১) বাহু। দোষ—(২) দূষণ বা পাপ। আরোহ—(১) স্ত্রীলোকের শ্রোণীদেশ, (২) উচ্ছ্রায় বা উচ্চতা।

অনুবাদ—(ক) সেই (সীতা) অত্যন্ত শোভাবিশিষ্ট রোমাবলিদ্বারা শোভিতা ছিলেন, তিনি অবিভক্ত (উদর-)ত্বকৃতরঙ্গ ধারণ করিতেন, তিনি মৃণালতুল্য কোমল বাহু ধারণ করিতেন এবং তাঁহার শ্রোণীর বিশালতা বিপুলতর ছিল।

(খ) সেই (বরেন্দ্রী) উমাদেবীর প্রতি দীয়মান অতিমনোজ্ঞ উপহার-দ্বারা উৎসবযুক্ত ছিল, ইহা ঘনসন্নিবিষ্ট গৃহদারুসমূহ [বা, রাজ (?)-শ্রেণী] বহন করিতেছিল। ইহা লোকের দোষ বা পাপ সংশোধিত করিত এবং ইহার উচ্চতা ও বিশালতা অতিবিপুল ছিল।

পৃথুতরপুষ্করিণীপ্রিয়গতিমতিকদপ্রকাণ্ডজঘনাঞ্চ।
পুণ্যাবদানাহতক্ষণদেশাঙ্কুবলয়জিতঞ্চ দৃশা ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—(ক) পৃথুতর-পুষ্করিণী-প্রিয়-গতিং অতি-কদ-প্রকাণ্ড-জঘনাং চ, পুণ্য-অবদান-আহৃত-ক্ষণদা-ঈশং, দৃশা কুবলয়-জিতং চ (সীতাং উরীচক্রে)।

(খ) পৃথুতর-পুষ্করিণী-প্রিয়-গতিং অতি-কদ-প্রকাণ্ড-জ-ঘনাং চ, পুণ্য-অবদান-আহৃত-ক্ষণদ-ঈশং, দৃশা কু-বলয়-জিতং চ (বরেন্দ্রীং উরীচক্রে);

শব্দার্থ—পুষ্করিণী—(১) হস্তিনী, (২) দীর্ঘিকা। গতি—(১) গমন, (২) উপায়। কদ—(১) সুখদ, (২) জলদায়ী মেঘ। জ—(২) ত্বরিত। অবদান—(১-২) শুদ্ধ বা উৎকৃষ্ট কর্ম। ক্ষণ—(২) উৎসব। ক্ষণদা (১) রাত্রি। কুবলয়—(২) ভূমণ্ডল।

অনুবাদ—(ক) সেই (সীতার). গতিভঙ্গী বিপুলকায়া হস্তিনীর গতিভঙ্গীর মত প্রিয় বা মনোহরা ছিল, তাঁহার প্রকাণ্ড জঘন অতিসুখদায়ী ছিল, তাঁহার অবদান বা প্রশস্তকর্মসমূহ পুণ্য ছিল এবং তিনি (সৌন্দর্যে) ক্ষণদাপতি চন্দ্রকেও পরাজিত করিতেন, এবং তিনি নয়নশোভায় কুবলয় বা নীলকমলকেও পরাভূত করিতেন।

(খ) সেই (বরেন্দ্রীতে) বিশালতর পুষ্করিণীসমূহই (লোকের) ব্যবহারের মনোরম উপায় ছিল, ইহাতে প্রকাণ্ড ও ত্বরিতগতি মেঘসমূহ অত্যন্ত বর্ষণশীল ছিল, ইহাতে রাজা স্বকীয় পুণ্য অবদান বা শুদ্ধকর্ম্মদ্বারা আহৃত বা আর্তজনগণের উৎসব বিধান করিতেন, এবং ইহা কটাক্ষপ্রেরণদ্বারা ভূ-মণ্ডল জয় করিয়াছিল।

ক্রূরকরপীড়িতাসাবিতি ভর্ত্তুর্ম্মৃদুকরগ্রহাৎ কৃপয়া।
কৃষ্টোপচিতাং সপদি স্খলিতপ্রতিপক্ষমারদহনশুচম্ ॥
কুলকম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়—(ক) ক্রূর-কর-পীড়িতা অসৌ ইতি, কৃপয়া ভর্ত্তুঃ মৃদু-কর-গ্রহাৎ কৃষ্টা-উপচিতাং সপদি স্খলিত-প্রতিপক্ষ-মার-দহন-শুচং (সীতাং উরীচক্রে)।

(খ)·········কৃষ্ট-উপচিতাং······(বরেন্দ্রীং উরীচক্রে)।

শব্দার্থ—কর—(১) হস্ত, (২) রাজভাগধেয়। কৃষ্ট—(১) নীত, (২) কৃত-কর্ষণা। মার—(১) কাম, (২) মারণবিঘ্ন। ক্রূর—(১) নৃশংস বা ঘাতুক, (২) কঠিন। দহন—(১) অগ্নি, (২) দাহ।

অনুবাদ—(ক) "সেই (সীতা) নৃশংস বা ঘাতুক (রাক্ষসাদির) হস্ত-দ্বারা পীড়িতা হইয়াছেন" এই জন্য তিনি (এখন) স্বামী (রামচন্দ্রের) দয়ায় মৃদুহস্ত-গ্রহণে নীত হইয়া সংবর্ধিত হইয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার শত্রুর (রাবণের) কামাগ্নিজনিত শোক বিগলিত হইয়া গিয়াছিল।

(খ) "সেই (বরেন্দ্রী) কঠিন (রাজাদের) ভাগধেয়দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিল" এই জন্য, ইহা (এখন) রাজার (রামপালের) কৃপায় স্বল্প-ভাগধেরগ্রহণবশতঃ কর্ষণদ্বারা সমৃদ্ধশস্য হইয়াছিল এবং সদ্যঃ সদ্যঃ ইহার শত্রুদিগের মারণ ও অগ্নিদাহজনিত শোকও বিদূরীত হইয়াছিল।

অভিজনজাতৈরপি সাধুভিঃ সহসা লোকৈঃ—।
— — — কৃতবহুপদোপনতিম্ ॥২৮॥

অন্বয়—(ক-খ) অভিজন-জাতৈঃ অপি সাধুভিঃ লোকৈঃ সহসা কৃত-বহু-পদ-উপনতিম্ (সীতাং বরেন্দ্রীং চ উরীচক্রে)।

শব্দার্থ—অভিজন—(১) কুল, (২) জন্মভূমি। উপনতি—(১) প্রণাম, (২) উন্নতি।

অনুবাদ—(ক) কিঞ্চ, সৎকুলপ্রসূত সৎস্বভাব লোকেরা সহসা এই (সীতার) চরণপ্রান্তে বহু প্রণাম করিলেন।

(খ) কিঞ্চ, এই জন্মভূমিতে জাত সাধু লোকেরা সহসা এই (বরেন্দ্রীতে) অনেক পদোন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

[দ্রষ্টব্য :—এই শ্লোকটির দ্বিতীয়ান্ত বিশেষণটির অর্থ পূর্ববর্তী ১ম শ্লোকের

'সীতা' ও 'বরেন্দ্রীতে' প্রযোজ্য ধরিলে সমীচীন হয় ; ইহাকে পরবর্তী 'লঙ্কা' ও 'রামাবতীর' সহিত অন্বিত ধরিলে অর্থ ততটা সমীচীন মনে হয় না।]

অমরাবতীসমানানেকবরেন্দ্রীকৃতাতঙ্কাম্।
সুমনোভিরভিব্যাপ্তাং নিষ্প্রত্যূহামৃতেন পরিপূর্ণৈঃ ॥২৯॥

অন্বয়—(ক) অমরাবতী-সমান-অনেক-বরেন্দ্রীকৃত-অ-তঙ্কাং, নিষ্প্রত্যূহ-অমৃতেন পরিপূর্ণৈঃ সুমনোভিঃ অভিব্যাপ্তাং (লঙ্কাং মেরুশিখরমিব অকুরুত)।

(খ) অমরাবতী-সমান-অনেক-বরেন্দ্রী-কৃত-আতঙ্কাং নিষ্প্রত্যূহাং ঋতেন পরিপূর্ণৈঃ সুমনোভিঃ অভিব্যাপ্তাং (রামাবতীং মেরুশিখরমিব অকুরুত)।

শব্দার্থ—ইন্দ্র—(১) রাজা বা অন্তরাত্মা। তঙ্ক—(১) কৃচ্ছ্রজীবন বা ভয়। আতঙ্ক—মুরজধ্বনি। সুমনস্—(১) দেবতা, (২) বুধজন। অমৃত—(১) দেবান্ন বা ঘৃতাদি যজ্ঞীয় দ্রব্য, (২) অযাচিত দান।

অনুবাদ—(ক) (রামচন্দ্র লঙ্কাকে মেরুসদৃশ করিয়া তুলিলেন)—যে লঙ্কা (তখন) ইন্দ্রপুরী অমরাবতীর সমান হইয়া অনেক অশ্রেষ্ঠ রাজাকে শ্রেষ্ঠ রাজরূপে পরিণত করিয়াছিল (অথবা, অনেক অশ্রেষ্ঠ আত্মাকে বা জীবকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছিল), এবং যাহাতে কোন প্রকার কষ্টের জীবন বা ভয় চলিত ছিল না, যাহা বিঘ্নরহিত দেবান্ন বা ঘৃতাদি যজ্ঞীয় দ্রব্যদ্বারা পরিতৃপ্ত দেবগণদ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল।

(খ) (রামপাল রামাবতী নগরীকে মেরুসদৃশ করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন)—যে রামাবতী নগরী অমরাবতী-তুল্য হইয়াছিল এবং যাহাতে বরেন্দ্রীর বৈশিষ্ট্যযুক্ত মুরজধ্বনি কৃত বা শ্রুত হইত, যাহা নিরস্তবিপ্লবা হইয়াছিল এবং যাহা সত্য-পরিপূর্ণ বুধজনদ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল (অথবা, যাহা প্রতিবন্ধরহিত অযাচিত দান-প্রাপ্তিতে পরিতৃপ্ত বুধজনদ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল)।

পুণ্যজনানাং বসতিমসাধুব্যবহারসংকথাশূন্যাম্।
সংকথাবিপুলমানবাভয়দামুদগ্রদেবকুলজাতাং চ ॥৩০॥

অন্বয়—(ক) পুণ্যজনানাং বসতিং, অসাধু-ব্যবহার-সংকথা-শূন্যাং, সংকথা-বি-পুল-মানব-অভয়-দাং, উদগ্র-দেব-কুল-জাতাং চ (লঙ্কাং অকুরুত)।

(খ)...সংকথা-বিপুল-মানব-অভয়-দাং উদগ্র-দেবকুল-জাতাং চ (অমরাবতীং অকুরুত)।

শব্দার্থ—পুণ্যজন— (১) রাক্ষস, (২) সাধু লোক। সংকথা—(১) অন্যোন্য সম্ভাষণ, (২) লোকের কথা, বা ইতিহাস। বিপুল—(১) পুলকিত, (২) মহান্। উদগ্র—(১) বিশিষ্ট, (২) উচ্চ। দেবকুল—(১) রাজবংশ, বা দেববংশ (২) দেবমন্দির।

অনুবাদ—(ক) সেই (লঙ্কা নগরী) রাক্ষসদিগের বাসস্থান ছিল। (কিন্তু), ইহাতে (আর) অসাধু ব্যবহারের (অনার্য্য ব্যবহারের) আলাপও শুনা যাইত না, ইহাতে জনালাপে বিশিষ্ট-পুলকযুক্ত মানব দৃষ্ট হইত এবং ইহা সকলকেই অভয় প্রদান করিত এবং ইহাতে বিশিষ্ট দেববংশ বা রাজবংশসমূহ বিদ্যমান ছিল।

(খ) সেই (রামাবতী নগরী) সজ্জনদিগের বাসভূমি ছিল, ইহাতে অসাধু ব্যবহার বা বিবাদপদের আলাপও শ্রুত হইত না, ইহাতে লোককথায় বা ইতিহাসে (প্রসিদ্ধ) প্রহান্ মানবগণদ্বারা (লোকের মনে) অভয় প্রদান করা হইত এবং ইহাতে দেবমন্দির সমূহ অত্যন্ত উচ্চ ছিল।

দধতীং রত্নানাং পটলং পৃথুলংকামিতাং সুরেশ্বরপুরীম্।
রামাবতীমতিশুভাং স বিভীষণশাসনামৃতস্নাতাম্ ॥৩১॥

অন্বয়—(ক) সঃ পৃথু রত্নানাং পটলং দধতীং, ইতাং, সুরেশ্বর-পুরীং, রামাবতীং অতিশুভাং বিভীষণ-শাসন-অমৃত-স্নাতাং লঙ্কাং (মেরুশিখরমিব অকুরুত)।

(খ) সঃ পৃথুলং রত্নানাং পটলং দধতীং, কামিতাং, সুর-ঈশ্বর-পুরীং অতিশুভ্রাং বি-ভীষণ-শাসন-অমৃত-স্নাতাং রামাবতীং (মেরুশিখরমিব অকুরুত)।

শব্দার্থ—ইত—(১) প্রাপ্ত। সুরেশ্বর—(১) দেবরাজ ইন্দ্র, (২) দেবতা ও আঢ্যজন। রামাবতী—(১) শ্রেষ্ঠনারী-ভূষিতা, (২) তন্নামক বরেন্দ্রীর নূতন রাজপুরী। বিভীষণ-শাসন—(১) তন্নামক রাবণভ্রাতা রাক্ষসের রাজ্যশাসন, (২) বিগত হইয়াছে ভীষণ বা ভয়ঙ্কর রাজ্যশাসন যাহা হইতে।

অনুবাদ—(ক) (রামের) প্রাপ্তা, বিপুল রত্নসমূহের ধারণকারিণী ও দেবরাজ ইন্দ্রের পুরীর ন্যায় শ্রেষ্ঠনারী-ভূষিতা ও অতিশুভ্রা সেই লঙ্কানগরীকে তিনি (রামচন্দ্র) বিভীষণের শাসনরূপ অমৃতদ্বারা স্নাত করাইতেছিলেন।

(খ) বিপুল রত্নসমূহ-ধারিণী ও দেবগণের ও আঢ্য জনের পুরী, অতিশুভ্রা ও (সর্বজনের) অভীষ্টা রামাবতী-নামক রাজধানীতে তিনি (রামপাল) ইহার ভীষণ শাসন দূর করিয়া ইহাকে পিযূষদ্বারা (যেন) বিধৌত করিয়াছিলেন।

অকুরুত মহাদ্রবিণবেষ্টিতপ্রতিষ্ঠাধিরোপিতহরীশঃ।
কনকময়ধামলেখাধিকরণমপি মেরুশিখরমিব ॥ ৩২ ॥ কু ॥

অন্বয়—(ক-খ) অপি (চ) মহাদ্রবিণ-বেষ্টিত-প্রতিষ্ঠা-অধিরোপিত-হরি-ঈশঃ (সঃ লঙ্কাং) কনকময়-ধাম-লেখা-অধিকরণং মেরু-শিখরং ইব অকুরুত।

শব্দার্থ—দ্রবিণ—(১) ধন, (২) পরাক্রম। হরীশ—(১) হরি বা বানর-গণের রাজা, সুগ্রীব, (২) প্রভুশক্তিসম্পন্ন হরিনামক ভীমের পূর্ব্বসুহৃৎ। ধাম—(১-২) গৃহ, (৩) (সুমেরু-পক্ষে) রশ্মি। লেখা (১-২) রাজী।

অনুবাদ—(ক) (সেই রামচন্দ্র) বানরপতি সুগ্রীবকে বিপুল ধনে বেষ্টিত করিয়া গৌরবময় পদে আরোপিত করিলেন, এবং সেই (লঙ্কানগরীকে তখন) তিনি কনকনির্ম্মিত প্রাসাদ-শ্রেণীর আধাররূপে যেন কনকময়-রশ্মি রেখাসমূহের আধার হেমপর্ব্বত মেরুর শিখরের ন্যায় করিয়া তুলিলেন।

(খ) (সেই রামপাল) মহাপরাক্রমসংযুক্ত পদে (ভীমের পূর্বসুহৃৎ) হরিনামক প্রভুশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে আরোপিত করিয়া, সেই (রামাবতীনাম্নী নগরীকে) সুবর্ণপূর্ণ প্রাসাদ-শ্রেণীর আধারভূত করিয়া, ইহাকে কনকময়-রশ্মিরাজির আধার (হেমাদ্রি) মেরুর কূটদেশের ন্যায় নির্ম্মাণ করাইলেন।

বজ্রবিদূরজমুক্তামরকতমাণিক্যনীলমণিখচিতৈঃ।
সুরধামচারুচঞ্চন্মরীচিমঞ্জরীজালৈঃ ॥ ৩৩ ॥
আভরণৈরুপকরণৈর্ভূরিভিরভিরামহেমনির্ম্মাণৈঃ।
বৃত্তোরুতারতরলৈর্হারৈরপি-হারিভির্ব্বহুভিঃ ॥ ৩৪ ॥

(ক-খ) ব্রজ-বিদূরজ-মুক্তা-মরকত-মাণিক্য-নীলমণি-খচিতৈঃ সুরধাম-চারু-চঞ্চৎ-মরীচি-মঞ্জরী-জালৈঃ আভরণৈঃ, ভূরিভিঃ অভিরাম-হেম-নির্মাণৈঃ উপকরণৈঃ, বৃত্ত-উরু-তার-তরলৈঃ বহুভিঃ হারিভিঃ হারৈঃ অপি (হেতুভিঃ) (আনন্দৈকনিদানে ইহ বিশ্বকর্মনির্মিতকর্বুরময়মন্দিরে দেবৌ অরোচেতাম্ ইতি সম্বন্ধঃ)।

শব্দার্থ—সুরধাম—(১-২) আকাশ, বা দেবমন্দির। তার—(১-২) শুদ্ধ মৌক্তিক। তরল—(১-২) হারের মধ্যমণি।

বঙ্গানুবাদ—(ক-খ) (যে মন্দিরে সেই উভয়—অর্থাৎ (১) রাম ও সুগ্রীব, ও (২) রামপাল ও হরি মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা যে-যে উপায়নীভূত বস্তুর সান্নিধ্যবশতঃ আনন্দের একমাত্র নিদান ছিল, তাহা উল্লিখিত হইতেছে—) সেখানে ছিল হীরক, বৈদূর্য্য, মুক্তা, মরকতমণি, পদ্মরাগমণি ও নীলমণি-খচিত এবং আকাশে বা দেবভবনে রশ্মিবল্লরীসমূহের সুন্দরভাবে বিস্ফুরণকারী আভরণসমূহ; সেখানে আরও ছিল বহুসংখ্যক সুবর্ণঘটিত মনোজ্ঞ উপকরণ-দ্রব্য (আসবাব-পত্র); এবং সেখানে আরও ছিল বহু মনোহারী হারসমূহ, যাহাতে শুদ্ধ মৌক্তিকগুলি ও মধ্যমণিগুলি বৃত্ত বা বর্ত্তুলাকার ও প্রকাণ্ড ছিল।

বিবিধৈর্ম্মহাধনৈরপি দিব্যাঙ্গৈরংশুকৈরতিবিচিত্রৈঃ।
কস্তূরীকালাগুরুমলয়জকাশ্মীরকর্পূরৈঃ ॥ ৩৫ ॥
উন্মুদ্রমন্দ্রমধুরাতোদ্যব্যতিভেদমেদুরোদ্গারৈঃ।
গীতিলয়লব্ধিসুভরৈরধরীকৃততুমুলতুম্বুরুধ্বনিতৈঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়—(ক-খ) বিবিধৈঃ মহাধনৈঃ দিব্যাঙ্গৈঃ অতিবিচিত্রৈঃ অংশুকৈঃ, অপি (চ) কস্তূরী-কালাগুরু-মলয়জ-কাশ্মীর-কর্পূরৈঃ, গীতি-লয়-লব্ধি-সুভরৈঃ অধরীকৃত-তুমুল-তুম্বুরু-ধ্বনিতৈঃ উন্মুদ্র-মন্দ্র-মধুর-আতোদ্য-ব্যতিভেদ-মেদুর-উদ্গারৈঃ (আনন্দৈকনিদানে..........দেবৌ অরোচেতাম্)।

শব্দার্থ—অংশুক—(১-২) শ্লক্ষ্ণবস্ত্র। মলয়জ—(১-২) চন্দন। কাশ্মীর—(১-২) কুঙ্কুম। আতোদ্য—(১-২) চতুর্বিধ বাদ্য—তত, বিতত, সুষির ও আনদ্ধ। উদ্গার—(১-২) প্রবাহ, শব্দ।

অনুবাদ—(ক-খ) সেখানে আরও ছিল বিবিধ, মহামূল্য, মনোরম অবয়ববিশিষ্ট, অতিবিচিত্র শ্লক্ষ্ণবস্ত্র (বা বস্ত্রমাত্র) এবং কস্তূরী (মৃগমদ), কালাগুরু, চন্দন, কুঙ্কুম ও কর্পূর; এবং সেখানে আরও ছিল বিস্ফারিত, গম্ভীর ও মধুর (চতুর্বিধ) বাদ্য-ভেদের স্নিগ্ধ শব্দ—যাহা গানের (দ্রুতমধ্য-বিলম্বিতাখ্য) লয়ের উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ ('সুভগৈঃ'—পাঠে 'সুন্দর' অর্থ) এবং যদ্দ্বারা (দেবগায়ক) তুম্বুরুর অত্যুচ্চ সঙ্গীতধ্বনিও তিরস্কৃত বা নিরাকৃত হইত।

পরমারবিকারাভির্যুবতিভিরপি দেববারবনিতাভিঃ।
ক্বণিতমণিকিঙ্কিণীকং কৃতনেপথ্যোদ্ভটং নটন্তীভিঃ ॥৩৭॥

অন্বয়—(ক-খ) ক্বণিত-মণি-কিঙ্কিণীকং কৃত-নেপথ্য-উদ্ভটং নটন্তীভিঃ পরমার-বিকারাভিঃ যুবতিভিঃ দেববারবনিতাভিঃ (আনন্দৈকনিদানে.......দেবৌ অরোচেতাম্)।

শব্দার্থ—মার—(১-২) কাম। দেব—(১) দেবতা, (২) রাজা। নেপথ্য—(১-২) বেশ-রচনা।

অনুবাদ—(ক-খ)—কিঞ্চ (উপায়নবস্তুসমূহ-মধ্যে আরও ছিল)—অত্যুদ্রিক্ত বা অত্যারূঢ় কামবিকারযুক্ত যুবতি দেব-বেশ্যাগণ—যাহারা প্রসাধন-বিধানকালে মণিময় কিঙ্কিণী বা ক্ষুদ্রঘণ্টিকার ক্বণনসহ উদ্ধতভাবে নৃত্য করিতেছিল। (দ্বিতীয় পক্ষে—'যুবতি রাজভোগ্যা বেশ্যাগণ' এইরূপ ব্যাখ্যাও হইতে পারে)।

সরভসবিহরন্মহিষীহৃষ্যদ্‌বৃষগোসহস্রাবলীভিঃ।
সময়োপভুজ্যমানৈর্ভূয়িষ্ঠোৎপাদকৈর্বিষয়বিসরৈঃ। ৩৮॥

অন্বয়—(ক-খ) সরভস-বিহরৎ-মহিষী-হৃষ্যৎ-বৃষ-গো-সহস্র-আবলীভিঃ সময়-উপভুজ্যমানৈঃ ভূয়িষ্ঠ-উৎপাদকৈঃ বিষয়-বিসরৈঃ (আনন্দৈকনিদানে……দেবৌ অরোচেতাম্)।

শব্দার্থ—রভস—(১-২) হর্ষ বা বেগ। বিষয়—(১-২) জনপদভাগ, বা রূপাদি ভোগ্য বিষয়। বিসর—(১-২) সমূহ।

অনুবাদ—(ক-খ) (উপায়ন দ্রব্য মধ্যে আরও ছিল) অনেক বিষয় বা জনপদভাগবিশেষ—যাহাতে সহর্ষে বা সবেগে বিহারিণী মহিষী এবং হৃষ্ট বৃষ ও ধেনুসহস্রের শ্রেণী বিদ্যমান ছিল, যাহা যথাসময়ে বা যথাচুক্তি উপভোগের বস্তু এবং যাহা বহুলপরিমাণে (শস্যাদির) উৎপাদন-সমর্থ ছিল (অথবা, যে-সব বিষয় বা ভোগ্যবস্তু-নিচয়ে বহুসংখ্যক উৎপাদনকারী লোক ছিল)।

ইতি রাজ্ঞোপনিবেদিতনানাবিধরত্নরঙ্গরসরভসৈঃ।
আনন্দৈকনিদানে শোভাসম্পত্তিভাজি নির্ব্যাজে ॥ ৩৯ ॥
ইহ বিশ্বকর্মনির্মিতকর্বুরময়মন্দিরে মিথো মিলিতৌ।
চিরমভিদুরপরিরম্ভমরোচেতাম্বলিনাবশ্বিনৌ দেবৌ ॥৪০॥কু॥

(ক-খ) ইতি ইহ রাজ-উপনিবেদিত-মানাবিধ-রত্ন-রঙ্গ-রস-রভসৈঃ আনন্দ-এক-নিদানে শোভা-সম্পত্তি-ভাজি নির্ব্যাজে বিশ্বকর্ম-নির্মিত-কর্বুরময়-মন্দিরে বলিনৌ অশ্বিনৌ দেবৌ অভিদুর-পরিরম্ভং চিরং অরোচেতাম্।

শব্দার্থ—বিশ্বকর্মা—(১) দেবশিল্পী। বিশ্বকর্ম—(১) সর্বপ্রকার (শিল্পাদি) কর্ম। কর্বুর—(১) রাক্ষস, (২) কাঞ্চন। মন্দির—(১-২) প্রাসাদ ও দেবকুলাদিরূপ গৃহ। মিথঃ—(১) অন্যোন্য, (২) সংগোপনে। অশ্বিনৌ—(১) দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়, (২) অশ্বসেনাযুক্ত। বলিন্—(১) বলবান্, (২) বল বা সেনাযুক্ত। দেব—(১-২) রাজা।

অনুবাদ—(ক) এখানে (লঙ্কানগরীতে) বিশ্বকর্মার নির্মিত রাক্ষসবহুল এক মন্দিরে বা প্রাসাদে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সদৃশ, বলবান্ দুইটি রাজা (রামচন্দ্র ও হরীশ বা বানরপত সুগ্রীব) অশিথিল আলিঙ্গনে পরস্পর আবদ্ধ অবস্থায় সঙ্গত হইয়া বহুক্ষণ শোভা পাইতে লাগিলেন;—কপট-ক্রিয়াশূন্য ও শোভাতিশয়সমন্বিত এই মন্দিরটি রাজার (বিভীষণের) উপায়নীকৃত নানাবিধ (পূর্ববর্ণিত) (হীরকাদি) রত্নদ্বারা, (কস্তূর্যাদি) বিলাসোপকরণ দ্বারা, (দেববারবনিতাদি) রসবৎ দ্রব্যদ্বারা ও (বাদ্যাদি) হর্ষবিধায়ক বস্তুদ্বারা আনন্দের একমাত্র নিদান ছিল।

(খ) এখানে (রামাবতী নগরীতে) সর্বপ্রকার (শিল্প) কর্মদ্বারা নির্মিত কাঞ্চনময় এক মন্দিরে বা প্রাসাদে পদাতিবল বা সেনাযুক্ত ও অশ্বসৈনিক-সমন্বিত দুই রাজা (রামপাল ও হরিনামক রাজপদে প্রতিষ্ঠাপিত ব্যক্তি) অশিথিল আলিঙ্গনে আবদ্ধ অবস্থায় একান্তে মিলিত হইয়া বহুকালপর্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন;—(৩৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যা) পূর্ববৎ হইবে (কেবল সামন্তরাজগণদ্বারা উপায়নীকৃত নানাবিধি রত্নাদি—এইরূপ ব্যাখ্যা হইবে)।

অদিষত সুমনসামাসারৈরষ্টান্ (?) দিব্যোঃ।

রোচিষ্ণু নামুনোপরি ধরণিভৃদালেঃ শিবালয়াশ্রিতয়ে ॥৪১॥

অন্বয়—(ক) রোচিষ্ণুনা অমুনা ধরণিভৃৎ-আলেঃ উপরি দিব্যৈঃ সুমনসাং আসারৈঃ শিবালয়াঃ ত্রিতয়ে অদিষত।

(খ) আসারৈঃ রোচিষ্ণুনা সুমনসাং (অর্থে) অদিষত।

শব্দার্থ—ধরণিভৃৎ—(১) রাজা, (২) পর্ব্বত। সুমনস্—(১) পুষ্প, (২) ধীর বা পণ্ডিত ব্যক্তি। আসার—(১) বর্ষণ। (২) সুহৃদ্বল বা মিত্রসৈন্য। রোচিষ্ণু—(১) রুচিশীল, (২) দীপ্তিশীল। শিবালয়—(১) মঙ্গলাস্পদ, (২) শিবের মন্দির।

অনুবাদ—(ক) সুরুচিসম্পন্ন সেই (রামচন্দ্র) মঙ্গলালয় তিন জনকে (অর্থাৎ সুগ্রীব, অঙ্গদ ও বিভীষণকে) দিব্য পুষ্পবর্ষণ-সহকারে অন্যান্য রাজগণের উপর প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

(খ) মিত্রসেনায় বা স্বসেনার প্রসরণে দীপ্তিশীল সেই (রামপাল) পর্ব্বতশ্রেণীর উপর তিন পংক্তি শিবমন্দির ধীরজনগণের উপকারার্থে স্থাপিত করিয়া দিলেন।

স বিশালশৈলমালাতালবন্ধমম্বুধিং সাক্ষাৎ।
অপি পূর্ত্তং পুষ্করিণীভূতং রচয়াম্বভূব ভূপালঃ ॥৪২॥

অন্বয়—(ক) অপি (চ) স ভূপালঃ বিশাল-শৈল-মালা-তাল-বন্ধং অম্বুধিং সাক্ষাৎ পূর্ত্তং পুষ্করিণী-ভূতং রচয়াম্বভূব।

(খ) অপি (চ) স ভূপালঃ বিশাল-শৈল-মালা-তাল-বন্ধং পুষ্করিণী-ভূতং পূর্ত্তং সাক্ষাৎ অম্বুধিং রচয়াম্বভূব।

শব্দার্থ—সাক্ষাৎ—(১) তুল্য, (২) প্রত্যক্ষ। তাল—(১-২) তন্নামক বৃক্ষ। পূর্ত্ত—(১) পূরিত, (২) বাপীকূপতড়াগাদি-নির্ম্মাণরূপ পুণ্যকর্ম। বন্ধ—(১) সেতুবন্ধ, (২) তীরদেশবন্ধন।

অনুবাদ—(ক) কিঞ্চ, সেই রাজা (রাম) বিশাল পর্ব্বতশ্রেণী ধ

তালবৃক্ষদ্বারা ইহার সেতুবন্ধ রচনা করিয়া, সমুদ্রকে যেন পুরিত পুষ্করিণীতুল্য করিয়া তুলিয়াছিলেন (অর্থাৎ তিনি যেন সাগরকে বন্ধনদ্বারা পুষ্করিণীবৎ প্রতীয়মান করাইলেন)।

(খ) কিঞ্চ, সেই রাজা (রামপাল) বিশাল শৈলশ্রেণী ও তালবৃক্ষদ্বারা ইহার তীরদেশ বন্ধন করিয়া, পুষ্করিণীরূপ পূর্ত্তকে (ধর্মার্থে প্রদত্ত পুষ্করিণীকে) প্রত্যক্ষ সাগরের ন্যায় নির্মাণ করাইয়াছিলেন (অর্থাৎ লোকহিতার্থে রচিত পুষ্করিণীকে সাগরের মত প্রকাণ্ড করিয়া নির্মাণ করাইয়াছিলেন)।

তুঙ্গমহাভোগালির্দ্ধরালঘিমভাক্ মহাবনস্থাম্না।
তেন ব্যধায্যনাগা নাকস্য হেলয়া ভরভৃতা ॥৪৩॥

অন্বয়—(ক)—হেলয়া নাকস্য ভরভৃতা তেন তুঙ্গ-মহা-ভোগ-আলিঃ মহাবন-স্থাম্না লঘিমভাক্ ধরা অনাগাঃ ব্যধায়ি।

(খ) মহা-অবন-স্থাম্না হেলয়া নাকস্য ভরভৃতা তেন তুঙ্গ-মহা-ভোগালিঃ ধরা অনাগা (অতএব) লঘিমভাক্ ব্যধায়ি।

শব্দার্থ—নাক—(১) স্বর্গ, (২) নাক বা নাগবংশোদ্ভব কোন রাজা। মহাবন—(১) বিশাল বনভূমি, (২) মহৎ অবন বা রক্ষাকার্য্য। স্থাম—(১-২) বল। আগস্—(১) পাপ। অনাগা (২) নাগশূন্যা।

অনুবাদ—(ক) হেলায় যিনি স্বর্গের ভারবহনক্ষম, সেই (রামচন্দ্র) ধরাকে পাপবিহীন করিলেন—কারণ, (এখন) এই (ধরাতে) প্রধান ও বিপুল ভোগ্যবস্তুসমূহ পাওয়া যাইতেছিল এবং (দক্ষিণের) বিশাল বনভূমির স্থৈর্য্য উৎপাদিত হওয়ায় ইহা লঘুভারযুক্ত হইয়াছিল।

(খ) বৃহৎ রক্ষণবলদ্বারা হেলায় নাক বা নাগবংশোদ্ভব নৃপতিবিশেষের (রাজ্য)-ভার বহন করিয়া, সেই (রামপাল) অত্যুচ্চ ও বিশাল 'ভোগাবলী' বা নাগপুরী রাজধানী-বিশিষ্ট ধরাখণ্ডকে নাগবংশশূন্য, অতএব লঘুভারযুক্ত করিয়াছিলেন।

[দ্রষ্টব্য :—সংস্কৃতকোষকার হেমচন্দ্রের অভিধানে "ভোগাবলী নাগপূর্ণায়" এইরূপ কথা পাওয়া যায়।]

স্বপরিত্রাণনিমিত্তং পত্যা যঃ প্রাগ্ দিশীয়েন।
বরবারণেন চ নিজস্যন্দনদানেন বর্মণারাধি ॥৪৪॥

অন্বয়—যঃ বর-বারণেন প্রাগ্-দিশীয়েন পত্যা নিজ-স্যন্দন-দানেন বর্মণা চ স্ব-পরিত্রাণ-নিমিত্তং আরাধি।

(খ) যঃ প্রাগ্ দিশীয়েন পত্যা বর্মণা (রাজ্ঞা) নিজ-স্যন্দন-দানেন বর-বারণেন চ স্ব-পরিত্রাণ-নিমিত্তং আরাধি।

শব্দার্থ—প্রাগ্ দিশীয় পতি—(১) পূর্বদিক্‌পাল ইন্দ্র, (২) প্রাচ্য রাজা (পূর্ববঙ্গাধিপ)। বর্ম—(১) সৈনিকের তনুরক্ষক কবচ, (২) (পূর্ববঙ্গের) বর্মবংশীয় কোন রাজা।

অনুবাদ—(ক)—শ্রেষ্ঠ ঐরাবত যাঁহার বাহন সেই পূর্বদিক্‌পাল ইন্দ্রকর্তৃক নিজের রথদান ও কবচদান দ্বারা নিজের পরিত্রাণের জন্য যিনি (রামচন্দ্র) আরাধিত হইয়াছিলেন।

(খ) প্রাচ্যদিকের বর্মবংশীয় কোন রাজাকর্তৃক নিজের রথদান ও শ্রেষ্ঠ গজদানদ্বারা আত্মরক্ষার জন্য যিনি (রামপাল) প্রীণিত হইয়াছিলেন।

ভবভূষণসন্ততিভুবমনুজগ্রাহ জিতমুৎকলত্রং যঃ।
জগদবতি স্ম সমস্তং কলিঙ্গতস্তান্ নিশাচরান্ নিঘ্নন্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়—(ক) জিত-মুৎ যঃ ভব-ভূষণ-সন্ততি-ভুবং কলত্রং অনুজগ্রাহ। কলিং গতঃ (চ যঃ) তান্ নিশাচরান্ নিঘ্নন্ সমস্তং জগৎ অবতি স্ম॥

(খ) যঃ ভব-ভূষণ-সন্ততি-ভুবং জিতং উৎকল-ত্রং অনুজগ্রাহ। নিশাচরান্ তান্ নিঘ্নন্ সমস্তং জগৎ কলিঙ্গতঃ (চ যঃ) অবতি স্ম।

শব্দার্থ—মুৎ—(১) হর্ষ। ভব—(১) সংসার, (২) হর। সন্ততি—(১)সন্তান,

(২) বংশ। কলি—(১) যুদ্ধ। নিশাচর—(১) রাক্ষস, (২) রাত্রিতে বিচরণ-কারী সর্প বা দস্যু।

অনুবাদ—(ক) জিতহর্ষ হইয়া যিনি (রামচন্দ্র) নিজের ভার্য্যাকে (স্বীকারপূর্বক) অনুগ্রহ করিলেন—কারণ, এই ভার্যাই সংসারে অলঙ্কার-সদৃশ সন্তানের জন্মস্থান বা জননী হইবেন। আরও, তিনি সমরে প্রবেশ করিয়া সেই রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিয়া সমস্ত জগৎ রক্ষা করিয়াছিলেন।

(খ) যিনি (রামপাল) হরের ভূষণের (অর্থাৎ সোম, নাগ, বা গঙ্গার)—বংশোদ্ভব (সোমবংশীয়, বা নাগবংশীয়, বা গঙ্গাবংশীয়) পরাজিত উৎকলাধিপতিকে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন (অর্থাৎ পরাজিত করিয়াও তাঁহাকে স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন); এবং যিনি নিশাচর-(রাক্ষস বা সর্প)-সদৃশ নৃশংস (সেই দেশের লোকদিগকে) নিহত করিয়া, সমস্ত জগৎকে কলিঙ্গরাজের ভয় হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

যো বাজিনামধিভুবা নাগাবলিসংযতেরিতস্কন্ধঃ।
কৃতসাহায়কবিধিনা দেবঃ প্রিয়কারিণাপ্রীণি ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়—(ক) যঃ দেবঃ নাগ-আবলি-সংযত-ঈরিত-স্কন্ধঃ (সন্) প্রিয়-কারিণা কৃত-সাহায়ক-বিধিনা বাজিনাং অধিভুবা অপ্রীণি।

(খ) যঃ দেবঃ নাগ-আবলি-সংযত-ঈরিত-স্কন্ধঃ সন্ কৃত-সাহায়ক-বিধিনা বাজিনাং অধিভুবা (কেনাপি) প্রিয়কারিণা অপ্রীণি।

শব্দার্থ—বাজী—(১) পক্ষী, (২) অশ্ব। স্কন্ধ—(১) শরীরের অংসদেশ, (২) সেনাব্যূহ। অধিভূ—(১-২) রাজা বা পতি।

অনুবাদ—(ক) নিজের স্কন্ধদেশ (মেঘনাদের) নাগপাশে বদ্ধ ও আবিদ্ধ হইলে পর, যে রাজা (রামচন্দ্র) প্রিয়কারী হইয়া সাহায্যকর্মে ব্রতী পক্ষিরাজ (গরুড়) দ্বারা প্রীণিত হইয়াছিলেন।

(খ) নিজের সেনাব্যূহ (অন্যের) গজসেনা-সমূহদ্বারা নিবারিত হইয়া ক্ষিপ্ত হইলে পর, যে রাজা (রামপাল) সাহায্য-বিধানে উদ্যুক্ত ও প্রিয়কারী কোন অশ্বপতি মিত্রদ্বারা আরাধিত হইয়াছিলেন।

[দ্রষ্টব্যঃ—বাঙ্গালার সেনবংশের রাজগণ অশ্বপতি, গজপতি ও নরপতি—(অতএব) রাজত্রয়াধিপতি বলিয়া উপাধিযুক্ত ছিলেন।].

তস্য জিতকামরূপাদিবিষয়বিনিবৃত্তমানসংপাদ্যঃ।
মহিমানমাপ ন নৃপো যতমানস্য প্রজাভিরক্ষণার্থম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়—(ক) জিত-কাম-রূপাদি-বিষয়-বিনিবৃত্ত-সংপাদ্যঃ নৃপঃ (কিং ইতি শেষঃ) প্রজাভিরক্ষণার্থং যতমানস্য তস্য মহিমানং ন আপ?

(খ) জিত-কামরূপাদি-বিষয়-বিনিবৃত্ত-মান-সংপাদ্যঃ নৃপঃ (কিং ইতি শেষঃ) প্রজাভিরক্ষণার্থং যতমানস্য তস্য মহিমানং ন আপ?

শব্দার্থ—বিষয়—(১) রূপরসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, (২) জনপদবিভাগ। কাম—(১) রতীচ্ছা, (২) কামনা বা ইচ্ছা। মান—(১) সম্মান, (২) দর্প।

অনুবাদ—(ক)—পরাভূত-মন্মথভাব ও রূপাদি (রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ এই পাঁচ) বিষয় (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু)-সমূহে পরাঙ্‌মুখ ও (রাজ্যাভিষেকরূপ) সম্মানদ্বারা সংবর্ধনীয় (সেই) নৃপতি (বিভীষণ) প্রজারক্ষার্থ চেষ্টমান সেই (রামচন্দ্রের) মহিমা (প্রজারঞ্জনরূপ উৎকর্ষ) কি প্রাপ্ত হয়েন নাই?

(খ) পরাজিত কামরূপাদি দেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া, সম্মানদ্বারা সংযোজ্য (অর্থাৎ সম্মানার্হ) (সেই) নৃপতি (পূর্বশ্লোকোক্ত উপকারী মিত্র রাজা?) প্রজাপরিত্রাণ জন্য সংযত-দর্প সেই (রামপালের) মহিমা কি প্রাপ্ত হয়েন নাই?

ইতি রাজরাজভোগ্যামলকামিং বিবিধশেবধিভরসমৃদ্ধাম্।
রামাবতীং গৃহীত্বামুমযোধ্যামসৌ পুরীং তামাগমৎ ॥ ৪৮ ॥

ইতি রামপ্রত্যাগমনং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

অন্বয়—(ক) ইতি অসৌ অমূং গৃহীত্বা অলকাং ইব রাজ-রাজ-ভোগ্যাং বিবিধ-শেবধি-ভর-সমৃদ্ধাং রামাবতীং তাং অযোধ্যাং পুরীং আগমৎ।

(খ) ইতি অসৌ অমূং গৃহীত্বা অলকাং ইব……অযোধ্যাং তাং রামাবতীং পুরীং আগমৎ।

শব্দার্থ—রাজরাজ—(১-২) যক্ষাধিপ কুবের, (৩) রাজাধিরাজ। শেবধি—(১-২) পদ্মাদি নিধিদ্রব্য, (৩) গূঢ়কোশ। রামাবতী—(১) সুললনাযুক্তা, (২) তন্নাম্নী বরেন্দ্রীর নূতন রাজধানী। অযোধ্যা—(১) তন্নাম্নী নগরী, (২) অযোধনীয়া।

অনুবাদ—(ক) এই ভাবে সেই (রামচন্দ্র) সেই (সীতাকে) নিয়া, সেই প্রসিদ্ধ অযোধ্যা পুরীতে চলিয়া গেলেন—যে পুরী (কুবেরের) অলকাপুরীর মত 'রাজরাজ-ভোগ্যা' (অর্থাৎ অলকাপক্ষে যক্ষরাজের ভোগ্যা, এবং অযোধ্যাপক্ষে রাজাধিরাজের ভোগ্যা), 'বিবিধ-শেবধিভর-সমৃদ্ধা' (অর্থাৎ অলকাপক্ষে পদ্মাদিনিধি-নিচয়দ্বারা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালিনী, এবং অযোধ্যাপক্ষে নানাবিধ গূঢ়কোষসমূহ দ্বারা অতীব সমৃদ্ধা) এবং 'রামাবতী' (উভয়পক্ষে সুন্দরী রমণী-দ্বারা সুশোভিতা) ছিল।

(খ) এই ভাবে সেই (রামপাল) সেই বরেন্দ্রী অধিকার করিয়া সেই প্রসিদ্ধ অযোধনীয় রামাবতী পুরীতে প্রবেশ করিলেন—যে পুরী অলকাপুরীর মত 'রাজরাজ-ভোগ্যা' ও 'বিবিধ-শেবধিভর-সমৃদ্ধা' (ব্যাখ্যা পূর্ববৎ, ক দ্রষ্টব্য) ছিল।

ইতি রামপ্রত্যাগমন-নামক তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

[চতুর্থ পরিচ্ছেদ]

তত্র স রাজা নিবসন্নানাবিষয়সন্নিবেশেন।

সূনুসমর্পিতরাজ্যো রামঃ কান্তাসখশ্চিরং রেমে ॥১॥

অন্বয়—(ক-খ) সঃ রাজা রামঃ সূনু-সমর্পিত-রাজ্যঃ তত্র নিবসন্ কান্তা-সখঃ নানা-বিষয়-সন্নিবেশেন চিরং রেমে।

শব্দার্থ—সূনু—(১) অনুজ ভ্রাতা, (২) পুত্র। বিষয়—(১) রূপরসাদিভোগ্য বস্তু, (২) জনপদাংশবিশেষ। সন্নিবেশ—(১) সংস্থান, (২) সম্যক্ ব্যবস্থিতি।

অনুবাদ—(ক) সেই রাজা রামচন্দ্র অনুজ ভ্রাতা (ভরত দ্বারা) প্রত্যর্পিত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া, সেখানে (অযোধ্যায়) বাসপূর্ব্বক ভার্য্যা (সীতাকে) সঙ্গে করিয়া, বহুবিধ ভোগ্য বস্তুর সংস্থান-দ্বারা বহুকাল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

(খ) সেই রাজা রামপাল, নিজ পুত্র (রাজ্যপালের, মতান্তরে, কুমারপালের) উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, অনেক বিষয়ের (বা জনপদাংশের) সন্নিবেশদ্বারা, মহিষীকে সঙ্গে করিয়া, বহুকাল সেখানে (রামাবতী নগরীতে) বাসপূর্ব্বক আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

অমুনা সতী বরেন্দ্রী যাতা দিব্যবিষয়োপভোগসুখম্।

ক্বচিদপি কদাপি দুর্জ্জনদূষিতচর্য্যা ন সা সেহে ॥২॥

অন্বয়—(ক) দিব্য-বিষয়-উপভোগ-সুখং যাতা বর-ইন্দ্রী সা সতী ক্বচিৎ অপি কদা অপি দুর্জ্জন-দূষিত-চর্য্যা অমুনা ন সেহে।

(খ) ....সা সতী বরেন্দ্রী....... ।

শব্দার্থ—দিব্য (১) স্বর্গীয়, (২) তন্নামক কৈবর্তনায়ক। বিষয়—(১) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, (২) দেশবিভাগ-বিশেষ। বরেন্দ্রী—(১) বর বা শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র বা অন্তরাত্মা যাঁহার অর্থাৎ এখানে রামচন্দ্র—তাঁহার স্ত্রী বরেন্দ্রী; শ্রেষ্ঠ রাজপত্নী, (২) উত্তরবঙ্গের দেশবিভাগের নাম। সতী—(১) সাধ্বী স্ত্রী, (২) উত্তমা। চর্যা—(১) আচরণ, (২) ঈর্যাপথস্থিতি, ধ্যানমৌনাদিক ভিক্ষুব্রত।

অনুবাদ—(ক) যে সীতা (এখন) স্বর্গীয় বা দেবভোগ্য বিষয়-সমূহের উপভোগ-সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উচ্চাত্মা বা শ্রেষ্ঠ নৃপতি (রামচন্দ্রের) সেই সাধ্বী স্ত্রীর (সীতাদেবীর) (শত্রুগৃহের) আচরণ-সম্বন্ধে দুষ্টজনদিগের কোন দূষণ বা পরীবাদ তিনি (রামচন্দ্র) কোন স্থানেই কোন কালেও সহ্য করিতে পারিতেন না।

(খ) যে বরেন্দ্রী দিব্যনামক কৈবর্তনায়কের বিষয় বা জনপদাংশের উপভোগের সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই উত্তম ভূমির ঈর্য্যাপথস্থিতি বা ধ্যান-মৌনাদি ভিক্ষুব্রত দুর্জ্জনদ্বারা কলুষিত হইতে পারিবে ইহা তিনি (রামপাল) কোন স্থানে কোন কালেও সহ্য করিতে পারিতেন না।

কৃচ্ছ্রেণ রত্নগর্ভাং সূনুস্তস্যাজ্ঞয়াশু চাতুর্য্যাৎ।
জনকভুবং স সুমন্ত্রাশ্রিতসৌতবিধিস্ততোবনং নিন্যে ॥৩॥

অন্বয়—(ক) তস্য আজ্ঞয়া (তস্য) সূনুঃ সুমন্ত্র-আশ্রিত-সৌত-বিধিঃ (সন্) কৃচ্ছ্রেণ চাতুর্য্যাৎ রত্ন-গর্ভাং জনক-ভুবং ততঃ বনং আশু নিন্যে।

(খ) ততঃ তস্য আজ্ঞয়া.........আশু অবনং নিন্যে।

শব্দার্থ—সূনু—(১) অনুজ ভ্রাতা, (২) পুত্র। সুমন্ত্র—(১) তন্নামক রঘুকুলের সারথি, (২) উত্তম মন্ত্রণা বা সুমন্ত্রণাবিশিষ্ট। রত্নগর্ভাং—(১) গর্ভে রত্নভূত সুসন্তানধারিণী, (২) মণিমাণিক্যাদি-পূর্ণা। জনকভূ—(১) জনক-

নন্দিনী (সীতা), (২) জন্মভূমি (বরেন্দ্রী)। অবন—(২) রক্ষণ। সৌত-বিধি—(১) সূত বা সারথির কার্য, (২) সুত বা পুত্রোচিত কর্ম্ম, যৌবরাজ্য।

অনুবাদ—(ক) তাঁহার (রামচন্দ্রের) আদেশে তদীয় অনুজ ভ্রাতা (লক্ষ্মণ), সুমন্ত্রকে সারথির কার্যে নিযুক্ত করিয়া. অতিকষ্টসহকারে চতুরতা বা (আশ্রম-ভ্রমণের) ছল অবলম্বন করিয়া, রত্নগর্ভা (গর্ভে সুসন্তানধারিণী) জনকনন্দিনীকে সেই স্থান (অযোধ্যা) হইতে শীঘ্র (গঙ্গাতীরস্থ) তপোবনে লইয়া গেলেন।

(খ) তদনন্তর তাঁহার (রামপালের) আদেশে, তদীয় পুত্র (রাজ্যপাল, মতান্তরে কুমারপাল), উত্তম মন্ত্রণাদ্বারা পুত্রকৃত্য বা যৌবরাজ্য আশ্রয় করিয়া, (অথবা, উত্তম বা সুরক্ষিত মন্ত্রধারী ও পুত্রোচিত বিধানের অবলম্বনকারী হইয়া) অতিকষ্টে সুকৌশলে রত্নপরিপূর্ণা জন্মভূমিকে শীঘ্র স্বরক্ষণে বা স্বশাসনে অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

নৃপশাসনশ্রুতিশ্রিতমূর্চ্ছা প্রতিপত্তিমিয়মবাপ্য ততঃ।
অন্তস্থিতিং প্রজায়া ঘননেত্রাগততোয়ভরাভিদধে ॥৪॥

অন্বয়—(ক-খ) ততঃ নৃপ-শাসন-শ্রুতি-শ্রিত-মূর্চ্ছা প্রতিপত্তিং অবাপ্য ইয়ং ঘন-নেত্র-আগত-তোয়-ভরা (সতী) অন্তঃ প্রজায়াঃ স্থিতিং অভিদধে।

শব্দার্থ—শ্রুতি—(১) শ্রবণ, (২) বার্ত্তা। মূর্চ্ছা—(১) মোহ, (২) সমুচ্ছ্রয় বা উন্নতি। প্রতিপত্তি—(১) সংজ্ঞা বা প্রবোধ. (২) গৌরব। স্থিতি—(১) অবস্থান, (২) মর্য্যাদা। ঘন—(১) অবিরল বা নিরন্তর, (২) মেঘ। নেত্র—(১) চক্ষু, (২) রথ। প্রজা—(১) সন্ততি, (২) লোক, জন।

অনুবাদ—(ক) তদন্তর রাজার (রামচন্দ্রের) (নির্বাসনরূপ) আদেশ-শ্রবণে মোহগ্রস্তা (সেই সীতা) (পরে) সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অবিরল ধারায় নেত্র হইতে অশ্রুপ্রবাহ সিঞ্চন করিয়া, নিজ মধ্যে (স্বগর্ভে) সন্তানের অবস্থান জানাইলেন।

(খ) তৎপর নৃপতির শাসনসংবাদে সমৃদ্ধি বা উন্নতি লাভ করিয়া সেই (বরেন্দ্রী), গৌরব-প্রাপ্তিসহকারে মেঘরূপ রথসমূহ (অথবা, মেঘরাজ বা প্রকাণ্ড মেঘ-সমূহ) হইতে প্রভূত বৃষ্টি-জল প্রাপ্ত হইয়া, রাজ্যমধ্যে প্রজাদিগের মর্য্যাদা বা সমাজসীমা-রক্ষা সূচিত করিয়াছিল।

অভয়দমনা বিলাপোদিতমন্যুবৃতসমস্তলোকা।
............বিগ্রহনির্জ্জিতকামরূপভৃৎ ॥৫॥

অন্বয়—(ক) অভয়-দ-মনাঃ বিলাপ-উদিত-মন্যু-বৃত-সমস্ত-লোকা (তথা) বিগ্রহ-নির্জ্জিত-কাম-রূপ-ভৃৎ (সীতা)।

(খ) অভয়-দমনা অ-বিলাপ-উদিত-মন্যু-বৃত-সমস্ত-লোকা (তথা) বিগ্রহ-নির্জ্জিত-কামরূপ-ভৃৎ (বরেন্দ্রী)।

শব্দার্থ—মন্যু—(১) শোক, (২) ক্রতু বা যজ্ঞ; অথবা, দৈন্য। বৃত—(১) আবৃত, (২) আরাধিত। বিগ্রহ—(১) শরীর, (২) যুদ্ধ। কামরূপ—(১) মদনের সৌন্দর্য, (২) তন্নামক দেশবিশেষ।

অনুবাদ—(ক) (সীতার) মন (এখন) অভয়দানকারী (রামের) প্রতি অভিনিবিষ্ট (অথবা, তাঁহার নিজের মনই লোকের অভয় দান করিত); তিনি তদীয় বিলাপ-সংবর্দ্ধিত শোকদ্বারা সমস্ত জগৎকে আবৃত করিয়াছিলেন; এবং তিনি নিজের শরীরলাবণ্যদ্বারা কামদেবের রূপকে পরাজিত করিতে পারে এমন রূপ ধারণ করিতেছিলেন।

(খ) (বরেন্দ্রীতে) ভয়শূন্য শাসন প্রচলিত ছিল; এই ভূমিতে (এখন) কোন বিলাপোক্তি শুনা যাইত না, ইহাতে যজ্ঞ প্রকটিত হইতে পারিত। (অথবা, ইহাতে কোনপ্রকার বিলাপবচন ও দৈন্য পরিলক্ষিত হইত না) এবং ইহা দ্বারা সমস্ত জগৎ আরাধিত বা প্রীণিত হইত; এবং ইহা যুদ্ধে পরাজিত কামরূপদেশকে স্বশাসনে (অন্তর্ভুক্ত করিয়া) ধারণ করিত।

[দ্রষ্টব্য :—বরেন্দ্রী বিগ্রহ বা বিগ্রহপাল নরপতিদ্বারা (পূর্বে) নির্জিত কামরূপ-দেশকে ভরণ করিত—এইরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।]

তং গীতরামচরিতং সহজেন সমং প্রতীতসূতভাবম্।
পরমবনমসেচনকং রামো রাজ্যপালমনৈষীৎ ॥৬॥

অন্বয়—(ক) রামঃ গীত-রাম-চরিতং প্রতীত-সূত-ভাবং অসেচনকং রাজ্য-পালং তং সহজেন সমং পরং অবনং অনৈষীৎ।

(খ) রামঃ ……তং রাজ্যপালং সহজেন সমং পরম-বনং (অথবা, পরং অবনং) অনৈষীৎ।

শব্দার্থ—প্রতীত—(১) পরিজ্ঞাত, (২) প্রখ্যাত। অসেচনক—(১-২)-যাঁহার অত্যধিক দর্শনেও লোকের নয়নের তৃপ্তি হয় না, অর্থাৎ অতীব রমণীয়দর্শন। রাজ্যপাল—(১) রাজ্যপালক, (২) রামপালের তন্নামক নন্দন। অবন (১-২) রক্ষণ। বন—(২) ভবন বা গৃহ।

অনুবাদ—(ক) যাঁহার পুত্র-ভাব (পুত্রত্ব) পরিজ্ঞাত হইয়াছিল, যিনি (বাল্মীকিরচিত) রামচরিত (রামায়ণ) গান করিয়াছিলেন সেই রমণীয়-দর্শন রাজ্যপালক পুত্রকে (কুশকে), তদীয় কনিষ্ঠ সহোদরের (লবের) সহিত রামচন্দ্র নিজ শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ে আনয়ন করিলেন।

(খ) যাঁহার পুত্রোচিত ব্যবহার প্রখ্যাত ছিল, যিনি রামপালের (বরেন্দ্রীর উদ্ধারকরণরূপ) চরিতকথার প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেই মধুরদর্শন রাজ্যপালকে তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতার (কুমারপালের) সহিত রামপাল পরম বা উৎকৃষ্ট ভবনে (রাজপ্রাসাদে) আনয়ন করিলেন (অথবা, নিজের শ্রেষ্ঠরক্ষার অধীন করিলেন)।

উন্মুদ্রয়তা কুমুদং বিভাবয়তা শিলাম্বরং চ গোভিঃ।
লুনারাতিমর্ম কলালিনা ভুবনাধিপোমুনা মুমুদে ॥৭॥

অন্বয়—(ক-খ) কুমুদং (খ-পক্ষে কু-মুদং) উন্মুদ্রয়তা, শিলান্তরং চ গোভিঃ বিভায়তা, কলালিনা অমুনা ভুবন-অধিপঃ লুন-অরাতি-মর্ম (যথা স্যাৎ তথা) মুমুদে

শব্দার্থ—কুমুদ—(১) তন্নামক নাগবিশেষ, (২) পৃথিবীর হর্ষ, (৩) কুমুদ-পুষ্প। গো—(১-২) বাণ, (৩) কিরণ। কলালী—(১-২) শিল্পকলা-সমূহের জ্ঞানধারী, (৩) কলানিধি চন্দ্র। ভুবনাধিপ—(১-২) পৃথিবীপতি রাজা, (৩) মহাদেব।

অনুবাদ—(ক) কুমুদনামক (নাগের) আহ্লাদয়িতা, বাণদ্বারা শিলামধ্য বিদীর্ণ করিয়া প্রকাশয়িতা, (শিল্প) কলাবিৎ সেই (কুশ), শত্রুবর্গের মর্ম্মস্থান ছিন্ন করিয়া, ভুবনাধিপতি রামচন্দ্রকে আনন্দিত করিয়াছিলেন।

(খ) কু বা পৃথিবীর হর্ষের উন্মীলয়িতা বা জনয়িতা,..................... সেই (রাজ্যপাল) ....রাজা রামপালকে আনন্দিত করিয়াছিলেন।

[দ্রষ্টব্য :—এই শ্লোকে কবি রচনাকৌশলে কুশ ও রাজ্যপালকে 'কলালী' শব্দদ্বারা বিশেষিত করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে উভয়কে চন্দ্রের সহিত তুলিত করিয়াছেন। এই ধ্বনি-পক্ষে বিশেষণগুলির ব্যাখ্যা এমন হইতে পারে,—চন্দ্র কুমুদের প্রস্ফুটয়িতা, তিনি কিরণদ্বারা চন্দ্রকান্ত শিলাকে দ্রাবিত করেন, তিনি কলাময়, অন্ধকাদি রিপুকে মর্ম্মাহত করিয়া তিনি ভুবনাধিপতি মহাদেবকে তদীয় শিরোভূষণরূপে থাকিয়া আনন্দিত করিতেন।]

প্রাপ্তে কালে সরিতি দুর্বাসসা দিতাশ্রবসেতুঃ।
বৃষজিন্মথনোস্তভনুমিশ্রেণিকয়াদ্রিসুতপুরান্তরয়া ॥৮॥

অন্বয়—(ক) কালে প্রাপ্তে (সতি), বৃষজিৎ-মথনঃ দুর্বাসসা দিত-আশ্রব-সেতুঃ অদ্রি-সুত-পুর-অন্তরয়া নিশ্রেণিকয়া সরিতি অস্ত-তনুঃ (অভূদিতি শেষঃ)।

(খ) কালে প্রাপ্তে (সতি), আদ্রিসুতপুর-অন্তরয়া নিশ্রেণিকয়া বৃষজিৎ মথনঃ দুর্বাস-সাদিত-আশ্রব-সেতুঃ (সন্) সরিতি অন্ত-তনুঃ (অভূদিতি শেষঃ)।

শব্দার্থ—কাল—(১) কালপুরুষ, (২) মৃত্যুসময়। বৃষজিৎ—(১) ইন্দ্রজিৎ, (২) ধর্ম্মজয়ী। আশ্রব-সেতু—(১) প্রতিজ্ঞাবন্ধ, (২) ক্লেশতরণের উপায়। অদ্রিসুত—(১) শৈলরাজ হিমালয় হইতে উদ্ভূত।

অনুবাদ—(ক) কালপুরুষ উপস্থিত হইলে, ইন্দ্রজিতের নিধনকারী (লক্ষ্মণ), (রামদর্শনার্থী) দুর্ব্বাসা মুনির অনুরোধে (রামের) প্রতিজ্ঞা-সীমার খণ্ডনকারী হইয়া, হিমাচলোদ্ভূত জলে পরিপূর্ণাবকাশ অধিরোহিনী বা ঘাটের সোপান দিয়া, (সরযূ) নদীতে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন।

(খ) মৃত্যুসময় উপস্থিত হইলে, ধর্মজয়ী (রামপালের মাতুল) মথন বা মহণদেব, (পৃথিবীর) নিকৃষ্ট বাসস্থানে থাকিয়া সর্ব্বক্লেশের তরণোপায় বিধ্বস্ত দেখিয়া, অদ্রিসুতপুর-নামক নগরের আসন্নবর্তী (নদীর) অধিরোহিণীদ্বারা (সোপান দ্বারা) (গঙ্গা) নদীতে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন।

ইত্যধিমুদ্গিরি কলয়ন্ ব্রহ্মভুবঃ স্বং বহুপ্রদাতাসৌ।
কৃতনিশ্চয়ঃ কৃতার্থঃ প্রাস্থিত পৃথ্বীপতির্ম্মহাসরিতম্ ॥৯॥

অন্বয়—(ক) ইতি গিরি ব্রহ্ম কলয়ন্, ভুবঃ বহু স্বং প্রদাতা, অসৌ কৃতার্থঃ পৃথ্বীপতিঃ অধি-মুৎ কৃতনিশ্চয়ঃ (সন্) মহাসরিতং প্রাস্থিত।

(খ) ইতি কৃত-অর্থঃ অসৌ পৃথ্বীপতিঃ ব্রহ্ম-ভুবঃ কলয়ন্ বহু স্বং প্রদাতা কৃত-নিশ্চয়ঃ (সন্) অধি-মুদ্গিরি মহাসরিতং প্রাস্থিত।

শব্দার্থ—ব্রহ্ম—(১) পরব্রহ্ম, (২) ব্রাহ্মণ। মুৎ—(১) হর্ষ। মুদ্গিরি—(২) প্রাচীন মুদ্গগিরি (নূতন নাম 'মুঙ্গের')।

অনুবাদ—(ক) এইভাবে (লক্ষ্মণের তনুত্যাগের পর), এই কৃতকৃত্য পৃথ্বীপতি রামচন্দ্র, স্ববচনে পরব্রহ্ম আবর্ত্তিত করিয়া, পৃথিবীর বহুবিধ ধন

(ব্রাহ্মণাদিকে) দান করিয়া, অধিকতর হর্ষ অনুভব করিয়া, (মরণে) কৃতসংকল্প হইয়া সরযূ-নদীতে প্রবেশ করিলেন।

(খ) এইভাবে (মাতুল মহণের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণের পর) কৃতকৃত্য ভূপাল রামপাল বিপ্রসন্তানদিগকে আহ্বান করিয়া বহু অর্থ বিতরণ করিয়া, মরণে কৃতসংকল্প হইয়া মুদ্গিরিতে বা মুঙ্গেরে বাসকালে গঙ্গা-নদীতে প্রবেশ করিলেন।

[দ্রষ্টব্য :—সেখশুভোদয়া-নামক গ্রন্থের একটি শ্লোকাংশে রামপালের গঙ্গায় মৃত্যুর কথা এইভাবে বর্ণিত পাওয়া যায়,—"জাহ্নব্যাং জলমধ্যতস্তনশনৈ র্ধ্যাত্বা পদং চক্রিণঃ হা পালান্বয়মৌলিমণ্ডলমণিঃ শ্রীরামপালো মৃতঃ"।]

জনজাতে রুদতি শুচা সারবমবগাহ্য তজ্জলং পুণ্যম্।
বিরহসহপরিজনৈর্দ্দুর্বিষহং রামো জগাম স স্বভুবম্ ॥১০॥

অন্বয়—(ক) জন-জাতে শুচা রুদতি (সতি), সারবং তৎ পুণ্যং জলং অবগাহ্য অহ সঃ বিঃ রামঃ পরিজনৈঃ সহ দুর্বিষহং (যথা স্যাৎ তথা) স্ব-ভুবং জগাম।

(খ) জন-জাতে শুচা স-আরবং রুদতি (সতি), পুণ্যং তৎ জলং অবগাহ্য বিরহ-সহ-পরিজনৈঃ দুর্বিষহং (যথা স্যাৎ তথা) সঃ রামঃ স্ব-ভুবং জগাম।

শব্দার্থ—সারব—(১) সরযূ-ভব, (২) আরব বা শব্দসহিত। বি—(১) পরমাত্মা।

অনুবাদ—(ক) শোকে জনসংঘ রোদন করিতে থাকিলে, সরযূর সেই পুণ্য জলে প্রবেশ করিয়া, সেই পরমাত্মস্বরূপ রামচন্দ্র, পরিজনসহ দুর্বিষহভাবে আহা! স্বলোকে (বিষ্ণুলোকে) চলিয়া গেলেন।

(খ) প্রজাসমূহ শোকে সশব্দে রোদন করিতে থাকিলে, সেই (গঙ্গার) পবিত্র জলে প্রবেশ করিয়া, সেই রামপাল বিরহ-সহনশীল পরিজনকর্ত্তৃক অত্যন্ত দুঃসহনীয় ভাবে (স্বধর্মার্জিত) লোকে চলিয়া গেলেন।

অথ রক্ষিতা কুমারোদিতপৃথুপরিপন্থিপার্থিবপ্রমদঃ।
রাজ্যমুপভুজ্য ভরতোঽস্য সূনুরগমদ্দিবং তনুত্যাগাৎ ॥১১॥

অন্বয়—অথ আ-কুমার-উদিত-পৃথু-পরিপন্থি-পার্থিব-প্রমদঃ রক্ষিতা অস্য সূনুঃ ভরতঃ রাজ্যং উপভুজ্য তনু-ত্যাগাৎ দিবং অগমৎ।

(খ) অথ দিত-পৃথু-পরিপন্থি-পার্থিব-প্রমদঃ ভরতঃ অস্য সূনুঃ রক্ষিতা কুমারঃ রাজ্যং উপভুজ্য তনু-ত্যাগাৎ দিবং অগমৎ।

শব্দার্থ—পরিপন্থী—(১) বিঘ্নবহুল, বিরোধী, (২) শত্রু। পার্থিব—(১) পৃথিবী-সম্বন্ধী, (২) রাজা। সূনু—(১) অনুজ ভ্রাতা, (২) পুত্র। ভরত—(১) রামচন্দ্রের তন্নামক ভ্রাতা, (২) 'ভরৎ' শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'ভরতঃ' পদ হয়—ইহার অর্থ ভরণশীল।

অনুবাদ—(ক) অনন্তর, যে ভরতের পৃথিবীসম্বন্ধীয় ভোগসুখে তাঁহার কুমারাবস্থা হইতেই বিপুল বিঘ্ন বা বাধা উদিত হইত, তাঁহার (রামচন্দ্রের) সেই রক্ষক ভ্রাতা ভরত, রাজ্য উপভোগ করিয়া দেহত্যাগান্তে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।

(খ) অনন্তর প্রবল শত্রুরাজাদিগের প্রহর্ষ-খণ্ডণকারী, ভরণশীল তাঁহার (রামপালের) পুত্র রক্ষণশীল কুমারপাল রাজ্য উপভোগ করিয়া দেহত্যাগান্তে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।

অপি শত্রুঘ্নোপায়াদ্গোপালঃ স্বর্জ্জগাম তৎসূনুঃ।
হন্তুঃ কুম্ভীনস্যাস্তনয়স্যৈতস্য সাময়িকমেতৎ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—(ক) তৎ-সূনুঃ গোপালঃ শত্রুঘ্নঃ অপি অপায়াৎ স্বঃ জগাম। কুম্ভীনস্যাঃ তনয়স্য হন্তুঃ এতস্য এতৎ সাময়িকং (আসীৎ)।

(খ) শত্রুঘ্ন-উপায়াৎ তৎ-সূনুঃ গোপালঃ অপি স্বঃ জগাম। কুম্ভি-ইনস্য হন্তুঃ অস্ত-নয়স্য এতস্য এতৎ সাময়িকং (আসীৎ)।

শব্দার্থ—সূনু—(১) অনুজ ভ্রাতা, (২) পুত্র। গোপাল—(১) পৃথ্বীপাল, (২) কুমারপালের তন্নামক পুত্র। অপায়—(১) বিপ্রয়োগ বা বিয়োগ। শত্রুঘ্ন—(১) লক্ষ্মণের অনুজ ভ্রাতা, (২) শত্রুহননকারী। কুম্ভীনসী—(১) লবণাসুরের মাতা। কুম্ভীন—(২) কুম্ভী বা হস্তীর নায়ক বা রাজা; অথবা, কুম্ভী বা নক্রের রাজা (ইন=প্রভু, পতি)।

অনুবাদ—(ক) (রামচন্দ্রের অপর) ভ্রাতা পৃথ্বীপাল (রাজা) শত্রুঘ্নও (ভ্রাতাদের) বিয়োগে স্বর্গগত হইয়াছিলেন। কুম্ভীনসীর পুত্রের (লবণাসুরের) হননকারী এই রাজার (শত্রুঘ্নের) এই মরণ সাময়িক বা প্রতিজ্ঞোপযোগী হইয়াছিল।

(খ) শত্রুঘাতের উপায় অবলম্বন করিয়া, তাঁহার (কুমারপালের) পুত্র (তৃতীয়) গোপালও স্বর্গগত হইলেন। হস্তিরাজের বা নক্রপতির হননকারী, ত্যক্তনীতিক এই (রাজার) এই মৃত্যুও সাময়িক বা কালপ্রভাবে উপজাত হইয়াছিল। [দ্রষ্টব্যং—'কুম্ভীনস্যাঃ তনয়স্য' এই পদদ্বয়ের 'ক্রূরসর্পিণীর পুত্রের' এইরূপ ব্যাখ্যাও হইতে পারে। তবে কি সর্পহত্যা করিতে গিয়া গোপাল অল্পবয়সে সর্পাঘাতে মারা গিয়াছিলেন ?]

অথ তস্য রামনৃপতের্দনুসূনুর্দ্দনাবতারস্য।
অপরঃ প্রজাপ্রমোদাঙ্কুরকন্দো নন্দনোয়মনুরূপঃ ॥ ১৩॥
নিখিলনৃপলক্ষণধরঃ পুরুষাতিশয়ো জিতারিষড়্‌বর্গঃ।
বিধুতজগদন্ধকারো ধৃতধীরোদাত্তনায়কপ্রকৃতিঃ ॥ ১৪ ॥
কুশলী কুশোকশল্যং রামবিরামোদ্ভবং নিরাকুর্ব্বন্।
অম্ভোধিমেখলায়া ভুবঃ প্রভুরভূদভিয়া মদনঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—(ক) অথ দনু-সূনু-অর্দ্দন-অবতারস্য তস্য রাম-নৃপতেঃ অনুরূপঃ, প্রজা-প্রমোদ-অঙ্কুর-কন্দঃ নিখিল-নৃপ-লক্ষণ-ধরঃ পুরুষ-অতিশয়ঃ জিত-অরি-

ষড্‌-বর্গঃ বিধুত-জগৎ-অন্ধকারঃ ধৃত-ধীরোদাত্ত-নায়ক-প্রকৃতিঃ, অপরঃ অয়ং নন্দনঃ কুশলী কুশঃ, রাম-বিরাম-উদ্ভবং অক-শল্যং নিরাকুর্ব্বন্, অভিয়া অম্ভোধি-মেখলায়াঃ ভুবঃ মদনঃ প্রভুঃ অভূৎ।

(খ) অথ........অপরঃ অয়ং নন্দনঃ কুশলী মদনঃ......কু-শোক-শল্যং নিরাকুর্ব্বন্......ভুবঃ প্রভুঃ অভূৎ।

শব্দার্থ—দনুসূনু—(১-২) দানব। অবতার—(১) অবতীর্ণ ভগবান্ (২) আবির্ভাব। কুশোক—(২) পৃথিবীর শোক। মদন—(১) হর্ষবিধানকারী, (২) রামপালের তন্নামক পুত্র। অক—(১) দুঃখ। কু—(২) পৃথিবী।

অনুবাদ—(ক) অনন্তর দানবমর্দ্দনার্থ (নারায়ণরূপে) অবতীর্ণ সেই রাজা রামচন্দ্রের উপযুক্ত অপর (লব হইতে অন্য) পুত্র এই কুশলী কুশ—যিনি প্রজার প্রীতি-বিধানের মূল ছিলেন, যিনি সর্ব্ববিধ রাজচিহ্ন-ধারী ছিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ যিনি (কামাদি) শত্রু ষড্‌বর্গের জেতা ছিলেন, যিনি জগতের অন্ধকার বিলুপ্ত করিয়াছিলেন, এবং যিনি ধীরোদাত্ত নায়কের প্রকৃতি ধারণ করিতেন—রামচন্দ্রের তিরোভাব হইতে উদ্ভূত দুঃখশঙ্কু দূর করিয়া, নির্ভয়ে চতুঃসমুদ্র-পরিবেষ্টিত পৃথিবীর আহ্লাদন অধিপতি হইয়াছিলেন।

(খ) অনন্তর দানবসদৃশ (বিদ্রোহী কৈবর্তদিগের) বিমর্দ্দনের জন্য আবির্ভূত সেই নরপতি রামপালের অপর (কুমারপাল হইতে অন্য) পুত্র এই কুশলী মদনপাল—(অন্যান্য বিশেষণগুলির ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ)—(গঙ্গামধ্যে নিমগ্ন হইয়া স্বর্গগত) রামপালের তনুত্যাগজনিত পৃথিবীর শোকশঙ্কু নিবারণ করিয়া নির্ভয়ে চতুঃসমুদ্রপরিবেষ্টিত পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

অভিষেকসম্ভারবিতানৈর্বিশ্বাশাপূরণপুরা।
দিশতাত্যর্থমনাথাবনাদ্ জনয়তা জনানন্দম্॥ ১৬॥

হেলাবিলূনবলবৎপদ্মাবলিবলদমিত্রচক্রেণ।
রাজাবতংসলক্ষ্মীভারৈকধুরীণতাং দধানেন ॥ ১৭ ॥
দোষাস্পর্শোৎকর্ষিতমমহিমাতিশয়প্রকাশমানেন।
দ্বিজপরিকরপালনরুচিনোচ্চৈর্মণ্ডলাধিপতিনা চ ॥ ১৮ ॥
সখ্যা চ শস্ত্রভালক্ষ্ম্যাশাভূতেন চারুবৃত্তেন।
সুহিতপরমশ্রমেণ চ সুবর্ণজাতেন বিধিবদর্ঘ্যেণ ॥ ১৯ ॥
সিংহীসুতবিক্রান্তেনার্জুনধাম্না ভুবঃ প্রদীপেন।
কমলাবিকাশভেষজভিষজা চন্দ্রেণ বন্ধুনোপেতম্ ॥ ২০ ॥
চণ্ডীচরণসরোজপ্রসাদসম্পন্নবিগ্রহশ্রীকম্।
ন খলু মদনং সাঙ্গেশমীশমগাজ্জগদ্বিজয়লক্ষ্মীঃ ॥ ২১॥ কুলকম্ ॥

অন্বয়—(ক-খ-গ) অভিষেক-সম্ভার-বিতানৈঃ বিশ্ব-আশা-পূরণ-পুরা, অত্যর্থং দিশতা, অনাথ-অবনাৎ জন-আনন্দং জনয়তা, হেলা-বিলূন-বলবৎ-পদ্ম-আবলি (খ-গ পক্ষে, °পদ্মা-বলি°)-বলদ-মিত্র-চক্রেণ (খ-গ পক্ষে, °বলৎ-অমিত্র-চক্রেণ), রাজ-অবতংস-লক্ষ্মী-ভার-এক-ধুরীণতাং দধানেন, দোষা-স্পর্শ (খ-গ পক্ষে, দোষ-অস্পর্শ°) উৎকর্ষিতম-মহিম-অতিশয়-প্রকাশমানেন, দ্বিজ-পরিকর-পালন-রুচিনা. উচ্চৈঃ-মণ্ডল-অধিপতিনা চ, শস্ত্র-ভা-লক্ষ্মী-আশা-ভূতেন সখ্যা চ; চারু-বৃত্তেন, সুহিত-পরম-শ্রমেণ চ, সু-বর্ণ-জাতেন (গ-পক্ষে, সুবর্ণ-জাতেন), বিধিবৎ-অর্ঘ্যেণ, সিংহী-সুত-বিক্রান্তেন, অর্জুন-ধাম্না, ভুবঃ প্রদীপেন, কমল-অবিকাশ (খ-গ পক্ষে কমলা-বিকাশ°)-ভেষজ-ভিষজা বন্ধুনা চন্দ্রেণ উপেতং, চণ্ডী-চরণ-সরোজ-প্রসাদ-সম্পন্ন-বিগ্রহ-শ্রীকং সাঙ্গ-ঈশং (গ-পক্ষে স-অঙ্গেশং) ঈশং মদনং জগৎ-বিজয়-লক্ষ্মীঃ ন খলু অগাৎ ?

শব্দার্থ—অভিষেক—(১) সোমযাগাদির অঙ্গভূত স্নানাদি, (২-৩) রাজ্যাভিষেক। বিতান—(১) যজ্ঞ, (২-৩) বিস্তার। বিশ্ব—(১) সর্ব, (২-৩) জগৎ।

আশা—(১) দিক্, (২-৩) মনোরথ। মিত্র—(১) সূর্য্য। অমিত্র—(২-৩) শত্রু। পদ্মাবলি—(১) পদ্মসমূহ, (২-৩) পদ্মা বা লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে বলি বা পূজোপহার। রাজা—(১) চন্দ্র, (২-৩) নৃপতি। রাজাবতংস—(১) চন্দ্রশেখর, (২-৩) শ্রেষ্ঠ রাজা। দোষা—(১) রাত্রি। দ্বিজ—(১) পক্ষী, (২-৩) ব্রাহ্মণ। রুচি—(১) দীপ্তি, (২-৩) অভিলাষ। সুহিত—(১) তৃপ্ত, (২-৩) অতিহিতকর। বৃত্ত—(১) বর্তুল, (২-৩) চরিত্র। সিংহীসুত—(১) রাহু গ্রহ, (২-৩) সিংহশিশু। অর্জুন—(১) শ্বেত, (২-৩) পার্থ অর্জুন। ধাম—(১) রশ্মি, (২) পরাক্রম। বন্ধু—(১) মিত্র, (২-৩) বান্ধব। কমলা—(২-৩) লক্ষ্মী। বিগ্রহ—(১) দেহ, (২-৩) যুদ্ধ, (৩) বিগ্রহপালও হইতে পারে। সাঙ্গেশ—(১) সাঙ্গ বা শরীরধারী প্রাণিবর্গের উপর প্রভুত্বকারী, অথবা, অঙ্গসমন্বিত ও প্রভাববিশিষ্ট, (২-৩) স্বাম্যাদি সপ্তাঙ্গযুক্ত ও প্রভাবান্বিত, (৩) অঙ্গেশ বা অঙ্গাধিপ-সহিত।

অনুবাদ—(ক) [জগদ্বিজয়ের সম্পৎ, কেবল মদনকে (অনঙ্গ কামদেবকে) নহে, কিন্তু অঙ্গসমন্বিত প্রভু মদনকে, আশ্রয় করিয়াছিলেন—যে মদনের বন্ধু বা মিত্র ছিলেন চন্দ্র।] মদনের বন্ধু চন্দ্র সোমযাগের অভিষেকের দ্রব্য-সম্ভারদ্বারা সর্ব দিক্-পূরণে অগ্রগামী হয়েন, (আলোকদ্বারা বস্তুজাতকে) অত্যন্ত প্রকাশ করেন, এবং দীনজনদিগকে রক্ষা করেন বলিয়া তিনি লোকের আনন্দ উৎপাদন করেন। এই চন্দ্র পদ্ম-সমূহের বলদায়ী বা উৎকর্ষবিধায়ক তেজোময় সূর্য্যমণ্ডলকে হেলায় বিচ্ছিন্ন করেন এবং যিনি চন্দ্রশেখর মহাদেবের শোভা বৃদ্ধির সমস্ত ভার একাকী গ্রহণ করেন। এই চন্দ্র রাত্রির সম্পর্ক-লাভে উৎকৃষ্টতম আলোকমহিমায় অতিশয় প্রকাশমান হয়েন, যিনি (চকোরাদি) পক্ষিসমূহের পালনে নিজ জ্যোৎস্না বিতরণ করেন এবং যিনি উচ্চস্থ মণ্ডলের অধিপতি। এই (ওষধিপতি) চন্দ্র (মদনদেবের পুষ্পময়) শস্ত্রসমূহের কান্তিসমৃদ্ধির আশাস্থলভূত সখা, তিনি চারু ও বর্তুল, তিনি অত্যন্ত শ্রান্ত জনদিগকে (চন্দ্রিকাবিতরণদ্বারা) তৃপ্ত করেন, তিনি উত্তম-বর্ণ ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ভূত (অত্রিসম্ভূত)

এবং তিনি শাস্ত্রবিধিতে অর্চনীয়। এই চন্দ্র রাহুদ্বারা আক্রান্ত হয়েন, তিনি ধবল-কিরণ ও পৃথিবীর প্রদীপতুল্য, তিনি কমলসমূহের অবিকাশের ঔষধ-বিষয়ে বৈদ্যস্বরূপ এবং তিনি (মদনদেবের) বন্ধু বা সহায়ক মিত্র। যে মদনদেব চণ্ডী বা পার্বতীর পাদপদ্মপ্রসাদে (পুনরায়) দেহশোভা লাভ করিয়াছিলেন এবং যিনি শরীরধারী জীবগণের উপর প্রভুত্ব করিতেন, (চন্দ্র-যুক্ত) সেই প্রভু মদনদেবকে কি জগতের বিজয়-লক্ষ্মী আশ্রয় করেন নাই? (অর্থাৎ অবশ্যই আশ্রয় করিয়াছেন।)

(খ-গ) [জগদ্বিজয়ের সম্পৎ, কেবল কি মদন বা লোকহর্ষণ সপ্তাঙ্গরাজ্যের প্রভু (কুশকে) (এবং তৃতীয় পক্ষে, কেবল কি সপ্তাঙ্গরাজ্যের প্রভু মদনপালকে, অথবা, অঙ্গেশ বা অঙ্গাধিপ-সহিত মদনপালকে) আশ্রয় করে নাই? যে কুশের বান্ধব ছিলেন (লক্ষ্মণনন্দন) চন্দ্র বা চন্দ্রকেতু এবং (যে মদনপালের মাতুলকুলের বান্ধব ছিলেন চন্দ্রনামা অঙ্গাধিপ)। এই উভয় চন্দ্রই (চন্দ্রকেতু ও চন্দ্রদেব) (কুশের ও মদনপালের) রাজ্যাভিষেকের সামগ্রীবিস্তার-দ্বারা জগতের অভিলাষপূরণে অগ্রযায়ী ছিলেন এবং যাঁহারা (এই অভিষেকের উৎসবে) অত্যধিক (ধনাদির) বিতরণ করিয়া নিঃসহায়জনদিগকে রক্ষা করায় জনসমূহের আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিলেন। এই চন্দ্র (চন্দ্রকেতু ও চন্দ্রদেব) উভয়েই পদ্মা বা লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে পূজোপহার প্রদান করিয়া অত্যন্ত বর্দ্ধমান শত্রুরাজমণ্ডলকে হেলায় বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন এবং যিনি রাজশ্রেষ্ঠ (কুশ ও মদনপালের) (রাজ্য-) লক্ষ্মীভার-বহন-বিষয়ে প্রধান ভারবাহীর কার্য্য করিয়াছিলেন। এই চন্দ্র (চন্দ্রকেতু ও চন্দ্রদেব) উভয়েই কোন প্রকার দোষ বা পাপদ্বারা অস্পৃষ্ট থাকায় অত্যুৎকৃষ্ট মহিমাতিশয়ে প্রকাশমান ছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ পরিবারের পালনে অভিলাষী ছিলেন এবং তাঁহারা ভৃত্যাচ্চমণ্ডলাধিপতি (মহামাণ্ডলিক) ছিলেন। এই (চন্দ্রকেতু ও চন্দ্রদেব) উভয়েই (কুশ ও মদনপালের) শস্ত্র-প্রভারূপ লক্ষ্মীর অর্থাৎ তাঁহার শস্ত্রসম্পদের

আশাস্পদ সখা ছিলেন, তাঁহারা চারুচরিত্র ছিলেন, তাঁহাদের উৎকৃষ্ট (শস্ত্রাভ্যাস-) শ্রম অতিহিতকর ছিল, তাঁহারা সুবর্ণজাতছিলেন (চন্দ্রকেতুপক্ষে উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয় বর্ণ হইতে জাত, এবং চন্দ্রদেব-পক্ষে সুবর্ণনামক মহামাণ্ডলিকের পুত্ররূপে জাত), এবং তাঁহারা বিধিবৎ পূজনীয় ছিলেন। এই চন্দ্র (চন্দ্রকেতু ও চন্দ্রদেব) উভয়েই সিংহশিশুর ন্যায় বিক্রমশালী ছিলেন, তাঁহারা পার্থ অর্জ্জুনের প্রভাববিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা কমলা বা লক্ষ্মীর বিকাশের ঔষধ জানিতেন, তাঁহারা জগতের প্রদীপতুল্য এবং তাঁহারা রাজার (কুশ ও মদনপালের) বান্ধব-কুলজাত ছিলেন। যে মদন বা লোকহর্ষণ রাজা কুশ ও রাজা মদনপাল (যথাক্রমে, চন্দ্রকেতুসংযুক্ত ও চন্দ্রদেব-সংযুক্ত থাকিয়া) চণ্ডী বা ভবানীর চরণকমল-প্রসাদে যুদ্ধে জয়শ্রী লাভ করিয়াছিলেন (মদনপালপক্ষে অপর অর্থ হইতে পারে—যিনি তৃতীয় বিগ্রহপাল হইতে আগত রাজ্যলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) সেই স্বাম্যাদিসপ্তাঙ্গযুক্ত প্রভাবান্বিত রাজদ্বয়কে (মদনপালপক্ষে, 'অঙ্গাধিপ সহিত মদনপাল রাজাকে' এরূপ ব্যাখ্যাও ধ্বনিত) কি জগদ্‌বিজয়লক্ষ্মী আশ্রয় করেন নাই? (অর্থাৎ অবশ্যই আশ্রয় করিয়াছেন।)

স তথা সিন্ধূদ্‌ভূষ্ণুমভীকাং ভর্ত্তুং প্রজামলম্ভূষ্ণুম্।
কুমুদস্বসারমুররীকুর্ব্বন্নাসীদসীমসামাক্ষঃ ॥২২॥

অন্বয়—(ক) তথা সঃ সিন্ধু-উদ্‌ভূষ্ণুং, অ-ভীকাং প্রজাং ভর্ত্তুং অলংভূষ্ণুং কুমুদ-স্বসারং উররীকুর্ব্বন্ অসীম-সাম-অক্ষঃ আসীৎ।

(খ) ....কু-মুদ-স্ব-সারং উররীকুর্ব্বন্......আসীৎ।

শব্দার্থ—সিন্ধু—(১) নদী, (২) সমুদ্র। কুমুদ—(১) নাগবিশেষ, (২) পৃথ্বীহর্ষক। অক্ষ—(১) সর্প।

অনুবাদ—(ক) সেই ভাবে তিনি (কুশ), (সরযূ-) নদী হইতে উদ্‌গতা, নির্ভীক সন্তান ভরণ করিতে সমর্থা, কুমুদ-নামক নাগের ভগিনীকে

(কুমুদ্বতীকে) বিবাহ করিয়া, অক্ষ বা সর্পগণকে অসীম শান্তিতে রাখিতে পারিয়াছিলেন।

(খ) সেই ভাবে তিনি (মদনপাল). সমুদ্র হইতে উদ্ভূত পালবংশীয় ভয়শূন্য সন্তানদিগকে রক্ষা করিতে পর্য্যাপ্ত স্বকীয় পৃথ্বীহর্ষক বল স্বীকার বা অধিকার করিয়া, নিরতিশয় সামগুণের উপর দৃষ্টি রাখিতেন।

স মনোভূরনিরুদ্ধপ্রভবো বিষমায়ুধো রতিপ্রণয়ী।
সুমনঃসময়ং পরমযুজ্যত ক্ষ্মাপতিমাকুলগ্রামঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—(ক) অনিরুদ্ধ-প্রভবঃ বিষম-আয়ুধঃ রতি-প্রণয়ী আকুল-গ্রামঃ সঃ মনোভূঃ পরং সুমনঃ-সময়ং ক্ষ্মা-পতিং (চ) অযুজ্যত।

(খ-গ)......মনোভূঃ সঃ সুমনঃ-সময়ং পরং ক্ষ্মাপতিং অযুজ্যত।

শব্দার্থ—অনিরুদ্ধ—(১) তন্নামা কামদেবনন্দন, (২) অব্যাহত। প্রভব—উৎপত্তিস্থান, (২) প্রভাব। রতি—(১) মদনের স্ত্রী, (২) অনুরাগ। সুমনস্—(১) পুষ্প, (২) দেব। সময়—(১) কাল, (২) আচার। আকুল—(১-২) ব্যস্ত।

অনুবাদ—(ক) অনিরুদ্ধের জনক, বিষমসংখ্যক অস্ত্রধারী (পঞ্চবাণ), রতির প্রেমাকাঙ্ক্ষী সেই মনোভূ (মনসিজ) কামদেব গ্রামসমূহকে (অর্থাৎ তদ্বাসীদিগকে) ব্যস্ত করিয়া পুষ্পকাল (বসন্ত ঋতু) ও চন্দ্রের সহিত (অথবা, বসন্তরূপ রাজার সহিত) মিলিত হইলেন।

(খ-গ) (প্রজাদিগের) মনোমন্দিরে স্থিত সেই (কুশ ও মদনপালদেব) স্বপ্রভাব অব্যাহত রাখিয়া, ভীষণ আয়ুধাবলীদ্বারা দুর্দ্ধর্ষ হইয়া, (প্রজাজনের) অনুরাগের যাচক বা অভিলাষী হইয়া, (জনপদের) গ্রামগুলিকে ব্যস্ত দেখিয়া দেবাচার-সম্পন্ন (কোন) শ্রেষ্ঠ রাজার সহিত সংযুক্ত বা সন্ধিতে আবদ্ধ হইলেন।

ধুতমানপ্রমদেনানেন ন কোপোহিতঃ সহজধৈর্য্যাৎ।
প্রকটিতবলাহিতাশীলোভঞ্জিতবাননাহতাবিদ্ধম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—(ক) ধুত-মান-প্রমদেন অনেন কঃ সহজ-ধৈর্য্যাৎ ন অপোহিতঃ? প্রকটিত-বল-অহিত (°আহিত°)-অশীলঃ (সঃ) অনাহত-আবিদ্ধং ভঞ্জিতবান্।

(খ-গ) ধুত-মান-প্রমদেন অনেন সহজ-ধৈর্য্যাৎ কোপঃ ন হিতঃ। প্রকটিত-বল-অহিত-অশী (সঃ) অনাহত-আবিদ্ধং-(যথা স্যাৎ তথা) লোভং জিতবান্।

শব্দার্থ—প্রমদা—(১) মানিনী রমণী। প্রমদ—(২-৩) প্রমত্ততা। অহিত—(১-৩) শত্রু। আহিত—(১) আধৃত বা প্রযুক্ত।

অনুবাদ—(ক) যিনি প্রমদাজনের মান দূর করিয়া দিতে পারেন, সেই মদনদেব কাহাকে নৈসর্গিক ধৈর্য্য হইতে বিচ্যুত করিতে না পারেন? তিনি নিজের বল প্রকটিত করিয়া অহিতকরজনের প্রতি দুঃশীল বা প্রচণ্ড হইয়া (অথবা, যাহারা নিজ বল প্রকাশ করে তাহাদের প্রতি তিনি অশীল ব্যবহার বা কর্কশতা প্রয়োগ করিয়া), (ইতিপূর্বে) অনাহত ও অবাধিত জনকেও পরাজিত করিতে পারেন।

(খ-গ) যিনি অহঙ্কার ও প্রমত্ততা দূর করিয়াছেন সেই (কুশ ও মদনপাল) স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য্যবশতঃ (কখনও) কোপ ধারণ করিতেন না। যাহারা নিজের বল প্রকটিত করে সেই শত্রুদিগকে তিনি গ্রাস করিয়া, স্বয়ং অনাহত ও অনাবিদ্ধ থাকিয়া (অর্থাৎ অক্ষতশরীরে), লোভ জয় করিতে পারিয়াছিলেন।

মদনস্ত্বমিতি বিতথঞ্চিত্রমমারাত্মকোপ্যকামোপি।
অপি শম্বরাভ্যুদয়মপ্যঙ্গং সকলং দধাতি নিরপায়ম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—(ক-গ) "ত্বং মদনঃ (অসি)" ইতি বিতথং; চিত্রং (চ এতৎ সর্বং

ত্বং) অ-মারাত্মকঃ অপি, অ-কামঃ অপি, শম্বর-অভ্যুদয়ং অপি, সকলং অঙ্গং অপি নিরপায়ং দধাতি।

শব্দার্থ—মার—(১) কামদেবের নামান্তর, (২-৩) হিংস্র। কাম—(১) মদনের নামান্তর, (২-৩) শৃঙ্গারভাব, বিষয়াভিলাষ। শম্বর—(১) দৈত্যবিশেষ (মদনের এক নাম শম্বরারি), (২-৩) জল। অঙ্গ—(১) দেহ (মদনের অন্য এক নাম অনঙ্গ), (২-৩) রাজ্যের স্বাম্যাদি সপ্ত অঙ্গ।

অনুবাদ—(ক-গ) "তুমি (কুশ ও মদনপাল) মদনস্বরূপ"—এই বিবরণ সত্য নহে। ইহা বড়ই বিচিত্র যে, তোমরা (উভয়েই) 'মার' পদবাচ্য নহ, যে-হেতু, তোমরা অমারাত্মক বা অহিংস্রস্বভাব; তোমরা (উভয়েই) 'কাম' পদবাচ্য নহ, যে-হেতু, তোমরা অকাম বা কামবিহীন (অথবা, বিষয়কামনাশূন্য); তোমরা (উভয়েই) 'শম্বারারি'-পদবাচ্য নহ, যে হেতু, তোমরা শম্বর বা জলের বৃদ্ধি (কূপতড়াগাদিখননদ্বারা প্রজার জলপ্রাপ্তি) বিধান কর, এবং তোমরা (উভয়েই) 'অনঙ্গ' পদবাচ্যও নহ, যে-হেতু, তোমরা (রাজ্যের স্বাম্যাদি) সকল (সপ্ত) অঙ্গ শাশ্বতভাবে বা অবিনাশী ভাবে ধারণ কর।

[দ্রষ্টব্য :—কবি এই শ্লোকদ্বারা বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, দেব মদনের 'মার', 'কাম', 'শম্বরারি' ও 'অনঙ্গ' এই নামগুলি কুশ ও মদনপাল সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয় না, সুতরাং তাঁহারা 'মদন'স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।]

অমুনা শঙ্করনয়নাশিতাঙ্গজাতঃ ক্রিয়েত পর এব।
অগণেয়া বাণাবলিরস্য পরস্যৈব পঞ্চতাং তনুতে ॥২৬॥

অন্বয়—(ক-গ) অমুনা পরঃ এব শঙ্কর-নয়ন-আশিত-অঙ্গ-জাতঃ (শং কর-নয়-নাশিত-অঙ্গ-জাতঃ) ক্রিয়েত। অস্য অগণেয়া বাণ-আবলিঃ পরস্য এব পঞ্চতাং তনুতে।

শব্দার্থ—শঙ্কর—(১) মহাদেব, (২-৩) শুভঙ্কর। অঙ্গ—(১) দেহ, (২-৩)

রাজ্যের স্বাম্যাদি সপ্ত অঙ্গ। নয়—(২-৩) নীতি। পঞ্চতা—(১) পাঁচ সংখ্যার ভাব, (২-৩) পঞ্চত্ব বা মৃত্যু। পর—(১) নিজ ভিন্ন, (২-৩) শত্রু।

অনুবাদ—(ক-গ) এই রাজা (কুশ ও মদনপালদ্বারা) শত্রুই কেবল (তাঁহারা নিজে নহেন) শঙ্কর বা শুভাবহ নীতিপ্রয়োগে নাশিত-সপ্তাঙ্গ বিহিত হইয়াছিল (মদনপক্ষে ব্যাখ্যা হইবে—শঙ্করের নয়নদ্বারা অর্থাৎ তন্নয়নসমুত্থ বহ্নিদ্বারা তিনি নিজেই বিলুপ্তাঙ্গ হইয়াছিলেন)। তাঁহাদের (উভয় রাজার) অসংখ্য বাণ-সমূহ কেবল শত্রুরই পঞ্চত্ব বা মৃত্যু আনয়ন করিত (মদনপক্ষে ব্যাখ্যা হইবে—তাঁহার বাণসংখ্যা মাত্র পাঁচটি ছিল)।

[দ্রষ্টব্য :—এই শ্লোকেও কবি কুশ ও মদনপালকে স্বরূপতঃ মদন হইতে বিভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন।]

উজ্জ্বন্মহাবল ঈরয়তি স্ম জন্যাসাত্তো মদমরীণাম্।
কালিন্দ্যামুৎসেকাদমুদনাসীরোহিতৌঘনুদবাহি ॥২৭॥

অন্বয়—(ক) উজ্জ্বন্-মহাঃ বলঃ জনী-আস্ততঃ মদং ঈরয়তি স্ম; (অমুনা) অরীণাং উৎসেকাৎ কালিন্দ্যাং অহিত-ওঘ-নুৎ সীরঃ অবাহি অমুদ-না চ।

(খ-গ) উজ্জ্বন্-মহা-বলঃ (সঃ) জন্য-আস্ততঃ অরীণাং মদং ঈরয়তি স্ম। (অমুনা) উৎসেকাৎ হিত-ওঘ-নুৎ অমুদ-নাসীরঃ কালিন্দ্যাং অবাহি।

শব্দার্থ—মহঃ—(১) তেজঃ। বল—(১) বলরাম, (২-৩) সামর্থ্য। জনী—(১) বধূ। জন্য—(২-৩) সংগ্রাম। সীর—(১) হল। নাসীর—(২-৩)অগ্র যোদ্ধৃবর্গ। মদ—(১) মদিরা, (২-৩) গর্ব্ব। উৎসেক—(১) জলের উচ্ছাস (২-৩) গর্ব্ব।

(ক) বলরাম উদ্দীপ্যমানতেজাঃ হইয়া বধূ (রেবতীর) মুখ হইতে মদিরা টানিয়া নিয়াছিলেন। (জলরূপ) শত্রুদিগের উচ্ছাস লক্ষ্য করিয়া, তিনি কালিন্দী নদীতে অহিতকারী জলবেগের অপনোদক হল কর্ষিত করিয়াছিলেন, এবং নিরানন্দ নররূপী জলৌঘকে নিজান্তিকে টানিয়া লইয়াছিলেন।

(খ-গ) উদয়োন্মুখ ও মহাপরাক্রমশালী সেই রাজা (কুশ ও মদনপাল) সংগ্রাম-মুখে শত্রুদিগের গর্ব্ব দূর করিয়াছিলেন। মদগর্ব্বে হিতকারী মিত্র- বৃন্দের ধর্ষণকারী (শত্রুর) নিরামোদ অগ্রযোদ্ধবর্গকে তাঁহারা (উভয়েই) কালিন্দী-পর্য্যন্ত বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

[দ্রষ্টব্যঃ—মদনপালপক্ষে এই কালিন্দী কি বরেন্দ্রীর পশ্চিমভাগে অবস্থিত কোন নদীবিশেষের নাম হইবে ?]

অপরো রামঃ সম্যক্‌কৃতকালাচ্ছাদনামুক্তিঃ।
ইত্যেষ মদনপালোঽপি ন বামালম্বিতঃ প্রজাপালঃ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—(ক) ইতি প্রজাপালঃ এষঃ (কুশঃ) বামা-অ-লম্বিতঃ স মদন-পালঃ, অপি (তু) সম্যক্-কৃত-কাল-আচ্ছাদনা-মুক্তিঃ অপরঃ রামঃ।

(খ) ইতি এষঃ প্রজাপালঃ মদনপালঃ ন বামা-অ-লম্বিতঃ, অপি (তু) সম্যক্-কৃত-কাল-আচ্ছাদন-আমুক্তিঃ অপরঃ রামঃ।

শব্দার্থ—আচ্ছাদন—(১) আবরণ, বস্ত্র। আমুক্তি—(২) পরিধান। কাল—(১) কালপুরুষ—(২) কৃষ্ণবর্ণ। রাম—(১) দশরথ-নন্দন রাম, (২) বলরাম। মদনপাল—(১) কামপরায়ণ, (২) তন্নামা রাজা। বামা—(১) লক্ষ্মী, (২) স্ত্রী। অচ্ছ—(১) নির্ম্মল। অদন—(১) খাদন।

অনুবাদ—(ক) এইরূপে, এই প্রজাপালক (রাজা কুশ) স্ত্রীতে অনাসক্ত ছিলেন বলিয়া, মদনভাব পোষণ করিতেন না, তিনি যেন দ্বিতীয় রামচন্দ্র ছিলেন, যে-হেতু (পিতা ও পুত্র উভয়েই 'সম্যক্-কৃতকালাচ্ছাদনামুক্তি' ছিলেন) তিনি যথাসময়ে বিহিত নির্ম্মল অশন ও বসন ব্যবহার করিতেন (রামচন্দ্রপক্ষে, যিনি কালের বা কালপুরুষের মায়াবরণ বা আত্মগুপ্তি সম্যগ্-ভাবে মোচন করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন—এইরূপ ব্যাখ্যা)।

(খ) এইরূপে, এই প্রজাপালক রাজা (মদনপাল) স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত ছিলেন না; কিন্তু, সুষ্ঠুভাবে যাঁহার নীল অম্বর বা বস্ত্রের পরিধান বিহিত হইত সেই (নীলাম্বর-নামধারী) বলরাম হইতে তিনি বিভিন্নরূপ রাম ছিলেন।

[দ্রষ্টব্যঃ—রামচন্দ্রও ছিলেন সীতারূপিণী বামা বা লক্ষ্মীদ্বারা বিরহিত ও প্রজাপাল বা সন্ততিরক্ষক। বলরামেরও একটি নাম ছিল 'কামপাল' (অর্থাৎ মদনপাল)।

দাতা বিপক্ষভিদুরঃ সমাদানরতো বৃষাধ্বরতঃ।
বিলসজ্জয়ন্ততনয়ং সহস্রদৃষ্টির্দধাতি পদমৈন্দ্রম্ ॥২৯॥

অন্বয়—(ক) সহস্র-দৃষ্টিঃ দাতা, অবি-পক্ষ-ভিদুরঃ, সমাদান-রতঃ, বৃষ-অধ্ব-রতঃ (অথবা, বৃষা অধ্বরতঃ সমাদান-রতঃ) বিলসৎ-জয়ন্ত-তনয়ং ঐন্দ্রং পদং দধাতি।

(খ-গ) (সঃ) দাতা, বিপক্ষ-ভিদুরঃ সম-আদান-রতঃ বৃষ-অধ্ব-রতঃ সহস্র-দৃষ্টিঃ (সন্) বিলসৎ-জয়ং তত-নয়ং ঐন্দ্রং পদং দধাতি।

শব্দার্থ—সহস্রদৃষ্টি—(১) ইন্দ্রের এক নাম 'সহস্রাক্ষ', (২-৩) মন্ত্রী ও চারাদির চক্ষুদ্বারাই রাজা দেখিয়া থাকেন বলিয়া রাজাকে সহস্রদৃষ্টি বলা যায়। দাতা—(১) ছেদনকারী, (২) দানশীল। অবি—(১) পর্বত। সমাদান—(১) সম্যক্ গ্রহণ, বা যূপমধ্য। বৃষ—(১) বৃহস্পতি, ইন্দ্র, (২) ধর্ম্ম। জয়ন্ত—(১) ইন্দ্রপুত্রের নাম। তত—(২-৩) বিস্তৃত।

অনুবাদ—(ক) সহস্রাক্ষ (ইন্দ্র), (অসুরগণের) ছেদনকারী, পর্ব্বত-পক্ষ-শাতনকারী, যূপমধ্যে আকৃষ্ট (অথবা যজ্ঞ হইতে সম্যগ্‌রূপে অংশ-গ্রহণকারী), ও বৃহস্পতির প্রদর্শিত পথের অবলম্বনকারী হইয়া দেদীপ্যমান পুত্র জয়ন্তকে লইয়া পরম ঐশ্বর্য্যময় পদ ধারণ করিতেন।

(খ-গ)—(সেই কুশ ও মদনপাল উভয়েই) দানশীল, শত্রুবল-বিধ্বংসী, (প্রয়োজন হইতে) সমানভাবে করাদি গ্রহণে রত, (অথবা, নিত্যকর্ম্মে রত), ধর্ম্মপথে সদা প্রবৃত্ত, ও (মন্ত্রী ও চারাদির দৃষ্টিতে) সহস্র-নয়ন-সমন্বিত হইয়া, এমন ইন্দ্র-পদ ভোগ করিতেছিলেন যাহাতে জয় বিস্ফূর্য্যমাণ হইত এবং নয় বা সুনীতি (সর্বত্র) বিস্তৃত বা প্রসারিত থাকিত।

[দ্রষ্টব্য :— অর্থশাস্ত্রে (১।১৫) পাঠ করা যায় যে, ইন্দ্রের মন্ত্রিপরিষৎ এক সহস্র ঋষি লইয়া গঠিত ছিল এবং তিনি তাঁহাদিগকে দিয়া কার্য্য পরিদর্শন করাইতেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহার চক্ষুর্ভূত ছিলেন। তাই দ্বিনয়ন হইলেও ইন্দ্রকে সহস্রাক্ষ বলা হইত।]

কাষ্ঠাস্তানুগতেজা আজ্যারূঢ়প্রকর্ষহেতিরয়ম্।
অব্ভ্রকুসুমায়িতোপলালিকোনলোহিতোচ্চরুচিঃ ॥৩০॥

অন্বয়—(ক)—অয়ং অনলঃ কাষ্ঠ-অস্ত-অনুগ-তেজাঃ আজ্য-আরূঢ়-প্রকর্ষ-হেতিঃ হিত-উচ্চ-রুচিঃ অ-পল-আলিকঃ অব্ভ্রকুসুমায়িতঃ (ভবতীতি শেষঃ)।

(খ-গ) অয়ং কাষ্ঠা-অস্ত-অনুগ-তেজাঃ আজি-আরূঢ়-প্রকর্ষ-হেতিঃ ন-লোহিত-উচ্চ-রুচিঃ অব্ভ্রকুসুমায়িত—উপলালিকঃ (ভবতীতি শেষঃ)।

শব্দার্থ—কাষ্ঠ—(১) দারু। কাষ্ঠা—(২-৩) দিক্। আজ্য—(১) ঘৃত। আজি—(২-৩) সংগ্রাম। পলালি—(১) পলসমূহ অর্থাৎ শুষ্ক ধান্যাদি-কাণ্ড-সমূহ (পল=পলাল)। উপলালিকা—(২-৩) তৃষ্ণা, বা প্রজাপীড়ন। হেতি—(১) জ্বালা, (২) আয়ুধ। অভ্রকুসুম—(১-৩) আকাশপুষ্প অর্থাৎ অসম্ভব বস্তু। রুচি—(১) দীপ্তি, (২-৩) অভিলাষ বা স্পৃহা। লোহিত-(২-৩) রক্ত।

অনুবাদ—(ক)এই অগ্নির তেজঃ কাষ্ঠাপেক্ষী হইয়া থাকে, ইহার জ্বালা আজ্য বা ঘৃতদ্বারা প্রকর্ষ প্রাপ্ত হয়, ইহার দীপ্তি ঊর্দ্ধগত হইয়া থাকে, এবং পলাল—(শুষ্ক ধান্যকাণ্ড-)বিরহিত হইলে ইহা আকাশকুসুমের মত অস্তিত্বশূন্য হইয়া পড়ে।

(খ-গ) এই (রাজা কুশ ও মদনপাল উভয়েরই) প্রভাব দিগন্ত-প্রসারী ছিল, তাঁহাদের আয়ুধসমূহ সংগ্রামেই প্রকর্ষ লাভ করে, রুধিরপাতে তাঁহাদের অভিলাষ বা স্পৃহা কখনই উচ্চ বা অধিক ছিল না, এবং তাঁহাদের (বিষয়ভোগের) তৃষ্ণা (অথবা, প্রজাপীড়ন) আকাশকুসুমের মত অলীক ছিল, অর্থাৎ তাঁহারা অরাতিরুধিরপাতে পক্ষপাতী ছিলেন না এবং বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণ (বা প্রজাপীড়নে বিমুখ) ছিলেন।

মহিষীপত্যবতংসিতপাদাম্ভোজঃ প্রমোদয়ন্ মিত্রম্।
সাক্ষাৎ স ধর্ম্মরাজঃ সমবর্ত্তী জগতি দণ্ডধরঃ ॥৩১॥

অন্বয়—(ক) মহিষী-পতি-অবতংসিত-পাদ-অম্ভোজঃ দণ্ডধরঃ সমবর্ত্তী সঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজঃ মিত্রং প্রমোদয়ন্ জগতি (বর্ত্ততে ইতি শেষঃ)।

(খ-গ) মহিষী-পতি-অবতংসিত-পাদ-অম্ভোজঃ সঃ দণ্ডধরঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজঃ (সন্) মিত্রং প্রমোদয়ন্ জগতি সমবর্ত্তী (ভবতীতি শেষঃ)।

শব্দার্থ—মহিষী—(১) স্ত্রী-মহিষ, (২-৩) রাজরাণী। ধর্ম্মরাজ-(১) যমের নামান্তর, (২-৩) যে রাজা ধর্ম্মানুসারে শাসন করেন; যুধিষ্ঠির। দণ্ডধর(১) যমের নামান্তর, (২-৩) রাজ্যের কণ্টকনাশের জন্য যিনি দণ্ড ধারণ করেন, অর্থাৎ রাজা। সাক্ষাৎ—(১) প্রত্যক্ষ, (২-৩) তুল্য। মিত্র-(১) সূর্য্য, (২-৩) সুহৃৎ। সমবর্ত্তী—(১) যমের নামান্তর, (২-৩) যে রাজা ন্যায্যভাবে সব প্রজার প্রতি সমভাবাপন্ন।

অনুবাদ—(ক) (মহিষবাহন) যাঁহার পাদপদ্ম মহিষ স্বমস্তকে ভূষণরূপে রাখে, জগতে 'দণ্ডধর'ও 'সমবর্ত্তী' সেই প্রত্যক্ষ 'ধর্ম্মরাজ' (যম) সূর্য্যকে আনন্দিত করিয়া চলিতেন।

(খ-গ) যাঁহাদের চরণপদ্ম (অন্যান্য) রাজারা শিরোভূষণ মনে করিয়া মস্তকে স্পর্শ করাইতেন, সেই দণ্ডধারী রাজা (কুশ ও মদনপাল) ধর্ম্মরাজ

(যুধিষ্ঠির, বা যমের ন্যায় ন্যায়পথচারী) হইয়া, সুহৃজ্জনদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া, জগতে (প্রজাদিগের প্রতি) সম বা পক্ষাপাতশূন্য ব্যবহার করিতেন।

স হিতকুমুদারোহো দোষাচরসঞ্চারবাঞ্ছঃ।
অতিবহলকটকবলনোল্বণভীকারী রমেত পুণ্যজনঃ ॥৩২॥

অন্বয়—(ক) হিত-কুমুদ-আরোহঃ দোষাচর-সঞ্চার-বাঞ্ছঃ অতিবহল-কটক-বলন-উল্বণ-ভীকারী সঃ পুণ্যজনঃ রমেত।

(খ-গ) হিত-কুমুদ-আরোহঃ (০কু-মুৎ-আরোহঃ) দোষ-আচর-সঞ্চার-বাঞ্ছঃ অতিবহল-কটক-বলন-উল্বণ-ভীকারী পুণ্যজনঃ সঃ রমেত।

শব্দার্থ—হিত—(১) হিতকর, (১-৩) ধৃত। কুমুদ—(১) নৈঋত দিক্‌পালের বাহনভূত দিগ্‌গজের নাম; (২) কুশের শ্যালকের নাম কুমুদ। কুমুৎ—(৩) কু বা পৃথিবীর হর্ষ। দোষা—(১) রাত্রি। সঞ্চার (১)—পরিচালন, (২) সম্যক্ গতি বা প্রবৃত্তি, বা সঞ্চরণ। কট—(১) শব। কটক—(২-৩) সেনা। পুণ্যজন—(১) রাক্ষস, (২-৩) সাধুচরিত্র লোক।

অনুবাদ—(ক) যিনি নিজের (বাহন) কুমুদ-নামক গজের উপর আরোহণই হিতকর মনে করিতেন, যিনি নিশাচরদিগের পরিচালনকার্য ভালবাসিতেন, এবং যিনি বহুসংখ্যক শব ভক্ষণদ্বারা-উৎকট ভয়ের উৎপাদক ছিলেন, সেই রাক্ষস (নৈঋত দিক্‌পাল) যথেচ্ছ বিহার করুন।

(খ-গ) যিনি (কুশ) (শ্যালক) কুমুদ-নাগের উন্নতি কামনা করিতেন (মদনপাল পক্ষে, যিনি পৃথিবীতে হর্ষাতিরেক বিধান করিতেন), যিনি (কুশ ও মদনপাল) পাপচারী লোকদিগকে সৎপথে প্রবৃত্তি লওয়াইবার অভিলাষ করিতেন (অথবা, যিনি রাত্রিতে চার-চঞ্চার বা গূঢ়পুরুষ-প্রণিধি বাঞ্ছা করিতেন), এবং যিনি (কুশ ও মদনপাল) অতিবিশাল সেনার সঞ্চরণদ্বারা স্ফুটভাবে ভয়জনক ছিলেন, সাধুচরিত্র সেই (রাজা কুশ ও মদনপাল) সুখী হউন।

অপি কে রতিপরময়া সমবতি বরমাশামনাশ্রিতং লোকম্।
অপি চ কবিচক্রবর্ত্ত্যুদ্ভবভূরেষ প্রচেতাঃ স্যাৎ ॥৩৩॥

অন্বয়—(ক) অপি (প্রচেতাঃ) অয়াসং রতি-পরং (জনং) কে অবতি, (তথা) আশাং (অবতি), (তথা) বরং অমাশ্রিতং লোকং (অবতি); অপি চ এষঃ প্রচেতাঃ কবি-চক্রবর্ত্তি-উদ্ভব-ভূঃ স্যাৎ।

(খ-গ) অপি প্রচেতাঃ এষঃ কে রতি-পর-ময়া আশাং অনাশ্রিতং বরং লোকং সমবতি; অপি চ (সঃ) কবি-চক্রবর্ত্তি-উদ্ভব-ভূঃ স্যাৎ।

শব্দার্থ—প্রচেতাঃ—(১) বরুণদেব, (২-৩) প্রশস্তচেতাঃ। মা—(২-৩) লক্ষ্মী। আশা—(১) দিক্, (২-৩) মনোরথ। ভূ—(১) স্থানমাত্র বা কারণ, (২-৩) ভূমি। ক—(১) জল, (২) সুখ।

অনুবাদ—(ক) কিঞ্চ প্রচেতাঃ বা বরুণদেব শুভাবহ বিধির অনুসরণকারী অনুরাগী বা ভক্তজনকে জলে রক্ষা করেন (অর্থাৎ জলদিব্যকারী ব্যক্তিকে তিনি রক্ষা করেন), (তথা) তিনি (পশ্চিম) দিকও রক্ষা করেন, (তথা) তিনি বরার্থী নিরাশ্রয় লোককেও রক্ষা করেন, কিঞ্চ, তিনি কবিচক্রবর্ত্তী ব্রহ্মারও উদ্ভবক্ষেত্র ছিলেন (অথবা, তিনি কবিচক্রবর্ত্তী প্রাচেতস বা বাল্মীকির উদ্ভবক্ষেত্র ছিলেন)।

(খ-গ) কিঞ্চ, প্রশস্তচেতাঃ (এই রাজা কুশ ও মদনপাল) সুখার্থ অনুরাগবতী মা বা রাজলক্ষ্মীর সহায়তায় আশা-বিহীন শ্রেষ্ঠ লোককে সম্যক্ রক্ষা করিতেন। কিঞ্চ, তাহাদের উভয়ের ভূমিতে বা রাজ্যে কবিচক্রবর্ত্তীদিগের উদ্ভবের সম্ভাবনা ছিল।

স্পর্শন এষ খ্যাতঃ সুমনোবর্ত্ম ব্রজন্ কুরঙ্গবরঃ।
ভঙ্গান্দোলনতরলাকারি মদারারিসন্ততিস্তেন ॥৩৪॥

অন্বয়—(ক) এবঃ স্পর্শনঃ সুমনো-বর্ত্ম ব্রজন্ কুরঙ্গ-বরঃ খ্যাতঃ। তেন মদার-অরি-সন্ততিঃ ভঙ্গ-আন্দোলন-তরলা অকারি।

(খ-গ) এবঃ সুমনো-বর্ত্ম ব্রজন্ কুরঙ্গ-বরঃ খ্যাতঃ স্পর্শনঃ (ভবতীতি শেষঃ)। তেন মদার-অরি-সন্ততিঃ......অকারি।

শব্দার্থ—স্পর্শন—(১) বায়ু, (২-৩) দানশীল। সুমনাঃ—(১) পুষ্প, (২-৩) বুধজন। কুরঙ্গ—(১) মৃগ, (২-৩) কু বা পৃথিবীরূপ রঙ্গভূমি, কিংবা কু বা পৃথিবীতে রঙ্গ বা যুদ্ধ। মদার—(১) হস্তী, (২-৩) ধূর্ত্ত। সন্ততি—(১) পুত্রাদি সন্তান, (২-৩) পংক্তি বা গণ।

অনুবাদ—(ক) এই বায়ু পুষ্পপথে চলিয়া বাতমৃগনামক (দ্রুতপদ) কুরঙ্গদ্বারা বৃত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা গজরূপ অরির (শিশু) সন্তানদিগকে ভঙ্গ (পলায়ন) ও আন্দোলনদ্বারা চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারে।

(খ-গ) এই রাজা (কুশ ও মদনপাল) বুধজন-প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া, পৃথিবীরূপ রঙ্গভূমিতে (অথবা, পৃথিবীর সংগ্রামভূমিতে) শ্রেষ্ঠ নায়ক ও দানশীল বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহারা (উভয়েই) ধূর্ত্ত শত্রুগণকে পরাজয় ও ইতস্ততঃ সঞ্চালনদ্বারা চঞ্চল করিয়া তুলিতেন।

বিহিতাবদাতগোত্রস্থিতিরর্ঘিতগুণনিধিঃ শিবপ্রণয়ী।
অয়মেব সার্ব্বভৌমস্কন্ধোপরি রাজতে সীদন্॥ ৩৫॥

অন্বয়—(ক) অয়ং শিব-প্রণয়ী বিহিত-অবদাত-গোত্র-স্থিতিঃ অর্ঘিত-গুণনিধিঃ সার্ব্বভৌম-স্কন্ধ-উপরি সীদন্ রাজতে এব।

(খ-গ) অয়ং শিব-প্রণয়ী এব (সন্)..........রাজতে।

শব্দার্থ—অবদাত—(১) ধবল, (২-১) শুদ্ধ। গোত্র—(১) পর্ব্বত, (২-১) কুল। নিধি—(১) পদ্মাদি শেবধি, (২-৩) আকর। শিব—(১) শম্ভুদেব, (২-৩) মঙ্গলকর্ম্ম। সার্ব্বভৌম—(১) কুবেরের বাহন দিগ্-হস্তীর নাম, (২-৪) সর্বপৃথ্বীপতি।

অনুবাদ—(ক) এই ত্র্যম্বকসখ কুবের ধবল-পর্বত কৈলাসে কৃতাবস্থান ও প্রকৃষ্টগুণবিশিষ্ট (পদ্মাদি-) নিধিপালক হইয়া সার্বভৌম-নামক (নিজের) দিগ্‌গজের স্কন্ধোপরি উপবেশনপূর্বক শোভমান আছেন।

(খ-গ) এই রাজা (কুশ ও মদনপাল উভয়েই) শিব-ভক্ত (বা, জনমঙ্গলকামী) হইয়া, নিজ শুদ্ধ কুলের মর্যাদা সম্যক্‌ রক্ষা করিয়া, সংপূজিত ও গুণাধার হইয়া, সার্বভৌম রাজাধিরাজগণেরও স্কন্ধোপরি থাকিয়া বিরাজমান ছিলেন, অর্থাৎ অন্যান্য সার্বভৌম নরপতিরা তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিতেন।

যা ভোগবতী সুরণদীক্ষিতা মর্ত্ত্যমশ্নুতে যা তাম্।
রময়তি কপর্দ্দকরোটিভৃতাং মহাবাহিনীমীশঃ ॥ ৩৬ ॥

(ক) যা ভোগবতী, (যা চ) সুরণদী, যা ঈক্ষিতা মর্ত্ত্যং অশ্নুতে, ঈশঃ কপর্দ্দ-করোটি-ভৃতাং মহাবাহিনীং রময়তি।

(খ-গ) যা আভোগবতী, যা সু-রণ-দীক্ষিতা মর্ত্ত্যং অশ্নুতে, ঈশঃ কপর্দ্দক-রোটি-ভৃতাং তাং মহাবাহিনীং রময়তি।

শব্দার্থ—আভোগ—(২-৩) পূর্ণতা, বা যত্ন। কপর্দ্দ—(১) শিবের জটাজূট, (২-) বরাট (কৌড়ি)। করোটি—(১) মস্তকের অস্থি, কখন কখন 'পাত্র' বা 'ভাজন' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বাহিনী—(১) নদী, (২-৩) সেনা। ঈশ—(১) মহাদেব (ঈশান), (১-৩) প্রভু।

অনুবাদ—(ক) যে (গঙ্গানদী) (পাতালে) 'ভোগবতী' নামে প্রসিদ্ধ, যাহা (আকাশে) দেবনদী বা মন্দাকিনী নাম ধারণ করে, এবং যাহা (নরলোকদ্বারা) দৃষ্ট হইয়া (ভাগীরথী- নামে) মর্ত্ত্যভূমি ব্যাপ্ত করিয়া আছে, ঈশ (বা ঈশান) সেই মহাবাহিনী বা গঙ্গানদীকে নিজের জটাজূটে ও মস্তকাস্থিতে ধারণ করিয়া প্রসাদিত করেন।

(খগ) যে (মহাসেনা) পূর্ণাঙ্গা বা যত্নবতী এবং যাহা ন্যায়যুদ্ধে

দীক্ষিতা হইয়া মনুষ্যলোক ভরিয়া রহিয়াছে, প্রভু (কুশ ও মদনপাল উভয়েই) সেই মহাসেনাকে কপর্দ্দক (অর্থাৎ বেতন-মুদ্রা) ও রোটি বা রোটিকাদ্বারা (বা খাদ্যদ্বারা) ভরণ করিয়া সন্তুষ্ট-রাখিতেন।

[দ্রষ্টব্যঃ—প্রাচীন সংস্কৃতে রোটি বা রোটিকা শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না, তবে ভাবপ্রকাশ-নামক আয়ুর্বেদগ্রন্থের অন্নবর্গে শুষ্কগোধূমচূর্ণ সিদ্ধকরিয়া যে অন্নবিশেষ প্রস্তুত করা হয় তাহার নাম 'রোটিকা' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে]।

পাতালস্যেনো মিলিতঃ স মহানাগবাহিনীনেতা।
স বিভর্ত্তি ভূতধাত্রীমধিশেতে তং হরিঃ শ্রিয়া সহিতঃ ॥৩৭॥

অন্বয়—(ক) সঃ পাতালস্য ইনঃ মহা-নাগ-বাহিনী-নেতা (সন্) মিলিতঃ। সঃ ভূতধাত্রীং বিভর্ত্তি, শ্রিয়া সহিতঃ হরিঃ তং অধিশেতে।

(খ-গ) সঃ পাতা ইনঃ মহা-নাগ-বাহিনী-নেতা আলস্যে নো-মিলিতঃ (ভবতীতি শেষঃ)। শ্রিয়া সহিতঃ হরিঃ তং অধিশেতে।

শব্দার্থ—ইন—(১-৩) প্রভু। নাগ—(১) সর্প, (২-৩) গজ। নো—(২-৩) অভাবার্থে প্রযুক্ত অব্যয়।

অনুবাদ—(ক) পাতালের সেই রাজা (বাসুকি) মহাসর্প-সেনার নায়ক হইয়া (সেখানে) সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি (স্বমস্তকে) পৃথিবীকে ধারণ করিতেছেন। লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়া হরি (নারায়ণ) সেই নাগরাজের উপর শয়ান থাকেন।

(খ-গ) বিপুল গজসেনার অধিনায়ক সেই (প্রজা-) পালক প্রভু (কুশ ও মদনপাল উভয়েই) আলস্যে কখনও মিলিত ছিলেন না (অর্থাৎ অনলস ছিলেন)। লক্ষ্মীসমন্বিত হরি (নারায়ণ) তাঁহাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠান করিতেন।

[দ্রষ্টব্যঃ—'আলস্য পাতা সঃ ইনঃ' এইরূপ পদচ্ছেদে—'আল' শব্দের পর্য্যায় বা বহু অর্থ গৃহীত হইতে পারে। 'বহুজনের প্রতিপালক সেই প্রভু' এইরূপ

ব্যাখ্যাও হইতে পারে। মদনপালপক্ষে 'হরি'-শব্দ দ্বারা তদাশ্রয়কারী কৈবর্ত্ত-রাজ ভীমের বন্ধু হরি হইতে পারে কি না—তাহাও চিন্ত্য, কারণ, হরির বয়স তখন বেশী হইবার কথা।]

অবনতহংসশ্রেণির্বিবুধজ্যেষ্ঠঃ পিতামহো ধাতা।
কীর্তিত এষ ব্রহ্মাণ্ডগতাখিললোকচিত্রকৃন্মহিমা ॥৩৮॥

অন্বয়—(ক) এষ পিতামহঃ অবনত-হংস-শ্রেণিঃ বিবুধ-জ্যেষ্ঠঃ ধাতা ব্রহ্মাণ্ড-গত-অখিল-লোক-চিত্র-কৃৎ-মহিমা কীর্ত্তিতঃ।

(খ-গ) অবনত-হংস-শ্রেণিঃ পিতা ধাতা আমহঃ বিবুধ-জ্যেষ্ঠঃ এষঃ··

শব্দার্থ—হংস—(১) তন্নামা পক্ষিবিশেষ, (২-৩) নির্লোভ নৃপতি। বিবুধ—(১) দেব, (২-৩) পণ্ডিত। আম—(২-৩) ব্যাধি, আময়। ধাতা —(১) বেধাঃ বা হিরণ্যগর্ভ, (২-৩) পালক।

অনুবাদ—(ক) যিনি (স্ববাহন) হংসশ্রেণীকে বশংবদ রাখিয়াছেন, যিনি 'সুরজ্যেষ্ঠ' নাম ধারণ করেন, যিনি 'ধাতা' বা বেধাঃ বলিয়াও খ্যাত, সেই পিতামহ (ব্রহ্মা) ব্রহ্মাণ্ডগত অখিল লোকরূপ চিত্র বা আলেখ্য রচনা করার মহিমা ধারণ করিতেন।

(খ-গ) যিনি নির্লোভ রাজবৃন্দকে অবনত বা প্রণতিপরায়ণ রাখিতেন, সেই (প্রজাপোষণকারী) পিতৃস্বরূপ ধাতা বা পালক (কুশ ও মদনপাল উভয়েই) আম বা ব্যাধি-হারক ছিলেন, তাঁহারা জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডগত অখিল লোকে অদ্ভুত কর্ম্মসম্পাদনের মহত্ত্ব ধারণ করিতেন।

বৃত্তং নিস্তারেণ বিলীনো দোষাকরঃ স্মুকৃতমুদিতম্।
সতি মিত্রেঽস্মিন্ জগতাং কৃতকমলোন্মেষকৈরবক্লেশে ॥৩৯॥

অন্বয়—(ক) কৃত-কমল-উন্মেষ-কৈরব-ক্লেশে অস্মিন্ মিত্রে সতি জগতাং নিস্তারেণ বৃত্তং, দোষা-করঃ বিলীনঃ, উদিতং সু-কৃতম্ (ভবতীতি শেষঃ)।

(খ-গ) কৃত-কমলা-উন্মেষ-কৈরব-ক্লেশে অস্মিন্ মিত্রে সতি, জগতাং নিস্তারেণ বৃত্তং, দোষ-আকরঃ বিলীনঃ, সুকৃতং উদিতং (চ ভবতীতি শেষঃ)।

শব্দার্থ—কৈরব—(১) শ্বেত পদ্ম, (২-৩) ধূর্ত্ত, বা শত্রু। নিস্তার—(১) তারা-বিহীন অবস্থা, (২-৩) ত্তরণোপায়। দোষাকর—(১) ক্ষপাকর (চন্দ্র), (২-৩) দুষ্কৃত-নিকর, পাপ-সমূহ। মিত্র—(১) সূর্য্য, (২-৩) সুহৃৎ।

অনুবাদ—(ক) কমলের উন্মীলনকারী ও কুমুদের নিমীলনকারী এই সূর্য্যদেব বিদ্যমান থাকিলে, জগতের তারা-শূন্য অবস্থা ঘটিয়া থাকে, নিশাকর চন্দ্র বিলয় প্রাপ্ত হয়েন, এবং উদয় বা প্রকাশ উত্তমরূপ বিহিত হয়।

(খ-গ) কমলা বা লক্ষ্মীর উন্মেষণকারী ও ধূর্ত্তজন বা শত্রুজনের ক্লেশ বিধায়ী এই রাজা (কুশ ও মদনপাল) সুহৃদ্রূপে বিদ্যমান থাকিলে, জগতের ত্তরণোপায় সিদ্ধ হয়, দোষ-সমূহ বিলয় প্রাপ্ত হয়, এবং পুণ্য উদিত হয়।

অপি স তনুতে ন রাজীবমলঙ্কুরুতে সম্ভাবিতবীথীম্।
শুচিপক্ষৈকপ্রণয়ী হরিণোপেতান্তরো রাজা ॥৪০॥

অন্বয়—(ক) শুচি-পক্ষ-এক-প্রণয়ী হরিণ-উপেত-অন্তরঃ স রাজা রাজীবং ন তনুতে, সম্ভাবিত-বীথীং অলঙ্কুরুতে অপি।

(খ-গ) শুচি-পক্ষ-এক-প্রণয়ী হরিণা উপেত-অন্তরঃ স রাজা নর-আজীবং তনুতে, সম্ভাবিত-বীথীং অলঙ্কুরুতে অপি।

অন্বয়—রাজীব—(১) কমল। আজীব (২-৩) জীবিকা। সম্ভাবিত—সম্যক্

পূজিত, (২-৩) সম্মানিত ব্যক্তি। বীথী—(১) পথ, (২-৩) পংক্তি। শুচি—(১) সিত বা শুক্ল, (২-৩) শুদ্ধ। রাজা—(১) চন্দ্র, (২-৩) নৃপতি।

অনুবাদ—(ক) শুক্লপক্ষাকাঙ্ক্ষী, হরিণ বা মৃগদ্বারা লাঞ্ছিত-মধ্যভাগ সেই চন্দ্র কমল বা পদ্ম প্রস্ফুটিত করেন না এবং তিনি সংপূজিত পথ (বা দেবপথ) আকাশ অলঙ্কৃত করেন।

(খ-গ) কেবল বিশুদ্ধ পক্ষেই অনুরাগী এবং বিষ্ণুদ্বারা যুক্তচিত্ত সেই রাজা (কুশ ও মদনপাল উভয়েই) মানুষের জীবিকা বিধান করিতেন এবং সম্মানিত জনগণের মণ্ডলীকে অলঙ্কৃত বা ভূষিত করিতেন।

[দ্রষ্টব্যঃ—মদনপালপক্ষে "হরিণা উপেতান্তরঃ" শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা এইরূপও হইতে পারে—"তিনি (ভীমের সুহৃদ) হরিনামা যুক্তান্তর হইয়াছেন, অর্থাৎ হরি এখন রাজার অন্তরঙ্গ হইয়াছেন"।]

ইত্থং সর্বাশানাং তাসাং পরিপালকত্বমাতম্বন্।
রাজত্যসকৃৎ সুকৃত-সমুদিতং চৈষণো লোকপালানাম্ ॥৪১॥

অন্বয়—(ক-খ-গ) ইত্থং লোকপালানাং তাসাং সর্ব্ব-আশানাং পরিপালকত্বং আতম্বন্ লোকপালানাং এষণঃ সুকৃত-সমুদিতং চ (সঃ) অসকৃৎ রাজতি।

শব্দার্থ—আশা—(১) দিক্, (২-৩) মনোরথ। লোকপাল—(১) ইন্দ্রাদি দিক্পাল, (২-৩) লোকপালক রাজা।

অনুবাদ—(ক-গ) এইভাবে ইন্দ্রাদি দিক্পালগণের প্রভাবান্বেষী হইয়া, (অথচ, যুধিষ্ঠিরাদি নরপালদিগের আদর্শান্বেষী হইয়া) সেই রাজা (কুশ ও মদনপাল) সেই প্রসিদ্ধ সর্বদিকের রক্ষকত্ব বিধান করিয়া (অথচ, সকল লোকের মনোরথের পরিপূরকত্ব বিধান করিয়া) প্রজাগণের বা লোকপালদিগের পুণ্য-সমুদয়ভূত হইয়া, সতত শোভমান ছিলেন।

[দ্রষ্টব্য :—এই শ্লোকের 'চৈষণো'-পাঠস্থলে "চৈষ নো" পাঠ ধৃত হইলে

ব্যাখ্যা অধিক সুখকর হইতে পারে। "আমাদের তিনি" (অর্থাৎ কুশ ও মদনপাল) লোকপালদিগের বা রাজগণের মধ্যে বিরাজমান ছিলেন, অথবা, ইন্দ্রাদি লোকপালদিগের সুকৃতি-সমুদয়ভূত আমাদের এই রাজা শোভমান ছিলেন—এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে।]

অথবা রামস্যায়ং সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমাবতারস্য।
পুত্রঃ পুরুষোত্তম এবাত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ ॥৪২॥

অন্বয়—(ক-খ) অথবা সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম-অবতারস্য রামস্য অয়ং পুত্রঃ পুরুষোত্তমঃ এব, (যতঃ) আত্মা বৈ পুত্রঃ (সন্) জায়তে।

শব্দার্থ—পুরুষোত্তম—(১) বিষ্ণু, (২) পুরুষশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ—(ক) অথবা প্রত্যক্ষ পুরুষোত্তম বা বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রের এই পুত্র (কুশ) নিজেও পুরুষোত্তম বা বিষ্ণুই (রাজাও বিষ্ণুর অবতার-বিশেষ বলিয়া ধৃত হয়), কারণ, (শ্রুতিতে উক্ত হয় যে,) আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

(খ) অথবা পুরুষোত্তমরূপে বা পুরুষশ্রেষ্ঠরূপে অবতীর্ণ রামপালের এই পুত্র (মদনপালও) পুরুষোত্তম বা পুরুষশ্রেষ্ঠই, কারণ (শ্রুতির বচন আছে যে,) যে কোন ব্যক্তির আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

স তথাহি সদানন্দককরঃ পরপাঞ্চজন্যমুদ্বহতি।
সহিতসুদর্শন একঃ কলয়তি কৌমোদকীং দেবঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়—(ক) তথাহি সঃ একঃ দেবঃ সদা নন্দক-করঃ (সন্) পর-পাঞ্চজন্যং উদ্বহতি, স-হিত-সুদর্শনঃ (সন্) কৌমোদকীং কলয়তি।

(খ-গ) তথাহি একঃ সঃ দেবঃ সৎ-আনন্দক-করঃ পরপাং চ জন্যং (অথবা, পর-পাঞ্চ-জন্যং) উদ্বহতি, সহিত-সুদর্শনঃ কৌ মোদকীং (ক্রিয়ামিতি শেষঃ) কলয়তি।

শব্দার্থ—দেব—(১) সুর, (২-৩) রাজা। কর—(১) হস্ত, (২-৩) ভাগধেয়। পরপা—(২-৩) শত্রুকে যে পরিপোষণ করে। জন্য—(২-৩) যুদ্ধ। কু—(২-৩) পৃথ্বী। নন্দক—(১) বিষ্ণুর অসি, (২-৩) হর্ষক।

অনুবাদ—(ক)—যে-হেতু, সেই একমাত্র দেব (বিষ্ণু) সর্বদা নন্দক-নামক খড়্গ হস্তে ধারণ করিয়াও, শ্রেষ্ঠ পাঞ্চজন্য-নামক শঙ্খও ধারণ করেন। এবং তিনি (জগতের) হিতকারী সুদর্শন-নামক চক্র ধারণ করিয়াও, কৌমোদকী-নামক গদাও ধারণ করেন।

(খ-গ) যে-হেতু, সেই একমাত্র রাজা (কুশ ও মদনপাল উভয়েই) সজ্জনদিগের হর্ষক বা আনন্দবিধায়ী কর বা ভাগধেয় ধার্য্য করিতেন ও শত্রু-প্রতিপালকদিগের প্রতি সংগ্রাম (মতান্তরে, শত্রুদিগের বিরুদ্ধে পঞ্চত্ব বা মৃত্যুজনক সংগ্রাম) চালাইতেন। তাঁহারা স্বয়ং মঙ্গলকারী (বা হিতকারী জন-সমন্বিত) ও মধুরাকৃতি ছিলেন ও পৃথিবীতে আনন্দকরী ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন।

ত্রাতা দোষশ্চতুরস্তু তাদৃক্‌শস্ত্রধারিণো বিভ্রৎ।
সততং বিনতানন্দন আরূঢ়োয়ং বিভুর্জয়তি ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়—(ক) বিনতা-নন্দনে আরূঢ়ঃ অয়ং বিভুঃ তু তাদৃক্-শস্ত্র-ধারিণঃ চতুরঃ দোষঃ বিভ্রৎ (অতএব) ত্রাতা (সন্) সততং জয়তি।

(খ-গ) তাদৃক্ ত্রাতা অদোষঃ চতুরঃ বিনত-আনন্দনঃ অয়ং বিভুঃ তু আরূঢ়ঃ (চ সন্), শস্ত্র-ধারিণঃ বিভ্রৎ সততং জয়তি।

শব্দার্থ—দোস্—(১) বাহু। বিনতা—(১) গরুড়-মাতা। বিনত—(২-৩) প্রণত। আরূঢ়—(২-৩) সমুচ্ছ্রিত। বিভু—(১) সর্বগত, বিষ্ণু, (২-৩) প্রভু।

অনুবাদ—(ক) বিনতার পুত্র গরুড়ে আরোহণ করিয়া, এই (সর্বগত) বিষ্ণু, কিন্তু, তাদৃশ (নন্দকাদি) শস্ত্র ধারণকারী চারিটি হস্ত ধারণ করিয়া, লোকত্রাণকারী হইয়া, সতত জয়যুক্ত থাকেন।

(খ-গ) তাদৃশ ত্রাণকারী, দোষবিহীন, পটু, প্রণতজনদিগের আহ্লাদক এই প্রভু (কুশ ও মদনপাল উভয়েই), কিন্তু, স্বয়ং অত্যুন্নত হইয়া, শস্ত্রধারী (যোদ্ধাদিগকে) ভরণ করিয়া, সতত জয়যুক্ত থাকিতেন।

কলধৌতচ্ছায়াধারযশোভিরতিপ্রকর্ষতঃ শশ্বৎ।

অয়মম্বরং পিধত্তে হৃদি বিবুধরমোমামপি ॥৪৫॥

অন্বয়—(ক) বিবুধ-রমঃ অয়ং কলধৌত-ছায়া-ধারয়-শোভি অম্বরং পিধত্তে রতি-প্রকর্ষতঃ মাং অপি হৃদি শশ্বৎ (পিধত্তে)।

(খ-গ) বিবুধ-রমঃ অয়ং কলধৌত-ছায়া-ধার-যশোভিঃ অতিপ্রকর্ষতঃ অম্বরং পিধত্তে, হৃদি মাং অপি শশ্বৎ পিধত্তে।

শব্দার্থ—বিবুধ—(১) দেব বা সুর, (২-৩) পণ্ডিত। কলধৌত—(১) স্বর্ণ, (২-৩)রৌপ্য। অম্বর—(১) বস্ত্র,(২-৩) আকাশ। মা—(১) লক্ষ্মী,(২-৩) রাজ্যলক্ষ্মী।

অনুবাদ—(ক) দেবগণের প্রিয় বা কান্ত এই (বিষ্ণু) স্বর্ণকান্তিধারী শোভাযুক্ত বসন পরিধান করেন, এবং অনুরাগাধিক্যবশতঃ লক্ষ্মীকেও নিজ বক্ষঃস্থলে সর্ব্বদা ধারণ করেন।

(খ-গ) পণ্ডিতানুরাগী এই (রাজা কুশ ও মদনপাল উভয়েই) উৎকর্ষাধিক্যে রজতের ন্যায় শুভ্রকান্তি যশোরাশিদ্বারা আকাশতল আচ্ছাদিত করিতেন এবং হৃদয়ে রাজ্যলক্ষ্মীকেও সর্ব্বদা বহন করিতেন।

[দ্রষ্টব্য :—মদনপালপক্ষে, "মাং অপি" শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা এরূপও হইতে পারে—যিনি (কবিপ্রিয় বলিয়া) আমাকেও স্বহৃদয়ে সর্ব্বদা আবদ্ধ রাখিতেন ॥ 'বিবুধরমোমাং' এই পদদ্বারা—দেবতা, রমা বা লক্ষ্মী, ও উমাকেও হৃদয়ে ধারণ করিতেন-এইরূপ ব্যাখ্যাও কথঞ্চিৎ বিহিত হইতে পারে।]

সরসীরুহনয়নো বিষ্বক্সেনঃ সোদরঃ সুরেন্দ্রস্য।

লক্ষ্মীসরস্বতীভ্যাং নিশ্রিতোয়মচ্যুতো ভগবান্ ॥৪৬॥

অন্বয়—(ক) অয়ং সরসীরুহ-নয়নঃ বিষক্‌সেনঃ সুরেন্দ্রস্য সোদরঃ ভগবান্ অচ্যুতঃ লক্ষ্মী-সরস্বতীভ্যাং নিশ্রিতঃ।

(খ-গ) সরসীরুহ-নয়নঃ………সুরেন্দ্রস্য অ-দরঃ অ-চ্যুতঃ ভগবান্ সঃ অয়ং লক্ষ্মী-সরস্বতীভ্যাং নিশ্রিতঃ।

শব্দার্থ—বিষক্‌সেন—(১) বিষ্ণুর নামান্তর, (২-৩) যাঁহার সেনা সর্বদিক্ প্রসারিণী। অচ্যুত—(১) বিষ্ণুর নামান্তর, (২-৩) অস্খলিতবৃত্ত। দর—(২-৩) ভয়।

অনুবাদ—(ক) এই ভগবান্ 'অচ্যুত' (বিষ্ণু) 'পুণ্ডরীকাক্ষ', 'বিষক্‌সেন' ইন্দ্রের সহোদর ('উপেন্দ্র' বা 'ইন্দ্রাবরজ')—এই সব নাম ধারণ করিয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতী দ্বারা সেবিত হইতেন।

(খ-গ) এই ভগবান্ (যশস্বী বা অধ্যবসায়ী) ও দেবরাজ ইন্দ্র হইতেও ভয়বিহীন রাজা (কুশ ও মদনপাল উভয়েই) নলিনাক্ষ ছিলেন, তাঁহাদের সেনা চতুর্দ্দিক্-প্রসারিণী ছিল, তাঁহাদের চরিত্রে কোনরূপ চ্যুতি ছিল না, এবং তাঁহারা উভয়েই লক্ষ্মী ও সরস্বতীদ্বারা (সমভাবে) সেবিত হইতেন।

অমুনোৎক্ষিপ্তোত্রাসবতা গোবর্দ্ধনো ধরিত্রীভৃৎ।
প্রাপ্য কালিঙ্গফণভুজমপি কং সংজীবয়েন্নায়ম্ ॥৪৭॥

অন্বয়—(ক) অত্রাসবতা অমুনা গোবর্দ্ধনঃ ধরিত্রীভৃৎ উৎক্ষিপ্তঃ। অয়ং কালিঙ্গ-ফণ-ভুজং অপি প্রাপ্য কংসং ন জীবয়েৎ।

(খ-গ) আসবতা অমুনা অত্র আগঃ-বর্দ্ধনঃ ধরিত্রীভৃৎ উৎক্ষিপ্তঃ। অয়ং কালিঙ্গ-ফণ-ভুজং অপি কং ন সংজীবয়েৎ?

শব্দার্থ—গোবর্দ্ধন—(১) তদাখ্য পর্বত। আগোবর্দ্ধন-(২-৩) পাপবর্দ্ধক বা অপরাধবর্দ্ধক। ধরিত্রীভৃৎ—(১) পর্বত, (২-৩) রাজা। কালিঙ্গ—(১-৩) সর্প। আস—(২-৩) ধনুঃ।

অনুবাদ—(ক) ত্রাস-রহিত হইয়া এই (কৃষ্ণরূপী বিষ্ণু) গোবর্দ্ধন-নামক গিরি (হস্তদ্বারা) উত্তোলিত করিয়াছিলেন। এই (পুরুষোত্তম) (যমুনার) জলালিঙ্গনকারী (কালিয়-নামক) সর্পকেও স্ববশে আনিয়া, কংস নামক (রাজাকে) জীবিত রাখিবেন না অর্থাৎ মারিবেন।

(খ-গ) ধনুর্ধারী এই রাজা (কুশ ও মদনপাল উভয়েই) এই জগতে পাপবর্দ্ধক বা অপরাধী যে কোন রাজাকে উন্মূলিত করিতেন। তাঁহারা সর্পের ফণা আশ্রয়কারী কোন ব্যক্তিকেও সংজীবিত রাখিতে পারিতেন।

[দ্রষ্টব্য :—মদনপালপক্ষে, 'গোবর্দ্ধন' তাঁহাদ্বারা উন্মূলিত কোন নরপতির নাম কিনা—তাহা চিন্ত্য। তৎপক্ষে, 'কালিঙ্গ-ফণভুক্' শব্দও কলিঙ্গদেশীয় কোন নাগবংশসম্ভূত রাজা কি না—তাহাও চিন্ত্য। এই পক্ষে ব্যাখ্যা এইরূপ হইতে পারে—কলিঙ্গদেশীয় যে কোন নাগবংশীয় (শত্রুভূত) নরপতিকে তিনি রক্ষা করিবেন না। অথবা, (মিত্রভূত) সেই নরপতিকে কি রক্ষা করিবেন না ?]

ইতি মদনোদিতবৃত্তান্তসম্মতো বনকুশোদকশয়ঃ সততম্।
দাতা চিরায় রাজ্যং রাজা কুরুতাঞ্চিতোরুতরকীর্ত্তিরয়ম্ ॥৪৮॥

ইতি রামোত্তরচরিতং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

অন্বয়—(ক) ইতি অয়ং রাজা অবন-কুশঃ, মদন-উদিত-বৃত্তান্ত-সৎ-মতঃ, দ-ক-শয়ঃ দাতা, চিত-উরুতর-কীর্ত্তিঃ (সন্) চিরায় রাজ্যং কুরুতাম্।

(খ) ইতি অয়ং রাজা মদনঃ দিত-বৃত্ত-অন্ত- (অথবা, অদিত-বৃত্তান্ত-সৎ-মতঃ বন-কুশ-উদক-শয়ঃ দাতা, চিত-উরুতর-কীর্ত্তিঃ (সন্) চিরায় রাজ্যং কুরুতাম্।

শব্দার্থ—দিত—(২-৩) খণ্ডিত। বৃত্ত—(২-৩) চরিত্র। দ—(১) দানকর্ম। —(১) জল। দক—(১) জল। শয়—(১-৩) পাণি। অবন—(১) রক্ষক

অনুবাদ—(ক) সর্বশেষে এই রাজা রক্ষাকারী কুশ, নিজের লোকহর্ষক ও উন্নত চরিত্র-কথা দ্বারা সজ্জনের পূজিত হইয়া, দানকর্মে হস্তে জলগ্রহণপূর্বক দাতা হইয়া, তদীয় বিপুলতর কীর্তি (সর্ব্বত্র) ব্যাপ্ত রাখিয়া, চিরকাল রাজ্য ভোগ করুন।

(খ) সর্ব্বশেষে, এই রাজা মদনপাল, খণ্ডিতচরিত্র লোকদিগের অন্তকতুল্য হইয়া (অথবা, স্বয়ং অখণ্ডিতচরিত্র হইয়া), সাধু ও পূজিত থাকিয়া, বনজাত কুশ বা দর্ভ ও জল পাণিতে গ্রহণপূর্বক দানশীল হইয়া, তদীয় বিপুলতর কীর্তি (সর্ব্বত্র) ব্যাপ্ত রাখিয়া, চিরকাল রাজ্য করিতে থাকুন।

ইতি রামের উত্তর-চরিত-নামক চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

কবিপ্রশস্তি

বসুধাশিরোবরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিঃ কুলস্থানম্।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূর্বৃহদ্বটুঃ ॥১॥

অন্বয়—বসুধা-শিরঃ-বরেন্দ্রীমণ্ডল-চূড়া-মণিঃ শ্রীপৌণ্ড্রবর্ধন-পুর-প্রতিবদ্ধঃ পুণ্য-ভূঃ বৃহৎ-বটুঃ (কবেঃ ইতি শেষঃ) কুল-স্থানম্।

শব্দার্থ—বৃহদ্বটু—কবির কুলস্থানভূত গ্রামবিশেষের নাম। বটু—মাণবক, ছাত্র।

অনুবাদ—পৃথিবীর শিরোভূত বরেন্দ্রীমণ্ডলের চূড়ামণিসদৃশ, শ্রীপৌণ্ড্র-বর্ধনপুরের সংলগ্ন 'বৃহদ্বটু-নামক' পুণ্যক্ষেত্রই (কবির) কুলস্থান ছিল।

[দ্রষ্টব্য :—°প্রতিবদ্ধা-পাঠ ধৃত হইলে, ইহা 'পুণ্যভূ' শব্দের বিশেষণ হইতে পারে। সেই পক্ষে 'বৃহদ্বটু' শব্দের অর্থ হইতে পরে—যে পুণ্যভূমিতে বড় বড় (প্রসিদ্ধ) বটু বা ব্রহ্মচারী ছাত্র ছিল।]

তত্র বিদিতে বিদ্যোতিনি নন্দিরত্নসন্তানে।
সমজনি পিনাকনন্দী নন্দীব নিধির্গুণৌঘস্য ॥২॥

অন্বয়—তত্র বিদিতে বিদ্যোতিনি নন্দিরত্ন-সন্তানে নন্দী ইব গুণৌঘস্য নিধিঃ পিনাকনন্দী সমজনি।

শব্দার্থ—সন্তান—গোত্র। ওঘ—সমূহ।

অনুবাদ—সেই স্থানে, বিজ্ঞাত ও উন্নতিভাস্বর নন্দিরত্নসমূহের গোত্রে, (হরপ্রতীহার) নন্দীর স্থায় গুণসমূহের নিধিস্বরূপ পিনাকনন্দী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তস্য তনয়ো মতনয়ো করণানামগ্রণীরনর্ঘগুণঃ।
সান্ধিশ্রীপদসম্ভাবিতাভিধানঃ প্রজাপতির্জাতঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—সান্ধি-শ্রীপদ-সম্ভাবিত-অভিধানঃ, করণানাং অগ্রণীঃ, অনর্ঘগুণঃ মত-নয়ঃ তস্য তনয়ঃ প্রজাপতিঃ জাতঃ।

শব্দার্থ—সান্ধী—সান্ধিবিগ্রহিক-নামক অমাত্য। করণ—কায়স্থ (লিপিকর)।

অনুবাদ—'সান্ধীর' [বা সন্ধি (ও বিগ্রহকর্মে) ব্যাপৃত অমাত্যের] শ্রী বা লক্ষ্মীযুক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত থাকায় যাঁহার নাম সম্মানিত ছিল, করণ বা কায়স্থদিগের অগ্রণী, অমূল্যগুণধারী, অভীষ্টনীতিক প্রজাপতি (নন্দী) তাঁহার (পিনাকনন্দীর) পুত্র ছিলেন।

নন্দিকুলকুমুদকাননপূর্ণেন্দুর্নন্দনোভবত্তস্য।
শ্রীসন্ধ্যাকরনন্দী পিশুনাস্কন্দী সদানন্দী ॥৪॥

অন্বয়—পিশুন-আস্কন্দী সৎ-আনন্দী (অথবা, সদা-আনন্দী), নন্দিকুল-কুমুদকানন-পূর্ণেন্দুঃ শ্রীসন্ধ্যাকরনন্দী তস্য নন্দনঃ অভবৎ।

শব্দার্থ—পিশুন—দুর্জন, খল। নন্দন—পুত্র।

অনুবাদ—যিনি নন্দিকুলরূপ কুমুদবনের পূর্ণচন্দ্রসদৃশ ছিলেন, যিনি দুর্জন বা খলদিগকে পরাভূত বা আক্রান্ত করিতে পারিতেন, এবং যিনি সজ্জনদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিতেন (অথবা, যিনি সর্বদা আনন্দযুক্ত থাকিতেন), সেই শ্রীসন্ধ্যাকরনন্দী তাঁহার (প্রজাপতি-নন্দীর) নন্দন বা তনয় ছিলেন।

কাব্যকলাকুলনিলয়ো গুণমণিমেরুর্ম্মনীষিণামীশঃ।
সীমা সাহিত্যবিদামশেষভাষাবিশারদঃ স কবিঃ ॥৫॥

অন্বয়—কাব্য-কলা-কুলনিলয়ঃ, গুণ-মণি-মেরুঃ, মনীষিণাং ঈশঃ, সাহিত্য-বিদাং সীমা, অশেষ-ভাষা-বিশারদঃ সঃ কবিঃ (আসীদিতি শেষঃ)।

শব্দার্থ—মেরু—রত্নসানু, সুমেরু পর্ব্বত। সীমা—চরমোৎকর্ষ।

অনুবাদ—সেই কবি (সন্ধ্যাকরনন্দী) কাব্যকলার কুলগৃহস্বরূপ, গুণরূপ মণিসমূহের মেরুপর্ব্বততুল্য, পণ্ডিতগণের রাজস্বরূপ, সাহিত্যজ্ঞ জনগণের চরমোৎকর্ষরূপী, এবং অশেষ ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন।

স্তোকৈস্তোষিতলোকৈঃ শ্লোকৈরক্লেশনশ্লেষৈঃ।
ঘটনাপরিস্ফুটরসৈর্গম্ভীরোদারভারতীসারৈঃ ॥৬॥
কলিসীম্নি ধর্ম্মরাজঃ কৃতানুগং তদ্যুগং বিভূষয়তঃ।
ভর্ত্তুঃ সমস্তজগতামভিনবনারায়ণাবতারস্য ॥৭॥
রামস্যেদং চরিতং রুচিরং রচনাবিরিঞ্চিরতিচিত্রম্।
অনবদ্যশব্দবিদ্যাকোবিদবৃন্দারকোবাদীৎ ॥৮॥

অন্বয়—অনবদ্য-শব্দ-বিদ্যা-কোবিদ-বৃন্দারকঃ (সঃ) রচনা-বিরিঞ্চিঃ, কলি-সীম্নি ধর্ম্মরাজঃ, কৃত-অনুগং তৎ যুগং বিভূষয়তঃ, সমস্ত-জগতাং ভর্ত্তুঃ, অভিনব-নারায়ণ-অবতারস্য রামস্য অতি-চিত্রং ইদং রুচিরং চরিতং, স্তোকৈঃ তোষিত-

লোকৈঃ অক্লেশন-শ্লেষৈঃ ঘটনা-পরিস্ফুট-রসৈঃ গম্ভীর-উদার-ভারতী-সারৈঃ শ্লোকৈঃ অবাদীৎ।

শব্দার্থ—বৃন্দারক—শ্রেষ্ঠ। বিরিঞ্চি—স্রষ্টা। কলি—অন্ত্যযুগ বা কলিকাল, বিবাদ বা কলহ। ধর্ম্মরাট্—যম, যুধিষ্ঠির। কৃত—সত্যযুগ। ভারতী—বাণী। অনবদ্য—নির্ম্মল বা দোষবিহীন।

অনুবাদ— নির্দ্দোষ শব্দবিদ্যায় পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বা পারদর্শী সেই রচনা-স্রষ্টা কবি (সন্ধ্যাকরনন্দী), কলিযুগের সীমাতে অবতীর্ণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তুল্য, (অথবা, বিবাদক্ষেত্রে ধর্ম্মরাজ যমতুল্য), (রামচন্দ্র পক্ষে) সত্যযুগের অনুগামী সেই ত্রেতাযুগের [(রামপাল পক্ষে) সত্যযুগের অনুকারী সেই নিজের যুগ বা রাজ্যকালের] বিভূষণকারী, সমস্ত জগতের ভর্ত্তা, নারায়ণ বা বিষ্ণুর নব অবতার, রামচন্দ্র ও রামপালের অত্যদ্ভুত এই মনোরম চরিত কথা, এমন শ্লোকসমূহদ্বারা প্রণয়ন করিয়াছেন—যাহা অল্পসংখ্যক, যাহাদ্বারা লোকেরা প্রীণিত হইত, যাহাতে অর্থগ্রহণে অক্লেশকর শ্লেষনামক অলঙ্কার প্রযুক্ত ছিল, যাহাতে কাব্যরস ঘটনাবলীতে পরিস্ফুট ছিল, এবং যাহাতে গম্ভীর ও উদার বা মহৎ বচনসমূহের সারাংশ বিদ্যমান ছিল।

[দ্রষ্টব্য :— 'কৃতানুগং তৎ যুগং'—রামপালপক্ষে, রাজা নিজের কৃত বা কর্ম্মের অনুগামী করিয়া যুগ নির্ম্মাণ করেন; "রাজা কালস্য কারণম্" ইহা রাজনীতিশাস্ত্রের কথা। কলিকালে রাজা রামপাল যেন ধর্ম্মরাজ বা সুগত বা বুদ্ধরূপী ছিলেন।]

রামস্যাস্তামাস্থিরমাজলমাজ্বলনমাপবনমাগগনম্।
কীর্ত্তিঃ সন্ধ্যাকরকবিসূক্তিসুধাসিন্ধুরাজমণিরাজিরিয়ম্ ॥৯॥

অন্বয়—সন্ধ্যাকর-কবি-সূক্তি-সুধা-সিন্ধুরাজ-মণি-রাজিঃ ইয়ং রামস্য কীর্ত্তিঃ আ-স্থিরং, আ-জলং, আ-জ্বলনং, আ-পবনং, আ-গগনং (চ.) আস্তাম্।

শব্দার্থ— সিন্ধু—সাগর। স্থিরা—ক্ষিতি। জ্বলন—অগ্নি।

অনুবাদ— কবি সন্ধ্যাকরবিরচিত সূক্তিরূপ সুধামহাসাগরের মণিরাজিতুল্যা এই উভয় রামের কীর্ত্তিগাথা, যতদিন পর্য্যন্ত (পঞ্চ-মহাভূত) ক্ষিতি, জল, অনল, পবন ও গগন বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকুক।

গৌরীহিতাস্তু মুক্তাবলিরধিগুণরূপজাত্যলঙ্কারাসৌ।
প্রিয়দৃষ্টিরসাধানকলাভঙ্গিরীশকণ্ঠৈকগতিঃ ॥১০॥

অন্বয়—অধিগুণ-রূপ-জাতি-অলঙ্কারা প্রিয়-দৃষ্টি-রস-আধান-কলা-ভঙ্গিঃ ঈশ-কণ্ঠ-এক-গতিঃ মুক্তাবলিঃ (ইব) অসৌ গৌঃ ঈহিতা অস্তু।

[ধ্বনিশ্চ :—অসৌ গৌরী হিতা অস্তু।]

শব্দার্থ— রূপ—(১) সৌন্দর্য্য, (২) রূপকালঙ্কার। জাতি—(১) গোত্র বা জন্ম, (২) জাতি-নামক অলঙ্কার বা স্বভাবোক্তি-নামক অলঙ্কার। গুণ—(১) শোভাপ্রকর্ষাদি, (২) অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত প্রসাদাদি গুণ। ভঙ্গি—(১) বিন্যাস-চাতুর্য্য, (২) ব্যাজ। ঈশ—(১) রাজা, (২) মহাদেব। ঈহিত—হৃদ্য।

অনুবাদ— মুক্তাবলিতুল্য (সন্ধ্যাকরনন্দীর) এই কাব্য-ভারতী (সকলের) হৃদ্য হউক। মুক্তাবলি যেমন অধিক গুণ, রূপ ও জাতিদ্বারা শোভমান হয়, তেমন এই ভারতীও গুণ (কাব্যগুণ), রূপ বা রূপকালঙ্কার ও জাতিনামক (বা স্বভাবোক্তি-নামক) অলঙ্কারদ্বারা অধিক সমন্বিত। আবার, মুক্তাবলি যেমন দর্শন, রাগাধান ও কলাবিন্যাসদ্বারা সকলের প্রিয় হয়, তেমন এই ভারতীও বুদ্ধি বা জ্ঞান-বিষয়ে, রসের পরিপোষণে ও কলাবিন্যাসচাতুরীতে সকলের প্রিয় ছিল। মুক্তাবলির ন্যায় এই ভারতীও ঈশ বা রাজার কণ্ঠেই একমাত্র স্থিতিলাভের যোগ্য।

[দ্রষ্টব্য :— ধ্বনিগত তৃতীয় ব্যাখ্যা এইরূপ হইতে পারে—সেই গৌরী সকলের হিতকারিণী হউন—যে গৌরীর (বিনয়াদি) গুণ, রূপ (সৌন্দর্য্য) ও জাতি বা জন্ম ও (কটককুণ্ডলাদি) অলঙ্কার উৎকৃষ্ট ছিল, যে গৌরী স্বয়ং প্রিয়দর্শনা ছিলেন ও (শিবের) রাগোদ্দীপনে যাঁহার (নৃত্যাদি) কলা ও (নানারূপ) ব্যাজ প্রযোজিত হইত।]

অবদানং রঘুপরিবৃঢ়গৌড়াধিপরামদেবয়োরেতৎ।
কলিযুগরামায়ণমিহ কবিরপি কলিকালবাল্মীকিঃ ॥১১॥

অন্বয়—রঘুপরিবৃঢ়-গৌড়াধিপ-রামদেবয়োঃ এতৎ অবদানং কলিযুগ-রামায়ণং (ভবতীতি শেষঃ)। কবিঃ অপি কলিকাল-বাল্মীকিঃ (ভবতীতি-শেষঃ)।

শব্দার্থ— পরিবৃঢ়—অধিপ। অবদান—প্রশস্ত বা শুদ্ধকর্ম্ম।

অনুবাদ—রঘুপতি রামদেব (রামচন্দ্র) ও গৌড়াধিপ রামদেব (রামপালদেব)—এই দুই রাজার এই অবদান বা প্রশস্তকর্ম্মের ইতিহাস কলিযুগের রামায়ণরূপে পরিগণনীয়; এবং এই কবিও (সন্ধ্যাকরনন্দীও) কলিকালের বাল্মীকিস্বরূপ ছিলেন।

যঃ পুনরত্র খলোঽস্মাদাভূততত্ত্বাবতঃ খলীকারঃ।
অখলস্যেতি বিলসিতং সাধুত্বস্যৈব কিমিহ করবাম ॥১২॥

অন্বয়—অত্র যঃ পুনঃ খলঃ (ভবতীতিশেষঃ)। অস্মাৎ অভূত-তত্ত্বাবতঃ অখলস্য (অয়ং) খলীকারঃ (ভবতীতিশেষঃ) ইতি সাধুত্বস্য এব বিলসিতং (ভবেদিতিশেষঃ)। ইহ (বয়ং) কিং করবাম।

শব্দার্থ— খল—দুর্জ্জন, নিন্দুক। খলীকার—অখল বা অদুষ্ট বিষয়কে খল দুষ্ট বলিয়া প্রতিপাদন। অভূততত্ত্বাব—যে বস্তু পূর্ব্বে যেরূপ ছিল না, বস্তুকে সেরূপ বর্ণনা করা।

অনুবাদ—এই কাব্যবিষয়ে যদি কোন দুষ্ট বা দুর্জ্জন ব্যক্তি নিন্দা করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ইহা এক অভূতপূর্ব্বকাব্যসৃষ্টি বলিয়াই এই অদুষ্ট বস্তুর এতটা খলীকরণ বা দুষ্ট বলিয়া প্রতিপাদনের চেষ্টা। এই ক্রিয়াকে (এই রচনার) সাধুত্বেরই বিলাসরূপে বা স্বতঃপ্রতিপাদনরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে আমরা কি করিতে পারি?

সোঽস্তু খলো যদনুগমে বিগুণেন গবা কৃতপ্রবন্ধানাম্।
বহুলীকৃতে হিতফলঃ সঞ্চারো লোকধান্যতো দৃষ্টঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ খলঃ অস্তু। যৎ-অনুগমে বি-গুণেন (কবিনা) গবা কৃত-প্রবন্ধানাং বহুলীকৃতে হিত-ফলঃ সঞ্চারঃ লোক-ধান্যতঃ দৃষ্টঃ (ভবতি ইতি শেষঃ)।

শব্দার্থঃ—খল (১) দুর্জ্জন, (২) ধান্যের মর্দ্দনভূমি। অনুগম (১) নিরন্তর পর্য্যালোচন, (২) অনুসরণ। বি-গুণ—(১) বিশিষ্ট গুণান্বিত, (২) বিশিষ্ট বা দৃঢ় রজ্জু। গো—(১) বাণী, (২) বলীবর্দ্দ। সঞ্চার—(১) সংপ্রসার, (২) সঞ্চরণ। বহুলীকৃত—(১) বহুধা প্রচার, (২) নির্বুষীকরণ বা বুষাপসরণ।

অনুবাদঃ—সেই দুর্জ্জন বা নিন্দুক থাকে থাকুক। তাহার নিরন্তর পর্য্যালোচনায় বিশিষ্টগুণযুক্ত [কবির] রচনাদ্বারা রচিত প্রবন্ধসমূহের বহুল প্রচার ঘটিলে, [সেইসব প্রবন্ধের] সংপ্রসার শুভফলান্বিত হইয়া থাকে, ইহা লোকধান্যের দৃষ্টান্ত হইতেই পরিদৃষ্ট হয়। কৃষক জনের ধান্যসম্বন্ধেও দেখা যায় যে, খলভূমি থাকিলে, সেখানে অনুসরণকার্য্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কৃতপ্রয়াস কৃষিজনদিগের বিগুণ (বিশিষ্ট বা দৃঢ় রজ্জুবদ্ধ, অথবা, বিযোজিতরজ্জু) বলীবর্দ্দদ্বারা ধান্য নির্বুষীকৃত হইলে, তাহার (সেই বলীবর্দ্দের) সঞ্চার হিত-ফলযুক্ত হইয়া থাকে।

অবরুরুক্ষিকীর্ষিত্যুচ্চৈর্দ্দোষাশয়েন যো ভাস্বম্।
উপরি কলানিধিমন্ধঃ সাক্ষাদেষ স্বমেব মলিনয়তি ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ উচ্চৈঃ ভাস্বং কলা-নিধিং উপরি দোষা-অশয়েন (দোষ-আশয়েন) অবরং চিকীর্ষতি—সাক্ষাৎ অন্ধঃ এষঃ স্বং এব মলিনয়তি।

শব্দার্থঃ—কলানিধি (১) চন্দ্র, (২) কাব্যকলার আশ্রয় (কবি)। দোষা— (১) হস্ত। দোষ— (২) দূষণ। সাক্ষাৎ—সদৃশ।

অনুবাদ— যে ব্যক্তি উচ্চস্থিত দীপ্তিমান্ চন্দ্রকে উপর দিকে হস্ত-স্থাপনপূর্ব্বক আবৃত রাখিতে ইচ্ছা করে, সেই অন্ধ-সাদৃশ ব্যক্তি (তদ্দ্বারা) নিজকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন করে।

[দ্রষ্টব্য ঃ—যে খল ব্যক্তি কাব্যশিল্পী সৎ-কবির দোষ প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করে, সেই বিমূঢ় ব্যক্তি তদ্দ্বারা নিজকেই মলিন বা নীচ করিয়া তোলে।]

ক্বাপি ক্বাপ্যস্মাভির্জড়মন্তরগাধং পঙ্কমভিশঙ্ক্য।
গুণনিবহনিবিড়বন্ধা গুপ্তাসীদ্ গৌ রসস্রবন্তীয়ম্॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—ক অপি ক আপি জড়ং অন্তরগাধং পঙ্কং অভিশঙ্ক্য অস্মাভিঃ রস-স্রবন্তী ইয়ং গৌ গুণ-নিবহ-নিবিড়-বন্ধা গুপ্তা আসীৎ।

শব্দার্থঃ—জড়—(১) মন্দমতি, (২) শীতল। পঙ্ক—(১) পাপ, (২) কর্দ্দম। স্রবন্তী—(১) নদী, (২) নিষ্যন্দী। গৌ—(১) বাণী, (১) ধেনু। গুণ—(১) কাব্য-গুণ, (১) রজ্জু। গুপ্ত— (১) গূঢ় বা অপ্রকাশিত, (২) রক্ষিত।

অনুবাদ—কোন কোন স্থানে শীতল অন্তর্গভীর পঙ্ক আশঙ্কা করিয়া কেহ যেমন দুগ্ধরসস্রাবিনী ধেনুকে রজ্জুসমূহদ্বারা নিবিড়ভাবে বাঁধিয়া রাখে, তেমন কোন কোন স্থানে মন্দমতি জনকে অন্তর্গম্ভীর পাপ মনে করিয়া আমরা রসের নদীরূপিণী এই কবিভারতীকে কাব্যগুণ-সমূহদ্বারা গাঢ় রচনা-বন্ধনে রচিত হইলেও গূঢ় বা অপ্রকাশিত রাখিয়াছিলাম।

রসনাগবশা নিরগাচ্চ পদগত্যা চিত্রপদবন্ধৈব।
তামুদ্ধর্ত্তুমিতস্তে শতশঃ স্বয়মেবাসতে সন্তঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—চিত্র-পদ-বদ্ধা এব রস-নাগবশা (অথবা, রসনা-গ-বশা) (ইয়ং) পদ-গত্যা নিরগাৎ। ইতঃ তাং উদ্ধর্তুং শতশঃ তে সন্তঃ স্বয়ং আসতে।

শব্দার্থ—নাগবশা—গজবধূ। রসনা—জিহ্বা, রজ্জু। বশা—বামা, কামিনী; স্ত্রীগবী (ধেনু)।

অনুবাদ— বিচিত্র পদবন্ধনযুক্তা হইয়াও, এই রসের নাগবধূ (অথবা, রসনাগত হইয়া এই বামা অর্থাৎ কবিভারতী; অথবা, রসনা বা রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ এই ধেনু) নিজ পদন্যাসবশতঃ (অন্যত্র, পাদগতিবশতঃ) (বন্ধনস্থান হইতে) নির্গত হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণে, তাহাকে (পশ্বাদির ন্যায় খলাদির আক্রমণ হইতে) উদ্ধার করিবার জন্য শত শত সজ্জনেরা বিদ্যমান আছেন।

নুত সত এবাহৃদয়াদ্ যে সারস্বতমবন্ত্যেনম্।
সুরাঃ স্বরাদপি সুধাং যন্ত্ররসনাপূতেন সিঞ্চন্তি ॥১৭॥

অন্বয়—সতঃ এব নুত (যূয়মিতি শেষঃ)। যে (সন্তঃ) এনং সারস্বতং অহৃদয়াৎ অবন্তি। যন্ত্র-রসনা-পূতেন সুরাঃ স্বরাৎ অপি সুধাং সিঞ্চন্তি।

শব্দার্থ—সুর—বিদ্বান্। পূত—(ভাবে ক্তপ্রত্যয়ান্ত শব্দ) পবিত্রতাবিধান কর্ম; 'বহুলীকৃত' বা ধান্যাদির নির্বুষীকরণও ইহার অন্য অর্থ।

অনুবাদ—সজ্জনসমীপেই নত হও—যাঁহারা এই সারস্বত (কাব্যগ্রন্থ) হৃদয়হীনজন হইতে রক্ষা করিবেন। পণ্ডিতেরা শুদ্ধিযন্ত্ররূপ রসনা বা জিহ্বা দ্বারা শুদ্ধিবিধান করিয়া স্বর বা ধ্বনি হইতেও সুধা সিঞ্চন করিতে পারেন।

শুচিরুচিরবক্রিমকলাময়মিদমুদিতং গবামধিপ তে রত্নম্।
শব্দগুণভূষণাদ্ভুতমুত্তংসয়তে সতে গিরীশায় নমঃ ॥১৮॥

অন্বয়—(হে) গবাং অধিপ, শুচি-রুচির-বক্রিম-কলাময়ং শব্দগুণ-ভূষণ-অদ্ভুতং, ইদং উদিতং রত্নং উত্তংসয়তে সতে গিরীশায় তে নমঃ।

শব্দার্থ— গো—(১) ভূমি, (২) বলীবর্দ্দ। শব্দগুণ—(১) প্রযুক্ত শব্দের গুণ বা উৎকর্ষ, (২) আকাশ। ভূষণ—(১) অলঙ্কারশাস্ত্রের অলঙ্কার, (২) শোভাকর বস্তু। উদিত—(১) কথিত, (২) উত্থিত। উত্তংস—(১) কর্ণভূষণ, (২) শিরোভূষণ। গিরীশ—(১) বাক্‌পতি বা বাক্যবিশারদ, (২) মহাদেব। সৎ—(১) পণ্ডিত, (২) সাধুচরিত।

অনুবাদ—(ক) হে ভূমীশ্বর (মদনপাল), পণ্ডিত ও বাগ্‌বিশারদ তোমাকে নমস্কার করি;—(যে-হেতু) তুমি শুদ্ধ, মনোজ্ঞ ও বক্রিমকলা-(বক্রোক্তিনামক অলঙ্কার) বিশিষ্ট এবং (মাধুর্য্যাদি) শব্দগুণ ও (অনুপ্রাসাদি) ভূষণ বা অলঙ্কারদ্বারা অদ্ভুত, আমার এই প্রশংসিত (কাব্য-) রত্ন তুমি কর্ণভূষণ করিয়াছ, অর্থাৎ সাদরে ইহা শ্রবণ করিয়াছ।

(খ) হে বৃষবাহন (মহাদেব), সৎস্বরূপ বা সাধুচরিত ও অদ্রিপতি (গিরীশ) তোমাকে নমস্কার করি; তুমি পবিত্র ও দীপ্তিময় বক্রভাবাপন্ন ও কলাময় এবং (শব্দগুণ) আকাশের শোভাকারী অলঙ্কাররূপে অদ্ভুত, এই (চন্দ্র-) রত্ন শিরোভূষণ করিয়াছ।

যোয়ং গদিতো নাগস্কন্ধক্ষিতিভৃন্ময়া বিদিতগোসারঃ।
পরমবিলাসিনমেনং হরিমিব হরিকেতনং কথমিব স্তৌমি ॥১৯॥

অন্বয়—বিদিত-গো-সারঃ যঃ অয়ং নাগস্কন্ধ-ক্ষিতিভৃৎ ময়া গদিতঃ, হরিং ইব পরম-বিলাসিনং এনং হরিকেতনং কথং ইব স্তৌমি।

শব্দার্থ—নাগ—(ক) হস্তী, (২) সর্প। গো—(১-২) পৃথিবী। হরি—(১ বিষ্ণু (২) কপি, (৩) সিংহ। কেতন—(১) গৃহ, (২) ধ্বজা, (৩) কৃত্য।

অনুবাদ— এই হস্তিস্কন্ধ ও জ্ঞাতপৃথ্বীসার যে নরপতি (রামপাল) আমাদ্বারা বর্ণিত হইয়াছেন, বিষ্ণুর ন্যায় পরম বিলাসী সেই বিষ্ণুনিবাসভূত (রাজাকে) কেমন করিয়া স্তব করিব?

[দ্রষ্টব্য :—সিংহ-কৃত্যকারী (নরসিংহাবতার) হরি বা বিষ্ণুও শেষনাগের স্কন্ধে রাখিয়া পৃথিবী ভরণ করেন এবং তিনি পৃথিবীর সার অবগত আছেন। 'হরিকেতন' শব্দদ্বারা কপিধ্বজ অর্জ্জুনও এস্থলে ব্যঞ্জিত হইতেছেন এবং সিংহের ন্যায় পরমবিলাসী (পরাক্রমশালী) অর্জ্জুনের সহিত রাজা রামপাল তুলিত হইয়াছেন।]

সারস্বতং কিমপি তজ্জ্যোতিরুপাদ্ধা বুধা যদভ্যাসভৃতাম্।
কিমিবোদ্ধারাদ্বৈতং চিতি কিংচ কিংচ কামমভি নতে ভাবঃ ॥২০॥
ইতি শ্রীসন্ধ্যাকরনন্দিবিরচিতং রামচরিতং নাম কাব্যং সমাপ্তমিতি ॥

আর্য্যা ॥ ২২০ ॥

যথাদৃষ্টেত্যাদি। শ্রীশীলচন্দ্রস্য।

অন্বয়—বুধাঃ অদ্ধা কিং অপি সারস্বতং তৎ জ্যোতিঃ উপ (ভবন্তীতি শেষঃ)। যৎ-অভ্যাস-ভৃতাং (জনানাং) চিতি উদ্ধার-অদ্বৈতং কিং ইব (ভবতীতি শেষঃ)। নতে (জনে) কামং অভি কিঞ্চ কিঞ্চ ভাবঃ (ভবতীতি শেষঃ)।

শব্দার্থ—উপ—হীন। অদ্ধা—সত্যসত্যই। অভ্যাস—অভ্যসন বা সামীপ্য চিৎ—চিত্ত। ভাব—জন্ম। উদ্ধার—মুক্তি।

অনুবাদ— পণ্ডিতজনেরা সত্যসত্যই সেই অনির্বচনীয় সারস্বত জ্যোতির অধীনই আছেন। সেই জ্যোতির পুনঃ পুনঃ অনুশীলনকারীদিগের (অথবা, তৎ-সামীপ্য-লাভকারীদিগের) চিত্তে মুক্তির অদ্বৈত বা অভেদজ্ঞানও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। (আরও দেখ) নত বা ভক্তিনম্র ব্যক্তির পক্ষে, কামনা উদ্দেশ্য করিয়া (অর্থাৎ কামনাবশতঃ) কি প্রকারে জন্ম উৎপন্ন হইবে? [অর্থাৎ তাঁহার আর জন্মান্তর ঘটিবে না।]

পরিশিষ্ট

[কাব্য-ব্যাখ্যার পরিপোষক সংস্কৃতকোষসংগ্রহ]

অ

অংশুক (৩.৩৫)—"অংশুকং শ্লক্ষ্ণবস্ত্রে স্যাৎ বস্ত্রমাত্রোত্তরীয়য়োঃ" ইতি মেদিনী।

অংস (১।৩৮)—"অংসঃ স্কন্ধে বিভাগে স্যাৎ" ইতি হৈমঃ।

অক (১।১৪)—"অকং পাপদুঃখয়োঃ" ইতি মেদিনী।

অঙ্ক (৪।২২)—"অঙ্কো জ্ঞাতার্থশকটব্যবহারেষু পাশকে। রুদ্রাক্ষেন্দ্রাক্ষায়োঃ সর্পে বিভীতকতরাবপি॥ চক্রে কর্ষে পুমান্" ইতি মেদিনী।

অগ (১।১, ২।২০)—"শৈলবৃক্ষৌ নগাবগৌ" ইত্যমরঃ।

অঘ (৩।১৫)—"অংহোদুঃখব্যসনেষ্বঘম্" ইত্যমরঃ।

অদ্ধা (কঃ প্রঃ ২০)—অদ্ধা প্রত্যক্ষসত্যয়োঃ" ইতি বৈজয়ন্তী।

অধিভূ (৩।৪৬)—"স্বামী ত্বীশ্বরঃ পতিরীশিতা। অধিভূর্নায়কো নেতা প্রভুঃ পরিবৃঢ়োঽধিপঃ" ইত্যমরঃ।

অন্ত (৪।৪৮)—"অন্তো অস্ত্র্যবসিতে মৃত্যৌ স্বরূপে নিশ্চয়েঽন্তিকে" ইতি যাদবঃ।

অনূচান (৩।৬)—"অনূচানো বিনীতে স্যাৎ সাঙ্গবেদবিচক্ষণে" ইতি বিশ্বঃ।

অপচিতি (৩।১)—"অর্চ্চনায়ামপচিতিঃ প্রক্ষয়ে নিষ্কৃতৌ ব্যয়ে" ইতি বৈজয়ন্তী।

অভিখ্যা (১।৩৯)—"অভিখ্যা নামশোভয়োঃ" ইত্যমরঃ।

অভিজন (৩।২৮)—"ভবেদভিজনঃ খ্যাতৌ জন্মভূম্যাং কুলধ্বজে। কুলেঽপি চ পুমান্।" ইতি মেদিনী।

অভিতঃ (৩।১১)—"সমীপোভয়তঃশীঘ্রসাকল্যাভিমুখেঽভিতঃ" ইত্যমরঃ।

অমৃত (১।২৫ ; ৩।১৬, ২৯)—"অমৃতং যজ্ঞশেষে স্যাৎ পীযূষে সলিলে ঘৃতে। অযাচিতে চ মোক্ষে চ না ধন্বন্তরিদেবয়োঃ॥ অমৃতা মাগধীপথ্যাগুড়ূচ্যামলকীষু চ।" ইতি মেদিনী।

অম্বর (৪।১৫)—"অম্বরং ব্যোম্নি বাসসি" ইতি বিশ্বঃ।

অর (১।১৯)—"অরমঙ্গে রথাঙ্গস্য শীঘ্রশীঘ্রগয়োরপি" ইতি শাশ্বতঃ।

অর্ক (২।৩৬)—"অর্কোঽর্কপর্ণে স্ফটিকে জ্যেষ্ঠভ্রাতরি ভাস্বতি" ইতি বৈজয়ন্তী।

অর্ঘ (৩।১০)—"মূল্যে পূজাবিধাবর্ঘঃ" ইত্যমরঃ।

অর্জ্জুন (৪।২১)—"অর্জ্জুনঃ ককুভে পার্থে কার্ত্তবীর্য্যময়ূরয়োঃ। মাতুরেকসুতেঽপি স্যাৎ পুংলিঙ্গো ধবলেঽন্যবৎ" ইতি মেদিনী।

অরিষ্ট (১।৩৪)—"অরিষ্টো লশুনে নিম্বে ফেনিলে কাককঙ্কয়োঃ। অরিষ্টমশুভে তক্রে"॥ ইতি মেদিনী।

অলং (১।১২, ৪৯)—"অলং ভূষণপর্য্যাপ্তিশক্তিবারণবাচকম্" ইত্যমরঃ।

অবদাত (৪।৩৫)—"অবদাতঃ সিতে পীতে শুদ্ধে" ইত্যমরঃ।

অবদান (৩।২৬ ; কঃ প্রঃ ১১)—"অবদানমিতিবৃত্তে খণ্ডনে শুদ্ধকর্ম্মণি" ইতি হেমচন্দ্রঃ।

অবি (১।২ ; ২।২৮ ; ৩।২৪ ; ৪।২৯)—"অবির্নাথে রবৌ মেষে শৈলে মূষিককম্বলে" ইতি মেদিনী। "অবির্ভূ পুষ্পবত্যোঃ স্ত্রী বায়ুপ্রাকারতাস্তু না" ইতি বৈজয়ন্তী।

অবিত্ত (৩।২৭, ৪৪)—"ত্রাণং ত্রাতং রক্ষিতমবিতম্" ইত্যমরঃ।

অশ (স) ন (৩।১১)—"অথ পীতসালকে। সর্জ্জকাসনবন্ধূকপুষ্পপ্রিয়কজীবকাঃ" ইত্যমরঃ।

অস্ত (১।৪৯)—"অস্তঃ ক্ষিপ্তে পশ্চিমাদ্রৌ" ইতি হৈমঃ।

অস্বপ্ন (৩।৯)—"আদিত্যা ঋভবোঽস্বপ্না বিবস্বন্তো দিবৌকসঃ" ইতি বৈজয়ন্তী।

অসেচনক (৪।৬)—"তদসেচনকং তৃপ্তের্নাস্ত্যন্তো যস্য দর্শনাৎ" ইত্যমরঃ।

আ

আকর (৩।১০)—"আকরো নিবহোৎপত্তিস্থানশ্রেষ্ঠেষু কথ্যতে" ইতি মেদিনী।

আকুল (৪।২৩)—"ব্যস্তে ত্বপ্রগুণাকুলৌ" ইত্যমরঃ।

আগস্ (১।১৩ ; ৩।৪৩ ; ৪।৪৭)—"পাপাপরাধয়োরাগঃ" ইত্যমরঃ।

আচ্ছাদন (৪।২৮)—"অপিধান-তিরোধান-পিধানাচ্ছাদনানি চ" ইত্যমরঃ। "বস্ত্রমাচ্ছাদনং বাসঃ" ইত্যমরঃ।

আজি (৪।৩০)—"অথাজিঃ স্ত্রী সমভূমৌ চ সংগ্রামে" ইতি মেদিনী।

আতঙ্ক (৩।২৯)—"আতঙ্কো রোগসন্তাপশঙ্কাসু মুরজধ্বনৌ" ইতি মেদিনী।

আতোদ্য (৩।৩৬)—"বাদ্যমাতোদ্যং তচ্চতুর্বিধং—ততং বীণাদিকং বাদ্যং তানং তু বিততং ঘনং বংশাদিকন্তু সুষিরমানদ্ধং মুরজাদিকম্" ইতি যাদবঃ।

আধি (১।৩১)—"পুংস্যাধির্মানসী ব্যথা" ইত্যমরঃ।

আপন্ন (১।৩৭, ৪৮ ; ৩।১৮)—"আপন্নঃ সবিপত্তৌ চ প্রাপ্তেঽপি বাচ্যলিঙ্গকঃ" ইতি বিশ্বমেদিন্যৌ।

আভোগ (৩।২৩, ৪।৩৫)—"আভোগে যত্নপূর্ণতে" ইতি যাদবঃ।

আম (৪।৩৮)—"রোগো রুজা রুগাতঙ্কো মান্দ্যং ব্যাধিরপাটবম্। আম আময় আকল্যমুপতাপো গদঃ সমাঃ"॥ ইতি হেমচন্দ্রঃ।

অমুক্ত (৪।৩৮)—"আমুক্তঃ প্রতিমুক্তশ্চ পিনদ্ধশ্চাপিনদ্ধবৎ" ইত্যমরঃ।

আরব (৪।২০)—"শব্দে....আরবারাবসংরাববিরাবাঃ" ইত্যমরঃ।

আরাম (৩।১৬)—"আরামঃ স্যাদুপবনং কৃত্রিমং বনমেব যৎ" ইত্যমরঃ।

আরোহ (৩।৩৫, ৪।৩২)—"আরোহস্ত্ববরোহে চ বরারোহাকটাবপি। আরোহণে গজারোহে দৈর্ঘ্যে চ সমুচ্ছ্রয়ে॥" ইতি মেদিনী।

আল (৪।৩৭)—"আলং স্যাদনর্থহরিতালয়োঃ" ইতি হেমচন্দ্রঃ।

আলী (আলি ৩.১১)—"আলিঃ সখী সেতুরালিরালিরাবলিরিষ্যতে" ইতি শাশ্বতঃ।

আশয় (২।২৭)—"আশয়ঃ স্যাদভিপ্রায়ে পনসাধারয়োরপি" ইতি মেদিনী।

আশ্রব (৪।৮)—"আশ্রবো বচনে স্থিতঃ প্রতিজ্ঞায়াং চক্লেশে চ" ইতি হৈমঃ।

আশা (৩।৫, ৪।১৫, ৩৩, ৪১)—"আশা ককুভি তৃষ্ণায়াম্" ইতি হৈমঃ।

আশুগ (১।২, ৪৬)—"আশুগৌ বায়ুবিশিখৌ" ইত্যমরঃ। "আশুগোঽর্কে শরে বায়ৌ" ইতি হেমচন্দ্রঃ।

আসার (৩।৪১)—আসারঃ স্যাৎ প্রসরণে বেগবৃষ্টৌ সুহৃদ্বলে" ইতি মেদিনী।

আস্কন্দন (২।৪৯)—"আস্কন্দনং তিরস্কারে রণে সংশোষণেঽপি চ" ইতি বিশ্বঃ।

ই—ঈ

ইক্ষ্বাকু (১।৪, ৩।১৭)—"ইক্ষাকুঃ কটুতুম্ব্যাং স্ত্রী সূর্য্যবংশ্যনৃপে পুমান্ ইতি মেদিনী।

ইন (১।৩, ২৬, ৪৫, ৪৮, ৪।৩৭) —"ইনস্ত্বাত্মাধিপার্কাঢ্যাঃ" ইতি যাদবঃ।

ইন্দ্র (৩।২৯)—"ইন্দ্রঃ শক্রাদিত্যভেদে যোগভেদান্তরাত্মনি" ইতি মেদিনী।

ইলা (৩।১৮)—"ইলা কলত্রে সৌম্যস্য ধরিত্র্যাং গবি বাচি চ" ইতি মেদিনী।

ইষ্ট (১।২৫ ; ৩।১)—"ইষ্টমাশংসিতেঽপি স্যাৎ পূজিতে প্রেয়সি ত্রিষু। সপ্ততন্তৌ পুমান্ ক্লীবে সংস্কারে ক্রতুকর্ম্মণি" ॥ ইতি মেদিনী।

ঈ (১।১৫, ২৪)—"ঈ বিষাদেঽনুকম্পায়াং লক্ষ্ম্যাং পুনরনব্যয়ম্" ইতি মেদিনী।

ঈতি (১।৩১)—"ঈতির্ডিম্বে প্রবাসেঽতিবৃষ্ট্যাদিষট্‌সু চ স্ত্রিয়াম্" ইতি মেদিনী।

ঈরিত (৩.৪৬)—"সুন্নসূত্তাস্তনিষ্ঠ্যূতাস্থাবিদ্ধং ক্ষিপ্তমীরিতম্" ইতি হেমচন্দ্রঃ।

ঈশ (৪।৩৬)—"ঈশঃ প্রভৌ মহাদেবে" ইতি মেদিনী।

ঈশ্বর (৩৩১—"ঈশ্বরো মন্মথে শম্ভৌ নাঽহঢ্যে স্বামিনি বাচ্যবৎ" ইতি মেদিনী।

ঈহিত (কঃ প্রঃ ১০)—"রুচিতে হৃষ্টলষিতবাঞ্ছিতেষ্টেড়িতেহিতাঃ" ইতি বৈজয়ন্তী।

উ—ও

উচিত (২।৪৭)—"উচিতস্তু ভবেন্ন্যস্তে মিতে জ্ঞাতে সমঞ্জসে" ইতি মেদিনী।

উত্তংস (কঃ প্রঃ ১৮)—"উত্তংসঃ কর্ণপূরেঽপি শেখরে চাবতংসবৎ" ইতি বিশ্বঃ।

উত্থান (১।৪২)—"উত্থানং পৌরুষে তন্ত্রে সন্নিবিষ্টোদ্‌গমেঽপি চ" ইত্যমরঃ। "উত্থানমুদ্যমে তন্ত্রে পৌরুষে পুস্তকে রণে" ইতি মেদিনী।

উদগ্র (৩।৩০)—"উদগ্রস্তু উচ্ছ্রিতাগ্রকম্" ইতি বৈজয়ন্তী।

উদ্যান (৩।১৩, ১৯)—"উদ্যানং সংগ্রহোদ্গত্যোর্বনভেদে প্রয়োজনে" ইতি বৈজয়ন্তী।

উপ (কঃ প্রঃ ২০)—"উপাধিকেঽন্তিকে হীনে" ইতি বৈজয়ন্তী।

উষিত (১।৪৯)—"উষিতং ব্যুষিতে প্লুষ্টে" ইতি হৈমঃ।

ওঘ (৪।২৭ ; কঃ প্রঃ ২)—"ওঘো বেগে জলস্য চ। বৃন্দে পরম্পরায়াঞ্চ দ্রুতনৃত্যোপদেশয়োঃ"॥ ইতি মেদিনী।

ক

ক (১।১২, ৩৫, ৩৮ ; ২।৩৬ ; ৩।২৬ ; ৪।৩৩, ৪৮)—"কো ব্রহ্মণি সমীরাত্ম-যমদক্ষেষু ভাস্করে। ময়ূরেঽগ্নৌ চ পুংসি স্যাৎ সুখশীর্ষ-জলেষু কম্॥ ইতি মেদিনী।

কচ্ছ (৩।১১)—"কচ্ছস্তু পার্শ্বে গুহ্যাম্বরে তটে" ইতি যাদবঃ। "জলপ্রায়-মনূপং স্যাৎ পুংসি কচ্ছস্তথাবিধঃ" ইত্যমরঃ।

কট (১।২০ ; ৪।৩২)—"কটঃ শ্রোণৌ দ্বয়োঃ পুংসি কিলিঞ্জেঽতিশয়ে শবে। সময়ে গজগণ্ডে চ পিপ্পল্যাস্তু কটী মতা॥" ইতি মেদিনী।

কটক (৪।৩২)—"কটকস্ত্রিনিতম্বে বাহুভূষণে সেনায়াং রাজধান্যাঞ্চ" ইতি হৈমঃ।

কন্দ (৩।১২)—"কন্দোঽস্ত্রী শূরণে শস্যমূলে জলধরে পুমান্" ইতি মেদিনী।

কন্দর (৩।১৩)—"কন্দলং ত্রিষু কপালেঽপ্যুপরাগে নবাঙ্কুরে। কলধ্বনৌ কন্দলী তু মৃগগুল্মপ্রভেদয়োঃ"॥ ইতি মেদিনী। রম্ভাবৃক্ষেঽথ কদলী পতাকা-মৃগভেদয়োঃ" ইতি মেদিনী। "কদলী কন্দলী চীনঃ" ইত্যাদি অমরকোষে অজিনজাতীয়মৃগপর্য্যায়ে দৃশ্যতে। "কন্দরস্তূচ্চজাণুকঃ" ইতি বৈজয়ন্তী।

কন্ধর (২।১৮)— "কন্ধরো বারিবাহে স্যাদ্ গ্রীবায়াং কন্ধরা মতা" ইতি মেদিনী।

কপর্দ্দ (৪।৩৬)—"কপর্দ্দস্তু খণ্ডপরশোর্জ্জটাজূটে বরাটকে" ইতি মেদিনী।

কমল (১।৩, ১৬)—"কমলং......রক্তাব্জে অজেঽপসু চ শ্রীস্তু কমলা কমলো মৃগঃ" ইতি যাদবঃ।

কর (৩।২৭ ; ৪।৪৩)—"করো বর্ষোপলে রশ্মৌ পাণৌ প্রত্যয়শুণ্ডয়োঃ" ইতি মেদিনী।

করণ (কঃ প্রঃ ৩)—"করণো লেখকো রাজ্ঞাম্" ইতি, "কায়স্থঃ স্যাল্লিপিকরঃ করণেঽক্ষরজীবনঃ লেখকোঽক্ষরচুঞ্চুশ্চ" ইতি চ বৈজয়ন্তী।

করুণ (৩।১৬)—"করুণস্তু রসে বৃক্ষে" ইতি মেদিনী।

করেণু (২।২৮)—"করেণুরিভ্যাং স্ত্রী নেভে" ইত্যমরঃ।

করোটি (৪।৩৬)—"শিরোস্থনি করোটিঃ স্যাৎ" ইত্যমরঃ।

কর্ব্বুর (৩।৪০)—কর্ব্বুরং সলিলে হেম্নি কর্ব্বুরঃ পাপরক্ষসোঃ" ইতি বিশ্বঃ।

কল (৩।১২)—"ধ্বনৌ তু মধুরাস্ফুটে কলঃ" ইত্যমরঃ।

কলকণ্ঠ (৩।১২)—"কোকিলঃ পিকঃ। বসন্তঘোষো মধুবাক্ কলকণ্ঠো বনপ্রিয়ঃ ইতি যাদবঃ।

কলধৌত (৪।৪৫)—"কলধৌতং রূপ্যহেম্নোঃ" ইতি হেমচন্দ্রঃ।

কলা (৩ ২৪ ; কঃ প্রঃ ১৪)—"কলা শিল্পে বিত্তবৃদ্ধৌ চন্দ্রাংশে কলমে কলা" ইতি বৈজয়ন্তী।

কলাপ (৩।২৪)—"কলাপঃ সংহতৌ বর্হে কাঞ্চ্যাং ভূষণতূণয়োঃ" ইত্যজয়ঃ।

কলি (৩।৪৫ ; কঃ প্রঃ ৭)—"কলির্বিভীতকে শূরে বিবাদেঽন্ত্যযুগে যুধি" ইতি হৈমঃ।

কবি (৪।৩৩)—"প্রাচেতসস্তু বাল্মীকির্বল্মীককুশিনৌ কবিঃ" ইতি হেমচন্দ্রঃ। "স্বয়ম্ভূঃ কমলঃ কবিঃ" ইতি চ হেমচন্দ্রঃ।

কষ্ট (১।৩৩)—"কষ্টে তু কৃচ্ছ্রগহনে" ইত্যমরঃ।

ক্রম (৩।১৩)—"ক্রমঃ পরিপাট্যাং যথোচিতসন্নিবেশে" ইতি মেদিনী।

ক্ষণ (৩।২৬)—"নির্ব্যাপারস্থিতৌ কালবিশেষোৎসবয়োঃ ক্ষণঃ" ইত্যমরঃ।

ক্ষম (১।২৮); **ক্ষমা** (১।৩১, ৪১)—"ক্ষমা তিতিক্ষা পৃথ্বী চ যোগ্যে শক্তে হিতে ক্ষমম্" ইতি ধরণিঃ।

কয় (১।৩)—"কয়াস্তেঽপচয়ে ক্ষয়ঃ। কুক্ষৌ বামে চ" ইতি যাদবঃ।

কাণ্ড (২।৩৩)—"কাণ্ডঃ স্তম্বে তরুস্কন্ধে বাণেঽবসরনীরয়োঃ। কুৎসিতে বৃক্ষভিন্নাড়ীবৃন্দে রহসি ন স্ত্রিয়াম্॥" ইতি মেদিনী।

কান্তা (১।৩৮)—"কান্তা মার্য্যাং প্রিয়ংগৌ স্ত্রী শোভনে ত্রিষু" ইতি মেদিনী।

কান্তি (৩।২৪)—"কান্তিঃ শোভেচ্ছয়োঃ স্ত্রিয়াম্" ইতি মেদিনী।

কাম (৩।৪৭)—"কামঃ স্মরেচ্ছয়োঃ পুমান্। রেতস্যপি নিকামে চ কামোঽপি স্যান্ নপুংসকম্॥" ইতি মেদিনী।

কাল (৪।২৮)—"কালে কৃষ্ণাসিতশ্যামনীলশ্যামলমেচকাঃ" ইতি যাদবঃ।

কালিঙ্গ (৪।৪৭)—"কালিঙ্গস্তু ভুজঙ্গমে" ইতি হেমচন্দ্রঃ।

কাশ্মীর (৩।৩৫)—"কাশ্মীরং কুঙ্কুমেঽপি স্যাট্ টঙ্কপুষ্করমূলয়োঃ" ইতি মেদিনী।

কাষ্ঠা (১।৩৪)—"কষ্ঠোৎকর্ষে স্থিতৌ দিশি" ইত্যমরঃ।

কীলাল (২।১৮)—"শোণিতেঽম্ভসি কীলালম্" ইত্যমরঃ।

কীশ (২।৩৯)—"কীশো দিগম্বরে প্রোক্তঃ কীশঃ শাখামৃগেঽপি চ" ইতি শাশ্বতঃ।

কু (৩।১৭, ২৬ ; ৪।৪৩)—"গোত্রা কুঃ পৃথিবী পৃথ্বী" ইত্যমরঃ।

কুন্তল (৩।২৪)—"কুন্তলশ্চষকে বালে যবে পুংভূম্নি নীবৃতি" ইতি মেদিমী।

কুম্ভী (৪।১২)—"দন্তী কুম্ভী করী রদী" ইতি; "নক্রে তু কুম্ভী কুম্ভীরো গোমুখশ্চ মহামুখঃ" ইতি চ যাদবঃ।

কুম্ভীনস (৪।১২)—"কুম্ভীনসঃ ক্রূরসর্পে স্ত্রিয়াং লবণমাতরি" ইতি মেদিনী।

কুল (৩।৯)—"কুলং জনপদে গোত্রে সজাতীয়গণেঽপি চ, ভবনে চ তনৌ ক্লীবম্" ইতি মেদিনী।

কুশী (কুশিকা) (১।২৩,৩৩)—"কুশী লোহবিকারে স্যাৎ কুশা বল্গে কুশং জলে" ইতি হৈমঃ।

কূট (১।৩২ ; ২।৮)—"মায়া নিশ্চলযন্ত্রেষু কৈতবানৃতরাশিষু। অয়োঘনে শৈলশৃঙ্গে সীরাঙ্গে কূটমস্ত্রিয়াম্ ॥" ইত্যমরঃ।

ক্রূর (৩।২৭)—"ক্রূরস্তু কঠিনে ঘোরে নৃশংসেঽপ্যভিধেয়বৎ" ইতি মেদিনী। "নৃশংসো ঘাতুকঃ ক্রূরঃ পাপঃ" ইত্যমরঃ।

কৃত (কঃ প্রঃ ৭)—"কৃতং যুগেঽলমর্থেঽপি বিহিতে হিংসিতে ত্রিষু" ইতি মেদিনী। "কৃতং সত্যযুগং সৌম্যম্" ইতি বৈজয়ন্তী।

কেতন (৩।৮ ; কঃ প্রঃ ১৯)—"কেতনং তু নিমন্ত্রণে। গৃহে কেতৌ চ কৃত্যে" ইতি মেদিনী। "কেতনং তু ধ্বজে কার্য্যে নিমন্ত্রণনিবাসয়োঃ" ॥ ইত্যজয়ঃ।

কেসর (৩।২১)—"কেসরো নাগকেসরে। তুরঙ্গসিংহয়োঃ স্কন্ধকেশেষু বকুলদ্রুমে। পুংনাগবৃক্ষে কিংজল্কে স্যাৎ কেসরং তু হিঙ্গুলি" ॥ ইতি হৈমঃ।

ক্ষেত্র (৩।৩)—"ক্ষেত্রং গৃহে পুরে দেহে কেদারে যোনিভার্য্যয়োঃ। পুণ্যস্থানে সমূহে চ" ইতি যাদবঃ।

কৈরব (৪।৩৯)—"কৈরবঃ কিতবে শত্রৌ কৈরবং সিতপঙ্কজে" ইতি হেমচন্দ্রঃ।

কৌশিক (১।২৫)—"মহেন্দ্রগুগ্গুলুলূকব্যালগ্রাহিষু কৌশিকঃ" ইত্যমরঃ।

খ

খগ (২।৪৮)—"খগঃ সূর্য্যে গ্রহে দেবে মার্গণে চ বিহঙ্গমে" ইতি মেদিনী।

খল (কঃ প্রঃ ১২, ১৩)—"কর্ণেজপস্তু দুর্জ্জনঃ। পিশুনঃ সূচকো নীচো দ্বিজিহ্বো মৎসরী খলঃ" ইতি হেমচন্দ্রঃ। "খলং ভূস্থানকল্কেষু নীচক্রূরাধমে ইতি মেদিনী।

গ

গতি (৩।২৬)—"গতিঃ স্ত্রী মার্গদশয়োর্জ্ঞানে যাত্রাভ্যুপায়য়োঃ" ইতি মেদিনী।

গন্ধ (৩।১৬)—"গন্ধো গন্ধকে আমোদে লেশে সম্বন্ধগর্ব্বয়োঃ" ইতি বিশ্বঃ।

গন্ধবহ (°বহা) (৩।১৩)—"স্যাদ্ গন্ধবহা নাসায়াং পুংলিঙ্গো মাতরিশ্বনি" ইতি মেদিনী।]

গর (৩।৯)—"গরস্তু কৃতকং বিষম্" ইতি যাদবঃ।

গহন (৩।৩৩)—"গহনং কলিলে ত্রিষু। নপুংসকং গহ্বরে স্যাদ্ দুঃখ-কাননয়োরপি" ইতি মেদিনী।

গ্রহ (১।৮)—"গ্রহোঽনুগ্রহনির্ব্বন্ধগ্রহণেষু রণোদ্যমে। সূর্য্যাদৌ" ইতি মেদিনী।

গ্রাম (১।৪৮, ৪।২৩)—"গ্রামঃ স্বরে সংবসথে বৃন্দে শব্দাদিপূর্ব্বকঃ" ইতি বিশ্বঃ।

গিরীশ (কঃ প্রঃ ১৮)—"গিরীশো বাক্পতৌ রুদ্রে গিরীশোঽদ্রিপতাবপি" ইতি বিশ্বঃ।

গুণ (কঃ প্রঃ ১৫)—"গুণো মৌর্ব্যামপ্রধানে রূপাদৌ সূদ ইন্দ্রিয়ে। ত্যাগে সৌর্য্যাদিসত্ত্বাদিসন্ধ্যাদ্যাবৃত্তিরজ্জুষু॥ শুক্লাদাবপি বট্যাঞ্চ" ইতি মেদিনী।

গুপ্ত (কঃ প্রঃ ১৫)—"গুপ্তং স্যাদ্ রক্ষিতে গূঢ়ে" ইতি মেদিনী।

গো (১।২২, ৪৭ ; ৩।১৮ ; ৪।৭ ; কঃ প্রঃ ১০, ১৩, ১৫, ১৮, ১৯)—"স্বর্গেষুপশুবাগ্‌বজ্রদিঙ্‌নেত্রঘৃণিভূজলে। লক্ষ্যদৃষ্ট্যা স্ত্রিয়াং পুংসি গৌঃ" ইত্যমরঃ। "গৌঃ স্বর্গে চ বলীবর্দ্দে রশ্মৌ চ কুলিশে পুমান্। স্ত্রী সৌরভেয়ীদৃগ্‌বাণদিগ্‌বাগ্‌ ভূষপ্সু ভূমি চ"॥ ইতি মেদিনী।

গোত্র (১।৭, ১৫ ; ৪।৩৫)—"গোত্রঃ শৈলে গোত্রং কুলাখ্যয়োঃ" ইতি মেদিনী।

গোত্রভূৎ (১।৭)—"গোত্রভিৎ পাকশাসনঃ" ইতি যাদবঃ।

ঘ

ঘন (৪।৪)—"ঘনো মেঘে মূর্তিগুণে ত্রিষু মূর্ত্তে নিরন্তরে" ইত্যমরঃ

চ

চন্দ্রহাস (২।৪৯)—"চন্দ্রহাসো দশগ্রীবকরবালেঽসিমাত্রকে" ইতি মেদিনী।

চিৎ (১।৫০)—"প্রেক্ষোপলব্ধিশ্চিৎ সংবিৎ" ইত্যমরঃ।

চিত্ত (১।৫০)—"চিত্তং ছন্নে ত্রিষু চিত্তা চিত্যায়াং সংহৃতৌ স্ত্রিয়াম্" ইতি মেদিনী।

চিত্র (৪।৩৮)—"আলেখ্যাশ্চর্য্যয়োশ্চিত্রম্" ইত্যমরঃ।

জ

জ (৩।২৬)—"ত্বরিতে জঃ সমাখ্যাতঃ" ইতি মেদিনী।

জগৎপ্রাণ (২।৪৫)—"সমীরমারুতমরুজ্জগৎপ্রাণসমীরণাঃ" ইত্যমরঃ।

জড় (কঃ প্রঃ ১৫)—"জড়া স্ত্রিয়াম্। শূকশিম্ব্যাং হিমগ্রস্তমূকাপ্রাজ্ঞেষু ত্রিষু" ইতি মেদিনী।

জন্য (১।২৮ ; ৪।৪৩)—"জন্যং হট্টে পরীবাদ সংগ্রামে চ নপুংসকম্॥
জন্যা মাতৃবয়স্যায়াং জন্যঃ স্যাজ্ জনকে পুমান্।
ত্রিষুৎপাত্যজনিত্রোশ্চ নবোঢ়াজ্ঞাতিভৃত্যয়োঃ"॥ ইতি মেদিনী।

জনী (১।১৮ ; ৪।২৭)—"জনী সীমন্তিনীবধ্বোরুৎপত্তাবৌষধীভিদি" ইতি মেদিনী। "সমাঃ স্নুষাজনীবধ্বঃ" ইত্যমরঃ।

জাতি (কঃ প্রঃ ১০)—"জাতিঃ স্ত্রী গোত্রজন্মনোঃ। অশ্মন্তিকামলক্যোশ্চ জাতিচ্ছন্দসোরপি" ইতি মেদিনী।

জ্যা (১।২৪, ২৬ ; ২।১২)—"জ্যা মৌর্ব্বী জ্যা বসুন্ধরা" ইতি শাশ্বতঃ।

জীবন (৩।২৬)—"জীবনং বর্ত্তনে জীবপ্রাণধারণয়োর্জলে" ইতি মেদিনী।

জীবা (১।২৬)—"জীবা জীবন্তিকামৌর্ব্বীবচাশিঞ্জিতভূমিষু। ন স্ত্রী তু জীবিতে" ইতি মেদিনী।

জ্যেষ্ঠ (১।১২)—"জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠেঽতিবৃদ্ধে চ ত্রিষু মাসান্তরে পুমান্" ইতি মেদিনী।

ড

ডমর (১।২৭)—"ডমরোপপ্লবোৎপাতা উপসর্গ উপদ্রবঃ" ইতি বৈজয়ন্তী।

ত

তনু (১।৪১)—"তনুঃ কায়ে ত্বচি স্ত্রী স্যাৎ ত্রিষল্পে বিরলে কৃশে" ইতি মেদিনী।

তপস্বী (১।৩২০)—"তপস্বী তাপসে চানুকম্প্যে ত্রিষু" ইতি মেদিনী।

তমী (১।২২)—"রজনী যামিনী তমী" ইত্যমরঃ।

তরণি (২।১০)—"তরণিদ্যুমণৌ পুংসি কুমারীনৌকয়োঃ স্ত্রিয়াম্" ইতি মেদিনী।

তরল (৩।৪)—"তরলো হারমধ্যগঃ" ইত্যমরঃ।

তরস্ (১।৪৬ ; ২।৩৫)—"তরো বেগে চ বলে চ" ইতি বিশ্বঃ।

তরস (১।৪৬)—"পিশিতং তরসং মাংসং পললং ক্রব্যমামিষম্" ইত্যমরঃ।

তার (৩।৭, ৩৪)—"তারো মুক্তাদিসংশুদ্ধৌ তরণে শুদ্ধমৌক্তিকে" ইতি, "তারঞ্চ রজতেঽপ্যুচ্চস্বরে" ইতি চ বিশ্বঃ।

তারা (৩।৭)—"তারা বুদ্ধদেব্যাং সুরগুরুস্ত্রিয়াং সুগ্রীবপত্ন্যাম্" ইতি হেমচন্দ্রঃ।

তাল (৩।৪২)—"তালঃ করতলেঽঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাং চ সংমিতে। গীতকাল-ক্রিয়ামানে করাস্ফালে দ্রুমান্তরে॥ বাদ্যভাণ্ডে চ কাংস্যস্য ৎসরৌ" ইতি বিশ্বঃ।

তীর্থ (৩।১০)—"তীর্থং শাস্ত্রাধ্বরক্ষেত্রোপায়নারীরজঃসু চ। অবতারর্ষি-জুষ্টাম্বুপাত্তোপাধ্যায়মন্ত্রিষু" ॥ ইতি মেদিনী।

তৃষ্ণা (১।৩৬)—"তৃষ্ণে স্পৃহাপিপাসে দ্বে" ইত্যমরঃ।

দ

দ (৪।৪৮)—"দং কলত্রে সমাখ্যাতং দো দানচ্ছেদদাতৃষু" ইতি পুরুষোত্তমদেবঃ।

দক্ষিণ (১।৩৪)—"দক্ষিণো দক্ষিণোদ্ভূতসরলচ্ছন্দবর্ত্তিষু। অবামে ত্রিষু যজ্ঞাদিবিধিদানে দিশি স্ত্রিয়াম্" ॥ ইতি মেদিনী।

দণ্ডধর (৪।৩১)—"দণ্ডধরঃ পুমান্ পৃথ্বীনাথে প্রেতাধিপেঽপি চ" ইতি মেদিনী।

দর (৩।২২ ; ৪।৪৬)—"দরোঽস্ত্রী সাধ্বসে গর্ত্তে কন্দরে তু দরী মতা। দরাব্যয়ং মনাগর্থে" ইতি মেদিনী।

দল (৩।৭, ১৩)—"দলো ভাগে দলং ছদে" ইতি যাদবঃ।

দস্যু (১।৩৮)—"দস্যুশ্চৌরে রিপৌ পুংসি" ইতি মেদিনী।

দ্রবিণ (১।২৭, ৪৫ ; ২।৪৩ ; ৩।৩১)—"দ্রবিণং কাঞ্চনে ধনে পরাক্রমে বলেঽপি চ" ইতি হেমচন্দ্রঃ।

দান (১।৪৫)—"দানং গজমদে ত্যাগে পালনচ্ছেদশুদ্ধিষু" ইতি বিশ্ব-মেদিন্যৌ।

দায়াদ (১।৩৬)—"দায়াদৌ সুতবান্ধবৌ" ইত্যমরঃ।

দ্বিজ (৪।১৮)—"দ্বিজঃ স্যাদ্ ব্রাহ্মণক্ষত্রবৈশ্যদন্তাণ্ডজেষু মা" ইতি মেদিনী।

দ্বিজরাজ (২।২৬)—"দ্বিজরাজঃ শশধরে সুপর্ণেঽনন্তভোগিনি" ইতি বিশ্বঃ।

দুর্মনস্ (২।৩৫)—"দুর্মনা বিমনা অন্তর্মনাঃ স্যাৎ" ইত্যমরঃ।

দৃষ্টি (কঃ প্রঃ ১০)—"স্ত্রিয়াং দৃষ্টিঃ স্ত্রিয়াং বুদ্ধৌ লোচনে দর্শনেঽপি চ" ইতি মেদিনী।

দেব (১।৪৫ ; ৩।৫, ৩০, ৩৭, ৪০ ; ৪।৪৩)—"রাজা ভট্টারকো দেবঃ' ইত্যমরঃ। "দেবং হৃষীকে দেবস্তু নৃপতৌ তোয়দে সুরে" ইতি হৈমঃ।

দোষ (দোষা) (১।৭ ; ৩।২৫, ৪।১৮, ৩২, ৩৯, ৪৪ ; কঃ প্রঃ ১৪)—"দোষঃ স্যাদ্ দূষণে পাপে দোষা রাত্রৌ ভুজেঽপি চ" ইতি মেদিনী।

দোস্ (১।৪৪ ; ৪।৪৪)—"ভুজবাহূ প্রবেষ্টো দোঃ স্যাৎ" ইত্যমরঃ।

ধ

ধনঞ্জয় (৩।১)—"পার্থাগ্নীন্দ্রা ধনঞ্জয়াঃ" ইতি বৈজয়ন্তী।

ধর (১।৫ ; ২।৪)—"মহীধ্রে শিখরিক্ষ্মাভৃদহার্য্যধরপর্ব্বতাঃ" ইত্যমরঃ।

ধর্ম্মরাজ (কঃ প্রঃ ৭) (**ধর্ম্মরাজ** ৪।৩১)—"ধর্ম্মরাজঃ পিতৃপতিঃ সমবর্ত্তী পরেতরাট্" ইত্যমরঃ। "ধর্ম্মরাজো যমে বুদ্ধে যুধিষ্ঠিরনৃপে পুমান্" ইতি মেদিনী।

ধাতা (৪।৩৮)—"ধাতা হিরণ্যগর্ভে না পালকে ত্রিষু" ইতি মেদিনী।

ধাম (১।৪,৮,২৩,৪০, ৪৬ ; ২।১৭ ; ৩।২৩,৩১ ; ৪।২০)—"ধাম দেহে গৃহে রশ্মৌ স্থানে জন্মপ্রভাবয়োঃ" ইতি মেদিনী।

ন

নন্দক (৪।৪৩)—"নন্দকো হরিখড়্গে চ হর্ষকে কুলপালকে" ইতি মেদিনী।

নাগ (১।১৩ ; ৪।৩৭ ; কঃ প্রঃ ১৯)—"নাগঃ পন্নগমাতঙ্গক্রূরচারিষু তোয়দে" ইতি মেদিনী।

নাগরঙ্গ (২।২৩)—"নাগরঙ্গস্তু নারঙ্গঃ" ইতি হেমচন্দ্রঃ।

নানা (২।৩৩)—"নানানেকোভয়ার্থয়োঃ" ইতি যাদবঃ।

নাভি (১।১৭)—"নাভির্মুখ্যনৃপে চক্রমধ্যক্ষত্রিয়য়োঃ পুমান্। দ্বয়োঃ, প্রাণিপ্রতীকে স্যাৎ স্ত্রিয়াং কস্তূরিকামদে॥" ইতি মেদিনী।

নিকার (নীকার) (১।৩০,৩৫)—"নিকারো বিপ্রকারঃ স্যাৎ" ইত্যমরঃ। "নিকারঃ স্যাৎ পরিভবে ধান্যস্যোৎক্ষেপণেঽপি চ" ইতি ধরণিঃ।

নিকৃতি (১।৩৭)—"নিকৃতির্ভর্ৎসনে ক্ষেপে শঠে শাঠ্যেঽপি চ স্ত্রিয়াম্" ইতি বিশ্বমেদিন্যৌ।

নিশাচর (৩।৪৫)—"নিশাচরস্তু রক্ষসি। ফেরুপেচকসর্পেষু" ইতি মেদিনী।

নিশ্রেণিকা (৪।৮)—"নিশ্রেণিস্ত্বধিরোহণী" ইত্যমরঃ।

নিস্তার (৪।৩৮)—"নিস্তরণং তু নিস্তারে তরণোপায়য়োরপি" ইতি হেমচন্দ্রঃ।

নেত্র (৪।৪)—"নেত্রং মথিগুণে বস্ত্রভেদে মূলে দ্রুমস্য চ। রথে চক্ষুষি" ইতি মেদিনী।

নেপথ্য (৩।৩৭)—"নেপথ্যং তু প্রসাধনে। রঙ্গভূমৌ বেষভেদে" ইতি হৈমঃ।

নো (৪।৩৭)—"অভাবে হ্ন ন নো নহি" ইতি হেমচন্দ্রঃ।

প

পঙ্ক (কঃ প্রঃ ১৫)—"পঙ্কোঽস্ত্রী কর্দ্দমে পাপে" ইতি মেদিনী।

পঙ্‌ক্তি (১।৮)—"পঙ্‌ক্তির্দশাক্ষরচ্ছন্দোদশসংখ্যালিষু স্ত্রিয়াম্" ইতি মেদিনী।

পঞ্চতা (৪।২৬)—"পঞ্চতা পঞ্চভাবেঽপি মরণেঽপি যোষিতি" ইতি মেদিনী।

পটল (৩।৩১)—"ছদির্নেত্ররুজোঃ ক্লীবং সমূহে পটলং ন না" ইত্যমরঃ।

পতি (৩।৪৪)—"পতির্ধবে না ত্রিষ্বীশে" ইতি মেদিনী।

পত্র (২।৩৩)—"পত্রস্তু বহনে পর্ণে স্যাৎ পক্ষে শরপক্ষিণোঃ" ইতি মেদিনী।

পদ (৩।২৮)—"পদং ব্যবসিতত্রাণস্থানলক্ষ্মাঙ্ঘ্রিবস্তুষু" ইত্যমরঃ।

পনস (৩।১২)—"পনসঃ কণ্টকিফলে কণ্টকে বানরান্তরে" ইতি মেদিনী।

পয়োধর (৩।২৩)—"স্ত্রীস্তনাব্দৌ পয়োধরৌ" ইত্যমরঃ।

পর (৩।১২)—"পরঃ শ্রেষ্ঠারিদূরান্যোত্তরে ক্লীবং তু কেবলে" ইতি মেদিনী।

পরিকর (৪।১৮)—"ভবেৎ পরিকরো ব্রাতে পর্য্যঙ্কপরিবারয়োঃ। প্রগাঢ় গাত্রিকাবন্ধে বিবেকারম্ভয়োরপি" ইতি বিশ্বঃ।

পরিগ্রহ (২।৩৪)—"পরিগ্রহঃ পরিজনে পত্ন্যাং স্বীকারমূলয়োঃ" ইতি মেদিনী।

পরিবৃঢ় (কঃ প্রঃ ১১)—"প্রভুঃ পরিবৃঢ়োঽধিপঃ" ইত্যমরঃ।

পল (১।৩৫ ; ৩।৯ ; ৪।৩০)—"পলমুন্মানমাংসয়োঃ" ইতি মেদিনী। "স্তম্বঃ গুচ্ছো ধান্যাদেঃ। নালং কাণ্ডঃ। অফলস্তসঃ পলঃ পলালঃ" ইতি হেমচন্দ্রঃ।

পলাশী (৩।১১)—"রক্ষোবৃক্ষৌ পলাশিনৌ" ইতি যাদবঃ।

পল্লব (২।৩৩)—"পল্লবোঽস্ত্রী কিসলয়ে বিটপে বিস্তরে বনে। শৃঙ্গারেঽলক্তকরাগে চ" ইতি মেদিনী।

প্রণয় (৪।২৩)—"প্রণয়ঃ প্রশ্রয়ে প্রেম্নি যাচ্ঞাবিশ্রম্ভয়োরপি। নির্ব্বাণেঽপি" ইতি মেদিনী।

প্রতিপত্তি (৪।৪)—"প্রতিপত্তিঃ প্রবৃত্তৌ চ প্রাগলভ্যে গৌরবেঽপি চ সম্প্রাপ্তৌ চ প্রবোধে চ পদপ্রাপ্তৌ চ বোধিতি ॥" ইতি মেদিনী।

প্রতীত (৪।৬)—"প্রখ্যাতজ্ঞাতহৃষ্টেষু প্রতীতং ত্রিষু বিশ্রুতম্" ইতি শাশ্বতঃ।

প্রভব (২।৮,৪।২৩)—"প্রভবো জলমূলে স্যাৎ জন্মহেতৌ পরাক্রমে। জ্ঞানস্য চাদিমস্থানে" ইতি মেদিনী।

প্রসাধন (৩।১৯)—"সিদ্ধৌ বেশে প্রসাধনম্" ইতি মেদিনী।

পাক (১।১৫)—"পাকঃ পরিণতৌ শিশৌ। কেশস্থ জরসা শৌক্ল্যে ল্যাদৌ পচনেঽপি চ" ইতি মেদিনী।

পিশুন (কঃ প্রঃ ৪)—"মা দুর্জ্জনঃ খলঃ কর্ণেজপঃ পিশুনসূচকৌ" ইতি জয়ন্তী।

প্রিয় (৩,১৬)—"প্রিয়ো হৃদ্যেঽন্যবৎ পুংসি বৃদ্ধিনামৌষধে ধবে" ইতি ।দিনী।

পুণ্য (২।২৬)—"পুণ্যস্ত্রিষু মনোজ্ঞে স্যাৎ ক্লীবং সুকৃতধর্ম্ময়োঃ" ইতি বিশ্বঃ।

পুণ্যজন (২।৩৬ ; ৩।৩০ ; ৪।৩২)—"রক্ষঃসত্তৌ পুণ্যজনৌ" ইতি বৈজয়ন্তী।

পুর (৩।৯, ২৩)—"পুরং শরীরমিত্যাহুর্গৃহোপরিগৃহে পুরম্। পুরো গুগ্‌গুলু-।খ্যাতো নগরেঽপি পুরং পুরী" ॥ ইতি ধরণিঃ।

পুল (৩।৩০)—"পুলঃ স্যাৎ পুলকে মাপি পুলং বিপুলেঽন্যবৎ" ইতি বিশ্বঃ।

পুষ্কর (২।৩ ; ৩।২৩)—"পুষ্করং করিহস্তাগ্রে বাদ্যভাণ্ডমুখে জলে। ব্যোম্নি খড়্গফলে পদ্মে তীর্থৌষধিবিশেষয়োঃ" ॥ ইত্যমরঃ।

পূত (কঃ প্রঃ ১৭)—"পূতং ত্রিষু পবিত্রে চ শঠিতে বহুলীকৃতে" ইতি মেদিনী

(৩।৪২)—"পূর্ত্তং ত্রিষু পূরিতে স্যাৎ ক্লীবং খাতাদিকর্ম্মণি" ইতি মেদিনী।

প্রৈষ্য (১।২৫)—"নিযোজ্যকিংকরপ্রৈষ্যভুজিষ্যপরিচারকাঃ" ইত্যমরঃ।

ফ

ফল (৩।১৯)—"ফলং জাতীফলে সস্যে হেতুত্থে ব্যুষ্টিলাভয়োঃ" ইতি মেদিনী

ব

বন্ধু (৪।২০)—"সগোত্রবান্ধবজ্ঞাতিবন্ধুস্বস্বজনাঃ সমাঃ" ইত্যমরঃ। "বান্ধবো বন্ধুমিত্রয়োঃ" ইতি হৈমঃ।

বল (৩।১৮)—"স্থৌল্যসামর্থ্যসৈন্যেষু বলং না কাকসীরিণোঃ" ইত্যমরঃ। "সংকর্ষণঃ সীরপাণিঃ কালিন্দীভেদনো বলঃ" ইত্যমরঃ।

বলজ (৩।১৮)—"বলজং গোপুরে ক্ষেত্রে সস্যসঙ্গরয়োরপি॥ বলজা বরযোষায়াং যূথ্যামপি বণিক্ স্ত্রিয়াম্" ইতি মেদিনী।

বলি (৩।১২, ২৫)—"বলির্দৈত্যপ্রভেদে চ করচামরদণ্ডয়োঃ॥ উপহারে পুমান্ স্ত্রী তু জরয়া শ্লথচর্ম্মণি। গৃহদারুপ্রভেদে চ জঠরাবয়বেঽপি চ"॥ ইতি মেদিনী।

বহুলীকৃত (কঃ প্রঃ ১৩)—"ধান্যং পূতং তু বহুলীকৃতম্" ইতি যাদবঃ।

ব্রহ্ম (৩।৯ ; ৪।৯)—"বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম ব্রহ্মা বিপ্রঃ প্রজাপতিঃ" ইত্যমরঃ।

বুধ (১।২৫)—"সন্সুধী কোবিদো বুধঃ" ইত্যমরঃ। "বুধঃ সৌম্যে চ পণ্ডিতে" ইতি মেদিনী।

ভগ (৪।৪৬)—"ভগো যত্নে যশোবীর্য্যার্কভূতিষু" ইতি যাদবঃ।

ভব (১।২৭ ; ৩।৪৫)—"ভবঃ ক্ষেমেশসংসারে সত্তায়াং প্রাপ্তিজন্মনোঃ" ইতি মেদিনী। "জন্মহরৌ ভবৌ" ইত্যমরঃ।

ভ্রমরক (৩।১৩)—"অলকাশ্চূর্ণকুন্তলাঃ তে ললাটে ভ্রমরকাঃ" ইত্যমরঃ।

ভাব (৩।১৪)—"ভাবঃ সত্তাস্বভাবাভিপ্রায়চেষ্টাত্মজন্মসু॥ ক্রিয়ালীলা-পদার্থেষু বিভূতিবুধজন্তুষু। রত্যাদৌ চ" ইতি মেদিনী।

ভিদুর (১।১৫)—"বজ্রমস্ত্রী স্যাৎ কুলিশং ভিদুরং পবিঃ" ইত্যমরঃ।

ভীম (১।২৬)—"ভীমোঽম্লবেতসে ঘোরে শম্ভৌ মধ্যমপাণ্ডবে" ইতি মেদিনী।

ভুজঙ্গ (২।৩৫)—"ভুজঙ্গোঽহৌ চ ষিড়্গে চ" ইতি মেদিনী।

ভূ (৩।৪৫ ; ৪।৩৩)—"ভূঃ স্থানমাত্রে কথিতা ধরণ্যামপি যোষিতি" ইতি মেদিনী।

ভূত (১।৩৬)—"যুক্তে ক্ষ্মাদাবৃতে ভূতং প্রাণ্যতীতে সমে ত্রিষু" ইত্যমরঃ।

ভূদার (১।৫)—"বরাহঃ সূকরো ঘৃষ্টিঃ কোলঃ পত্রী কিরঃ কিটিঃ।
দংষ্ট্রী ঘোণী স্তব্ধরোমা ক্রোড়ো ভূদার ইত্যপি"॥ ইত্যমরঃ।

ভূমি (১।৫০)—"ভূমির্বসুন্ধরায়াং স্যাৎ স্থানমাত্রেঽপি চ স্ত্রিয়াম্" ইতি মেদিনী।

ভূয়স্ (১।২৯)—"স্ফিরং ভূয়শ্চ ভূরি চ" ইত্যমরঃ। "ভূয়োঽধিকারে চ পুনঃ পুনঃ" ইতি মেদিনী।

ম

মণ্ডল (২।৩৮)—"মণ্ডলং পরিধৌ কোঠে দেশে দ্বাদশরাজক্ষে। ক্লীবেঽথ নিবহে বিম্বে ত্রিষু পুংসি তু কুক্কুরে"॥ ইতি মেদিনী।

মদার (৪।৩৪)—"মদারো হস্তিধূর্ত্তয়োঃ" ইতি মেদিনী।

মন্দ্র (৩।৭)—"মন্দ্রস্তু গম্ভীরে" ইত্যমরঃ। "ভদ্রো মন্দ্রো মৃগ ইতি গজাঃ শঙ্করজাস্তথা" ইতি যাদবঃ।

মন্দির (৩।৪০)—"মন্দিরো মকরাবাসে মন্দিরং নগরে গৃহে" ইতি হৈমঃ।

মধু (৩।২০)—"মধু পুষ্পরসে ক্ষৌদ্রমদ্যে না তু মধুদ্রুমে। বসন্তদৈত্যভিচ্চৈত্রে স্যাজ্ জীবস্ত্যাস্তু যোষিতি"॥ ইতি মেদিনী।

মধুরা (৩।২১)—"মধুরা শতপুষ্পায়াং মিশ্রেয়া নগরীভিদোঃ। মধুকর্কটিকামেদামধূনী যষ্টিকাসু চ॥ ক্লীবং বিষে পুংসি রসে তদ্বৎ স্বাদুপ্রিয়েঽন্তবৎ"॥ ইতি মেদিনী।

মন্যু (১।১৫,৪১ ; ৪।৫)—"মন্যু দৈন্যে ক্রতৌ ক্রুধি" ইত্যমরঃ। "মন্যুঃ পুমান্ ক্রুধি। দৈন্যে শোকে চ যজ্ঞে চ" ইতি মেদিনী।

মহস্ (**মহ**) (১।১১, ২৮ ; ৪।২৭)—"মহস্তূৎসবতেজসোঃ" ইত্যমরঃ। "মহ উৎসবতেজসোঃ" ইতি মেদিনী।

মা (১।৩৬ ; ৪।১৭, ৩১, ৩৯)—"মা তু পদ্মালয়ায়াং স্যাৎ" ইতি মেদিনী।

মান (৩ ৪৭)—"দর্পোঽভিমানো মমতা মানশ্চিত্তোন্নতিঃ স্ময়ঃ" ইতি হেমচন্দ্রঃ।

মার (১।১৮ ; ৩।২৭, ৩৭)—"মারো মৃত্যৌ স্মরে বিঘ্নে" ইতি মেদিনী।

মাল (৩।২০)—"মালং ক্ষেত্রে" ইতি মেদিনী। "মালং গ্রামান্তরাঽটবী" ইতি হেমচন্দ্রঃ।

মিত্র (১।২১ , ৩।৪৫ ; ৪।১৭, ৩১, ৩৯)—"মিত্রং সুহৃদি ন দ্বয়োঃ। সূর্য্যে পুংসি" ইতি মেদিনী।

মিথস্ (৩।৪০)—"মিথোঽন্যোন্যং রহস্যপি" ইত্যমরঃ।

মুখ (৩।২২)—"মুখং তু বদনে মুখ্যে তাম্রে দ্বারাভ্যুপায়য়োঃ" ইতি যাদবঃ। "মুখমুপায়ে প্রারম্ভে শ্রেষ্ঠে নিঃসরণাস্যয়োঃ" ইতি হৈমঃ।

মুৎ (১।২০ ; ৩।৪৫)—"মুৎ প্রীতিঃ প্রমদো হর্ষপ্রমোদামোদসংমদাঃ" ইত্যমরঃ।

মূর্চ্ছা (৪।৪)—"মূর্চ্ছা মোহসমুচ্ছ্রয়য়োঃ" ইতি বিশ্বঃ।

মূর্চ্ছিত (২।৪৪ ; ৩।৯)—"মূর্চ্ছিতৌ মূঢ়-সোচ্ছ্রয়ৌ" ইতি বৈজয়ন্তী।

মৃগতৃষ্ণা (১।৩৬)—"মৃগতৃষ্ণা মরীচিকা" ইত্যমরঃ।

মেরু (৩।৩১)—"মেরুঃ সুমেরুর্হেমাদ্রী রত্নসানুঃ সুরালয়ঃ" ইত্যমরঃ।

র

রজ (২।৭ ; ৩।১৩ ; ৪।৩৪)—"রজো না রাগে নৃত্যে রণক্ষিতৌ। অস্ত্রী ত্রপুণি" ইতি মেদিনী।

রত্ন (৪।৩)—"রত্নং স্বজাতিশ্রেষ্ঠেঽপি মণাবপি নপুংসকম্" ইতি মেদিনী।

রতি (৪।২৩)—"রতিঃ স্ত্রী স্মরদারেষু রাগে সুরতগুহ্যয়োঃ" ইতি মেদিনী।

রভস (২।৩ ; ৩।৩৮)—"রভসো বেগহর্ষয়োঃ" ইতি মেদিনী।

রমা (৪।৪৫)—"রমা লক্ষ্ম্যাং রমঃ কান্তে রক্তাশোকদ্রুমে স্মরে" ইতি মেদিনী।

রস (৩।১৯ ; কঃ প্রঃ ১৫)—"শৃঙ্গারাদৌ বিষে বীর্য্যে গুণে রাগে দ্রবে রসঃ" ইত্যমরঃ। "রসো গন্ধরসে জলে। শৃঙ্গারাদৌ বিষে বীর্য্যে তিক্তাদৌ দ্রবরাগয়োঃ। দেহধাতুপ্রভেদে চ পারদস্বাদয়োঃ পুমান্। স্ত্রিয়াং তু রসনাপাঠাশল্লকীকঙ্গুভূমিষু" ইতি মেদিনী।

রসনা (কঃ প্রঃ ১৬, ১৭)—"রসনং তু ধ্বনৌ স্বাদে রসজ্ঞারাস্নয়োঃ স্ত্রিয়াম্" ইতি রভসঃ।

রাজন্ (১।১৮ ; ৩।৪৮ ; ৪।১৭, ৪০)—"রাজা প্রভৌ চ নৃপতৌ ক্ষত্রিয়ে রজনীপতৌ। যক্ষে শক্রে চ পুংসি স্যাৎ" ইতি মেদিনী।

রাম (৪।২৮)—"রেবতীরমণো রামঃ কামপালো হলায়ুধঃ নীলাম্বরঃ" ইত্যমরঃ।

রুচি (১।২০ ; ৩।২৪ ; ৪।১৮, ৩০)—"রুচিঃ স্ত্রী দীপ্তিশোভায়ামভিষঙ্গাভিলাষয়োঃ" ইতি মেদিনী।

রেখা (৩।২১)—"রেখা স্যাদল্পকে" ইতি বিশ্বঃ। "লেখা রাজ্যাং লিপাবপি" ইতি হৈমঃ।

ল

লকুচ (৩।১২)—"লকুচো লিকুচো ডহুঃ" ইত্যমরঃ।

লক্ষ্মণ (১।১১)—"লক্ষ্মীবাংল্লক্ষ্মণঃ শ্রীলঃ শ্রীমান্" ইত্যমরঃ। "লক্ষণা

যোষধীভেদে সারস্থামপি যোষিতি। রামভ্রাতরি পুংসি স্যাৎ সস্ত্রীকে চাভিধেয়বৎ" ॥ ইতি মেদিনী।

লক্ষ্মী (৩।১৭)—"লক্ষ্মীঃ সম্পত্তিশোভয়োঃ। ঋদ্ধ্যোষধৌ চ পদ্মায়াং বৃদ্ধিমাযৌষধেঽপি চ" ইতি মেদিনী।

ললিত (১।১৮)—"ললিতং ত্রিষু। ললিতে চেষ্টিতেঽপি স্যাৎ হাবভেদে তু ন দ্বয়োঃ" ইতি মেদিনী।

লীলা (৩।২৩, ২৪)—"লীলাং বিদুঃ কেলিবিলাসখেলাশৃঙ্গারভাবপ্রভবক্রিয়াসু" ইতি বিশ্বঃ।

লেখ (৩।৩১)—"লেখো লেখ্যে দৈবতে চ" ইতি হৈমঃ।

লেখা (৩।৩১)—"লেখা রাজ্যাং লিপাবপি" ইতি হৈমঃ।

লোকেশ (৩।৭)—"হিরণ্যগর্ভো লোকেশঃ স্বয়ংভূশ্চতুরাননঃ" ইত্যমরঃ।

লোহিত (৪।৩০ ; কঃ প্রঃ ১৬)—"রুধিরং লোহিতং রক্তম্" ইতি যাদবঃ।

ব

বংশ (৩।১৭)—"বংশঃ পুংসি কুলে বেণৌ পৃষ্ঠাবয়ববর্গয়োঃ" ইতি মেদিনী।

বটী (১।৩৪)—"বটী ত্রিষু গুণে পুংসি স্যান্ ন্যগ্রোধকপর্দয়োঃ" ইতি মেদিনী।

বটু (কঃ প্রঃ ১)—"বটু র্মাণবকোঽথ স্যাৎ" ইতি হেমচন্দ্রঃ।

বন (৪।৬)—"ক্লীবং স্যাৎ কাননে নীরে নিবাসে নিলয়ে বনম্" ইতি রভসঃ।

বর (৪।৩৪)—"দেবাদ্বৃতে বরঃ শ্রেষ্ঠে ত্রিষু ক্লীবে মনাক্প্রিয়ে" ইত্যমরঃ।

বর্ণ (৪।১৯)—"বর্ণো দ্বিজাদৌ শুক্লাদৌ স্তুতৌ বর্ণং তু চাক্ষরে" ইত্যমরঃ।

বশা (কঃ প্রঃ ১৬)—"বশা সীমন্তিনী বামা" ইতি হেমচন্দ্রঃ। "বশা করিণ্যাং স্ত্রীগব্যাং চ" ইতি মেদিনী।

ব্যসন (১।২২)—"ব্যসনং বিপদি ভ্রংশে দোষে কামজকোপজে" ইত্যমরঃ।

ব্রজ (২।৪৮)—"ব্রজো গোষ্ঠাধ্ববৃন্দেষু" ইতি মেদিনী।

বাজী (১।৪৬ ; ২।৪০ ; ৩।৪৬)—"বাজী স্বশ্বে শরে খগে" ইতি যাদবঃ।

বামা (৪।২৮)—"পদ্মা বপ্রা শিবা তথা। বামা ত্রিশলা" ইতি, "বামা বর্ণিনী মহিলাঽবলা যোষা যোষিৎ" ইতি চ হেমচন্দ্রঃ।

বায়স (১।৩৩)—"বায়সোঽগুরুবৃক্ষেঽপি শ্রীবাসধ্বাঙ্ক্ষয়োঃ পুমান্" ইতি মেদিনী।

বার্ত্তা (২।২৮)—"বার্ত্তা বার্তিজনে বৃত্তৌ বার্ত্তা কৃষ্যাদ্যুদন্তয়োঃ" বৃত্তিমন্নীরুজোর্বার্ত্তা বার্ত্তমারোগ্যফল্গুনোঃ" ইতি বিশ্বঃ।

বাহিনী (৪।৩৬)—"বাহিনী স্যাৎ তরঙ্গিণ্যাং সেনাসৈন্যপ্রভেদয়োঃ" ইতি বিশ্বঃ।

ব্যাল (১।৪৩)—"ভেদ্যলিঙ্গঃ শঠে ব্যালঃ পুংসি শ্বাপদসর্পয়োঃ" ইত্যমরঃ। "ব্যালো দুষ্টগজে সর্পে শঠে শ্বাপদসিংহয়োঃ" ইতি হৈমঃ।

বি (১।৩৯ ; ৩।৩১৩ ; ৪।১০)—"নগৌকোবাজিবিকিরবিবিষ্কিরপতত্রয়ঃ" ইত্যমরঃ। "বিঃ পক্ষিপরমাত্মনোঃ" ইতি যাদবঃ।

বিগ্র (১।৩৫)—"বিগ্রস্তু গতমাসিকে" ইত্যমরঃ।

বিগ্রহ (১।৮ ; ২।৪৩ ; ৩।১৫ ; ৪।২১)—"অথ বিগ্রহো যুদ্ধে দেহে চ" ইতি বৈজয়ন্তী।

বিতান (৪।১৬)—"অস্ত্রী বিতানমুল্লোচে বিস্তারাধ্বরয়োঃ ক্ষণে" ইতি বৈজয়ন্তী।

বিধু (১।৩)—"বিধুঃ শশাঙ্কে কর্পূরে হৃষীকেশেঽপি রাক্ষসে" ইতি বিশ্বঃ।

বিনত (বিনতা) (৪।৪৪)—"বিনতা তার্ক্ষ্যজনন্যাং পিটকাভিদি। বিনতঃ প্রণতে ভুগ্নে শিক্ষিতে চাভিধেয়বৎ" ইতি মেদিনী।

বিনয় (১।৪২)—"বিনয়া তু বলায়াং স্ত্রী শিক্ষায়াং প্রণতৌ পুমান্" ইতি মেদিনী।

বিনায়ক (৩।৪)—"বিনায়কস্তু হেরম্বে তার্ক্ষ্যে বিঘ্নে জিনে গুরৌ" ইতি মেদিনী।

বিভু (৪।৪৪)—"বিভুঃ প্রভৌ সর্ব্বগতে শঙ্করব্রহ্মণোস্তু না" ইতি মেদিনী।

বিরিঞ্চি (কঃ প্রঃ ৮)—"বিরিঞ্চিঃ কমলাসনঃ। স্রষ্টা প্রজাপতির্বেধাঃ বিধাতা" ইত্যমরঃ।

বিবুধ (৪।৩৮, ৪৫)—"বিবুধঃ সুরপণ্ডিতৌ" ইতি বৈজয়ন্তী।

বিশ্ব (১।১৪; ৩।৪)—"বিশ্বং কৃৎস্নে চ ভুবনে বিশ্বে দেবেষু নাগরে" ইতি বিশ্বঃ।

বিশ্বকর্ম্মা (৩।৪০)—"বিশ্বকর্মার্কসুরশিল্পিনোঃ" ইত্যমরঃ।

বিষয় (১।৪৮; ৩।৩৮, ৪৭; ৪।১) "বিষয়ো গোচরে দেশে তথা জনপদেঽপি চ। প্রবন্ধাদ্ যস্ত যো জ্ঞাতস্তত্র রূপাদিকে পুমান্" ॥ ইতি মেদিনী। "দেশবিষয়ৌ তুপবর্ত্তনম্" ইত্যমরঃ।

বিষদ্রাক্ (২।১১)—"বিষদ্রাক্ বিষগঞ্চতি" ইত্যমরঃ।

বিহার (৩।৭)—"বিহারঃ সৌগতাবাসঃ ক্রীড়ায়াঞ্চ" ইতি বৈজয়ন্তী।

বৃত্ত (৪।১৯)—"বৃত্তোঽধীতেঽপ্যতীতেঽপি বর্ত্তুলেঽপি বৃতে মৃতে। দৃঢ়েঽস্তলিজবান্ ক্লীবং ছন্দশ্চারিত্রবৃত্তিষু" ॥ ইতি মেদিনী।

বৃন্দারক (কঃ প্রঃ ৮)—"বৃন্দারকঃ সুরে পুংসি মনোজ্ঞশ্রেষ্ঠয়োস্ত্রিষু" ইতি মেদিনী।

বৃষ (১।৯, ১৮; ২।৪৪; ৪।৮, ২৯)—"অথ গীষ্পতৌ। শ্রেষ্ঠোক্ষাখ্যা-খুরেতস্সু পুং ধর্মেন্দ্রবলে বৃষঃ" ইতি যাদবঃ। "বৃষো ধর্ম্মে বলীবর্দ্দে শৃঙ্গ্যাং পুং রাশিভেদয়োঃ ॥ শ্রেষ্ঠে স্যাদুত্তরস্থশ্চ বাসমূষিকশুক্রলে"। ইতি মেদিনী।

শ

শ (৩।২)—"শং বদন্তি বুধাঃ শ্রেয়ঃ শশ্চ শস্ত্রং নিগদ্যতে" ইতি মেদিনী।

শক্তি (২।৯, ৪৪)—"শক্তিরস্ত্রান্তরে গৌর্য্যামুৎসাহাদৌ বলে স্ত্রিয়াম্" ইতি মেদিনী।

শঙ্খ (২।১৮)—"শঙ্খো নিধৌ ললাটাস্থ্নি কম্বৌ ন স্ত্রী" ইত্যমরঃ।

শম্বর (৪।২৫)—"শম্বরং সলিলে পুংসি মৃগদৈত্যবিশেষয়োঃ" ইতি মেদিনী।

শয় (১।৯ ; ৪।৪৮)—"শয়ঃ শয্যাহিপাণিষু" ইতি মেদিনী।

শ্বসন (৩।২২)—"শ্বসনং শ্বাসে শ্বসনঃ পবনে মদনক্রমে" ইতি হেমচন্দ্রঃ।

শ্রী (১।১,৩০ ; ৩।২)—"শ্রীর্বেশরচনা শোভা ভারতী সরলক্রমে॥ লক্ষ্ম্যাং ত্রিবর্গসম্পত্তিবিধোপকরণেষু চ।" ইতি মেদিনী।

শ্রীপতি (১।১৭)—"দেবকীনন্দনঃ শৌরিঃ শ্রীপতিঃ পুরুষোত্তমঃ" ইত্যমরঃ।

শুচি (১।১৬ ; ৩।১ ; ৪।৪০)—"শুচিঃ শুদ্ধে সিতেঽনলে। গ্রীষ্মাষাঢ়ানুপহতেষ্বপধাশুদ্ধমন্ত্রিণি। শৃঙ্গারে চ"। ইতি হেমচন্দ্রঃ।

শ্রুতি (৪।৪)—"শ্রুতিঃ শ্রোত্রে তথাম্নায়ে বার্ত্তায়াং শ্রোত্রকর্ম্মণি" ইতি বিশ্বঃ।

শৃঙ্গ (১।১০ ; ২।৩০)—"শৃঙ্গং প্রাধান্যসান্বোশ্চ" ইত্যমরঃ। "শৃঙ্গং শিখরে চিহ্নে ক্রীড়াম্বুযন্ত্রকে"। ইতি মেদিনী।

শেখর (৩।১৭)—"শিখাস্বাপীড়শেখরৌ" ইত্যমরঃ।

শেবধি (১।৪৮)—"নিধানং গূঢ়কোশো না। নিধিঃ শেবধিরস্ত্রিয়াম্" ইতি যাদবঃ।

শোণ (৩।৯)—"শোণঃ কোকনদচ্ছবিঃ" ইত্যমরঃ।

শোণিতপুর (৩।৯)—"দেবীকোট উমাবনম্। কোটিবর্ষং বাণপুরং স্যাৎ শোণিতপুরঞ্চ তৎ" ইতি হৈমঃ।

স

সংকথা (৩,৩০)—"অন্যোন্যোক্তিঃ সংলাপসংকথে ইতি হেমচন্দ্রঃ।

সংবিৎ (১।৪২)—"সংবিৎ স্ত্রিয়াং প্রতিজ্ঞায়ামাচারে জ্ঞানসংগরে" ইতি মেদিনী।

সখা (১।৪২)—"সখা মিত্রে সহায়ে না" ইতি মেদিনী।

সন্তান (কঃ প্রঃ ২)—"সন্তানঃ সন্ততৌ গোত্রে স্যাদপত্যে সুরক্রমে" ইতি মেদিনী।

সন্ততি (৩।৪৫ ; ৪।৩৪)—"সন্ততিঃ স্যাৎ পঙ্‌ক্তৌ গোত্রে পারম্পর্য্যে চ পুত্রয়োঃ" ইতি মেদিনী।

সন্নিবেশ (৪।১)—"সংস্থানং সন্নিবেশঃ স্যাৎ" ইতি যাদবঃ।

সময় (৪।২৩)—"সময়াঃ শপথাচারকালসিদ্ধান্তসংবিদঃ" ইত্যমরঃ।

সম্প্রযোগ (৩।১৫)—"সংপ্রযোগো রতেঽন্বয়ে" ইতি বৈজয়ন্তী।

সমাদান (৪।২৯)—"যূপমধ্যং সমাদানম্‌" ইতি যাদবঃ। "সমাদানং সমীচীনগ্রহণে নিত্যকর্ম্মণি" ইতি বিশ্বঃ।

সম্বাধ (২।১৭, ৪১)—"সম্বাধসংকটৌ সমৌ" ইতি যাদবঃ।

সর্ব্বমঙ্গলা (১।১৮)—"উমা কাত্যায়নী গৌরী......সর্ব্বমঙ্গলা.........দুর্গা" ইত্যমরঃ।

সহস্‌ (১।৪৪)—"সহো বলে জ্যোতিষি চ পুংসি হেমন্ত-মার্গয়োঃ" ইতি মেদিনী। "সহো বলং সহা মার্গঃ" ইত্যমরঃ।

স্কন্ধ (৩।৪৬)—"স্কন্ধঃ প্রকাণ্ডে কায়েঽংসে বিজ্ঞানাদিষু পঞ্চসু। নৃপে সমূহে ব্যূহে চ" ইতি হৈমঃ।

স্পার্শন (৪।৩৫)—"স্পার্শনো মারুতে পুংসি দানে স্পর্শে নপুংসকম্‌" ইতি মেদিনী।

স্রবন্তী (কঃ প্রঃ ১৫)—"নদী স্রোতস্বিনী কুল্যা স্রবন্তী নিম্নগা সরিৎ" ইতি বৈজয়ন্তী।

স্ব (১।৩৫)—"স্বো জ্ঞাত্যাত্মনোঃ স্বং নিজে ধনে" ইতি হেমচন্দ্রঃ।

সাক্ষাৎ (৩।৪২ ; ৪।৩১ ; কঃ প্রঃ ১৪)—"সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষতুল্যয়োঃ" ইত্যমরঃ।

সার (৪।৩২)—"সারো বলে স্থিরাংশে চ ন্যায্যে ক্লীবং বরে ত্রিষু" ইত্যমরঃ।

সারব (৪।১০)—"দেবিকায়াং সরয্বাং চ ভবে দাবিকসারবৌ" ইত্যমরঃ।

সার্ব্বভৌম (৪।৩৫)—"সার্ব্বভৌমস্তু দিঙ্‌নাগে সর্ব্বপৃথ্বীপতাবপি" ইতি মেদিনী।

সিন্ধু (১।৬ ; ২।১১, ২০ ; ৪।২২ ; কঃ প্রঃ ৯)—"দেশে নদবিশেষেঽব্ধৌ সিন্ধুর্না সরিতি স্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ।

সিন্ধুর (২।২০)—"স্তম্বেরম-দ্বিরদ-সিন্ধুর-নাগ-দন্তিনঃ" ইতি হেমচন্দ্রঃ।

স্থিতি (৩।৭ ; ৪।৪)—"স্বভাবঃ প্রকৃতী রীতিরবস্থা তু দশা স্থিতিঃ" ইতি বৈজয়ন্তী। "স্থিতিঃ স্ত্রিয়ামবস্থানে মর্য্যাদায়াঞ্চ সীমনি" ইতি মেদিনী।

স্থিরা (কঃ প্রঃ ১)—"স্থিরা ভূমৌ শালপর্ণ্যাং স্থিরো নিশ্চলমোক্ষয়োঃ" ইতি বিশ্বঃ।

সীতা (১।৩৮)—"সীতা লাঙ্গলপদ্ধতিবৈদেহীস্বর্গগঙ্গাসু" ইতি মেদিনী।

সীমা (কঃ প্রঃ ৫, ৭)—"আঘাটে কথিতা সীমা স্থিতৌ ক্ষেত্রে চ দৃশ্যতে" ইতি শাশ্বতঃ।

সুত (৪।৮) "পার্থিবে তনয়ে সুতঃ" ইত্যমরঃ।

সুধা (৩।১৯)—"গঙ্গেষ্টিমূর্ব্বয়োঃ স্নুহ্যাং লেপভেদেঽমৃতে সুধা" ইতি বৈজয়ন্তী।

সুনাসীর (১।১৫)—"ইন্দ্রো মরুত্বান্ মঘবা বিড়ৌজাঃ পাকশাসনঃ। বৃদ্ধশ্রবাঃ সুনাসীরঃ ......শতমন্যুঃ......গোত্রভিদ্ বজ্রী......বৃষা......বলারাতিঃ" ইত্যমরঃ।

সুমনস্ (২।২৪ ; ৩।২০, ২৯, ৪১ ; ৪।২৩, ৩৪)—"সুমনাঃ পুষ্পমালত্যোঃ স্ত্রিয়াং না ধীরদেবয়োঃ" ইতি মেদিনী।

সুহিত (৪।১৯) "সুহিতেঽভিহিতে তৃপ্তে" ইতি বিশ্বঃ।

সূনু (১।২৮, ৩০, ৪০, ৪২ ; ২।৩৫ ; ৪।১,৩,১১,১২)—"সূনুঃ পুত্রেঽনুজে ঽর্কে না" ইতি মেদিনী।

সেতু (৪।৮)—"সেতুর্না বৃক্ষভিৎ সীমা তরণোপায় এব চ" ইতি মঙ্খকোষঃ।

হ

হংস (৪।৩৮)—"যোগিভেদে খগে হংসো নির্লোভনৃপসূর্য্যয়োঃ" ইতি শাশ্বতঃ।

হর (১।১৮)—শম্ভুরীশঃ পশুপতিঃ……চন্দ্রশেখরঃ ……গিরীশঃ ……সর্ব্বজ্ঞঃ হরঃ স্মরহরঃ……বৃষধ্বজঃ ইত্যমরঃ।

হরি (১।৪৫ ; ২।৩৮ ; ৩।৩১ ; কঃ প্রঃ ১৯)—"যমানিলেন্দ্রচন্দ্রার্কবিষ্ণুসিংহাংশুবাজিষু শুকাহিকপিভেকেষু হরির্না কপিলে ত্রিষু॥" ইত্যমরঃ।

হিত (১।৪৬ ; ৪।৪৩)—"হিতং পথ্যে গতে ধৃতে" ইতি মেদিনী।

হেতি (৪।৩০)—"হেতির্জ্বালাংশুরায়ুধম্" ইতি বৈজয়ন্তী।

শব্দনির্ঘণ্ট